প্রবন্ধ সমগ্র

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

প্রবন্ধ সমগ্র
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

সম্পাদনা
হোসেন মাহমুদ

জ্ঞান বিতরণী

www.pathagar.org

©
প্রকাশক
দ্বিতীয় প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০২০
প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩
প্রচ্ছদ
সুব্রত সাহা
প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম
জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, মোবা. ০১৭১১-০৫৭৮৭২, ০১৯৬৩-৩৩১৩৪৯
gyaanbitoroni007@gmail.com
অক্ষর বিন্যাস
আর. ডি. কম্পিউটার
১৬৪, আর. এম. দাস রোড, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
২১ আর. এম. দাস রোড, ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২, ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক
কানাডা পরিবেশক : এটিএন মেগা স্টোর, ২৯৭৬, ড্যামফোর্ত এভিনিউ, টরেন্টো, অন্টারিও, কানাডা
প্রকাশনায় উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় :

সৈয়দ আব্দুর রউফ মুক্তা	সৈয়দ ইলিয়াস শিরাজী
মেয়র, সিরাজগঞ্জ পৌরসভা	চেয়ারম্যান, প্রকল্প বাস্তবায়ন লিঃ
ও চেয়ারম্যান	এবং পরিচালক
সৈয়দ স্পিনিং এন্ড কটন মিলস্ লিঃ	সৈয়দ স্পিনিং এন্ড কটন মিলস্ লিঃ

মূল্য
৫০০ টাকা US $ 15.00

PRABONDHA SAMOGRA
By Syed Ismail Hossain Shiraji
Published by Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/2-Ka, Banglabazar
Dhaka-1100, Mobile : 01711057872
ISBN : 978-984-90110-4-0

ঘরে বসে জ্ঞান বিতরণী'র বই পেতে ভিজিট করুন–
http://rokomari.com/gyanbitorani ফোনে অর্ডার করতে ০১৫১৯৫২১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭
www.boibazar.com/Gyan Bitaroni অথবা ফোনে অর্ডার করতে কল করুন ০৯৬১১২৬২০২০

www.pathagar.org

সম্পাদকের কথা

উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালি মুসলমান সমাজে নবজাগরণের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তাতে সমকালীন বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন। কোন সন্দেহ নেই সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ নবজাগরণের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। এটাও অনস্বীকার্য যে এ প্রচেষ্টায় সুফল ফলেছিল এবং বাঙালি মুসলমানের সার্বিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা ১৮৫৭ সালের 'সিপাহি বিপ্লব' বা উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা স্মরণ করতে পারি। এটা ঠিক যে এতে মুসলমানদের ভূমিকা ছিল প্রধান ও অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক, কারণ তারাই ছিলেন শাসক জাতি এবং ক্ষমতা হারানোর জন্য তাদের ভিতরে বিরাজ করছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ। এর বহিঃপ্রকাশ ইতিপূর্বে নানাভাবে ঘটেছে। কিন্তু এ বিদ্রোহের বারুদে যিনি সর্বপ্রথম অগ্নিসংযোগ করেছিলেন তিনি ছিরেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় হিন্দু সিপাহি– মঙ্গল পাণ্ডে। এ যুদ্ধে হিন্দু সমাজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি অংশও স্বাধীনতা চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে পরাধীনতার শিকল ছিঁড়তে জীবন পণ করেছিলেন। তাই এটি হয়ে উঠেছিল ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের প্রথম সম্মিলিত স্বাধীনতার লড়াই। কিন্তু ইংরেজদের অদম্য সাহস, অপরিসীম ধৈর্য, অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তি ও অতুলনীয় কূটকৌশলের কারণে এটি সফল মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। লক্ষ্যণীয় যে, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশিতে তথাকথিত যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটলে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা ঘটে। শাসন ক্ষমতার পরিবর্তনে একচেটিয়া ক্ষতির শিকার হয় গোটা মুসলমান সমাজই। উল্লেখ্য যে ভারতে মুসলমান শাসনামলে বাঙালি মুসলমান দিল্লীর দরবারে যেমন তেমনি মুর্শিদাবাদ দরবারেও কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিল বলে জানা যায় না। বাঙালিরা যে অঞ্চলের অধিবাসী সেই সুবে বাংলায়ও নবাব মুর্শিদ কুলি খান থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত সময়কালে তাদের সগোত্রীয়রাই সকল প্রধান

www.pathagar.org

পদগুলোতে নিয়োজিত ছিলেন। তাই বলা যায় যে, বাঙালি মুসলমান সরাসরি শাসন ক্ষমতার সাথে তেমনভাবে কখনোই সম্পৃক্ত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে মুসলিম শাসনের কারণে তারাও প্রকারান্তরে ছিল সুফলভোগী। পলাশি যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তাদের এ অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। নূতন শাসক ইংরেজ স্বাভাবিকভাবেই তাদের দীর্ঘকালের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। একে শাসক জাতির মর্যাদা হারানো, তারপর নয়া শাসকের বিভিন্ন বৈরি পদক্ষেপ গোটা ভারতীয় মুসলিম সমাজের মত বাঙালি মুসলমানকেও ইংরেজদের প্রতি প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ, শত্রুভাবাপন্ন ও বিদ্বেষ পরায়ণ করে তোলে। এ কারণেই ইংরেজদেরকে আঠারো শতকে মজনু শাহ্‌, উনিশ শতকে তিতুমীর ও হাজি শরীয়তুল্লাহ্‌ প্রমুখ বিদ্রোহী নেতাদের মোকাবেলা করতে হয়। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে সেই সুপ্ত বেদনা ও অপমানের প্রতিবিধান করতে সকল মুসলমান না হলেও একটি বিরাট অংশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল ও নৈতিক সমর্থন দিয়েছিল। বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর এর পুরো দায় চাপে মুসলমানদের উপরই। উপমহাদেশব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলে ইংরেজদের কঠোর দমনাভিযান। এ সময় মুসলমানদের অস্তিত্বই প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাদের এ দুর্দশা ও দুরবস্থা দেখে ইংরেজের সাথে বিরোধিতা নয়– সহযোগিতার মাধ্যমে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি মুসলিম নবজাগরণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন উত্তর ভারতের দূরদর্শী মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭- ৯৮)। এ সময় মুসলিম সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম অনুধাবন করেন কলকাতার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ (১৮২৮- ১৮৯৩)। তিনি আদতে ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অধিবাসী। অচিরেই কাজ শুরু করেন তিনি। ১৮৬৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি।' মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধান এবং তাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা চালুর জন্য আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সময় এগিয়ে আসেন। তিনি হলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯- ১৯২৮)। তাঁর পিতা অযোধ্যার মানুষ, তবে বসতি স্থাপন করেন হুগলিতে। সৈয়দ আমির আলির বেড়ে ওঠা ও কলেজ জীবনের শিক্ষা লাভ সেখানেই। পরে কলকাতায় উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ সহ জীবনে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনি। মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ সালে তিনি 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.org

উল্লেখিত ব্যক্তিদের শিক্ষাকেন্দ্রিক জাগরণ প্রচেষ্টা শুরুর অব্যবহিত পর সাময়িকপত্র ও সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিম নবজাগরণ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, সাময়িকপত্রের ন্যায় সাহিত্যেও মুসলমানদের আত্মপ্রকাশ ঘটে হিন্দু সম্প্রদায়ের পর। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে শেখ আলীমুল্লাহ্ সম্পাদিত 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (১৮৩১) ও রজব আলী সম্পাদিত 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' (১৮৪৬) নামক দু'টি পত্রিকার মধ্য দিয়ে সাময়িকপত্রের জগতে মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটে। এ দু'টি পত্রিকাই ছিল স্বল্পস্থায়ী। এগুলোর পর প্রায় তিন দশক মুসলিম সমাজ থেকে আর কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘ বিরতির পর ১৮৭৩ সালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মাদারিপুরের গোপালপুর গ্রাম থেকে 'বালারঞ্জিকা' নামে একটি মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নাম সৈয়দ আবদুর রহিম। মুসলিম সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্যোগে এটিই প্রথম পত্রিকা। অবশ্য অধিকাংশ গবেষক সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত ও ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 'আজীজন নেহার' পত্রিকাকেই এ মর্যাদাটি দিয়েছেন। যাহোক, এরপর থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মুসলিম উদ্যোগে মোটামুটি ২৭টি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা জানা যায়। এসব পত্র-পত্রিকায় বহু মুসলমান লেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শুধু তাই নয়, এ সব পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করে বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, শিক্ষা, সাহিত্য, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মপরিচয় সন্ধানের নূতন অভিযাত্রা শুরু হয়।

হিন্দু সমাজে ব্যাপক সাহিত্যচর্চা ও তার পরিণতিতে অজস্র ধারায় কাব্য-নাটক-উপন্যাস রচনার বিপরীতে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশ ও সাহিত্য সৃষ্টি হয় অনেক বিলম্বে। গদ্যে মীর মশাররফ হোসেন ও কাব্যে কায়কোবাদ উনিশ শতকের শেষ ভাগে প্রথম ও প্রধান দু' মুসলিম আধুনিক ঔপন্যাসিক ও কবি। উল্লেখ্য, মীর মশাররফ বিশ শতকের প্রথম দশক ও কায়কোবাদ চল্লিশের দশক পর্যন্ত সাহিত্য ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন।

২

উনিশ শতকের শেষ দু'টি দশকে তৎকালীন মুসলিম পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ও গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে সেকালের বাঙালি লেখকগণ আধুনিক মুসলিম সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন। তারা একদিকে

www.pathagar.org

যেমন ইসলাম ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, আদর্শকে তাদের লেখায় উপস্থাপন করতে থাকেন অন্যদিকে বিভিন্ন সংস্কারধর্মী, উদ্দীপনাময়, জাগরণমূলক লেখার মাধ্যমে সকল দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর জাতিকে জাগিয়ে তুলতেও ব্রতী হন। এ কথা অনস্বীকার্য, বিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় জাগরণের যে প্রাথমিক প্রাণাবেগ দেখা যায় তার কাজ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষার্ধের এ জাগরণকামী সাহিত্য কর্মীদের হাতে। বলতে হয়, সেদিনের জাতীয় জীবনের অন্ধকার সময়কালে তারা প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে জাতিকে জেগে ওঠার পথনির্দেশনা দান করেছিলেন। আত্মস্বার্থ নয়, জাতীয় স্বার্থই সেদিন তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। জাতি তাদের প্রদর্শিত সেই আলোর শিখা অনুসরণ করে সেদিন নবজাগরণের পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এ পথনির্দেশক ও মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ভিত রচয়িতারা প্রকৃতপক্ষে সেদিন জাতির কাণ্ডারি হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই অবিস্মরণীয় কর্মী-পুরুষদের অন্যতম ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী।

উনিশ শতকের শেষভাগে ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর জন্ম হয় সিরাজগঞ্জে। পরাধীন দেশ, পরাধীন মানুষ, হতমান বাঙালি মুসলমান এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত মুসলিম বাংলা– কৈশোরে নবজাগ্রত চেতনায় তাঁর চোখের সামনে এ ছবিটিই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। বাঙালি মুসলমানের অসহায় অবস্থা তাকে বিচলিত করে তুলেছিল। এ জাতিকে বাঁচাতে হবে, জাগিয়ে তুলতে হবে– তখনি এ চিন্তা তার মনে বাসা বাঁধে। দেখা যায়, কৈশোরেই বাঙালি মুসলমানের যে কল্যাণ চেতনা তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে লক্ষ্যেই তাঁর সকল মেধা ও শ্রমসহ তিনি নিবেদিত ছিলেন। তাঁর জীবনে এর বাইরে আর কিছু ছিল না। ফলে, শিরাজী ও বাঙালি মুসলিম নবজাগরণ হয়ে উঠেছিল সমার্থক। এ অকৃত্রিম ও নিখাদ বৈশিষ্ট্য সহযোগী অন্য সকলের চাইতে তাঁকে স্থাপন করেছিল এক পৃথক ও অনন্য মর্যাদার আসনে।

জাতির নবজাগরণ প্রচেষ্টায় শিরাজীর প্রধান মাধ্যম ছিল সাহিত্য। উনিশ শতকের একেবারে প্রান্তপর্বে কবি হিসেবে তরুণ শিরাজীর আবির্ভাব ঘটেছিল। বাঙালি মুসলমানের পরাধীনতা, দুরবস্থা, অবর্ণনীয় দুর্দশা তাঁর ভিতরে যে দুঃসহ জ্বালার সৃষ্টি করেছিল, তাই কবিতার ছন্দকে আশ্রয় করে 'অনল প্রবাহ' (পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ ১৮৯৯ সাল এবং পূর্ণ কাব্য হিসেবে প্রকাশ ১৯০০ সাল) কাব্য

www.pathagar.org

হিসেবে রূপলাভ করে। এ কাব্যের রচনা ও প্রকাশ শিরাজীর উনিশ বছর বয়সে। তাই প্রথম তারুণ্যের বেপরোয়া ও উচ্ছ্বসিত আবেগ তাঁর নিরাপস স্বাধীনতা চেতনা ও জাতীয় জাগরণের ঐকান্তিক ইচ্ছার সাথে মিলে অগ্নি প্রবাহের রূপ নেয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে নিজে তরুণ শিরাজী তাঁর প্রথম কাব্যই উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর ভাষায়—

"ইসলামের গৌরবের বিজয় কেতন
হে মোর আশার দীপ নব্য যুবগণ..."

কে অর্থাৎ তরুণদেরকে। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে আবার উত্থান লক্ষ্যে তারাই জাগত বক্ষে খর প্রবাহ প্লাবন বহাবে। বস্তুত, 'অনল প্রবাহ' কাব্যটি হচ্ছে শিরাজীর জীবন দর্পণ। তাঁর মানস চিন্তা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য সব কিছুই এ কাব্যের কবিতাগুলোতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

শিরাজী আরো কয়েকটি কাব্য রচনা করেন। এগুলো হল : 'উচ্ছ্বাস' (১৯০৭), 'নব উদ্দীপনা' (১৯০৭), 'উদ্বোধন' (১৯০৮), 'স্পেনবিজয় কাব্য' (১৯১৪), 'মহাশিক্ষা কাব্য' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৯ ও ১৯৭১)।

কাব্যের পাশাপাশি শিরাজী গদ্যকেও তাঁর চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম করেন। এর ফলে রচিত হয় অসংখ্য প্রবন্ধ। এসব প্রবন্ধে তাঁর পরিণত ও পরিশীলিত চিন্তার পাশাপাশি বিপুল ভাব-গাম্ভীর্যের পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা ৫টি। এগুলো হল : 'স্ত্রী শিক্ষা' (১৯০৭), 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' (১৯০৭), 'তুর্কী নারী জীবন' (১৯১৩), 'আদব-কায়দা শিক্ষা' (১৯১৪) ও 'সুচিন্তা' (১৯১৪)। উল্লেখ্য, শিরাজী সারা জীবনে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলোর সব তাঁর জীবদ্দশায় বা পরেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সেকালের পত্র-পত্রিকার পাতায় সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

শিরাজী কবিতা ও প্রবন্ধ ছাড়াও উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী ও সঙ্গীতও রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলো হল : 'রায়নন্দিনী' (১৯১৫), 'তারাবাঈ' (১৯১৬), 'ফিরোজা বেগম' (১৯১৮) ও 'নূরউদ্দীন' (১৯১৯)। 'রায়নন্দিনী' তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস। এটি বাংলার শ্রেষ্ঠ বারো ভূঁইয়া ঈসা খাঁ'র সাথে আরেক বারো ভূঁইয়া কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর প্রেম এবং তার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া সহ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কাহিনী। এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ধর্ম হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্ব-উদারতার নানা দিক। এ উপন্যাসটি সেকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তাঁর সঙ্গীত গ্রন্থ দু'টি হল : 'সঙ্গীত সঞ্জীবনী' (১৯১৬) ও 'প্রেমাঞ্জলি' (১৯১৬)।

www.pathagar.org

বিশ্ব মুলিম ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্দীপ্ত শিরাজী বলকান যুদ্ধের সময় তুরস্কের সাহায্যার্থে গঠিত ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের সদস্য হিসেবে ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে তুরস্ক যাত্রা করেন। ১৯১৩ সালের জুলাইতে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সেখানে থাকাকালে তিনি রণাঙ্গনেও অবস্থান করেন। 'তুরস্ক ভ্রমণ' (১৯১৩) নামক গ্রন্থে তিনি এ যুদ্ধের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষদর্শীর যুদ্ধ দৃশ্য বর্ণনা এই প্রথম। এ হিসেবে তিনিই বাংলা যুদ্ধ সাহিত্যের প্রথম স্রষ্টা।

বলা প্রয়োজন, তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলো (আংশিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি) হল : ১. সুচিন্তা, ২য় খণ্ড, ২. কারাকাহিনী, ৩. মুক্তির বাণী, ৪. বিবিধ প্রবন্ধ, ৫, তুরস্ক ভ্রমণ, ২য় খণ্ড, ৬. তুরস্কের ডায়েরী, ৭. নব্য তুর্কী, ৮ সিরিয়া ভ্রমণ, ৯. সুধাঞ্জলি, ১০. গৌরব কাহিনী, ১১. কুসুমাঞ্জলি, ১২. আবে হায়াত, ১৩. কাব্য কুসুমোদ্যান ও ১৪. পুষ্পাঞ্জলি। অন্যদিকে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু প্রবন্ধ অগ্রন্থিত রয়ে গেছে।

জাতির মঙ্গল ও কল্যাণের প্রচেষ্টায় সাহিত্যের বাইরেও নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন শিরাজী। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা শোনার জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতিতে লোকে তাঁকে দাওয়াত করে নিয়ে যেত। সেসব সভায় তিনি যেমন ধর্মের কথা শোনাতেন তেমনি অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে জেগে ওঠার, নিজের পায়ে দাঁড়াবার আহ্বান জানাতেন। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ, বলিষ্ঠ যুক্তি ও কথার চমৎকারিত্বের কারণে লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর বক্তৃতা শুনত। তিনি যেসব স্থানে সভা করতে যেতেন, সাধারণত সব স্থানেই সভার পর বালক বা বালিকাদের স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন।

শিরাজী গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জাগরণ চেয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা আবার ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করুক, বিলুপ্ত ক্ষমতা ও মর্যাদা ফিরে পাক, সাম্য-মৈত্রী-মানবতা-ভ্রাতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক– এই ছিল তাঁর জীবনের ঐকান্তিক কামনা। বাঙালি মুসলমানকে অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করার জন্য তিনি ঐকান্তিক চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নিজে যেমন কোন চাকরি করার কথা কখনো ভাবেননি তেমনি স্ব-সমাজের লোকদের জন্যও তা কামনা করেননি।

www.pathagar.org

তিনি চেয়েছিলেন, মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করুক, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিক, তারা মনের দিক দিয়ে ও বিত্তের দিক দিয়ে ঐশ্বর্যশালী হোক। তারা এক হাতে কোরআন আরেক হাতে বিজ্ঞান নিয়ে জীবনের চলার পথে অগ্রসর হোক।

শিরাজী তাঁর জীবনাদর্শে সকল প্রকার নীচতা-হীনতা থেকে মুক্ত ছিলেন। আকাশের মত উদার ও সাগরের মত প্রশস্ত মন নিয়ে এ পৃথিবীতে তাঁর আগমন ঘটেছিল। একান্ন বছরের জীবনকালে তিনি ছিলেন সর্বদা আলিফের মত খাড়া। অতি বড় বিপদেও তিনি কখনো নুয়ে পড়েননি। নিজের শেষ সম্বলটুকু বিকিয়ে দিয়ে তিনি অন্যের উপকার করেছেন। দরিদ্রদের কাছে তিনি ছিলেন সেকালের দাতা হাতেম তাঈ, নির্যাতিত-অত্যাচারিতদের কাছে ছিলেন পরম আশ্রয়। বাঙালি মুসলমানকে আত্মনির্ভরশীল করা, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নিজ জীবনের সকল সময় ও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেছিলেন। সমকালীন আর কোন নেতা-সমাজসেবী-সাহিত্যিক জাতির মঙ্গল ও কল্যাণে এভাবে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন বলে জানা যায় না। এ ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে তুলনাহীন।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী দীর্ঘায়ু ছিলেন না। সাহিত্য সাধনাসহ তাঁর সক্রিয় কর্মজীবনের ব্যাপ্তি ছিল মাত্র বত্রিশ বয়স (মৃত্যু, ১৭ জুলাই ১৯৩১)। মুসলিম নবজাগরণের যে আকাঙ্ক্ষা কৈশোরেই তাঁর রক্তকণায় আলোড়ন তুলেছিল, পরবর্তীকালে তা তাঁকে পরিণত করে অগ্নিস্রোতা নদীতে। সে নদীর প্রতিটি তরঙ্গে ধ্বনিত হত জ্বালাময়ী সুর। তাই তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই আগুনের স্রোত বয়ে যেত। ফলে ক্ষমতাদর্পী ইংরেজ শাসকের সাথে তিনি অচিরেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে সংঘাত অব্যাহত ছিল। এ সংঘাতে তিনি বিপন্ন হয়েছেন, তবে আপস করেন নি, লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। ইংরেজদের তিনি আজীবন বিদেশী দখলদার হিসেবেই দেখেছেন, আর ইংরেজরাও তাঁকে তাদের শাসন-শোষণের প্রতি বরাবরই এক হুমকি হিসেবেই বিবেচনা করেছে।

জীবন ও কর্মের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, শিরাজী ছিলেন বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের অবিসম্বাদিত অগ্রদূত, স্বাধীনতার আহ্বানকারী প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি, মীর মশাররফ হোসেনের পর প্রধান ঔপন্যাসিক, বিশ শতকের প্রথম দু'টি দশকের সর্বপ্রধান লেখক, সমকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম বাগ্মী, মুসলমানদের আত্মমর্যাদার প্রতীক, সমাজ নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি

www.pathagar.org

যুগস্রষ্টা না হলেও যুগের অন্যতম এক নায়ক ছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাঙালি মুসলমানের উন্নতি ও কল্যাণের প্রশ্নে তিনি ছিলেন নিরাপস, সোচ্চার ও প্রত্যয়ী। সকল প্রকার ভয়-ভীতি প্রলোভনকে তিনি অবলীলায় জয় করেছিলেন। নিজের মাথা উঁচু রাখার পাশাপাশি মুসলমানদেরও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার বলিষ্ঠ প্রেরণা দিয়েছিলেন। সকল হীনমন্যতাবোধ ঝেড়ে ফেলে, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে মুসলমানরা জেগে উঠুক এবং তাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের কাতারে নিজেদের পুনরায় স্থাপন করুক, সারা বিশ্ব আবার মুসলমানদের গৌরব গানে মুখর হোক– শিরাজী জীবনভর এটাই চেয়েছেন। তাঁর এ চাওয়ার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। বলাবাহুল্য যে আত্মমর্যাদাহীন, মনোবল হারা মুসলমানদের মধ্যে শিরাজীর প্রচেষ্টা ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। অচিরকাল মধ্যেই তারা সামিল হয়েছিল উন্নতি ও অগ্রগতির অভিযাত্রায়। এখানেই শিরাজীর জীবন সাধনার সাফল্য।

৩

শিরাজী ছিলেন বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুরুষ। এ প্রচেষ্টায় তাঁর প্রধান মাধ্যম ছিল সাহিত্য। উনিশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ প্রথম তারুণ্যে কবি হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছেন শাসক হিসেবে ইংরেজকে, অগ্রসরমান ও সুবিধাভোগী হিসেবে হিন্দু সমাজকে এবং অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া, ধ্বংসোন্মুখ জনগোষ্ঠী হিসেবে মুসলমানদেরকে। স্বজাতি অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের পরাধীনতা, দুরবস্থা, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা তাঁর ভিতরে যে দুঃসহ জ্বালার সৃষ্টি করেছিল, তাই কবিতার ছন্দকে আশ্রয় করে 'অনল প্রবাহ' কাব্য হিসেবে প্রকাশ লাভ করে। কাব্যিক প্রকাশের পাশাপাশি তিনি গদ্যকেও তাঁর চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম করেন। এর ফলে রচিত হয় অসংখ্য প্রবন্ধ যেগুলো প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। উল্লেখ্য যে সেই তরুণ বয়সেই কবিতার পাশাপাশি গদ্যেও তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। লক্ষ্যণীয় যে কবিতায় তিনি যেমন মুসলিম নবজাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন ও স্বাধীনতার আবাহন করেছেন তেমনি তাঁর প্রবন্ধেও সেই অভিন্ন অনুরণনই শোনা যায়। তবে প্রবন্ধে তাঁর চিন্তা ও আবেগ অনেক বেশি পরিশীলিত এবং বিপুল ভাব-গাম্ভীর্যে ঋদ্ধ।

www.pathagar.org

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রকাশিত গদ্য গ্রন্থসমূহের বাইরে শিরাজীর বহু প্রবন্ধ সেকালের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেসব পত্র-পত্রিকা এখন দুষ্প্রাপ্য। ব্যক্তি বা গ্রন্থাগার পর্যায়ে এসব পত্র-পত্রিকার আংশিক সংগ্রহ হয়ত আছে, কিন্তু তার সন্ধান করা বা হাতে পাওয়া দুই-ই এখন কঠিন ব্যাপার। ফলে শিরাজীর এসব প্রবন্ধ অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করে প্রকাশ করার কাজটিও এখন সম্পূর্ণই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত শতকের ষাটের দশকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে দেশের উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিকদের রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর আওতায় বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা, কবি ও লেখক সৈয়দ আসাদ উদ্দৌলা শিরাজী ও কনিষ্ঠ জামাতা কবি ইজাব উদ্দীন আহমদ শিরাজীর সকল প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখা একত্রিত করে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে জমা দেন। বোর্ড বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক আবদুল কাদির (১৯০৬- ১৯৮৪)-কে তা সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করে। এ প্রক্রিয়ায় ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় শিরাজীর ৪টি উপন্যাসের সমন্বয়ে 'শিরাজী রচনাবলী' উপন্যাস খণ্ড প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৬৯ সালে 'মহাশিক্ষা কাব্য'-এর প্রথম খণ্ড ও ১৯৭১ সালে 'দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী উভয়ে মিলে বাংলা একাডেমী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর শিরাজী রচনাবলীর আর কোন খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। তখন অবস্থাদৃষ্টে এটাই উপলব্ধি হয়েছিল যে স্বাধীন বাংলাদেশে শিরাজী ও তাঁর সাহিত্য কর্ম প্রকাশকে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ অনাবশ্যক মনে করছে। এ রকম পরিস্থিতিতে, জমা দেয়া হয়নি তেমনি সেগুলোর কোন সন্ধানও পাওয়া যায়নি। ফলে জাতি চিরদিনের জন্য শিরাজী সাহিত্যের সিংহভাগ অংশের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পরে ২০০৩ সালে বাংলা একাডেমী ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'শিরাজী রচনাবলী' উপন্যাস খণ্ড পুনঃপ্রকাশ করে। কিন্তু তাঁর মহাশিক্ষা কাব্য পুনঃপ্রকাশ করেনি। অন্যদিকে শিরাজীর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ 'অনল প্রবাহ' ১৯১০ সালে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। ইংরেজ

www.pathagar.org

শাসনের বাকি সময়ে তা আর আলোর মুখ দেখেনি। পাকিস্তান আমলে ১৯৫১ সালে এ বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করার পর ১৯৫৩ সালে এটি পুনরায় প্রকাশ লাভ করে। এর দীর্ঘ ২৭ বছর পর ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে 'অনল প্রবাহ' আবার প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৯২ ও ২০০৪ সালে তা পুনর্মুদ্রণ করা হয়। মোট কথা, শিরাজীর সমগ্র রচনার মধ্যে তাঁর ৪টি উপন্যাস ও একটি কাব্য ছাড়া আর কোন গ্রন্থের দেখা এখন পাওয়া যায় না।

ফলে এ কথা আজ জোরালোভাবেই বলা যায় যে অপ্রকাশিত অন্যান্য রচনাসহ শিরাজীর মূল্যবান প্রবন্ধ সাহিত্যের এক বিরাট অংশ চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা যেতে বসেছে। যদি কোন উদ্যমী ও দরদী গবেষক ঐকান্তিক আগ্রহে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন তাহলে চিরবিস্মৃতির করালগ্রাস থেকে তাঁর সাহিত্য কর্মের সম্পূর্ণ অংশ না হলেও বেশ কিছুটা হয়ত এখনো উদ্ধার করা সম্ভব।

এবার নিজের কথা বলি। আমি দীর্ঘদিনের চেষ্টায় পত্রিকান্তরে প্রকাশিত শিরাজীর অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে মাত্র পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। এখানে উল্লেখ্য যে ঘটনাচক্রে ১৯৯৪ সালে ১৩০৬ বাংলা সনের 'প্রচারক' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যাসহ পরবর্তী সময়ের 'ইসলাম প্রচারক', 'আল ইসলাম', 'সুপ্রভাত', 'ইসলাম দর্শন' ও 'প্রবাসী' পত্রিকার কিছু সংখ্যা আমার হাতে আসে। সেগুলোতে শিরাজীর কয়েকটি প্রবন্ধ-ভ্রমণ কাহিনী ছিল। আরো পরে বিভিন্নভাবে বাকি প্রবন্ধগুলো সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। সবগুলো মিলিয়ে ২০০৭ সালে 'প্রবন্ধ সমগ্র : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী' নামে এ পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। প্রবন্ধগুলো বাংলা ১৩০৬ থেকে ১৩৩১ সন (১৮৯৯- ১৯২৪ ইংরেজি সাল) পর্যন্ত সময়কালে রচিত ও প্রকাশিত। এসব প্রবন্ধ থেকে এ কালের পাঠকগণ দেশ-জাতি-সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম-স্বাধীনতা-রাজনীতি-সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে এ মনীষী ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা-আশা-প্রত্যাশা ও মূল্যায়নের সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হতে পারবেন।

প্রবন্ধ সমগ্রে'র প্রবন্ধগুলোকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, পরিচিতি মূলক লেখা। এর মধ্যে রয়েছে সুলতান মাহমুদ, বোগদাদ চিত্র, আদর্শ সতী বিবি রহিমা, তুর্কী নারী জীবন, নব্য তুর্কী ও সিরিয়া ভ্রমণ। বাকিগুলো দেশ-জাতি-সমাজ বিষয়ক চিন্তামূলক প্রবন্ধ। এ ধরনের প্রবন্ধগুলো যে তাঁর শক্তিমণ্ডিত রচনা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার চেয়ে বড় কথা– এ সকল

www.pathagar.org

প্রবন্ধে আপন সমাজের সার্বিক উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে আসা আকুল আকুতি এমনকি একালের প্রতিটি সচেতন মানুষের হৃদয়কেও ছুঁয়ে যাবে। নিজের মানুষদের জাগিয়ে তুলতে, তাদের এগিয়ে নিতে তিনি বারংবার অগ্রসর ও অবস্থা উন্নত প্রতিবেশী হিন্দুদের দৃষ্টান্ত টেনে এনেছেন। পাশাপাশি মুসলমানদের প্রতি তাদের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনাও করেছেন। সে সাথে তিনি ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও সু-সম্পর্ক বজায় রাখার উপরও সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ শিরাজীকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের লেখক হিসেবে আখ্যায়িত করা ভুলই শুধু নয়, অন্যায়ও বটে।

বলা দরকার, এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। তবে প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ দু'টির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম প্রবন্ধটির প্রকাশের তারিখ উদ্ধার করা যায় নি। তবে প্রবন্ধের ভাষা থেকে এটি তাঁর একেবারে প্রথম দিকের রচনা মনে হওয়ায় তা প্রথমে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে শেষ রচনাটি শিরাজীর প্রথম দিকের রচনা হলেও এটি একটি বিষয়ের প্রতিক্রিয়াজনিত আলোচনা বলে সবশেষে রাখা হয়েছে।

এ গ্রন্থটি প্রকাশের প্রক্রিয়ায় কিছু তিক্ত ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। সহৃদয় পাঠকদের বোধহয় তা জানানো যেতে পারে। ২০০৭ সালে এ পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাইন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগে জমা দেই। চারবছর সময় ক্ষেপণের পর তারা এ গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ করা সম্ভব নয় জানিয়ে ফেরত দেন। দেখা গেল, ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ বইটি ছাপা যায় কিনা সে বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য তাদের এক প্রাক্তন কর্মকর্তা ও লেখক জনাব মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (মুস্তফা মাসুদ)-এর কাছে পাণ্ডুলিপিটি পাঠায়। তিনি পৃথক কোন কাগজ ব্যবহার না করে ঐ পাণ্ডুলিপিতেই ফাঁকা স্থানে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে লাল কালিতে প্রায় সকল প্রবন্ধ সম্পর্কেই তাঁর সম্পূর্ণ নেতিবাচক মতামত লিপিবদ্ধ করেন (অননুমোদিত পাণ্ডুলিপি লেখককে ফেরত দেয়া হয় এবং তিনি তা দেখবেন জেনেও)। তিনি তাঁর এসব মন্তব্যের কোনটিতে বলেছেন যে এ প্রবন্ধ বর্তমানে প্রাসঙ্গিক নয় (১৯২৩ সালের কোন লেখা বা ক'টি লেখা ২০১২ সালে এসে প্রাসঙ্গিক থাকে?), কোনটিতে বলেছেন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে উস্কে দেবে, কোনটিতে বলেছেন সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকর ইত্যাদি। শিরাজী আজ বেঁচে থাকলে এসব মন্তব্য

www.pathagar.org

দেখে নিশ্চিতই বড় লজ্জা পেতেন। বাঙালি মুসলমানের জাগরণের জন্য যিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁর গ্রন্থ প্রকাশে প্রাসঙ্গিকতার বিষয় কি অজুহাত হতে পারে? জ্ঞানীরা জানেন যে শিরাজী স্বজাতি প্রেমী ছিলেন, কিন্তু তার শত্রুরাও কখনো তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে বদনাম দেয়নি। হিন্দু সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাঁকে মুক্তকণ্ঠে অসাম্প্রদায়িক হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত, শিরাজীকে তারাই সাম্প্রদায়িক বলেন যারা মুসলমান হয়েও মুসলমানের চেয়ে হিন্দুকেই সর্বতোভাবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন এবং ভাব গদগদ চিত্তে তাদের তুষ্টি সাধনে সক্রিয় থাকেন। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে এটাই বোধহয় শিরাজীর প্রাপ্য ছিল।

শিরাজীর এসব প্রবন্ধের সংকলনটি পাঠকদের হাতে পৌছনোর প্রত্যাশায় যখন একেবারেই হতাশ তখন এক পর্যায়ে বাংলা বাজারের পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'জ্ঞান বিতরণী'র স্বত্বাধিকারী জনাব মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম এ পাণ্ডুলিপিটি ছাপার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বেশ বিলম্বে হলেও তাঁর জন্যই এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। এ জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যে দায়িত্ব ছিল ইসলামিক ফাইন্ডেশনের সে দায়িত্ব তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের এ পুরোধার কাছে জাতির ঋণের কিছুটা হলেও শোধ করলেন বলে মনে করি।

শিরাজীর ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলে আশা।

হোসেন মাহমুদ

ঢাকা
জানুয়ারি, ২০১৩

www.pathagar.org

সূচিপত্র

স্বাধীন চিন্তাশীলতা	:	১৯
সুলতান মাহমুদ	:	২৪
মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি	:	৩১
বোগদাদ চিত্র	:	৩৫
প্রাথমিক মুসলমানদিগের জ্ঞানচর্চা ও মুসলমান	:	৪৪
সিসিলি দ্বীপে মুসলমানদিগের জ্ঞানচর্চা	:	৫৫
মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক	:	৫৮
আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা	:	৬৫
আদর্শ সতী বিবি রহিমা	:	৭১
তুর্কী নারী জীবন	:	৭৮
নব্য তুর্কী	:	৮৭
সিরিয়া পরিভ্রমণ	:	৯৬
ইসলাম ও ঐক্যশক্তি	:	১১১
শক্তির প্রতিযোগিতা	:	১১৮
হিন্দু-মুসলমান	:	১২৬
উচ্চশিক্ষার ফল	:	১৫০
বাঙ্গালা সাহিত্য ও হিন্দু-মুসলমান	:	১৫৯
আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি	:	১৬৯
সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা	:	১৭৪
শিক্ষার পরিণাম	:	১৮৪
জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন	:	১৯১

www.pathagar.org

ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানের কর্তব্য	:	১৯৭
বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ	:	২১০
স্বজাতি প্রেম	:	২৩২
বাঙালী মুসলমানের আত্মপরিচয়	:	২৩৮
শিল্প সংগঠন ও জাতীয় জীবন	:	২৪৭
ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা	:	২৫৪
স্বরাজ ও হিন্দু-মুসলমান	:	২৭২
বেদনা	:	২৭৮
ইসলাম ও ধনবল	:	২৮৩
আত্মবিশ্বাস	:	২৯৮
জাতীয় প্রতিষ্ঠা	:	৩০৫
মর্মবাণী	:	৩১১
আহ্বান	:	৩১৬
নবনূর ও জেহাদ	:	৩২৭

www.pathagar.org

স্বাধীন চিন্তাশীলতা

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালা মানবমণ্ডলীকে যে সমস্ত মানসিক শক্তি-প্রভাবে যাবতীয় জীবজন্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য দান করিয়াছেন, চিন্তা তাহার প্রধানতম শক্তি। চিন্তাশীলতা প্রভাবে মানবজাতি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। চিন্তা না থাকিলে এক্ষণে আমরা মানব জাতিকে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণে জ্ঞানে বিভূষিত, সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন এবং ন্যায়পরায়ণ, সুসভ্য ও সমুন্নত অবস্থায় দর্শন করিতেছি, তাহা কদাপি দেখিতে পাইতাম না। মানব একদিন উলঙ্গ অবস্থায় পশুর ন্যায় অরণ্য-ভূমিতে নিতান্ত কদর্য ও হীনভাবে জীবন যাপন করিত। বনজাত ফলমূল এবং বনচর প্রাণীর আমমাংসে উদরপূর্তি করিত; সেই সময় তাহাদের বর্তমান কালের ন্যায় উৎকৃষ্ট আবাসগৃহ, প্রমোদউদ্যান, আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র, সুকর্ষিত শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, পণ্য– পূর্ণ আপণ, অধ্যয়ন গ্রন্থ, বিদ্যাশালা, ব্যবসায় বাণিজ্য, সমুদ্রগামী পোত, কর্মস্থলী নগরী, সভ্যতা সুনীতি, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। অথবা সে সমস্ত সদবৃত্তি প্রভাবে মনুষ্যসমাজ শনৈঃ শনৈঃ উন্নীত হইতেছে অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তি, ধর্মানুরক্তি, দয়া, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতিও ছিল না। ফলতঃ মানুষে এবং পশুতে তৎকালে আকারগত পার্থক্য ব্যতীত, অপর কোন বিষয়ে প্রভেদ দৃষ্ট হইত না।

সেই অসভ্য মানবজাতি যে, এক্ষণে সুখ স্বচ্ছন্দতা, জ্ঞান গরিমা, আবিষ্কার উদ্ভাবনা করিতেছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে একমাত্র চিন্তাশক্তির পরিচালনাকেই মূলরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মানব যখন দেখিল যে, তাহাদের গাত্রে শীত গ্রীষ্ম নিবারণোপযোগী রোম বা পালক কিছুই নাই, তখন সে শীতাতপ নিবৃত্তির জন্য চিন্তিত হইল এবং এই চিন্তা প্রভাবেই বৃক্ষ-বল্কল, পশুচর্ম প্রভৃতি প্রথমতঃ শীতাতপ নিবারণার্থে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কালে চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র আবিস্কৃত হইল এবং বর্তমানে কত প্রকারেই না চিত্র-বিচিত্র পরিধেয় নির্মিত হইয়া লজ্জা নিবারণ, শীতাতপ দমন ও অঙ্গসৌষ্ঠব পরিবর্ধন করিতেছে। অতঃপর কালে আরও যে

www.pathagar.org

কত উন্নত ও অভিনব-বিধ পরিচ্ছদ আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? মানব যখন দেখিল, তাহাদের আত্মরক্ষার উপযোগী সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ প্রভৃতির ন্যায় তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রানখর বিষাণ প্রভৃতি কিছুই নাই তখন সে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনার্থে চিন্তা-রত্নাকরে নিমগ্ন হইল এবং অচিরেই বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমুন্নত ধরনের অসংখ্য শ্রেণীর অস্ত্র-শস্ত্রাদির আদি জননীস্বরূপ বৃক্ষশাখা এবং প্রস্তর লোষ্ট্ররূপ রত্ন হস্তে উত্থিত হইল। বাস্তবিকই মানবজাতি অরণ্য-জীবনে শাখা সঞ্চালন এবং লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করে। ক্রমে চিন্তাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শাখা বা লগুড় হইতে নানাবিধ অস্ত্র এবং সমুন্নত শস্ত্রাদির আবিষ্কার করে। মানব প্রথম অবস্থায় তরু কোটরে ও গিরিগহ্বরে বাস করিত। ক্রমে পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পর্ণ কুটির নির্মাণ শিক্ষা করে, কালক্রমে চিন্তার পরিস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য প্রকারের পাষাণ গৃহ নির্মাণ শিক্ষা করে এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে বর্তমান শ্রেণীর সুধা-ধবলিত সুচারু কারুকার্যখচিত মনোমোহন প্রাসাদাবলী সংগঠনে সক্ষম হইয়াছে।

মানব প্রথম অবস্থায় পড়িতে লিখিতে জানিত না। চিন্তা প্রভাবে প্রথম শব্দ সৃষ্টি, তৎপর ভাষার পুষ্টি সাধন এবং ক্রমশঃ চিন্তাশক্তির প্রস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে নানাবিধ বিদ্যার আবিষ্কার ও আলোচনা করিয়া সমস্ত জগৎ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতেছে। মানব প্রথম অবস্থায় কাননজাত ফলমূলে জীবন ধারণ করিত; কিন্তু ক্রমশঃ পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বভাবজাত ফলমূল ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে কৃচ্ছ্রতা উৎপাদন করিল, তখন মানব আবশ্যকানুযায়ী ফলমূল উৎপাদনের চিন্তায় বিব্রত হইয়া, সর্বপ্রথম বর্তমান কৃষিকার্যের আরম্ভস্বরূপ সামান্যরূপে মৃত্তিকা খনন করতঃ বৃক্ষাদি রোপণের উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল, পরে ক্রমশঃ চিন্তার বিকাশের সহিত উন্নত-শ্রেণীর কৃষিতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিয়াছে। এইরূপে বর্তমান সময়ে আমরা মানব জাতির গৌরব ও মহিমার যে সমস্ত বস্তু দর্শন করিতেছি— যদ্বারা মনুষ্যসমাজ পশুসমাজ হইতে বহু যোজন উর্ধ্বে উত্থিত হইয়াছে; তৎসমুদয়ই চিন্তাশক্তির পরিচালনা প্রভাবেই লব্ধ হইয়াছে। ফলতঃ ইহা অভ্রান্ত সত্য যে, মহীয়সী শক্তিশালিনী, সর্ব-শুভবিধায়িনী, মঙ্গলোন্নতি সাধিনী চিন্তাশক্তির দ্বারাই আদম বংশ ঈদৃশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া জীবজগতে প্রাধান্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছে। কার্যতঃ গরিয়সী চিন্তাই মানবসমাজকে অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন মূর্খতা ও অজ্ঞানতার গভীর কূপ হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল কিরণোদ্ভাসিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুপ্রশস্ত ক্রীড়াভূমিতে আনয়ন করিয়াছে। চিন্তায় নিরাশ্রয় দুর্বল মানবকে আশ্রয়ের

www.pathagar.org

অধিকারী এবং প্রতাপশালী করিয়াছে। চিন্তায় মানবকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে, অক্ষমতা হইতে ক্ষমতায় এবং অসভ্যতা হইতে সভ্যতায় উন্নীত করিয়াছে।

যে জাতি ধরণীতলে যে সময়ে যাদৃশী উন্নতি লাভ করিয়াছে, তৎকালে তাহারা সেই পরিমাণে চিন্তাশক্তিরও পরিচালনা করিয়াছে। চিন্তা জাতীয় জীবনকে সংগঠিত, দৃঢ়ীভূত ও বলিষ্ঠ করে। চিন্তাশীল-ব্যক্তিগণ সমাজতরুর মূলস্বরূপ। যে সমাজে চিন্তাশীল ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক, সে সমাজ তত অধিক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিসম্পন্ন। সমাজে চিন্তাশীল মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ না করিলে অধঃপতিত সমাজ উন্নত অথবা দুর্বল সমাজ প্রবল হইতে পারে না। অখণ্ড পৃথিবীর অভ্রান্ত ইতিহাস খুলিয়া দেখ, যখন পুরাকালে গ্রীস, রোম, আরব, পারস্য, ভারত, চীন প্রভৃতি রাজ্য অমিত প্রতাপে বহু রাজ্যে আপনাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন এবং জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ করিয়া জগতে প্রভুত্ব এবং গৌরবের উন্নত মঞ্চে আপনাদের আসন গ্রহণ করিয়াছিল, তৎকালে এ সমস্ত রাজ্যে সুগভীর স্বাধীন চিন্তাশীল জাতীয় হিতচিকীর্ষু, মহামহিম বিপশ্চিদ্বর্গ এবং নেতৃমণ্ডলী জন্মগ্রহণ করত জ্ঞানপ্রভায় এবং ক্ষমতা মহিমায় ঐ সমস্ত রাজ্য আলোকিত, বিশোভিত এবং উন্নত করিয়াছিল। আবার যখন কালচক্রের পরিবর্তনে প্রাগুক্ত রাজ্যসমূহে স্বাধীন চিন্তাশীল মহাত্মাগণের আবির্ভাবের হ্রাস হইতে লাগিল, তখন হইতে ঐ সমস্ত রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িল। সমাজ অন্ধকারে পতিত হইল। জাতীয় জীবনের ভিত্তি শ্লথ হইল। সমাজে মূর্খতা রাজত্ব বিস্তার করিল। এইরূপে শনৈঃ শনৈঃ পূর্বোক্ত রাজ্যসমূহ গৌরবময় উন্নতির মঞ্চ হইতে অধঃপতনের চরম সীমায় পদার্পণ করিল।

চিন্তা মানবের শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ। মানব চিন্তা লইয়া জন্মে, সমস্ত জীবন চিন্তা করে এবং মরিবার কালেও চিন্তা সঙ্গী করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে। মানব সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, অনন্ত চিন্তাসমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাই মানবের উঠিতে চিন্তা, বসিতে চিন্তা, খাইতে চিন্তা, শয়নে চিন্তা, ধর্মে চিন্তা, কর্মে চিন্তা, সুখে চিন্তা, দুঃখে চিন্তা, শান্তিতে চিন্তা, অশান্তিতে চিন্তা। ফলতঃ মানবজীবনের প্রত্যেক মুহূর্তই চিন্তায় পরিপূর্ণ। তাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, মানব চিন্তার সজীব প্রতিনিধি বিশেষ। চিন্তা না থাকিলে মানবের সদাসৎ কোন কার্য প্রকাশিত হইত না। সূর্যমণ্ডল যেরূপ জগন্মণ্ডলের প্রকাশক, চিন্তাশক্তি সেইরূপ কার্যরাশির প্রকাশক।

www.pathagar.org

মানব যখন কার্য করে, দেখিবে পূর্ব মুহূর্তেই চিন্তা করিয়া তাহার চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লয়। মানবীয় কার্য এই চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অতএব মানব যেরূপ চিন্তা করিবে, কার্যেও তদ্রূপ প্রকাশ পাইবে। তুমি সুচিন্তা কর, দেখিবে তাহা হইতে অশেষ মঙ্গলকর সুফলসমূহ প্রসূত হইতেছে। আবার দুশ্চিন্তা বা কুচিন্তা কর দেখিবে তাহা হইতে অশেষ গ্লানিকর পাপজনক কার্যরাশি সমদ্ভূত হইতেছে। যে যেরূপ চিন্তা কর, তাহার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যকলাপ সেইরূপ হইয়া থাকে। যে জাতীয় বীজ ভূমিতে রোপণ করা যায়, তাহা হইতে সেই জাতীয় বৃক্ষই উৎপন্ন হয়।

এইজন্যই যাঁহারা পৃথিবীতে অমর এবং কীর্তিশালী হইতে চাহেন, যাঁহারা অনন্ত প্রকৃতি ভাণ্ডারের কথঞ্চিৎ পরিমাণে রহস্য অবগত হইয়া অতুল আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতে চাহেন, তাঁহাদের উচিত যে, সর্বদা সুচিন্তার যথাযথ অনুশীলন দ্বারা সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। সংসারে যাঁহারা অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের জ্ঞান গরিমায় বিদ্যা মহিমায় জগৎ আলোকিত হইয়াছে, যাঁহাদের কার্যরাশিতে মানবজাতি বহুল উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই গভীর চিন্তাশীল ছিলেন। চিন্তাশীলতার প্রভাবেই তাঁহারা অন্য সাধারণ মানব হইতে আপনাদিগকে বহু উচ্চে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

জেমস্ ওয়াট বাষ্পের উর্ধ্বগামিনী শক্তি প্রভাবে পাক পাত্রের মুখাবরণ উর্ধ্বে উত্থিত হইতে দেখিয়া কারণানুসন্ধানে চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া চিন্তার ফলে তিনি বাষ্পীয় যন্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়া কালের পটে অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। স্যার আইজাক নিউটন একটি সামান্য আপেল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখিয়া, তাহার কারণ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তাহার ফলে 'মাধ্যাকর্ষণ' শক্তির আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান জগতে অপূর্ব কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। স্যার রিচার্ড আর্করাইট সামান্য ক্ষৌরকারের পুত্র হইয়া চিন্তাবলে সূত্র নির্মাণ যন্ত্র ও বস্ত্র বয়নের কল নির্মাণ করিয়া জগতের অশেষ হিতসাধন করতঃ মহাপুরুষ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া গিয়াছেন। কুফা নিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা আবু মুসা জাফর কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত চিন্তায় অভিভূত হইয়া অশেষ কল্যাণকর রসায়ন শাস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। পুণ্যশ্লোক আবু আলী সীনা রোগ নিরাকরণে চিন্তিত হইয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্ববিধ রহস্য প্রকটন এবং তৎসম্বন্ধে ছয়শত গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। অদ্বিতীয় গণিতবেত্তা মুসা আবু অল জাফর গণিত শাস্ত্রের সহজ পন্থা উদ্ভাবন করিতে যাইয়া মহোপকারী আলজাবরা বা বীজগণিত শাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়া গণিতজ্ঞ বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়া গিয়াছেন। অতুলনীয় প্রতিভাশালী আব্দুল হক দহলবী, ধর্মশাস্ত্রের মূল রহস্য অবগত হইবার প্রবল

www.pathagar.org

বাসনায় চিন্তিত হইয়া, অসীম জ্ঞান গবেষণা পূর্ণ বৃহৎ সপ্ত শত গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাপণ্ডিত পদবাচ্য হইয়া রহিয়াছেন। মহাপণ্ডিত আবুল ওয়াফা জ্যামিতি শাস্ত্রের আলোচনায় চিন্তামগ্ন হইয়া ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রের আবিষ্কার করেন। এইরূপ চিন্তা প্রভাবে মেষরক্ষক জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পীয় যানের, ডাক্তার জেনার বসন্ত টীকার, জর্জ হামফ্রে ডেভী বৈদ্যুতিক আলোর, এবনে তবতবা ধাতু বিদ্যার, রাফেল এবং মাইকেল আঞ্জেলো চিত্রবিদ্যার, পণ্ডিত চূড়ামণি আচার্য ইমাম গাজ্জালী এবং ইমাম ফকরউদ্দীন মনস্তত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রের, বিজ্ঞানবিদ এডিসন শব্দ যন্ত্রের আবিষ্কার করতঃ জগতের ভূয়ঃ মঙ্গল সাধন করিয়া আপনাদিগকে যশঃমঞ্চে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন।

এই রূপে জগতের ইতিহাসে যে সমস্ত মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই উচ্চতম গভীর চিন্তাশীল পুরুষ ছিলেন। অতএব চিন্তাশীলতা– কি ব্যক্তিগত উন্নতি, কি জাতীয় উন্নতি উভয় ক্ষেত্রেই সম-প্রয়োজনীয় এবং কার্যকারিণী।

যদি তুমি জ্ঞানালোকে হৃদয়কে আলোকিত করিতে চাও, যদি তুমি সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে চাও, যদি তুমি প্রেমময় খোদাতালার অপার মহিমার নিদর্শন অবগত হইতে চাও, তবে সংসারে অন্ধের ন্যায় বিচরণ না করিয়া, সর্বদা সচিন্ত অন্তরে প্রত্যেক বস্তু যাহা তুমি দর্শন বা শ্রবণ কর তাহার তত্ত্বোদ্‌ঘাটন প্রয়াস পাইতে কদাপি বিমুখ হইবে না। তাহা হইলে অচিরেই তুমি প্রভূত বিষয়ে জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং মৌলিকতত্ত্ব অবগত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে।

www.pathagar.org

সুলতান মাহমুদ

একাল পর্যন্ত ধরণীমণ্ডলে যে সমস্ত নরপতি মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যানুরাগ, বীরত্ব এবং সুবিচারগুণে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, যাহাদের বিদ্যানুরাগে জগতে বিদ্যার আলোকপ্রভা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের অমানুষিক বীর্যবর্তা এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় সত্যসনাতন ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধবিভা দিকদিগন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের সুবিচারে জগৎ হইতে চৌর্য দস্যুতা, ব্যভিচার সুদগ্রহণ প্রভৃতির হ্রাস হইয়াছে, যাঁহাদের বীর পদভরে ধরণী বিকম্পিতা হইয়াছে; গজনীপতি সুলতান মাহমুদ তাঁহাদেরই একজন।

এই প্রখ্যাতনামা সুলতান মাহমুদের পিতার নাম সাবক্তগীন। সাবক্তগীন প্রথম অবস্থায় গজনীরাজ্যের সংস্থাপয়িতা আলপ্তগীনের ক্রীতদাস ছিলেন। আলপক্তগীণ, সাবক্তগীণের সচ্চরিত্রতা, বুদ্ধিমত্তা এবং প্রভুভক্তি দর্শনে অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন এবং রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। আলপ্তগীনের মৃত্যুর পরে সাবক্তগীন সিংহাসনাধিরোহণ করেন। সাবক্তগীন ৯৭৭ খৃস্টাব্দ হইতে ৯৯৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিংশ বছর রাজ্যশাসন করিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাবক্তগীন এই বিংশ বছর রাজত্বকালে গজনীরাজ্যের প্রচুর উন্নতি এবং বিস্তৃতি সাধন করিয়া যান। তিনি লাহোরের হিন্দুরাজা জয়পালকে পরাজিত করিয়া পেশোয়ার প্রদেশ গজনীর সহিত সংসৃষ্ট করেন। যাহা হউক সাবক্তগীনের মৃত্যুর পরে ত্রয়োদশ বছর বয়স্ক বালক মাহমুদ গজনীর মসনদে উপবিষ্ট। গজনীর সিংহাসনে রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য কোমলমস্তিষ্ক বালককে সমাসীন দেখিয়া, রাজ্যের উদ্ধত প্রকৃতি সামন্তবর্গ ঘোরতর অন্তর্বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। কিন্তু বালক মাহমুদ অতি সত্বরেই স্বাভাবিক প্রতিভা-জাত তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে অতি সুকৌশলে দক্ষতা এবং পরাক্রম সহকারে এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। বালক মাহমুদের তেজস্বীতা এবং মনীষা দর্শনে সকলেই বিস্ময় ভাবিতে লাগিল। গজনীর উচ্ছিন্নতাভিলাষী ব্যক্তিবর্গ হতাশ হইয়া পড়িল। খোরাসান এবং পারস্যের ভূপতিগণ বালক মাহমুদের রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রভাব এবং বীরোচিত পরাক্রম শ্রবণে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

www.pathagar.org

মাহমুদ বিদ্রোহ দমন করিয়া আভ্যন্তরিক শান্তি সংস্থাপন এবং শাসন সুশৃঙ্খলার বিধান করিলেন। অতঃপর ক্রমশঃ সৈনিক বিভাগের উন্নতি বিধানপূর্বক রাজ্যবিস্তারের সংকল্প করিলেন। বালক মাহমুদ দেখিতে দেখিতে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। বদনমণ্ডল ভ্রমর কৃষ্ণ শ্মশ্রুদামে এক অপূর্বশোভা ধারণ করিল। সর্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া বীরোচিত সাহস এবং গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলতঃ মাহমুদের যৌবনকালীন প্রদীপ্ত কান্তি কমনীয় মূর্তি যে দেখিত, সেই বিমোহিত হইয়া মনে মনে সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাধিপকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিত। তাঁহার জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট, উন্নতবপু, আয়তবক্ষঃ সুগঠিত সুগোল ভুজদণ্ড কৃষ্ণতার দীর্ঘাকার অক্ষিযুগল প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতেই যেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দৃঢ়তা, বীরত্ব এবং সর্ববিষয়িনী প্রতিভার জ্যোতি বিনিঃসৃত হইত। মাহমুদ যথাকালে নৃপোচিত সমারোহ সহকারে এক পরম রূপলাবণ্যবতী সুলক্ষণা কোমলাঙ্গীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারধর্ম প্রতিপালন করিলেন। কিন্তু তিনি গজনীর অধিকাংশ নৃপতির ন্যায় ভোগবিলাস, নারী ও সুরাপ্রিয় কিংবা অলস প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন না। উন্নত চিন্তা-চেতনাহীন ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদার আসনে কখনই স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাই তিনি সম্ভোগকে একমাত্র সুখব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। দুর্দম, দুঃসাহসী, প্রচণ্ডতেজাঃ শস্ত্রকোবিদ সুকৌশলী মাহমুদ প্রবল প্রতাপে চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। তিনি বছরের পর বছর গজনীসহ চতুর্দিকে বিস্তৃত আপন রাজ্যের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া মহাসমুদ্রের অতল জলরাশি উত্থিত ঢেউয়ের ন্যায় প্রচণ্ড বিক্রমে কখনও শস্যশ্যামল পঞ্চনদ প্রদেশে, কখনও হিমালয়ের পাদদেশ ছোঁয়া প্রকৃতির রম্য কানন কাশ্মীরে, কখনও যমুনা এবং গঙ্গার সমতল ভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেবোপাসক হিন্দুস্থানের নৃপতিবর্গকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। তাহাদের পাপের দুর্গস্বরূপ হিন্দুস্থানের অসংখ্য দেবমন্দির ভূমিসাৎ ও অগণ্য মূর্তি চূর্ণীকৃত করিয়া আপনাকে যশস্বী করিয়া তুলিলেন। এই মূর্তিবিনাশ হেতু মুসলমান নরপতির বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের যাবতীয় নরপতি একত্র হইয়া প্রাণপণ যুদ্ধেও কদাপি জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

২.

সুলতান মাহমুদের সপ্তদশবার আক্রমণে সিন্ধু হইতে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ কত মণিমুক্তা, কত রজত কাঞ্চনই যে তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নৃপতিকুল-গৌরব মাহমুদ কেবল ভারতবর্ষের গঙ্গাতট পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পশ্চিমদিকেও খোরাসান এবং

www.pathagar.org

পারস্য রাজ্য জয় করিয়া কলনাদিনী খরপ্রবাহী ইউফ্রেটিসের তট পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন। ক্রমে তাঁহার রাজ্য দক্ষিণে ভারতসিন্ধু এবং উত্তরে কাস্পিয়ান হ্রদ ও জৈহুন (আমুর) নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। সমস্ত এশিয়া ভয়চকিত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মাহমুদ অন্যান্য নরপতির ন্যায় কেবলমাত্র রাজ্য জয় করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি মনে করিতেন, রাজ্যে শান্তি এবং শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, কেবল অস্ত্রপ্রতাপে রাজ্য জয়ে কোনও গৌরব নাই। এজন্য তিনি রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আভ্যন্তরিক শাসন এবং সুশৃঙ্খলা স্থাপনে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেন। সুলতান মাহমুদ পশ্চিমে ইউফ্রেটীস, উত্তরে কাস্পিয়ান্‌হ্রদ ও জৈহুন নদী, পূর্বে জাহ্নবী-তট এবং দক্ষিণে ভারত মহাব্ধি– এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী বিশাল ভূখণ্ডে সূচীপরাক্রমে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

মহামতি মহারথী মাহমুদ দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন সর্বপ্রধান রাজধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কোনও রাজকর্মচারী কর্তৃক কোনও প্রজাকে অত্যাচারিত হইবার কথা শ্রবণ করিলে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যথোচিত দণ্ড বিধান করিতেন। তিনি দণ্ড-বিধানে কদাপি কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রদর্শন করিতেন না। এ বিষয়ে দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

একদা এক প্রবীণা স্ত্রীলোক রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া সুলতান-সমীপে আবেদন করিল যে, তাহার একটিমাত্র পুত্র পারস্যদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। তথায় দস্যুরা তাহাকে নিহত করিয়া তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি এবং পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। সুলতান মনোযোগপূর্বক আবেদন শ্রবণ করতঃ বলিলেন, "মাতঃ! ঘটনাস্থল অতি দূরদেশে, তাহাতে দস্যুদলের সন্ধান করা এবং তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া একান্ত কঠিন, বহুব্যয়সাপেক্ষ ও বহুলোকসাধ্য।" বৃদ্ধা এতচ্ছ্রবণে রোষপরবশ হইয়া দৃঢ়তা সহকারে গম্ভীরভাবে বলিল, "জাঁহাপনা! যদি রাজ্যশাসন করিতে অক্ষম হন, তবে রাজ্য জয় করা আপনার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়।" মহামান্য সুলতান মাহমুদ, প্রকাশ্য রাজসভায় মন্ত্রী এবং সেনানীবর্গের মধ্যে একজন সামান্য স্ত্রীলোক কর্তৃক এবম্বিধভাবে তিরস্কৃত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক্, বরং বৃদ্ধার সৎসাহসে অতীব প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত প্রদেশ শাসনকরণার্থ দস্যুদলকে ধৃত করিবার জন্য একদল শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং বৃদ্ধার ভরণ-পোষণের জন্য রাজকোষ হইতে মাসিক বৃত্তি প্রদানের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অপর একদিন জনৈক কৃষক আসিয়া মাহমুদ-সমীপে নিবেদন করিল যে, একজন সৈনিক পুরুষ তাহার রূপলাবণ্যবতী উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যার প্রতি আসক্ত

www.pathagar.org

হইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার বাড়িতে গমন করিয়া নানাবিধ অত্যাচার এবং উৎপীড়ন করিয়া থাকে। মাহমুদ কৃষকের আবেদন শ্রবণে বলিলেন, "আবার যখন সৈনিক পুরুষ তোমার বাড়িতে গমন করিবে, তুমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে সংবাদ প্রেরণ করিও।" অতঃপর অপর দিবস সেই দুর্দান্ত সৈনিক কৃষকের বাড়িতে উপস্থিত হইবামাত্র কৃষক ঊর্ধ্বশ্বাসে নৃপতির নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিল। মাহমুদ তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে উলঙ্গ-কৃপাণকরে কৃষকের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। যে গৃহে সৈনিক পুরুষ প্রবেশ করিয়াছিল, মাহমুদ বিদ্যুদ্বেগে সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রদীপ নির্বাণ করত প্রচণ্ড কৃপাণের এক আঘাতেই ব্যভিচারলিপ্সু সৈনিককে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর কৃষককে পুনরায় প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে অনুমতি করিলেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে মাহমুদ তাহা স্বহস্তে গ্রহণ পূর্বক সৈনিক পুরুষের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করতঃ মহিমাময় বিশ্বাধিপকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

কৃষক সুলতান মাহমুদের এবম্বিধ আচরণ দর্শনে অর্থাৎ প্রথমে একবার দীপনির্বাণকরণ, সৈনিককে বধ, অতঃপর দীপ জ্বালাইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে দেখিয়া বিনীতভাবে তাহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে সুলতান বলিলেন, "আমি যখন গৃহে প্রবেশ করি, তখন মনে সন্দেহ হইতেছিল যে, হয়ত এই সৈনিক পুরুষ দুর্বৃত্ত ভ্রাতুষ্পুত্রও হইতে পারে; যদি হয়, তবে দীপালোকে তাহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ পূর্বক আমার মনে স্নেহের উদয় হইয়া পাছে আমাকে কর্তব্যকার্য হইতে বিমুখ করে, এই ভয়ে প্রথমতঃ প্রদীপ নির্বাণ করিয়াছিলাম; কারণ, অন্ধকারে দেখিতে পাইব না; সুতরাং আমারও মনে স্নেহের উদয় হইবে না। অতঃপর দীপ জ্বালাইয়া মনের সন্দেহ দূরীভূত করণার্থ তাহার বদনমণ্ডল দর্শন করিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র নহে, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।"

৩.

পুণ্যশ্লোক নরপতি মাহমুদ বিচার বিষয়ে কীদৃক ন্যায়-পরায়ণ, পক্ষপাতশূন্য এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন; তাহা সুধীবর্গ উপরোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়েই সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এক্ষণে আমরা সুলতান মাহমুদের বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধের ইতি করিব।

মাহমুদের রাজত্বের পূর্বে গজনী একটি সামান্য নগরী ছিল। কিন্তু এই সামান্য নগরী পবিত্রাত্মা মাহমুদের গৌরবান্বিত সিংহাসন বক্ষে ধারণ করিয়া অচিরকাল মধ্যেই কবি-কল্পনার সম্মোহন-সৌন্দর্য এবং বিদ্যার সুবিমল

www.pathagar.org

আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া পরমাশ্রী সম্পন্ন হইয়া উঠে। মাহমুদের রাজত্বকালে সমুন্নত সুদৃঢ় দুর্গাবলী, কারুকার্য সমন্বিত উত্তুঙ্গ চূড়াবিশিষ্ট রমণীয় মসজিদসমূহ, মর্মর ও কৃষ্ণপ্রস্তর গঠিত নেত্র বিমোহন বিবিধ পণ্যপূর্ণ অগণ্য আপণশ্রেণী, প্রকৃতির রমণীয় ক্রীড়াভূমি সদৃশ নানা জাতীয় ফলমূলের দ্রুমলতা-শোভিত উদ্যান নিচয়, প্রস্তর মণ্ডিত তরু-ছায়াযুক্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম সকল, নির্মল সুপেয়-পয়ো-পূরিত সংখ্যাতীত জলাশয়, নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যপূর্ণ বহুল বাজার, অভ্রভেদী গিরি প্রতিম-অত্যুন্নত স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ স্বরূপ অতুলনীয় প্রাসাদাবলী, সৈন্যদিগের ক্রীড়া ও ব্যায়াম ভূমি, রাজকীয় প্রমোদাগার, অভ্রভেদী জয়-স্তম্ভ, বিচিত্র তোরণ, মণিমুক্তা-প্রবাল-পান্না-হীরক-কাঞ্চন-রাগ-উদ্ভাসিত চমৎকার বৈচিত্র্য শালিনী চিত্তহারিণী রাজসভা, বিদ্যা-চর্চার কোলাহল মুখরিত বহুসংখ্যক বিদ্যাগার প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া গজনী নগরী পৃথিবীতে অমরাবতী সদৃশ প্রতীয়মান হইয়াছিল। মাহমুদ বহু রাজ্য বহু নগর জয় করিয়া যে অতুল বৈভব আয়ত্ত করিয়াছিলেন; তাহার অধিকাংশই এই নগরীর সংগঠনে ব্যয় করিয়াছিলেন।

গজনীর রাজসভা এই সময়ে পৃথিবীর ইতিবৃত্তে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। রাজসভা একদিকে যেমন কল্পনাতীত মনোমোহিনী সুষমাসম্পন্না হইয়া ভূলোকে গোলোকের শোভা বিচ্ছুরিত করিত; অপরদিকে তেমনি তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন ধীসমৃদ্ধ ধরণীপূজ্য কোবিদবর্গে গৌরবান্বিত হইয়া অমল ধবল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিত। নানাদেশীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ মাহমুদের বিদ্যানুরাগ শ্রবণে গজনীতে সমাগত হইয়া পরমাদরে গজনীর রাজসভায় পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যা-সেবক মহামনাঃ মহাজনগণের সহবাসে এবং তাঁহাদের বিদ্যালোচনায় ক্রমে ক্রমে মাহমুদের স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। এই উদ্দীপনার ফলে মাহমুদ অতি শীঘ্র গজনীতে একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্রাসাতল্ উলুম) স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সপ্তশত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই গৌরবপূর্ণ মহানুষ্ঠানে মাহমুদের যশঃসৌরভ সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্বৎমণ্ডলীকে বিমোহিত করিয়া তুলিল। এই সময় হইতে এশিয়াখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য হইতে কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, তার্কিক, আলঙ্কারিক, নৈয়ায়িক, জ্যোতির্বিদ, ব্যাকরণবিদ, বাগ্মী, উল্মা, কারী, রাসায়নিক প্রভৃতি গজনীতে আগমন পূর্বক সসম্ভ্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া মহোৎসাহে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে বিভিন্ন রাজ্য হইতে বহুসংখ্যক

www.pathagar.org

বিদ্যালিপ্সু ছাত্র আসিয়া রাজকীয় সাহায্যে নিশ্চিন্ত মনে একাগ্রচিত্তে সোৎসাহে সর্বশুভঙ্করী বিদ্যাদেবীর চরণসেবায় নিযুক্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যেই জ্ঞান-রত্নে বিমণ্ডিত হওতঃ বিদ্বৎসমাজে বরণীয় ও স্মরণীয় হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিন মধ্যেই নানাশাস্ত্রবিশারদ অসংখ্য পণ্ডিতবর্গে মহানগরী গজনী বাসন্তী পূর্ণিমার অমল-ধবল-জ্যোৎস্নারাশি-ফুল্ল সুখদা ক্ষণদার ন্যায় বিদ্যার বিমল-বিভায় বিভাসিত হইয়া উঠিল। বিশ্ব-বিশ্রুত মহারাজধানী বোগদাদের মহা বিশ্ববিদ্যালয় এতাবৎকাল পর্যন্ত এশিয়া খণ্ডের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র কেন্দ্রস্থান ছিল; কিন্তু এক্ষণে গজনীর বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিল। তদানীন্তন বোগদাদ অধীশ্বর মুসলিম-কুল ধুরন্ধর মহামান্য খলীফা মাহমুদের বিদ্যানুরাগ শ্রবণে একান্ত পুলকিত মনে আবু রয়হান নামধেয় এক অপরাজিত মহাতার্কিককে বন্ধুত্বের উপঢৌকনস্বরূপ গজনীর রাজসভায় প্রেরণ করেন। এই দিগ্বিজয়ী তার্কিক চূড়ামণি সুলতান কর্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া রাজসভার সৌষ্ঠব ও গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন।

কাব্য-প্রিয় মাহমুদের রাজসভা এই সময়ে অসাধারণ প্রতিভাশালী আন্‌সারী আস্‌জাদী, আনওয়ারী, ফাররুমী প্রভৃতি মহাকবিগণের গম্ভীর মেঘ-গর্জন, গভীর পঠহ-নিনাদ এবং মধুর ত্রিতন্ত্রী-নিস্বন-বিশিষ্ট কবিতা কাকলীতে নিয়ত মুখরিত থাকিত। ফলতঃ গজনীর সভায় কবি এবং কাব্যের যেরূপ ঔৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল; তাহাতে তৎকালে মহারাজধানী বোগদাদের খলিফীয় সভাও তত্তুলনায় কাব্যাংশে গজনীর নিকট অনেক পরিমাণে হীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গজনীর কাব্যালোচনার বিষয় শ্রুত হইয়া এই সময়ে বীর-রসাশ্রিত অমৃত-নিস্যন্দিনী-কবিতাভাষী কবি-কুল কিরীটমণি জগদ্বিখ্যাত মহাকবি ফেরদৌসী যশোতৃষ্ণিতচিত্তে গজনীতে উপনীত হন এবং কিয়দ্দিবস প্রচ্ছন্নাবস্থায় কাল যাপনের পর সুলতান কর্তৃক রাজসভায় আহুত হন। মহামান্য সুলতান মাহমুদ ফেরদৌসীর অলোক-সামান্য কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বহু সম্মান এবং পরম সমাদরে মহাকবিকে রাজসভায় আসন প্রদান করেন। মহাকবি ফেরদৌসীও রাজানুগ্রহে একান্ত উৎসাহিত হইয়া প্রফুলচিত্তে স্বকীয় অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়া সকলকে বিমোহিত করিতে থাকেন। পরিশেষে সুলতান কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পারস্য-সাম্রাজ্যের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বনে "শাহনামা" নামক বীররস প্রধান ভুবনবিদিত অতুলনীয় মহাকাব্য রচনা করিয়া জগতের কবিকুলে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন।

www.pathagar.org

যখন নৃপতি-কুল অলঙ্কার মহামতি মাহমুদ এবম্প্রকারে স্বরাজ্যকে বিদ্যালোকে আলোকিত করিতেছিলেন, যখন মাহমুদের দিগন্তবিস্তৃত রাজ্যের অমিত প্রভাব এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিঘোষিত হইতেছিল, যখন রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ সুশাসন সুবিচার ও সুশিক্ষা প্রভাবে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি শিখরে আরূঢ় হইতেছিল, পূর্ণগৌরব ও পূর্ণোন্নতির সেই মাধ্যন্দিন সময়ে রাজেন্দ্র-কুল আদর্শ পরম বিদ্যোৎসাহী দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্র কুল-পূজ্য উদার চরিত মাহমুদ গজনী রাজ্যকে শোক-সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া ৪৬ বছর বয়ঃক্রমকালে ১০৩১ খৃস্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করিয়া পরম শান্তিময় সুখধামে গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই অতুল গৌরবান্বিত গজনীরাজ্য ক্রমশঃ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্বংস-সমুদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। তাঁহার সেই অতি সাধের অতি যত্নের পরম রমণীয় স্বর্গোদ্যান সদৃশ মহানগরী গজনী আজ কাল-চক্রে ধরণীপৃষ্ঠের রাজ্যরাশিতে বিমিশ্রিত হইয়া মহাকালের মহা প্রভাবের ঘোষণা করিতেছে। মাহমুদের সেই কনক-কান্তি বীরবপুও মৃত্তিকায় মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও সেই ভূপাল-কুল-ভূষণ উন্নতচেতাঃ ন্যায়পরায়ণ সুলতান মাহমুদের গৌরবময় কার্যকলাপ, তাঁহার সুশাসন, সুবিচার, বীর পরাক্রম, বিদ্যানুরাগিতা প্রভৃতির কথা ঐতিহাসিকগণের পুণ্যকণ্ঠে পরিকীর্তিত হইয়া তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর শান্তি-সুধা বর্ষণ করিতেছে।

হায়! আবার কবে সুলতান মাহমুদের ন্যায় মহামনাঃ নরপতি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবে? আবার কবে তাঁহার বিদ্যানুরাগ, সুশাসন ও বীরবিক্রমে ধরাতলে মুসলমানজাতির গৌরব-রশ্মি পৌর্ণমাসী কৌমুদীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইবে?

* মাসিক ইসলাম প্রচারক, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৬ ও শ্রাবণ ১৩০৭ (ফেব্রু-মার্চ ১৮৯৯ ও জুলাই ১৯০০)।

www.pathagar.org

মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি

ভাষা মানব জাতির উন্নতির সর্বপ্রধান কারণ। উন্নতি-কুসুম ভাষা তরুতেই জন্মিয়া থাকে। মানবের ন্যায়নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস সমস্তই ভাষায় আবদ্ধ। আমাদের ভাষা আছে বলিয়াই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মধ্যে পরিগণিত হইতেছি। ভাষা প্রভাবে সুখ-দুঃখ, শোক-হর্ষ প্রভৃতি মনোভাব পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতে পারি। পৃথিবীতে জাতীয় উন্নতির সহিত ভাষার উন্নতি দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যে জাতির ভাষা যত উন্নত, সে জাতির ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সংখ্যা তত অধিক। পৃথিবীতে চিরকাল সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে। ভাষার উন্নতি করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতি আশা করা "আকাশ-কুসুম" ব্যতীত আর কিছুই নহে। পৃথিবীতে যখন যে জাতি গৌরবের পতাকা উড়াইয়াছে, তখনই দেখিতে পাইবেন সে জাতি আপনাদের মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট সমলঙ্কৃত পরিপূর্ণ এবং সমুজ্জ্বল ও সুমার্জিত করিয়া তুলিয়াছে। যেমন মাতৃদুগ্ধে শিশু-শরীর অনুদিন হৃষ্ট-পুষ্ট-দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়, তেমনি মাতৃভাষাও জাতিকে গঠিত, উন্নত এবং পরিচালিত করে। মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা– ইহা পবিত্র এবং পূজ্য। ইহার সেবা না করিলে ঘোরতর অধর্ম হয়।

বর্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষার বিকাশ এবং গঠন হইতে থাকে, ইংরেজ রাজত্বে উহা এক্ষণে পুষ্টতা ও পক্কতা লাভ করিতেছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠতম কবি সৈয়দ আলাওল ২৫০ শত* বছর পূর্বে যদিও মুসলমান-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যাকাশে অপূর্ব জাতীয় গৌরব এবং বঙ্গের পতাকা উড়াইয়া গিয়াছে তথাপি মুসলমান কীর্তি বঙ্গ সাহিত্যে আজ পর্যন্ত নিতান্তই অল্প পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদিগের স্বাধীনতার সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা তত কিছু প্রয়োজন ছিল না। তখন আরবী-পারসী যথাক্রমে ধর্ম ও

---

* মহাকবি আলাওলের জন্ম ১৬০৭ খ্রি. এবং মৃত্যু ১৬৮০ খ্রি.। — সম্পাদক

www.pathagar.org

রাজভাষা এবং সর্ব সাধারণের কথিত ভাষা ছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই পারসী ও উর্দুর আলোচনা করিতেন। পারসী ও উর্দুতেই রাজকীয় সমস্ত কার্য নির্বাহিত হইত। তাই তখন বাঙ্গালা শিক্ষার বর্তমান সময়ের ন্যায় একান্ত আবশ্যকতা ছিলনা। কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত আমাদিগের আর উপায় নাই। মাতৃভাষা বাঙ্গালা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানদিগের উত্থানের এবং নব জীবনের আশা করা নিতান্তই মূর্খতা প্রকাশ মাত্র। কিন্তু নিতান্তই দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমানগণ এখনও এ মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইতেছে না। অথবা অবহেলা করিয়া জাতীয় উন্নতির মূল সুদৃঢ় করিতে উদাসীন রহিয়াছেন।

আজ হিন্দুস্থানের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ কি আমাদিগের অপেক্ষা ইংরাজি শিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন? আমি দৃঢ়তা এবং সততার সহিত বলিতেছি, নিশ্চয়ই না। কিন্তু তাহাদের মাতৃভাষা উর্দুর আলোচনা থাকায় উর্দু ভাষায় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নিরন্তর অনুবাদিত হওয়ায় উর্দুর প্রতি তাহাদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ থাকায় আজ তাহাদের মধ্যে নব জীবনের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান! তুমিও তোমার মাতৃভাষা পরম পবিত্র বাংলার সেবায় বদ্ধপরিকর হও, শীঘ্রই দেখিবে, বঙ্গীয় মুসলমান গগনে শুভ উষার আগমন হইয়াছে। সমাজহিত চিকিৎর্ষ মহোদয়গণ! নিশ্চয় জানিয়া রাখিবেন আমরা যতই আরবী, পারসী, উর্দু এবং ইংরাজিতে পণ্ডিত হই না কেন, যতই আমরা অন্যান্য ভাষার আলোচনা করি না কেন, যতদিন আমরা বাংলার আলোচনায় বদ্ধপরিকর না হইব, যতদিন জাতীয় সাহিত্য ইতিহাস এবং দর্শন বিজ্ঞান ভূরি পরিমাণে লিখিত এবং রচিত না হইবে— যতদিন আমাদের মধ্যে শত শত জাতীয় কবি এবং বক্তা আবির্ভূত না হইবে, ততদিন আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা করা নিতান্তই মূর্খতা। মাতৃভাষার আলোচনা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া দুই চারিটি লোকের ব্যক্তিগত উন্নতি হইলেও হইতে পারে– কিন্তু জাতীয় উন্নতি বা অভ্যুত্থান কদাপি হইতে পারে না।

মাতৃভাষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যখন আরব জাতি জ্ঞান গৌরবের এবং জয় মহিমার বিজয় পতাকা পৃথিবীর নানাদেশে উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন, যখন বর্তমান জগতের ভাগ্যচক্রের বিধাতা ইউরোপখণ্ড তাঁহাদের পাদমূলে বসিয়া শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিয়াছিল– তখন আরবগণ তাঁহাদের মাতৃভাষা আরবীর কীদৃশ কঠোর সাধনা এবং গভীর অধ্যবসায়-বলে বিবিধ রত্নরাজিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে

www.pathagar.org

বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা– গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, জেন্দ, সংস্কৃত এমন কি চীনা ভাষা হইতেও যাবতীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আরব্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তাই আরব জাতি ভূতলে অতুল কীর্তির পতাকা উড়াইয়া গিয়াছেন।

বর্তমান যুগে ইংরেজ জাতির ইংরাজি ভাষার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। আজ ইংরাজি ভাষা অন্যূন ২৫ লক্ষ গ্রন্থে সমলঙ্কৃত। আরবী, পারসী, চীনা, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ এবং অশ্রেষ্ঠ ভাষা হইতে প্রতিদিন শত শত গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া ইংরাজি ভাষাকে পরিপুষ্ট করিতেছে– সহস্র সহস্র ধীসমৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ মহা মহা পণ্ডিত, নিরন্তর মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া অনবরত ইংরাজি ভাষায় আপনাদের অমূল্য চিন্তাস্রোত ঢালিয়া দিতেছেন। তাই আজ ইংরাজি পৃথিবীর অদ্বিতীয় ভাষা এবং তাহার সেবক ইংরেজ ও আমেরিকান পৃথিবীর অদ্বিতীয় জাতি। তাই বলিতেছি, হে বঙ্গীয় মুসলমান! যদি জাতীয় মঙ্গল এবং কুশল কামনা কর তবে মাতৃভাষার সেবায় বদ্ধপরিকর হও।

বঙ্গের প্রতি মাদ্‌রাসায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতিষ্ঠা করা একান্তই কর্তব্য। আমাদের বঙ্গীয় মৌলভী সাহেবগণ, মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া সমাজের বা ধর্মের কোনই উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহারা এক্ষণে কোনও সভা সমিতিতে বক্তৃতা বা ওয়াজ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে তাঁহাদের কদর্য খিচুড়ী ভাষা শ্রবণে শিক্ষিত সভ্য শ্রোতাগণের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। হায়! শত আক্ষেপ! আজ যদি আমাদের মৌলভী সাহেবগণ, একটুকু ভাল বাঙ্গালাও জানিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদিগকে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিতে হইত না। ভাল বাঙ্গালা জানিলে জমীদারী বা মহাজনী লাইনে অথবা আদালতে সেরেস্তায় কিম্বা চিকিৎসা বা গ্রন্থানুবাদ কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া গৌরবের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতেন। মাদ্‌রাসা সমূহে রীতিমত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনা না হওয়ায় তাঁহারা আরবী-পারসী প্রভৃতি ভাষার যে দুই চারিখানি ভাল গ্রন্থ পড়েন, তাহাও তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। বাঙ্গালা না জানায় আমাদিগের শুদ্ধ আরবী-পারসী পড়া মৌলভী সাহেবদিগের দ্বারা সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনুদিন ক্ষতি এবং অবনতির মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। হায়! জানি না কবে মাদ্‌রাসা সমূহের সংস্কার হইবে। কবে হিন্দুস্থানী মৌলভীদিগের ন্যায় আমাদিগের দেশের মৌলভীগণ মাতৃভাষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া আরবী, পারসী ভাষার গ্রন্থ সকল অনুবাদ করতঃ জাতীয় উন্নতির পথ সুগম করিয়া দিবেন? হে

www.pathagar.org

মৌলভী সাহেবগণ! ইহা কি নিতান্তই লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয় নহে যে, বঙ্গে সহস্র সহস্র মাদ্রাসা পাস মুসলমান থাকিতে, আজ ব্রাহ্ম পণ্ডিত আমাদিগের কোরান এবং হাদিসের অনুবাদ করিতেছেন?

তাই বলি, ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান! আর আলস্যে কাল কাটাইও না। বঙ্গভাষাকে হিন্দুর ভাষা মনে করিও না। যে ভাষায় তুমি মনে সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ কর, যে ভাষায় তুমি স্বপ্ন দেখ, যে ভাষায় তুমি মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সমস্ত শান্তি এবং আরাম লাভ কর তাহা নিজের মাতৃভাষা। জগতের সমস্ত ভাষা অপেক্ষা তাহার গৌরবের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। মাতাকে ঘৃণা করিলে, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা না করিলে যে পাপ; মাতৃভাষার সেবা না করিলে, তাহার যত্ন না করিলেও সেই পাপ।

* মাসিক ইসলাম প্রচারক, পৌষ-মাঘ ১৩০৮, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০২।

www.pathagar.org

বোগদাদ চিত্র

প্রাচীন কালের যে সমস্ত মহানগরী জ্ঞান-বিদ্যা-সভ্যতার সূতিকা-ক্ষেত্র, বীরত্বের লীলাভূমি, মহাপুরুষদিগের কর্মস্থলী বলিয়া ইতিহাস-পৃষ্ঠায় খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে আব্বাস বংশীয় খলিফাদিগের মহারাজধানী নগরীকুল-রাণী "বোগদাদ" অন্যতম।

বোগদাদ অর্দ্ধসহস্র বর্ষকাল দিগন্ত বিস্তৃত খলিফীয় মহাসাম্রাজ্যের রাজধানী, ইসলামের প্রভাবভূমি, এবং পৃথিবীর শিরোমণিরূপে গৌরবান্বিত ছিল। জগতের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর, সভ্যতার যাহা কিছু আবশ্যকীয় গৌরব এবং প্রতাপের যাহা কিছু অঙ্গীভূত, সুখ সম্পদ এবং বিলাস উল্লাসের যাহা কিছু উপকরণ; তৎসমুদয় একসূত্রে গ্রথিত হইয়া পুণ্যভূমি রাজধানী কুলরাণী মহানগরী বোগদাদ সুন্দরীর অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং আন্তর্য্য সুষমা ষোল কলায় বিস্ফুরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাহিত্য-সাররের সমুজ্জ্বল রত্ন প্রতিভাশালী কবিগণ ইহার স্তুতিগানে এবং সৌন্দর্য বর্ণনায় বিমোহিত ছিলেন, দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্রবৃন্দ ইহার চরণারবিন্দ বন্দনায় প্রমত্ত ছিলেন। মহামতি খলিফাগণ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সৌষ্ঠব সম্পাদনে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্থপতি এবং শিল্পিগণ ইহার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারের জন্য নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। ধীসমৃদ্ধ কোবিদকুল ইহার জ্ঞানোন্নতির জন্য সতত চিন্তা সাগরে নিমজ্জিত থাকিতেন। জ্ঞানবৃদ্ধ অতুলনীয় চিকিৎসকগণ ইহার স্বাস্থ্য সংরক্ষণে অনুক্ষণ ব্যাপৃত ছিলেন। স্পষ্টবাদী ঐতিহাসিকগণ ইহার গৌরব-কাহিনী বর্ণনায় বিভোর ছিলেন। পূতচরিত্রা ললনাকুল ললাম বিদূষী যোষিৎবৃন্দ ইহার সৈরন্ধ্রী তুল্য ছিলেন; এবং বিভু-প্রেম-রসমত্ত বিশ্ববরণীয় তাপসগণ ইহার মুকুটমণি ছিলেন। ফলতঃ গৌরবের দিনে কীর্ত্তিভূমি বোগদাদের জ্ঞান ও সভ্যতা, বীর্য ও শৌর্য, ধন ও সম্পদ, সুখ ও সৌভাগ্য, বাণিজ্য ও শিল্প, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য সমস্ত অতুলনীয় এবং অবর্ণনীয় ছিল। মুসলমান ও খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ ইহার গরিমা ও মহিমার বিবৃতি করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন এবং অবশেষে মুসলমান সভ্যতার

www.pathagar.org

বিধ্বংসী অত্যাচার ও হত্যার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি বিধাতার অভিসম্পাত স্বরূপ দস্যুকুলপতি চেঙ্গিজ সেনাপতি হালাকু কর্তৃক ইহার হৃদয়বিদারক ভীষণ ধ্বংস দর্শনে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে হইতে সন্ধুক্ষিত অন্তরে অজস্র অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহামতি খলিফা মনসুর কর্তৃক বোগদাদ নগরী স্থাপিত হয়। বোগদাদ নামের উৎপত্তির ইতিবৃত্তও গৌরবময়। বোগদাদ, লোক বিশ্রুত সদ্বিচারক পারস্য সম্রাট কেসরা নওশেরয়ার গ্রীষ্মাবাস ছিল। সম্রাট গ্রীষ্মাবাসের উপযোগী করিবার জন্য বিবিধ মনোজ্ঞ দ্রুম-বল্লী শোভিত এক সুবিশাল উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। নিদাঘে তন্মধ্যস্থ দরবারে বসিয়া তাঁহার প্রজাবর্গের বিচার করিতেন। তজ্জন্য উত্তরকালে এই স্থান "বাগদাদ" অর্থাৎ "বিচার উদ্যান' বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। এই "বাগদাদ" শব্দের অপভ্রংশই বোগদাদ।

খলিফা মন্‌সুর বোগদাদের মনোজ্ঞ অবস্থান, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক দৃশ্যে বিমুগ্ধ হইয়া এই স্থানেই রাজধানী নির্মাণের সংকল্প করেন। দ্বজ্‌লা (টাইগ্রীস) নদীর পশ্চিম তীরে খলিফা মন্‌সুর অত্যল্প সময়েই রাজধানীর উপযোগিনী এক মহানগরী সংগঠন করিয়া তুলেন। অচিরে অপর তীরেও যুবরাজ মাহাদী ও অন্যান্য রাজবংশীয়গণ কর্তৃক অপর এক মহানগরীর পত্তন হয়। পশ্চিম তীরস্থ নগরী "মদিনাৎ অল্‌-মনসুর" অর্থাৎ মন্‌সুরের নগরী এবং প্রাচ্য তীরস্থ নগরী নির্মাতা যুবরাজ মাহাদীর নামানুসারে "মাহাদীয়া" বলিয়া কথিত হইত। উভয় নগরী এক অতি বিশাল বৃত্তাকার প্রাচীর এবং গভীর পরিখায় সংরক্ষিত ছিল। প্রাচীরে চারিটি অত্যুচ্চ সিংহদ্বার ছিল। প্রতি দ্বারের উপর বিশালায়তন এক একটি সুদৃশ্য রঞ্জিত গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতি দ্বারে বৃহদাকার ভীষণ লৌহ কপাট সংযোজিত ছিল। এই দ্বার চতুষ্টয় এতাদৃশ উচ্চ ছিল যে, অশ্বারোহী সৈন্যগণ উর্ধ্ববিন্যস্ত বর্শাদণ্ড করে অবাধে যাতায়াত করিতে পারিত। এই বৃহৎ প্রাচীরের মধ্যে, গর্ভবৃত্তাকারে অপর একটি সুদৃশ্য এবং সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। পশ্চিম তীরস্থ নগরের মহাপ্রাসাদ "কসর-অল্‌ খাল্‌দ", জামে মসজিদ, রাজপুত্র এবং আমীরদিগের হর্ম্য, শস্ত্রাগার, রাজকোষ, শাসন ও বিচার বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ এই প্রাচীরে সংবৃত ছিল। এই বৃত্তাকার মহা রাজধানীর ব্যাস দ্বাদশ মাইল ছিল। মধ্য দিয়া ব্যাসরেখা ক্রমে প্রবাহিনী দ্বজ্‌লা নাচিতে নাচিতে প্রবাহিত হইয়া যাইত। দজ্‌লার উভয় তীরে বহুদূর পর্যন্ত সমৃদ্ধি সম্পন্ন জনপূর্ণ উপ-নগরাবলী প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, ইহাকে পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাজধানী করিয়া তুলিয়াছিল। উপ-নগরাবলীর দৃশ্য, সংগঠন, সমৃদ্ধি প্রভৃতি বোগদাদের

www.pathagar.org

অনুযায়ী ছিল। উদ্যান, বিদ্যালয়, মসজিদ, ভ্রমণ-প্রান্তর, স্নানাগার, বাজার, শিল্পশালা প্রভৃতিতে উপ-নগরাবলীও সুশোভিত ছিল।

গৌরবের দিনে বোগদাদের লোকসংখ্যা বিংশতি লক্ষেরও অধিক ছিল। পশ্চিম তটস্থ নগরাংশ অপেক্ষা পূর্বতটস্থ নগরাংশ অধিকতর সমৃদ্ধ ছিল। এক বহু বিস্তৃত মনোজ্ঞ উদ্যান মধ্যে রাজপ্রাসাদ "কসর্-অল্-খেলাফৎ" সমুচ্চ চূড়া সমূহে অপূর্ব সৌন্দর্য বিস্তার করিয়া দর্শকের নয়ন মন আকর্ষণ করিত। এই সুবিশাল উদ্যান মধ্যে পশুশালা, পক্ষীশালা এবং একস্থানে মৃগয়ার্থ বন্য জন্তুসমূহ প্রাচীর বেষ্টনীতে সংরক্ষিত ছিল। উদ্যান ভূমিতে জগতের যাবতীয় মনোজ্ঞ দারুলতা শ্রেণী অনুযায়ী রোপিত হইয়াছিল। প্রতি ঋতুতেই অসংখ্য তরুলতা নয়ন মনোমোহন ফল-ফুল এবং পত্র-পল্লবে বিমণ্ডিত হইয়া বাসন্তী শোভা বিস্তার করিত। বাস্তবিক এই উদ্যানের চারুতা অতুলনীয় ছিল। কোথায়ও তৃণশস্প সমাচ্ছন্ন শ্যামল বৃত্ত ক্ষেত্র, কোথাও অর্ধচন্দ্রাকার সব্জী ক্ষেত্র, কোথায়ও শীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষ বাটিকা, কোথায়ও ত্রিকোণাকার লতাবিতান, কোথায়ও প্রস্ফুটিত পুষ্পপুঞ্জ মণ্ডিত মঞ্জু কুঞ্জভূমি, কোথায়ও নির্মল জলের উৎস, কোথায়ও কৃত্রিম প্রবাহিনী, কোথায়ও শ্বেত, নীল, রক্তপদ্ম শোভিত স্বচ্ছ সরোবর, স্থানে স্থানে প্রস্ত রময়ী মনোরম্য বিবিধ প্রতিমূর্তি প্রভৃতি রচিত হইয়া স্বর্গীয় উদ্যানের শোভা প্রতিফলিত করিয়াছিল। এই পার্শ্বেই তাহির বংশীয়গণের প্রাসাদমালা বিন্যস্ত ছিল। বহুল বর্ত্ম নগর মধ্যে বিস্তৃত ছিল। কোনও বর্ত্মের বিস্তার চত্বারিংশৎ হস্তে র ন্যূন ছিল না। প্রত্যেক বর্ত্ম হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রথ্যা নগরের সর্বাংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। নগরের প্রত্যেক অংশে স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা এবং অধিবাসিগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য স্বাস্থ্য তত্ত্বজ্ঞ উপযুক্ত কর্মচারী সকল নিয়োজিত ছিলেন। রাজধানীর সর্বপ্রধান বর্ত্ম "মামুনিয়া" নামে অভিহিত হইত। পশ্চিম তীরস্থ নগরের বহুসংখ্যক তোরণের মধ্যে (১) বাক্-উস্-শাম্সিয়া (সূর্যদ্বার), (২) বাব্-অল্-কাজ (রেশম দ্বার), (৩) বাব্-অল্-বাসোরা (বাসোরা দ্বার), (৪) বাব্-উদ্-দয়ের, (৫) বাব্-উস্-শাম (শাম দেশের দ্বার), (৬) বাব্-অল্-বোস্তান (সুগন্ধ ভূমির দ্বার), (৭) বাব্-উৎ-তাক্, (৮) সিরাজ দ্বার, (৯) খাজুরান দ্বার, (১০) সিরিয়া দ্বার, (১১) বাব্-উৎ-তীন (ডম্বুর দ্বার), (১২) বাব্-অল্-আজাজ (আজাজ দ্বার) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিল। আর "মাহাদীয়া" নগরের তোরণাবলীর মধ্যে (১) বাব্-অল্-গারেবহ্, (২) বাব্-সুক-উৎতামার, (৩) বাব্-উন্-নবী, (৪) বাব্-অল্-আম্মাহ্ (জন দ্বার), (৫) বাব্-অল-মরাতিব (সোপান দ্বার) এই পাঁচটি

www.pathagar.org

বিখ্যাত। ইহার মধ্যে "বাব্-উন্-নবী" দ্বারে "চুম্বন প্রস্তর" সংস্থিত ছিল; এই প্রস্তর রাজদূতগণকে চুম্বন করিতে হইত।

নগরের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকস্থ উন্মুক্ত নদী অংশ রক্ষা করিবার জন্য উভয় তীরে দুর্গ সকল ছিল। সৈন্যগণ পালাক্রমে বিশেষ সতর্কতার সহিত কেল্লার বুরুজে দিবা-রাত্র প্রহরী থাকিত। নগরের জল সরবরাহের জন্য বহুসংখ্যক জল প্রণালী খনিত হইয়াছিল। বোগদাদের প্রতি গৃহ, প্রতি উদ্যান, প্রতি বৃক্ষ-বাটিকা এবং প্রতি রাজপথ সর্বত্র জলপ্রাপ্তি এবং সিঞ্চনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত ছিল। নগরের জঞ্জালাদি নগরের বহিঃস্থ প্রাচীরের বহির্ভাগে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। সমগ্র রাজধানীর পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মহাপ্রাসাদ "কসর্-অল-খাল্দে'র সুবিশাল হল অশীতি হস্ত পরিমিত সমুচ্চ একটি সবুজ বর্ণ সুবৃহৎ গম্বুজে পরিশোভিত ছিল। এই গম্বুজ সৌন্দর্য্য এবং বিশালতায় বোগদাদের মুকুট বলিয়া পরিকীর্তিত হইত। এই সুবৃহৎ গম্বুজোপরি প্রস্তর রচিত এক বর্শাহস্ত অশ্বারোহী বীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহু দূর হইতে এই রমণীয় বীর মূর্তি দর্শকের নেত্রপথে পতিত হইত।

এই "কসর অল্-খাল্দ"-এর সম্মুখভাগে মল্লযুদ্ধ, সৈন্য প্রদর্শনী, অশ্বধাবন (ঘোড়দৌড়), ভ্রমণ এবং বিবিধ ক্রীড়ার জন্য এক সুবিশাল ময়দান ছিল। রাত্রিকালে সমগ্র নগরী এবং এই ময়দান নানা আকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রদীপ মালায় আলোকিত হইয়া "উজ্জ্বলিত নাট্যশালা'র দৃশ্য প্রকটন করিত। খলিফা মন্সুর সৈনিকবেশে সজ্জিত হইয়া কখনও কুর্সীতে (চেয়ার) বসিয়া কখনও বা উচ্চবেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া এই ময়দানে তাঁহার সৈন্যগণের প্রদর্শনী পর্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু মহামতি হারুণ অর-রশিদ, মামুন এবং মোতাসিম প্রভৃতি পৃথ্বীপতিগণ অশ্বারোহণে সৈনিকদিগের ক্রীড়া, ব্যায়াম ও প্রদর্শনী দর্শন করিতেন। অনেক সময় খলিফাগণ স্বয়ং মল্লদিগের সহিত মল্লযুদ্ধের জন্য এই প্রান্তরে মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পুঞ্জীভূত দর্শকের বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিতেন। আরব জাতির প্রাচীন ও প্রিয় ক্রীড়া অশ্বধাবন প্রায় প্রত্যহই এই প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হইত। পারসীক জাতির পলো ক্রীড়া (চৌকন)ও মহামতি হারুণের সময় হইতে নিতান্ত সমারোহের সহিত এই ময়দানে ক্রীড়িত হইতে থাকে। পূর্বতীরস্থ "মাহাদীয়া" নগরেও এক বিশাল "মুরব্বা" (ময়দান) ছিল। তথায়ও সৈন্যদিগের ব্যারাকসমূহ নদীতীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ময়দানেও প্রত্যহ বিবিধ ক্রীড়া ও সৈন্য-প্রদর্শনী হইত। প্রত্যেক দ্বারের সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত চত্বরসমূহ নাগরিকগণের সান্ধ্য বায়ু সেবন, ভ্রমণ এবং আলাপ প্রলাপ ও আমোদের জন্য

www.pathagar.org

ব্যবহৃত হইত। নগরবাসী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক এক জন প্রধান ছিলেন। তিনি প্রয়োজনানুসারে স্ব সম্প্রদায়ের অভাব ও আবেদন অনায়াসে রাজসমীপে জ্ঞাপন করিতে পারিতেন। পর্যটকগণ এই প্রধানবর্গের নিকট সমস্ত বিষয়ে সাহায্য পাইতেন। প্রধানবর্গ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের রাজভক্তি ও সদাচরণের জন্য অনেকটা দায়ী থাকিতেন।

বোগদাদ ইহার অগণ্য রমণীয় প্রাসাদের জন্য "প্রাসাদ-নগরী" বলিয়া প্রতীয়মান হইত। প্রায় সমস্ত প্রাসাদই মার্বেল প্রস্তরে গঠিত ছিল। প্রাসাদাবলী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। পারসীক ধরনে প্রাসাদ সকল নিতান্ত জাঁকজমকের সহিত সজ্জিত থাকিত। রাজধানীর যাবতীয় প্রাসাদ এবং সম্ভ্রান্তবর্গের হর্ম্যসমূহ বিবিধ বর্ণের কারুকার্য খচিত পট্ট বসন, বিবিধ আকারের নানা বর্ণের রমণীয় দীপাধার, স্বর্ণ রৌপ্য খচিত নানা আকারের বিভিন্ন শ্রেণীর আসন, সুদৃশ্য চিত্র, দোদুল্যমান জ্যোতিস্তিরস্করিণী এবং মূল্যবান শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভারে শোভিত হইয়া স্বর্গশোভা বিচ্ছুরিত করিত। ধনাঢ্যগণের প্রাসাদাবলী, স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত পিঞ্জরাবদ্ধ নানা জাতীয় বিচিত্রপক্ষ সুকণ্ঠ বিহঙ্গ, পুষ্প পুঞ্জিকা, সুগন্ধী গোলাব জলের উৎস প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী সম্ভারে সজ্জিত থাকিত। শাহী "কসর্" (প্রাসাদ) মণি-মুক্তা-প্রবাল-পান্না-রজত-কাঞ্চন-মরকত "ইয়াকুত" খচিত জগতের দুর্লভ দ্রব্যপূর্ণ ছিল। স্বর্ণ বর্ণ লতাপর্ণ পুষ্প ও চিত্র শোভিত গালিচা, নানাবিধ অলঙ্কার, চীন দেশীয় চিত্র দ্বিরদ-রদ রচিত কুর্সী, সিত-অসিত-নীল-পীতাদি বর্ণের প্রস্তর গঠিত মনোজ্ঞ মেজ (টেবল), বিবিধ শ্রেণীর বৃহৎ বৃহৎ ঝাড়, উৎকৃষ্ট ফানুস, বৃহদাকারের নানা জাতীয় নির্মল মুকুর, বিচিত্র পতাকা, শারদীয় নৈশ গগনের অনুকৃতি স্বরূপ চন্দ্রাতপ প্রভৃতি অসংখ্য সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ইহার অবর্ণনীয় ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিত। ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ সাজ-সজ্জার প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত। শাহী প্রাসাদের অতুলনীয় দৃশ্যাবলীর মধ্যে "স্বর্ণ বৃক্ষ" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৃক্ষ বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্মিত হইয়াছিল। স্বর্ণ গঠিত মণি মুক্তা খচিত নানাজাতীয় বিহঙ্গ এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় সংস্থিত ছিল। কৃত্রিম বিহঙ্গগুলো এমনি আশ্চর্য কৌশলে নির্মিত হইয়াছিল যে, ধীর সমীর সঞ্চারে মধুর স্বরে শাহী কসর্ মুখরিত করিয়া তুলিত। শাহী প্রাসাদের অন্যতম প্রকোষ্ঠ "আইওয়ান অল্-ফেরদোউস' (স্বর্গীয় প্রকোষ্ঠ) শোভা ও সমৃদ্ধিতে অতুল্য ছিল। ইহার ছাদ প্রাচীর মেজে সমস্তই স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তার লতা-পাতা-ফল-ফুল ও চিত্রে খোদিত ছিল।

www.pathagar.org

নদীর উভয় তীর মার্বেল প্রস্তরের অভঙ্গুর সোপানাবলী দ্বারা বাঁধান এবং বহু দূর পর্যন্ত প্রাসাদ, হর্ম্য, পুষ্পোদ্যান, বৃক্ষ বাটিকা, প্রমোদ-উদ্যান, ক্রীড়া ভূমি, মসজিদ, বিশ্রামাগার, পণ্যশালা প্রভৃতিতে সমাবৃত ছিল। নানা বর্ণের নানা প্রকারের নানা দেশীয় নানা জাতীয় সংখ্যাতীত তরণী ও অর্ণবযানে নদীবক্ষ সমাচ্ছন্ন ছিল। নাগরিকগণের বিহার বহিত্রসমূহ বিচিত্র পতাকা এবং কুসুমমাল্যে শোভিত হইয়া, অপরাহ্নে যখন স্রোতের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে নাচিতে নাচিতে নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইত; তখন উভয় তটস্থ অগণন দর্শকগণের নৌ-পরিচালনার জয় পরাজয় ধ্বনিতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইত। নদীতীরস্থ বন্দরসমূহে নানা দেশীয় নৌকা ও জাহাজ প্রত্যহ নানাদিগ্দেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য বহন করিয়া বোগদাদে ঢালিয়া দিত এবং বোগ্দাদ হইতে বিবিধ পণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য বহন করিয়া জগতের প্রধান প্রধান বাণিজ্য-বন্দরে সরবরাহ করিত। বোগদাদের সৌভাগ্যের দিনে চীন দেশীয় "জাঙ্ক' হইতে আবিসিনিয়া দেশীয় "উডুপ"সমূহ দজ্লা-সলিলে ভাসমান দৃষ্ট হইত। এই সমস্ত অসংখ্য তরণী ও জাহাজপুঞ্জের মধ্যে খলিফার সমরতরীসমূহ নৌপুলিসের (শাহ্জওয়াত্) নৌকাসহ শান্তি এবং বাণিজ্য-সততা রক্ষার জন্য সর্বত্র পরিভ্রমণ করিত।

রাজধানীর প্রধান জামে মসজিদ নিতান্ত জমকাল ছিল। ইহার গঠন, দৃঢ়তা এবং সৌন্দর্য্য চমৎকার ও বিস্ময়াবহ ছিল। উমাইয়া বংশীয় খলিফাদিগের রাজধানী দামেস্ক নগরীতে খলিফা ওয়ালিদ বিন্-আবদুল মালেক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল জামে মসজিদের নীচেই ইহা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জামে মসজিদ ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রমণীয় মসজিদ রাজধানীর প্রত্যেক অংশে বিরাজমান ছিল। রাজধানী বোগদাদ এবং সাম্রাজ্যের যাবতীয় নগরীতেই সুসম্পন্ন এবং সুপরিচালিত নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষার উপযোগী কলেজ, চিকিৎসালয় (দার-উস্-শাফা) এবং হাসপাতাল (মরিস্তান) সকল সংস্থাপিত ছিল। প্রত্যেক কলেজের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ ছিলেন। রাজধানীর প্রধান হাসপাতাল "দবীর" উপাধিধারী একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল। খলিফা মোক্তাফীর রাজত্বকালে ইতিহাস বিখ্যাত ভিষককুল ভূষণ আবুবকর আর্ রাজী এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতি রোগীশালায় "কাজী অল্-মরিস্তান" নামে অভিহিত এক একজন কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন।

১০৬৭ খৃস্টাব্দে প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা নিজাম-উল্-মুলক্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "নিজামিয়া" কলেজ এবং ৬২৩ হিজরীতে খলিফা মোস্তাঞ্জুর বিল্লাহ্ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত "মোস্তাঞ্জুরিয়া" কলেজ ইসলামের ইতিবৃত্তে সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

www.pathagar.org

এই উভয় বিদ্যালয় সর্বাঙ্গীন শিক্ষার আদর্শক্ষেত্র ছিল। ইসলাম জগৎ যে সমস্ত মহাপুরুষের জ্ঞানালোকে আলোকিত, তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক মহাপুরুষ এই বিদ্যালয়-দ্বয়ের ছাত্র। এশিয়া খণ্ডের নানাস্থান হইতে নানাজাতীয় বিদ্যোৎসাহী ছাত্র এই বিদ্যালয়-দ্বয়ে অধ্যয়নের জন্য বোগদাদে আগমন করিতেন। সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত নগরীতেই খলিফীয় এবং জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেজাদি ছিল। শিল্পাগার ও কুষ্ঠাশ্রম রাজ্যের নানা স্থানে প্রয়োজনানুরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খলিফাদিগের জাঁকজমক

বোগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদিগের জাঁকজমক এবং আড়ম্বর দামেস্কের উমাইয়া বংশীয় খলিফাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। খলিফা যখনই প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেন, তখনই একদল দেহরক্ষী সৈন্য জমকাল পরিচ্ছদে সজ্জিত এবং অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া খলিফার সঙ্গে গমন করিত। খলিফা হাদীর সময়ে দেহরক্ষীগণ, তরবারী মুক্ত করিয়া ধনুক জগসংলগ্ন করিয়া এবং ভল্ল বিস্তার করিয়া নিতান্ত "দব্‌দবার" সহিত গমন করিত। কিন্তু মহামতি রশিদ এবং মামুন নগর ভ্রমণে দুই এক জনের অতিরিক্ত সঙ্গী গ্রহণ করিতেন না। খলিফার অভিযান বিশেষতঃ শুক্রবারে এবং অন্যান্য পর্বদিনে মসজিদ গমন নিরতিশয় সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন হইত। সৈন্যগণ পতাকা উড়াইয়া বংশী এবং বাদ্যধ্বনি করিয়া পুরোভাগে গমন করিত। তাহাদের পশ্চাতে শাহ্‌জাদাগণ মণি মুক্তা খচিত পোশাকে দিগ্বলয় আলোকিত করিয়া সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে এবং তৎপশ্চাৎ খলিফা দুগ্ধশ্বেত বনায়ুজে আরোহণ পূর্বক, প্রধান প্রধান ওমরাহগণে পরিবৃত হইয়া গমন করিতেন। সর্বশেষ অপর একজন দেহরক্ষী সৈন্য গমন করিত। খলিফা কৃষ্ণ বা ভায়লেট (বেগুনে) বর্ণের আজানুলম্বিত 'কাবা' পরিধান করিতেন। কটিদেশে মণিময় মূল্যবান কটিবন্ধ, স্কন্ধোপরি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল বৈকক্ষক, মস্তকে এক খণ্ড বৃহৎ হীরক শোভিত সূক্ষ্মাগ্র "কালান্‌সুহ্‌" নামক 'তাজ" পরিধান করিতেন। প্রেরিত মহাপুরুষের সিলমোহর এবং যষ্টি সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইত। স্বর্ণ নির্মিত মণি খচিত মনোহর মাল্য গ্রীবা বেষ্টন করিয়া বক্ষোপরি দোদুল্যমান হইত। পাদুকাতেও মণি-মুক্তার কারুকার্যচ্ছটা বিকাশ করিত। পরিহিত কাবা'র বক্ষোদেশ শূন্য থাকায় নিম্নস্থ "খাফ্‌তানের" সুচারু দৃশ্য আরও রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কাবা'র আস্তিন বোতাম দ্বারা সংবদ্ধ থাকিত। কিন্তু খলিফা মোস্তাইনের সময় হইতে উহা খোলা অবস্থায় পরিধানের "ফ্যাশান" আরম্ভ হয়। কথিত আছে, তাঁহার কাবা'র আসিতন তিন হস্ত পরিমিত প্রশস্ত ছিল।

www.pathagar.org

দরবার-প্রথা

খলিফাগণের দরবার অতীব আড়ম্বরের সহিত নিষ্পন্ন হইত। এই দরবার প্রথা সমগ্র ইসলাম জগতের রাজন্য কর্তৃক অনুকৃত এবং অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। উমাইয়া বংশীয় খলিফাদিগের সময় হইতেই "আম"ও "খাস" দুই প্রকার দরবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। দরবারের জন্য তিনটা পরস্পর সংলগ্ন সুবৃহৎ হল নির্দিষ্ট ছিল। প্রতি দ্বারে মূল্যবান এবং জমকাল কৌষেয় পর্দা দোদুল্যমান থাকিত। পারিষদ ও সম্ভ্রান্তবর্গের প্রত্যেকের দরবার প্রবেশ কালে নিযুক্ত ভৃত্য কর্তৃক আবরণী উত্তোলিত হইত। খলিফা এক সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। শত সংখ্যক সৈন্য উজ্জ্বল বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কোষ বিমুক্ত কৃপাণ হস্তে চতুর্দিকে দণ্ডায়মান থাকিত। উজীর, ওমরাহ্, আমীর, শাহ্জাদা এবং রাজ্যের প্রধান ও সামন্তবর্গ খলিফার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে সুবিন্যস্ত আসনে উপবিষ্ট হইতেন। সর্বশেষের পর্দা উত্তোলিত হইলে রাজকীয় নির্দিষ্ট কর্মচারী আগন্তুকের নাম ও পদ সর্বসমক্ষে উচ্চারণ করিত। তৎপর আগন্তুক ব্যক্তি বক্ষে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া, মস্তক নত করিয়া পুনরায় হস্ত দ্বারা কপাল স্পর্শ পূর্বক খলিফার অভিবাদন করত স্বকীয় পদমর্যাদানুসারে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতেন। স্ত্রীলোকগণ খলিফার সম্মুখে উপনীত হইয়া স্বকীয় পরিচ্ছদের "দামন" (প্রান্তভাগ) চুম্বন করিয়া খলিফাকে অভিবাদন করিতেন। "খাস" দরবারে রাজবংশীয়গণ, পারিষদবর্গ, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্তগণ, প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও ওলামাগণ, কবি, ফকিহ্ ও ফাজেলগণ, দার্শনিক, তার্কিক বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণ মাত্র আহুত হইতেন। সর্বসাধারণ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত। খাস দরবারে আম দরবারের ন্যায় দেহরক্ষী সৈন্য স্থান পাইত না। খলিফা নিঃশঙ্কভাবে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন। খলিফা সভাসদমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। খেলাফতের ভাবী উত্তরাধিকারী খলিফার নিম্নেই স্থান প্রাপ্ত হইতেন। অন্যান্য সভ্যগণ স্ব স্ব পদমর্যাদানুযায়ী খলিফার দক্ষিণ-বামে উপবেশন করিতেন। এই দরবারে খলিফাকে কবিগণ নব রচিত উৎকৃষ্ট গাঁথা শুনাইতেন; ঐতিহাসিকগণ নববিদিত ঐতিহাসিক তত্ত্বের বর্ণনা করিতেন; বৈজ্ঞানিকগণ নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, দার্শনিকগণ নূতন সিদ্ধান্ত এবং পর্যটকগণ আশ্চর্য আশ্চর্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নিঃশঙ্কভাবে বর্ণনা করিতেন। খলিফা কৌতূহলীভাবে আনন্দের সহিত তৎসমুদয় শ্রবণ করিতেন। পবিত্র রমজান মাসে খলিফা সমারোহের সহিত বোগদাদের প্রধান প্রধান কর্মচারিগণকে এক

www.pathagar.org

আড়ম্বরপূর্ণ ভোজ দিতেন। এই ভোজ "তবক" বলিয়া কথিত হইত। "ঈদুল ফেতর্" পরবে রাজধানীর প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্তবর্গ খলিফা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইতেন। খলিফা স্বয়ং বা প্রতিনিধি এই ভোজের পর্যবেক্ষণ করিতেন।

সর্বসাধারণের পরিচ্ছদ প্রথা

সম্ভ্রান্ত এবং প্রধানবর্গ খলিফার অনুকরণে পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। কিন্তু ওলামা এবং অধ্যাপকগণ মস্তকে উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন। রাসূলুল্লাহ্র (সা.) অনুকরণে "তেরাল্সান্" বলিয়া অভিহিত এক খণ্ড বস্ত্র উষ্ণীষের উপর ব্যবহৃত হইত। কখন কখন উহা স্কন্ধোপরিও ব্যবহার করিতেন। ধনাঢ্যগণ মস্তকে "কালান্সুহ্" নামক তাজ পরিধান করিতেন। শ্বেত রেশম নির্মিত অপর একটি "হাল্কা" টুপী "কালান্সুহ্"র নীচে পরিহিত হইত। দরবার বা সভাস্থলে "কালান্সুহ্" খুলিয়া রাখিবার প্রথা ছিল।

* মাসিক ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩।

www.pathagar.org

প্রাথমিক মুসলমানদিগের জ্ঞান চর্চা ও মুসলমান

ঐতিহাসিক পাঠকবর্গ অবগত আছেন, আধুনিক ইউরোপ যখন ঘোর অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, প্রাচীন গ্রীসের দর্শন বিজ্ঞানের আলোক যখন নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল; তখন মুসলমানগণই জ্ঞান বিজ্ঞান ও ন্যায় দর্শনের বর্তিকা হস্তে ইউরোপখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ অত্যল্প সময় মধ্যেই সমগ্র স্পেন, পর্তুগালের অধিকাংশ এবং ইটালী ও ফ্রান্সের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। অধিকার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা অসভ্য ইউরোপে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়সমূহ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৮ম হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৮০০ বছর মুসলমানগণ আন্দালুসে (স্পেন) রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমান-স্পেনের জ্ঞান-সভ্যতায় খরতর রশ্মি তৎকালে সমগ্র ইউরোপখণ্ডে প্রকীর্ণ হইয়া উহাকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। মুসলমান-স্পেনের জ্ঞান-গরিমা ও ঐশ্বর্য মহিমার বর্ণনা করিতে যাইয়া ডোজী (Dozy), লেনপুল (Stainly Lane Pool), সিদ্‌লট (Sidlot), হার্টওয়েল (Mr. Hart Well Horne) প্রভৃতি ইংরেজ এবং ফরাসী ঐতিহাসিকগণ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রানাডা, কর্ডোভা, টলিডো, ভেনিস, জীন, মলার্গা, সেভিল, কডিজ প্রভৃতি নগরে মুসলমানদিগের প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুমে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) ধর্মসমৃদ্ধ জ্ঞান-বৃদ্ধ মুসলমান অধ্যাপকগণের পদতলে বসিয়াই জ্ঞানগর্বিত ইটালীয়, ফরাশি, জার্মান ও ইংরেজ জাতির পূর্ব-পুরুষগণ জ্ঞানাহরণ করিয়াছিলেন। একমাত্র গ্রানাডায় ৭০টি সাধারণ পাঠাগার (Public Library), ১৭টি কলেজ এবং ২০০ সাধারণ বিদ্যালয় ছিল। খলিফা আবদুর রহমানের (তৃতীয়) সময় কর্ডোভার শাহী কোতবখানায় (Royal Library) ছয় লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। পাঠকগণ! চিন্তা করুন, তৎকালে জগতের নানাদেশ হইতে ছয় লক্ষ গ্রন্থ সংগ্রহ করা কি বিরাট ব্যাপার এবং কীদৃশ পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য কার্য ছিল। ক্ষুদ্র সিসিলি দ্বীপেও বহুসংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর কলেজ বিদ্যমান ছিল। ফলতঃ প্রাথমিক যুগের মুসলমানদিগের জ্ঞান-গবেষণা ও বিদ্যালোচনার পরিমাণ করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। পাঠক! এক গোয়াডেল কুইভার নদী তীরে ক্ষুদ্র

www.pathagar.org

বৃহৎ দ্বাদশ সহস্র নগর ও সমৃদ্ধ পল্লী প্রতিষ্ঠিত ছিল; ইহা কি আমাদের নিকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয় না? স্পেনের মহিলাগণ তৎকালে যেরূপ শিক্ষিতা ছিলেন, আধুনিক জগতের মুসলমান পুরুষগণও তাদৃশ শিক্ষিত বলিয়া বোধ হয় না। স্পেনে মুসলমান মহিলাগণ বিজ্ঞান সভায় (মজ্‌লেছ্‌-অল্‌-মীরুফ) পুরুষদিগের সহিত সমভাবে বসিয়া বিজ্ঞানালোচনা করিতেন। মুসলমান-স্পেনে স্ত্রী কবি, স্ত্রী বক্তা, স্ত্রী বৈদ্য এবং স্ত্রী দার্শনিকের অভাব ছিল না। স্পেনের মুসলমান ইতিহাসে চিরকাল লাজাহান, জেন্নাত হামেদা, হাফেজা, সোফিয়া, মরিয়ম, কালাইয়া প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী বিদুষী মহিলামণ্ডলীর নাম ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সর্বদা উচ্চকণ্ঠে পরিকীর্তিত হইবে। জ্ঞানী পাঠক! চিন্তা করুন, যে সমাজের মহিলাগণও এতাদৃশ উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন; সে সমাজের পুরুষগণের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা কিমধিক ছিল। পাঠক! এস্থলে আমরা বোগদাদ ও মিশরের জ্ঞান চর্চার কথা বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। দয়াময়ের কৃপা হইলে আমরা ক্রমশঃ তৎসমুদয় সুবিস্তৃতভাবে আপনাদের গোচরীভূত করিব।

আধুনিক অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মুসলমান জগতের সহিত তুলনা করিয়া, যাঁহারা প্রাচীন মুসলমান জাতির জ্ঞান চর্চার পরিমাণ করিতে যাইবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপ বিড়ম্বিত হইবেন। ফলতঃ দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ ভগ্নপাদ রুগ্নদেহ জরাজীর্ণ আধুনিক মুসলমানগণকে দেখিয়া যেমন সেই সিংহবীর্য বীরবপুঃশালী অনলতেজাঃ প্রাচীন মুসলমানগণের তেজঃবীর্য ও পরাক্রম প্রতাপের কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; তেমনি আধুনিক জ্ঞান বিদ্যা-বিমুখ পতিত মুসলমানগণকে দেখিয়া উন্নতি যুগের মুসলমানদিগের জ্ঞান বিদ্যা ও সভ্যতার পরিমাণ করা নিতান্ত দুষ্কর। ইসলাম ধর্মের শেষ প্রবর্তক ও সংস্কারক পুরুষশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজে নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানালোচনা এবং বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ এবং জ্বলন্ত উপদেশমালা স্মরণ করিলে, মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিতগণকেও চমকিত এবং বিস্মিত হইতে হয়। জগতের ধর্ম-প্রবর্তক অন্যান্য মহাপুরুষগণের কাহারও জীবনে এতাদৃশ শিক্ষানুরাগ পরিদৃষ্ট হয় না। প্রেরিত মহাপুরুষ নিজেই মুসলমান বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য শত্রুগণের সহিত তাঁহার যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত যুদ্ধে বন্দীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভাল লেখাপড়া জানিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুসলমান বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত রাখিয়া বিনা নিষ্ক্রয়ে মুক্তি দান করিতেন। আর যাঁহারা শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন, তিনি তাঁহাদিগের

www.pathagar.org

বেতন নির্ধারণ করিয় দিতেন।* প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, ধর্মার্থ নিহত শহীদদিগের (Martyr) শোণিত অপেক্ষা পণ্ডিতদিগের মসীর মূল্যই অধিক।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "বিদ্যা শিক্ষা করা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্যই অপরিহার্য কর্তব্য (ফরজ)।" পুনরায় বলিয়াছেন, "হে আরববাসীগণ! যদি আরব দেশে তোমাদের পুত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক না পাও, তবে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ কর, এমন কি সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত শিক্ষকের অনুসন্ধান কর।"

প্রেরিত মহাপুরুষের জামাতা মহাত্মা হযরত আলী (কঃ ওঃ) একজন সুশিক্ষিত খ্যাতনামা কবি ও বক্তা ছিলেন। তৎপ্রণীত "দেওয়ান-ই-আলী" নামক কবিতা পুস্তকখানি নীতিপূর্ণ গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ অদ্যাবধি মুসলমান সমাজে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইয়া আসিতেছে। মহাত্মা আলীর একটি উক্তি এই, "যিনি আমাকে একটি নূতন অক্ষর শিক্ষা দিবেন, আমি সমস্ত জীবন তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।" হযরত আলীর বহু উক্তি মুসলমান জগতে এবং তাঁহার মর্মানুবাদ ইউরোপের বহু দেশেও প্রবাদ বাক্যের (Proverb) ন্যায় প্রচলিত হইয়াছে।

প্রাথমিক যুগের আরবীয় মুসলমানগণ প্রেরিত মহাপুরুষের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া জ্ঞানালোচনায় জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন বজ্র প্রতাপে ঝটিকা গতিতে পৃথিবীর বহু রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন তেমনি প্রাচীন জগতের যে স্থানে তাঁহারা যে বিদ্যার আলোচনা এবং যে গ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছেন, সেই বিদ্যার এবং সেই গ্রন্থের জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাই দেখিতে পাই, প্রাচীন আরবী ভাষায় জগতের যাবতীয় ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি অনুবাদিত ও রচিত হইয়া যাবতীয় রাজকীয় লাইব্রেরী এবং সাধারণ পাঠাগার পূর্ণ করিয়াছিল। প্রাচীন মুসলমানগণ প্রাচীন সভ্য জগৎ হইতে যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সভ্যতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎপর তাঁহারা তৎসমস্তে চূড়ান্ত উন্নতি এবং অলৌকিক প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন। জগতের যাবতীয় পুরাতত্ত্ববিদ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, মুসলমান জাতির ন্যায় কোনও জাতিই অল্প সময়ের মধ্যে উভয় রাজ্য (পার্থিব রাজ্য ও জ্ঞানরাজ্য) অধিকার করিতে পারেন নাই।

---

* আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ইউরোপীয় লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইসলাম বা প্রেরিত মহাপুরুষের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে Mr. John Joseph Lake ব্যতীত আর কেহই প্রেরিত মহাপুরুষের জীবনের এই কথার উল্লেখ করেন নাই। জন জোসেফ লেক্-প্রণীত Islam; its origin genius and mission দেখুন।

www.pathagar.org

এই প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ যে সমস্ত বিদ্যা গভীররূপে আলোচনা এবং তদ্বিষয়ের বহুল গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে কৃষিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, রসায়ন, খনিজবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা, ধাতু বিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ভৈষজ্য তত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, নৌবিদ্যা, সঙ্গীত, কবিত্ব, তর্কশাস্ত্র, বাগ্মিতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজতত্ত্ব, জীবনচরিত, প্রাকৃতিক বিদ্যা, শিল্প এবং বাণিজ্য প্রভৃতি প্রধান। বিদ্যালিপ্সু, প্রাচীন মুসলমানগণের নিকট জ্ঞান ও শিক্ষা আহরণার্থ কোন কষ্টই কষ্ট বলিয়া, কোন ব্যয়ই ব্যয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাঁহারা শিক্ষার জন্য সহস্র বাধা তুচ্ছ করিয়া নানা দেশ পর্যটন করিতেন, নানাভাষা অধ্যয়ন করিতেন, সর্বপ্রকার ব্যয় বাহুল্য আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেন। ধন্য প্রেরিত মহাপুরুষ! আর ধন্য তাঁহার প্রাথমিক যুগের জ্ঞানোন্মত্ত শিষ্যমন্ডলী!

যে সমস্ত মনীষা সম্পন্ন কোবিদ-কুলমণিদিগের জ্ঞানালোচনায় প্রাচীন মুসলমান জগৎ গৌরবান্বিত এবং আলোকিত হইয়াছিল, যাঁহাদিগের শিক্ষানুরাগ অধ্যবসায় এবং ত্যাগ স্বীকারে জাতীয় জীবন-চন্দ্রমা পূর্ণকল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সমস্ত জ্ঞানগরীয়ান পুরুষদিগের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। প্রাচীন মুসলমান জগতে এমন কোনও পল্লী নাই, যে পল্লীতে দুই একজন বিপশ্চিৎ রত্ন জন্মগ্রহণ না করিয়াছিলেন। এমন কোন নগর নাই, যে নগরে ন্যূনপক্ষে দশ-বিশজন মহাপণ্ডিত আবির্ভূত না হইয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিলে মুসলমানের গৌরব যুগের ইতিহাসে জ্ঞানবিদ্যা প্রতিভা শালিনী বিদুষী মহিলা সংখ্যাই কয়েক সহস্র হইবে। হায়! দুর্বৃত্ত হালাকু কর্তৃক বোগদাদের অদ্বিতীয় লাইব্রেরী, মূর্খ মামলুকগণ কর্তৃক মিশরের লাইব্রেরী এবং অসভ্য বর্বর খৃস্টানগণ কর্তৃক স্পেনের লাইব্রেরী যদি ধ্বংস না হইত তবে জানিনা জগতে আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের কি বিচিত্র দৃশ্যই না প্রতিভাত হইত! মুসলমান পণ্ডিতবর্গের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ন্যায় দর্শনের সেই সমস্ত সহস্র সহস্র গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিলে ইউরোপ আজ নব আবিষ্কার এবং নব উদ্ভাবনার গৌরব-মান্যে সম্মানিত হইত কি না, সন্দেহের বিষয়। এক্ষণে মুসলমানদিগের যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়া জাতীয় মহিমার পরিচয় প্রদান করিতেছে; তাহা ধ্বংসীভূত গ্রন্থের তুলনায় অযুতাংশের একাংশও নহে। প্রাচীন মুসলমান বিপশ্চিদ্বর্গের আবিষ্কৃত বহু বিষয় এখনও ইউরোপীয় পণ্ডিতকুলের কপিশ-কেশাবৃত মস্তিষ্ক মধ্যে প্রতিভাত হইতে বহু বিলম্ব আছে। ধাতুবিদ্যা এবং ভাস্করবিদ্যায় খৃস্টান জগৎ এখনও প্রাচীন মুসলমান জগতের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু হয়! আধুনিক মুসলমানগণ জ্ঞানগৌরবোন্নত পূর্ব

www.pathagar.org

পুরুষগণের শিষ্যবংশ খৃস্টানদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণেরও উপযোগিতা লাভ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। হায়! ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

যাহা হউক প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, আমরা অতি সংক্ষেপে কতিপয় মহাপণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান পূর্বক এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। প্রাচীন জগতে যে সমস্ত অলৌকিক শক্তিশালী প্রতিভান্বিত মহাপণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আবু রয়হান মোহাম্মদ আলবেরুনী এবং আবু আলী অল্ হোসেন এব্নে সিনার নাম পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত মহাপণ্ডিত ৩৫৯ হিজরীতে (৯৭১ খৃঃ অব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। এই খ্যাতনামা পণ্ডিত তাঁহার সময়ের কেবল পরন্তু একজন সুগভীর জ্যামিতি শাস্ত্রজ্ঞ তার্কিক এবং প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি বিষয়ে বহু সংখ্যক গবেষণাপূর্ণ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জ্যামিতি শাস্ত্রের কোণ-বিভাগ, ঘনমূল এবং পঞ্জিকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। গজনীপতি দিগ্বিজয়ী মহাবীর সুলতান মাহ্মুদের ভারতাভিযানে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। মহামতি সেকেন্দার শাহের (Alexander the Great) সহিত মাহমুদের তুলনা করিলে, আরাস্তুর (Aristotle) সহিত আল্বেরুনীর তুলনা করা যায়। কিন্তু আরাস্তু অপেক্ষা জ্ঞান পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতায় আল্বেরুনী শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্বেরুনী চত্বারিংশৎবর্ষ ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ পরিব্রাজন কালে ভারতবর্ষীয় যাবতীয় বিদ্যার অনুশীলন এবং বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী এক উষ্ট্রের বহনীয় ছিল। তিনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন বৃত্তান্ত, হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার, ধর্মতত্ত্ব ষড়দর্শন, ভারতের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত "কেতাবল হেন্দ" নামক গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বহু প্রাদেশিক ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সার্বভৌমাগুলিক ভূগোল গ্রন্থ সুবৃহৎ ষষ্ঠি খণ্ডে বিভক্ত। তাঁহার "কেতাবল হেন্দ" (ভারত-বৃত্তান্ত) ভারতের তদানীন্তন অবস্থা জানিবার জন্য সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ। এই মূল্যবান প্রামাণিক গ্রন্থখানি অল্পদিন হইল বার্লিন রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার এড্ওয়ার্ড সাচন (Edward Sachan) কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

এই মূল্যবান গ্রন্থের কতকাংশ ইংরাজি ভাষায়ও অনুবাদিত এবং মুদ্রিত হইয়াছে। মহাপণ্ডিত আবু রয়হান মোহাম্মদ আলবেরুনী হিজরী ৪২৮ অব্দে

www.pathagar.org

(১০৩৮ খৃস্টাব্দ) গারণা নগরে প্রাণত্যাগ করেন। আল্‌বেরুনী জগদ্বিখ্যাত ভিষক্‌ এবং অদ্বিতীয় দার্শনিক আবু আলী আল্‌ হোসেন এব্‌নে আবদুল্লা এব্‌নে সিনার (Avicenna) সমসাময়িক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সর্ব শাস্ত্রবিদ মহাপণ্ডিত আলবেরুনী, সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ দর্শন-শাস্ত্র সিন্ধুর অমূল্য রত্ন কোবিদ কুলতিলক আবু আলী-সিনাকে যে সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদয়ের গভীর গবেষণাপূর্ণ অকাট্য উত্তর স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত প্রশ্নোত্তর পাঠ করিলে উভয় পণ্ডিতের অতুলনীয় বিদ্যাবত্তা এবং কুশাগ্র সূক্ষ্ম ধীশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

মহাপণ্ডিত আবু আলী-সিনা মুসলমান জগতের সর্বপ্রধান দার্শনিক। ৩৬৮ হিজরীর ১৮ই মহরম (৯৮০ খৃঃ ৮ই আগস্ট) বোখারার অন্তর্গত 'আফসিনা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতিভা, অধ্যয়নানুরাগ এবং বিচারশক্তি অসাধারণ ছিল। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের যাবতীয় শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। আমীর নোহ বিন্‌ মন্‌সুর রাজভিষক কর্তৃক অসাধ্য পীড়াক্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইলে পরে আবু আলী-সিনার সুচিকিৎসায় তিনি আশ্চর্যরূপে আরোগ্য লাভ করেন। এই ঘটনায় আবু আলী-সিনা আমীরের একান্ত শ্রদ্ধা এবং প্রীতিভাজন হইয়া পড়েন, রাজকীয় বিরাট লাইব্রেরীতে অধ্যয়নের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধাপ্রাপ্ত হন। রাজকীয় বিরাট গ্রন্থশালার দ্বার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হওয়ায় অদমনীয় অধ্যয়নানুরাগ সফলতাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। বোখারার এই "কোতবখানায়" জগতের দুষ্প্রাপ্য কয়েক লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। আবু আলী-সিনা প্রগাঢ় মনোনিবেশ এবং গভীর গবেষণার সহিত তৎসমুদয় পাঠ করিয়া জ্ঞান সমুদ্রের অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া অমূল্য রত্নরাজি উদ্ধার করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি বহুদর্শিতা লাভের জন্য নানা প্রদেশ এবং কাস্পিয়ান সাগরের তীরভূমি পরিভ্রমণ করেন। এই পরিব্রাজনকালে কিয়ৎকাল জর্দানে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ভৈষজ্য-ব্রহ্মাস্ত্র" (Canon of Medicine) রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনার পরেই তিনি তদানীন্তন কালের এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা খণ্ডের যাবতীয় সভ্য রাজ্যের সুপরিচিত হইয়া পড়েন। তাঁহার গ্রন্থের সহস্র সহস্র পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ বহু শতাব্দী পর্যন্ত চিকিৎসা-জগতে সমভাবে আদৃত হইয়াছিল। আবু সিনা হামাদানে অবস্থিতি কালে কিছু কালের জন্য তত্রত্য মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি তাঁহার

www.pathagar.org

সর্বপ্রধান গ্রন্থ "আল্‌শাফা" (স্বাস্থ্য) রচনা করেন। আবু সিনা ৫৯ বছর বয়সে ৪২৫ হিজরীতে হামাদান নগরে শান্তি ও বিশ্বাসের সহিত প্রাণত্যাগ করেন।

আবুসিনার ন্যায় দার্শনিক এবং সর্ব শাস্ত্রবিদ মহা পণ্ডিত জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার সময়ে এমন কোনও শাস্ত্র ছিল না, যে শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য দৃষ্ট না হইত। তিনি অকাট্য যুক্তি তর্ক এবং গবেষণা বলে মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য এবং অমরতা অতি সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। মানবাত্মা যে বিশুদ্ধ এবং প্রমুক্ত, তদ্বিষয়ে তিনি গভীর আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মন যতই উদার প্রশস্ত এবং সার্বজনীন প্রেমে পূর্ণ হইবে, আত্মাও ততই বিশুদ্ধ এবং প্রমুক্ত হইবে। বিশুদ্ধ এবং প্রমুক্ত আত্মাই ঈশ্বরের স্বারূপ্য লাভের অধিকারী। চিন্ময় জ্ঞানরাজ্য লাভই আত্মার কাম্য।" মনস্তত্ত্ব এবং আত্ম-দর্শনে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা এবং অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, শারীরস্থান বিদ্যা (Anatomy) এবং ভৈষজ্য ও চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় ছয় শত মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আবু আলী-সিনার গ্রন্থাবলীই ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের প্রধান অবলম্বন ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে Father of philosophy (দর্শনের জনক) বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

২

ইসলাম অত্যল্প কালের মধ্যেই সর্বশ্রেণীর সংখ্যাতীত দার্শনিক পণ্ডিতের জন্মদান করিয়াছিল। কথিত আছে, দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা হজরত ওমর ফারুক একজন মরুবাসী আরবকে উপদেশচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "হে পুত্র! পুনরুত্থানের দিনে (The day of resurrection) তুমি পৃথিবীতে কোন্‌ বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ এবং কোন্‌ বিষয়ের চর্চা করিয়াছিলে, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে। কিন্তু কাহার পুত্র এবং কোন্‌ বংশধর তদ্বিষয়ে নহে।"

সংক্ষেপে মুসলমান জগতের পণ্ডিতদিগের পরিচয় দিতে হইলেও কয়েকখানি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন আবশ্যক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমরা অতি সংক্ষেপে ইসলাম জগতের মহাপণ্ডিতদিগের বিবরণ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি। আচার্যদিগের মধ্যে এমাম আবু হানিফা (রহঃ), এমাম মালেক (রহঃ), এমাম শাফী (রহঃ), এমাম আহ্‌মদ হাম্বল (রহঃ) ব্যবস্থা প্রণেতাদিগের মধ্যে গৌরবের উন্নত স্তম্ভ। ইসলাম জগতে ইহাদের ব্যবস্থা এখনও অতি

www.pathagar.org

সম্মানের সহিত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইমাম আবু হামেদ গাজ্জালী এবং ইমাম ফখরুদ্দীন (রাজি) পবিত্র কোরানের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক ভাষ্য (তফসির) প্রণেতা। ইহারা উভয়ে ইসলামের প্রত্যেক বিষয় বিজ্ঞান এবং দর্শনের উপর অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহারা যেমন মহাপণ্ডিত ও সুগভীর দার্শনিক ছিলেন, তেমনি ইহাদের ধর্ম-জীবনও নিতান্ত উন্নত এবং পবিত্র ছিল। এমাম গাজ্জালীর "জওয়াহের অল্-কোরান" এবং এমাম ফখরুদ্দীনের "তফসিরে কবীর" কোরান শরীফের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তফসির। জওয়াহের অল্-কোরানের উচ্চভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ, এরূপ পণ্ডিতের সংখ্যা এ যুগে নিতান্ত বিরল। এই উভয় মহাত্মাই বিজ্ঞান এবং সত্যকে একই বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এমাম গাজ্জালী (রহঃ) ও এমাম ফখরুদ্দীন রাজি (রহঃ) বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই এক্ষণে নষ্ট ও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

হাদিস সংগ্রহকারীদিগের মধ্যে আল বোখারী, মোসলেম, আল্ ফারমিদি (তেরমিজি), আবু দায়ুদ, আল নেসায়ী ও এবনে মাজা সর্বপ্রধান। ইহাদের পরেই কাসেম বিন্ আব্বাস, আবু জয়েদ অল্-মারওয়াজী, এব্নে আওয়ানা, আল্-হাজিনী, দারমী, এমাম নওয়ী, এব্নে জওজী, এমাম আবু মোহাম্মদ, বয়হাকী, রজিন, দারকোতনীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা শ্রুতি (হাদিস) সংগ্রহ বিষয়ে যে প্রকার কষ্ট, ত্যাগ ও ধৈর্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। আল বোখারী দশ সহস্র হাদিস সত্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এই দশ সহস্রের মধ্যে ৭২২৫টি শ্রুতিকে তিনি সম্পূর্ণ সত্য এবং অবিকৃত-ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি সর্বশুদ্ধ দুই লক্ষ হাদিস মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিয়া পরিবর্জন করিয়াছিলেন। বোখারী ১১ শত লোকের নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, একথা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন।

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক এবং বিদ্যোৎসাহী বলিয়া উমাইয়া বংশীয় তৃতীয় খলিফা খালেদ বিন্ এজিদ কেবল মুসলমান জগতে নহে, পরন্তু সমগ্র জগতে পরিকীর্তিত। ইনি বিস্তৃত রাজ্য শাসনে নিযুক্ত থাকিয়াও যেরূপ জ্ঞানালোচনা এবং বিদ্যাচর্চা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইনিই সর্ব প্রথমে নানা ভাষা হইতে আরব্য ভাষায় বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করেন। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত স্টীফান্সকে (Stephanus) সিরীয় এবং গ্রীক ভাষা হইতে রসায়ন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র আরবীতে অনুবাদ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। মহামতি খালেদ নিজেও রসায়ন

www.pathagar.org

এবং ভৈষজ্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ এব্‌নে খল্লেকান বলেন, "খালেদ তৎকালে কোরেশ বংশের মধ্যে সর্ব শাস্ত্রবিদ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।" রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা এবং অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়। তিনি রসায়ন বিষয়ে "জ্ঞানের স্বর্গভূমি" (Paradise of Wisdom) শীর্ষক একটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। খলিফা খালেদ হিজরী ৮০ অব্দে (৭০৪ খৃঃ) নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করেন। মুসলমান বৈজ্ঞানিকদিগের নাম স্মরণ রাখিতেও সংখ্যাধিক্য বশতঃ স্মৃতি নিপীড়িত হইয়া উঠে। এই অগণ্য বিজ্ঞান-চার্যদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ আবু মুসা জাফর– যিনি ইতিহাসে বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলিয়া পরিকীর্তিত এবং তাঁহার খ্যাতনামা শিষ্য আবদুল জব্বার বিন্-হাইয়াম রসায়ন বিদ্যার জনয়িতা বলিয়া ইতিহাসে বিশ্রুত। মোহাম্মদ বিন্-ইব্রাহিম বিনহবিব-অল্-ফেজারী নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ, বিদ্যোৎসাহী খলিফা আল্ মনসুরের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অল্ ফারগণী প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। ইনি বোগদাদ এবং দামেস্কের নিকটবর্তী 'কাসিয়ান' গিরিশৃঙ্গে মানমন্দির (Observatory) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনিই সঞ্জর প্রদেশ জরিপ করিয়া পৃথিবীর পরিধি অনুর্ধ ২৫০০০ মাইল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বিন্ আবদুল জব্বার অল্ বাতানী (Latinised Albatagnius) পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর চল্লিশ জন জ্যোতির্বিদের একজন। আলী বিন্-ইউসুফ-অল্ মিসরী খৌগোলিক মানচিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা ইউনুস মিসরী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। অল্ বৎহের প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ। ইনি উদ্ভিদ তত্ত্বে সম্যকরূপে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এশিয়ার নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবুল আসাদ উদ্দৌলা আরব্য ভাষার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। অল্ খলিল বিন্-আহ্‌মদ ছন্দ রচয়িতা। তাঁহার ছাত্র শিবওয়াই আরব অভিধান এবং ব্যাকরণের সূত্র প্রণেতা। তিনি ব্যাকরণ সূত্র এবং অভিধান প্রণয়ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মোহাম্মদ বিন্-এসহাক অল্ ওয়াকেদী, আবু জাফর তাবেরী, ইউনুস মিসরী, আবুল ফরজ, মেক্‌রেজী, সম্রাট আবুলফেদা, এব্‌নে খলদুন, এব্‌নে আবদুল হাকিম, এহিয়া অল্-হলবী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইতিহাস বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বালাজরী প্রণীত প্রসিদ্ধ ইতিহাস "ফতোহল-বলদান্" একখানি মূল্যবান ইতিহাস। এমাম মসউদী প্রণীত "আখবারোজ্জামান" (যুগ বৃত্তান্ত) নামক ইতিহাস ষষ্ঠি খণ্ডে বিভক্ত। এব্‌নে খল্লিকান প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং জৈবনিক (Biography)। ভ্রমণকারীদিগের

www.pathagar.org

মধ্যে এমাম মসউদী, আল্লামায় মোকদ্দসী, এব্‌নে বতুতা প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জগতের আদরের সামগ্রী। তদ্ব্যতীত তৎকালীন দরবেশ এবং পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জীবনের কিয়দংশ দেশ পর্যটন কার্যে অতিবাহিত করিতেন।

আবু সইদ আবদুল মালেক বিন্‌-কুরেব অল্‌ আসমায়ী এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু ওবেয়দা প্রসিদ্ধ ভাষা সংস্কারক। এইরূপে তার্কিক, চিকিৎসক, কবি, সঙ্গীতবেত্তা, দার্শনিক প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর সহস্র সহস্র পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা বিভিন্ন প্রবন্ধে ক্রমশঃ তৎসমুদয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

এক্ষণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক! একবার পারস্যের দিকে দৃক্‌পাত করুন। পারস্য দেশ কবিকুঞ্জধাম এবং পারস্য ভাষা কবিভাষা হইলেও ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনের আলোচনা পরিত্যক্ত হয় নাই। পারস্য কবিতার জনক কবিবর রোজী হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত বহু উপাখ্যান পারস্য ভাষায় অতি সুন্দররূপে অনুবাদ করেন। মহাকবি ফেরদৌসী তুসী ঐতিহাসিক মহাকাব্য "শাহ্‌-নামার" রচয়িতা। বীররসে জগতের কোনও কবি তাঁহার সমতুল্য নহেন। ইউরোপে ইনি প্রাচ্যখণ্ডের হোমার (Homer of the Orient) বলিয়া পরিকীর্তিত। ইহার রচিত "শাহ্‌নামা" জগতের নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে আনসারী এবং আহ্‌মদ আসাদী গীতি কবিতার জন্য বিখ্যাত। সুকবি শেখ সাদীর "গোলেস্তান" ও 'বোস্তান্‌" উচ্চশ্রেণীর নৈতিক উপদেশপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থই জগতের নানা ভাষায় অনুবাদিত এবং সাদরে গৃহীত হইয়াছে। মহামতি হাফেজের কবিতাবলী (দিওয়ান হাফেজ) ঈশ্বর প্রেমিক মহাজনদিগের আদরের ধন। মোল্লা আবদুর রহমান জামীও একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। তাঁহার কবিত্বে উদ্ভাবিনী এবং চিত্তরঞ্জিনী শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপ্রণীত 'জোলেখা" পারস্য ভাষার উৎকৃষ্ট প্রেমকাব্য। শেখ সাদীর প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ফরিদ উদ্দীন আত্তার প্রণীত "পন্দেনামা" হিতোপদেশপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ। কবি নিজামীর "সেকেন্দরনামা" বীররসপূর্ণ ঔপন্যাসিক কাব্য। কালিদাসের রঘু-বংশের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। ওমর খৈয়াম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কবি। ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিত সমাজে ইহার কবিতা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মোল্লা হোসেন প্রণীত "আনওয়ার সোহেলী" একখানি উপদেশপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। ইহার প্রণীত "রওজতশ্‌ শোহ্‌দা" পারস্য ভাষায় কারবালার হত্যাকাণ্ডের উৎকৃষ্ট ইতিবৃত্ত। মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী প্রণীত "মস্‌নবী" আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ

www.pathagar.org

উচ্চ কবিত্ব ও ভাবপূর্ণ বিরাট কাব্যগ্রন্থ। দিল্লী দরবারের প্রসিদ্ধ রাজকবি আমীর খসরু ভারতের অদ্বিতীয় পারস্য কবি। ইতিহাস, ভূগোল এবং দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধেও পারস্য ভাষায় বহু মূল্যবান বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। আবদুল্লা বিন্ আবুল কাসেম বিদ্‌ভী ৬৭৫ হিজরীতে (১২৭৬ খৃঃ) আদি পিতা হজরত আদম (আ.) হইতে তাঁহার সময় পর্যন্ত "ঐতিহাসিক মুক্তামালা" নামক একখানি গবেষণাপূর্ণ সুবিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মোহাম্মদ বিন্ খাওন্দ শাহ্ বিন্ মাহ্‌মুদ (Western Europe-এর Mirkhond) হিরাটের আমীর আলী শেরের আশ্রয়ে অবস্থানপূর্বক "রওজাতশ শাফা[*] ফি সেরাৎ-অল্-আম্বিয়া অ-উল্ মোল্‌ক অল্-খোলফা" নামক সুবিখ্যাত ইতিহাস রচনা করেন। "রওজতশ্-শাফা" অতীব বিস্তৃত ইতিহাস। ইহাতে ইসলাম প্রবর্তক যাবতীয় পয়গম্বর (Prophets), পৃথিবীর দিগ্বিজয়ী প্রধান প্রধান সম্রাট এবং খলিফাদিগের বিস্তৃত জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার গ্রন্থকার ৯০৩ হিজরীতে গতাসু হন।

তৎপর মোহাম্মদ কাসেম ফেরেস্তা (সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস ফেরেস্তার প্রণেতা), আবুল ফজল, ফৈজি, উরফী, সৈয়দ গোলাম হোসেন (প্রসিদ্ধ ইতিহাস সিয়ারুল মোতাক্ষেরিন্ প্রণেতা) প্রভৃতি মহাত্মাগণ অতি উচ্চশ্রেণীর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যবিদ পণ্ডিত।

নাসের উদ্দীন এবং মায়মুন রশিদ ইউক্লিডের অনুশীলনী এবং ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ওমর চেহান মালেক শাহের রাজত্বকালে সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডে গণনা করেন। নাসের উদ্দীন তৎকালে প্রচলিত প্রত্যেক শাস্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বোগদাদ ধ্বংসকারী হালাকু এলেকনি কর্তৃক তিনি ইরানের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার (উজীর অল্-কলম) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* মাসিক ইসলাম প্রচারক, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩ ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৩।

---

[*] ১৮৯১ খৃস্টাব্দে F. F. Arbuthnot, M. R. A. S. সাহেবের সম্পাদকতায় "রওজতশ্ শাফা"র একখানি উৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

www.pathagar.org

সিসিলি দ্বীপে মুসলমানদিগের জ্ঞান-চর্চা

সিসিলি ইটালীর পাদসন্নিহিত ভূমধ্য সাগর-বক্ষস্থ একটি স্বনামখ্যাত দ্বীপ। মুসলমানগণ খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দ্বীপবক্ষে আপনাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত করেন। দশম শতাব্দীতে আফ্রিকার মুসলমান সাম্রাজ্যের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া সিসিলি স্বাধীনতা লাভ করে। কেলবাইট রাজাদিগের সুশাসন, যত্ন এবং বিদ্যানুরাগে এই সময় হইতে সিসিলি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শনের আলোচনায় এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রভাবে অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। পাঠক! মনে রাখিবেন, একাদশ শতাব্দীতে এই দ্বীপ মুসলমানদিগের অন্তর্বিবাদজনিত দুর্বলতাবশতঃ পুনরায় খৃস্টানদিগের করতলগত হয়। সিসিলির দুর্গচূড়ায় ঐসলামিক অর্ধচন্দ্র ও পূর্ণ তারাসংযুক্ত পতাকার পরিবর্তে খৃস্টীয় ক্রস সংস্থাপিত হয়। সুতরাং মুসলমানগণ মাত্র সার্দ্ধশতাব্দী কাল এই দ্বীপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেও রাজ্যস্থ দুর্ধর্ষ প্রকৃতির অসভ্য খৃষ্টান প্রজাপুঞ্জের অন্তর্বিদ্রোহ, বহিঃস্থ গোলযোগ এবং আফ্রিকার অধীনতা-পাশ ছিন্নজনিত সংগ্রামেই অর্ধ শতাব্দী বিগত হইয়াছিল; সুতরাং মুসলমানগণ মাত্র শত বৎসর শান্তির সহিত এই দ্বীপ শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই এক শতাব্দীর মধ্যেই সিসিলি দ্বীপ যেমন বাণিজ্য লক্ষ্মীর কৃপায় অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিশালী, কৃষি ও শিল্প চর্চায় যেরূপ সৌন্দর্য্যশালী এবং বিদ্যালোচনায় যেরূপ প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিল; তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ যেমন অন্যত্র, তেমনি এই সিসিলি দ্বীপেও সাহিত্য-কাব্য-বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতি-অর্থনীতি-ইতিহাস এবং ভূগোল আলোচনায় কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কেলবাইট বংশীয় রাজাদিগের রাজসভা সর্বশ্রেণীর জ্ঞান ও শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতবর্গের সমলঙ্কৃত ছিল। সিসিলির অধিপতিগণ স্পেনীয় সম্রাটদিগের ন্যায় সর্ববিধ বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক উৎসাহদাতা এবং সমালোচক ছিলেন। তাঁহারা কেবল রাজসভায় বিদ্যালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; পরন্তু সিসিলির প্রত্যেক নগরেই বিদ্যাশালা এবং পালার্‌মো (Palermo) নগরীতে

www.pathagar.org

উচ্চ শ্রেণীর কতিপয় কলেজেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিসিলির জ্ঞানালোচনার গৌরবময়ী প্রখ্যাতি নানা দিগ্দেশের জ্ঞানচর্চালিপ্সু সুধীমণ্ডলীকে আকর্ষণ করিতে থাকে। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত এই সময়ে সিসিলিতে আসিয়া বাসস্থান নির্দেশ করত জ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত হন। ক্ষুদ্র সিসিলি মনীষী কোবিদকুলের জ্ঞানচর্চার কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। পাঠকগণ! এই সময়ে যে সমস্ত আলঙ্কারিক, নৈয়ায়িক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, বৈয়াকরণ, ব্যবস্থা প্রণেতা, কবি, সাহিত্যিক এবং গণিতবেত্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমাগত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের জীবনচরিত সুবৃহৎ দ্বাদশ খন্ড আরব্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

এই সময়ে একজন গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন সিসিলীয় মুসলমান পণ্ডিত স্পেনে যাইয়া ডাইয়োসকরিসের (Dioscoridcs) উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী আরব্য ভাষায় অনূদিত করিতে স্পেনীয় রাজকীয় অনুবাদ-সমিতিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

পরবর্তী সময়ে সিসিলিতে ক্রমশঃই জ্ঞানচর্চার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বহুসংখ্যক কবি সাহিত্যবিদ এবং বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই সময়ের ৭০ জন পণ্ডিত সিসিলির ইতিহাস-পৃষ্ঠায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। মিসর, স্পেন, ইফ্রিকিয়া (বর্তমান বার্বারি স্টেটস্) এবং ফ্রান্স হইতে এই সময়ে পণ্ডিতগণ সিসিলিতে জ্ঞানাহরণার্থ পর্য্যটন করিতে আসিতেন।

কিন্তু হায়! একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন সিসিলি দ্বীপ খৃস্টানদিগের হস্ত গত হওয়ায় মুসলমানদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হইল; তখন বহুসংখ্যক মুসলমান তাঁহাদের প্রকৃতির রম্যনিকেতন দ্বীপাবাসের মায়া পরিহার পূর্বক স্পেন এবং আফ্রিকায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিসিলিরও জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রোজ্জ্বল সৌভাগ্যের গৌরব-রবি অন্ধতমসাচ্ছন্ন অস্তাচল গুহায় অস্তমিত হইল। প্রিয় পাঠক! শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু হায়! সে অস্তমিত গৌরব-তপন আর সমুদিত হইল না।

সিসিলিত্যাগী ধীসমৃদ্ধ বুধমণ্ডলীর মধ্যে তিনজন বিশেষ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আলী এব্‌নে কাতা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং জীবনী লেখক। তিনি তাঁহার জন্মভূমি সিসিলি দ্বীপের মনোমোহন শ্রীকুসুম, খৃস্টান দানবদিগের অত্যাচারের তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইতে স্বচক্ষে দর্শন করত,

www.pathagar.org

তৎসমুদয়ের বিশদ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইনি কবি-বক্তা-সঙ্গীতবিদ এবং সাহিত্যিকদিগের যে জীবনী-কোষ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাহাতে শতোত্তর ষষ্টিসংখ্যক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের জীবন-চরিত বিবৃত হইয়াছে। ইঁনি আরও বহুবিধ গ্রন্থ্ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তৎসমুদয়ের অস্তিত্ব এক্ষণে অপরিজ্ঞাত বা বিলুপ্ত। ইঁনি ১০৪১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ এবং ১১২১ খৃস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় জন এব্নে হাম্‌দিস্; ইঁনিও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন। ইঁনি আল্‌জিসিরাজের (Algeciras) বিস্তৃত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় জন আল্‌মাজারী, ইঁনি 'ভাল্‌দি মাজারা'য় (Val-di-Mazara) জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া আলমাজারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁনি নানা বিদ্যায় বিভূষিত সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁনি নানাবিষয় সম্বন্ধে বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা এবং ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া, সুধী সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন। ইঁনিই মরক্কোর "আল্‌মোহাদেস" সাম্রাজ্য স্থাপনকর্তা মাহাদীর পরামর্শদাতা, অনুবর্তী ও হিতৈষী ছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের জগদ্বিখ্যাত ভৌগোলিক-কুলতিলক পণ্ডিত প্রবর ইদ্রিসী পর্য্যটন উপলক্ষে সিসিলিতে গমন করেন, এবং তথায় অবস্থান করিয়াই তাঁহার অদ্বিতীয় কীর্তি সার্বভৌমাগুলিক সুবৃহৎ ভূগোল গ্রন্থ্ রচনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে যে সমস্ত বিদ্যাবিশারদ মুসলমান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চল্লিশ জন বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের কতক সিসিলিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর কতক নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। এই তিন শতাব্দীর মুসলিম কুল গৌরব সিসিলিয়ান পণ্ডিতদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী এক শত বিশখানি বৃহৎ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাত্র এক্ষণে ৭০ খানির নাম পাওয়া যায়। আবার এই ৭০ খানির মধ্যে মাত্র ১০ খানি ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংগৃহীত আছে।

আমরা সিসিলির আর একজন প্রতিভাশালী মহাপণ্ডিতের নাম করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইঁহার নাম মোহাম্মদ আবু আবদুল্লা এবনে জাফর। ইঁনি নানাবিষয়ক বহুল গ্রন্থ্ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত "খায়রুল-বশর" (মানব-হিতৈষণা) এবং 'আল্‌-সল্‌ওয়ান্‌-অল্‌-মোতা" নামক গ্রন্থই ইঁহাকে সিসিলির পণ্ডিতদিগের মধ্যে গৌরবের সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে।

* মাসিক ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৩।

www.pathagar.org

মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক

প্রবাদ আছে, বিপদ কখনও একাকী আসে না। আর বাস্তবিক পক্ষে কথাও সত্য। যখন যাহার সুসময় উপস্থিত হয়, তখন চারিদিক হইতেই নদীতরঙ্গের ন্যায় সুখ-সৌভাগ্যের ঢেউ অনবরত আসিয়া চরণতলে গড়াইয়া পড়িতে থাকে; আর যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন চারিদিক হইতেই দুঃখ ও বিপদের দিগ্দাহকারী কালানল লেলিহান জিহ্বা বিস্তার পূর্বক আবেষ্টন করিয়া লয় এবং হয়ত সঙ্গে সঙ্গে সময় ও সুযোগ পাইয়া রাশি রাশি উত্তপ্ত বালুকাকণাও সমুড্ডীন হওত, চোখে মুখে পতিত হইয়া 'দম বন্ধ' করিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। এই সুসময় এবং দুঃসময় যেমন ব্যক্তিগত জীবনে– তেমনি জাতিগত জীবনেও সমভাবে নিজ নিজ প্রভাব চিরকাল বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

বঙ্গীয় মুসলমানের এক্ষণে নিদারুণ দুঃসময়। কালচক্রের পরিবর্তনে তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত। আর আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুগণের এক্ষণে সুসময় উপস্থিত। হিন্দু-মুসলমান এক দেশের অধিবাসী এবং এক রাজার শাসনাধীন হইলেও, উভয়ের মধ্যে আলোক-আঁধারের পার্থক্য বিদ্যমান। হিন্দু এখন বিদ্যাবুদ্ধি, রাজপদ এবং শ্রী-ঐশ্বর্যে হতভাগ্য মুসলমান অপেক্ষা সহস্র যোজন অগ্রবর্তী। আর সিংহাসনচ্যুত সৌভাগ্য-মার্গভ্রষ্ট মুসলমান অনন্ত দুঃখ-দুর্দশা-অভাবের জালে জড়ীভূত। তাঁহাদের চতুর্দিকেই কেবল দাবানল শিখা; কেবল ভয়! কেবল অভাব!! কেবল হা হুতাশ!!! বাস্তবিকই বঙ্গীয় মুসলমানদিগের—

জাতীয় জীবন-তরী অধঃপাত ঝটিকায়,
বিপর্যস্ত বিঘূর্ণিত বিপদ সাগরে হায়!
দুর্দশার উর্মিমালা গরজিয়া ভয়ঙ্কর–
প্রহারিছে, জীর্ণতরী কাঁপিতেছে থর থর!
ঝলসিছে— সৌদামিনী, পড়িতেছে বর্ষোপল;
অশনি গর্জিছে ঘোর কাঁপাইয়া ধরাতল,
দশদিশি সমাচ্ছন্ন সূচীভেদ্য তমোজালে;

www.pathagar.org

হাঙ্গড় কুম্ভীর আদি ঘিরিয়াছে দলে দলে;
তাহে পুনঃ সিন্ধুবক্ষে জ্বলিছে বাড়বানল
এ বিপদে মহাভয়ে সন্ত্রস্ত আরোহী দল।

ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি বা কবি-কল্পনা নহে; পরন্তু সমাজের প্রকৃত ফটোগ্রাফ। মানুষের কতদূর অধঃপতন এবং শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইতে পারে, বঙ্গীয় মুসলমানগণই তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু হায়! শত আক্ষেপ! আমরা এমনি 'আহ্‌মক্‌' এবং 'বে-ওকুফ্‌' হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের অধঃপতনের পরিমাণটুকুও বুঝিয়া উঠিতে পারতেছি না।

বঙ্গভাষায় ইংরাজি আমল হইতেই হিন্দুগণ আত্ম-মর্য্যাশূন্য হতভাগ্য বঙ্গীয় মুসলমানদিগের প্রতি যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নের হস্ত বিস্তার এবং ঘোর অবজ্ঞেয় গ্লানি কুৎসা ও কলঙ্কজনক অলীক অশ্লীলভাষিণী হলাহল নিস্যন্দিনী রসনা এবং লেখনীর পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহাতে দুঃখ-সন্তপ্ত নিরীহ মুসলমানগণের কোমল প্রাণে বিদ্বেষের বিষদিগ্ধ দীপ্ত ত্রিশূলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু হায়! তজ্জনিত যন্ত্রণাসূচক 'আহা!' শব্দটি পর্যন্ত আমাদের উচ্চারণের ক্ষমতা নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুরুষের শাণিত তরবারে, তীক্ষ্ণ সঙ্গীনে, বন্দুকের গুলিতে বা কামানের গোলায় শরীরের কোনও অঙ্গ কর্তিত, বিদ্ধ, চূর্ণিত বা ভগ্ন হইয়া যায়। তাহাতে তীব্র যন্ত্রণা এবং প্রবাহ উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু প্রাণের ভিতরে বৃশ্চিক দংশন করে না। বিশেষতঃ উহা ব্যক্তিগত ক্ষতি বলিয়া আহত যোদ্ধা স্বজাতির বা স্বপক্ষের মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে হাস্যমুখে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু লেখনী সংযোগে এবং রসনা পরিচালনায় যে বিজাতীয় আক্রমণ ও বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা ব্যক্তিগত হইলেও, প্রাণের কোমল বক্ষে অতীব কঠোর আঘাত করে। আর উহা জাতীয় কলঙ্ক হইলে যে নিদারুণ যন্ত্রণা এবং অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশের উপায় নাই। আর সেই কলঙ্ককালিমা যদি মিথ্যা কল্পনা প্রসূত হয়, এবং পাঠক বা শ্রোতা যদি জাতীয় গৌরবমুগ্ধ তেজস্বী প্রভৃতি জীবন্ত পুরুষ হন; তাহা হইলে উহা প্রাণের মর্মে মর্মে যে তীব্র কালকূট ঢালিয়া দেয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কদাপি সম্ভবপর নহে।

হিন্দু ভায়াদিগের যেরূপ মতিগতি– সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ বিকট লম্ফ ঝম্ফ কুর্দন এবং হুঙ্কার আস্ফালন দৃষ্ট হয়; হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে, আফিস, আদালতে, স্কুল-কলেজে, সভাসমিতিতে, পত্র পত্রিকায় পুস্তক পুস্তিকায়, কবিতা এবং কাব্যে, বক্তৃতা এবং উপন্যাসে যেরূপ

www.pathagar.org

বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরণ করিতে দেখা যায়; তাহাতে ইহা ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, হিন্দুগণ যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা শারীরিক বলবীর্যে তাদৃশ ক্ষমতাশালী হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা এই "অসভ্য বর্বর দুর্দান্ত পাষণ্ড পাতিনেড়ে পিশাচ পামর পাপিষ্ঠ অসুর দুরাত্মা অস্পৃশ্য ছাগলদেড়ে চাষা ম্লেচ্ছ যবন"গুলিকে* অর্ধচন্দ্র প্রদানপূর্বক, পুণ্যভূমি আর্যস্থান ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতেন অথবা তোপে উড়াইয়া যবন বংশ ধ্বংস করিতেন। কিন্তু হায়! 'নেহায়েৎ' দুঃখ ও 'আফসোসে'র বিষয়, বিধাতা তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে নিতান্তই বঞ্চিত করিয়াছেন!

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম ও নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য হারাণ, নরান, মধু, যদু, চুনীরাম, পুঁটীরাম, পাঁচুরাম পর্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈশাচিক গালাগালি দিতে এবং তাঁহাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণকে কুৎসিত চিত্রে অঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র কসুর করিতেছেন না। দিল্লীর মুসলমান বাদশাহগণকে তাঁহাদের মর্মর খচিত শান্ত সমাহিত গোর হইতে উঠাইয়া উপন্যাস এবং কাব্যের পৃষ্ঠায় দুর্দান্ত অত্যাচারী কদাচারী পিশাচ এবং ঘৃণিত কাম কুক্কুররূপে চিত্রিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন এবং তাহা নাটকাকারে কলিকাতা এবং মফঃস্বলের নানা স্থানে অভিনীত হইয়া অগণ্য হিন্দু দর্শকের 'বাহবা' লাভ করিতেছে। বঙ্গের বিরাট মুসলমান সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না—শুনিয়াও শুনিতেছেন না। এমন আত্মমর্যাদা শূন্য জাতি যদি অধঃপাতে না যায়, তবে আর কাহারা যাইবে?

---

* আমরা এস্থলে কয়েকটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। হিন্দু সাহিত্য খুঁজিলে এই শ্রেণীর রাশি রাশি কবিতা দেখিতে পাইবেন।

কবিতা পুস্তক।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

"আসে আসুক না আরবী বানর
আসে আসুক না পারসী পামর,
খেদাইব দূরে ঘোরীর বানর।"

কবিতা-সংগ্রহ।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

"বড় সব ধেড়ে ধেড়ে ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে, চড়ে ঘাড়ে,
কসে দাও হাড়ে হাড়ে ঠুকে।"

২

"পশ্চিমে মিঞা মোল্লা, কাছা খোল্লা,
তোবা তাল্লা বলে, কোপে পড়ে
তোপে উড়ে যাবে সব জ্বলে।"

৩

"কেবলীই মরজীতেড়া, কাজে ভেড়া
নেড়ে মাথা যত; নরাধম নীচ
নাই নেড়েদের মত।"

www.pathagar.org

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! হিন্দুগণ কি শুধু বাদশাহগণকেই কবর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন? তাহার অসূর্যম্পশ্যা বাদশাহজাদীগণকেও হেরেমের নিভৃত কক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, গাঁজাখুরী কল্পনা বলে কাহাকেও বা পার্বত্য মুষিক নারীহন্তা নরপিশাচ শিবাজীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, কাহাকেও বা শূকর ভোজী রাজপুতের প্রেমাভিলাষিণী, কাহাকেও বা কোনও হিন্দু গোলামের চরণ সেবিকারূপে চিত্রিত এবং থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, বিমল আনন্দ উপভোগ ও অর্থোপার্জন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের শীতল রক্ত কোনও দিন উষ্ণ হইল না! হায়! যেজাতি বিজাতি এবং বিধর্মী কর্তৃক আপনাদের পরমপূজ্য পূতচরিত্রা স্বর্গনিবাসিনী মাতা, দুহিতা এবং ভগিনীগণের এহেন লাঞ্ছনা এবং অবমাননা সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, তাহাদের যে জীবন আছে, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? হিন্দুজাতির মুসলমান ঘৃণা এবং বিদ্বেষ মজ্জাগত। এই জন্য অনেক হিন্দু মহাত্মা হিন্দুমুসলমানে সম্মিলনাকাঙ্ক্ষী হইয়াও বিদ্বেষ পূরীষ বমন পরিহার করিতে পারিতেছেন না। হিন্দু লেখক, হিন্দু বক্তা, হিন্দু কবি, হিন্দু ঔপন্যাসিক মাত্রই যেন যবনের মুণ্ডপাত করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। "যবন" শব্দ লিখিয়াই হিন্দু লেখককে লেখনী ধারণ করিতে হয়, নতুবা হিন্দুর কলম মোটেই চলে না। সুতরাং মুসলমান, তুমি যতই আপত্তি করনা কেন, হিন্দু 'যবন' ছাড়িবেন কি করিয়া? হিন্দু বেদ ছাড়িতে পারেন, কালী দুর্গা শিব ছাড়িতে পারেন, মাথার টিকি কাটিতে পারেন, গলার পৈতা ছিঁড়িতে পারেন; কিন্তু যবন শব্দ ছাড়িতে সম্পূর্ণ অক্ষম। "যবন" শব্দের প্রসাদেই দুর্বল এবং আশা শূন্য হিন্দু কোনওরূপে বাঁচিয়া আছেন।

পাঠক পাঠিকা! হিন্দু লেখকদিগের মধ্যে কয়জন "যবনের মুণ্ডপাত" করেন নাই, বলিতে পারেন কি? এই যে, সেদিন এতবড় নামজাদা কবি ভারত উদ্ধারকারী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন– যাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গদেশ শোকসভার বক্তৃতা-তরঙ্গে টলটলায়মান হইয়াছিল– যাঁহার শোক চিহ্নের বিষাদ ফলক বক্ষে ধারণ করিয়া মুসলমান পত্রিকা "নবনূর" মুসলমান-কবীন্দ্রকুলতপনদিগের (?) দীর্ঘ নিশ্বাস এবং অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া মহা শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল, হায় রে কপাল!! সেই হেমচন্দ্রই না "বীরবাহু" কাব্যে মুসলমান বিদ্বেষ এবং হিংসার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন!! হায়! তিনি যে "ভারতসঙ্গীতে"র জন্য বিখ্যাত, সেই 'ভারত-সঙ্গীত"ও না মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে রচিত!! হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় এবার দিল্লী দরবারে "রায় সাহেব" উপাধি মান্যে বিভূষিত হইলেন। তাঁহার উপাধি প্রাপ্তিতে হিন্দু পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান পত্রিকা (?) "মিহির ও সুধাকর"ও কতই না

www.pathagar.org

আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করিল!! কিন্তু হায়! সেই "রায় সাহেব"ও না তাহার "জ্যোতির্ময়ী" গ্রন্থে নির্মল চরিত্রা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে কতই না বীভৎস বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন? "মন্ত্রের সাধনে" তিনিই না মোগল সম্রাট আকবরকে ঘৃণিত কাম-কুক্কুররূপে চিত্রিত করিয়াছেন!! হায়! আকবর! তুমিই না এই হিন্দুগণ এবং তৎসহ রায় সাহেবের পিতৃপুরুষণ কর্তৃক জগদীশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়াছিলে! এই হিন্দুগণের প্রীতি এবং মঙ্গল কামনায় না পবিত্র ধর্মকেও তুমি লঙ্ঘন করিয়াছিলে? হায়! তাহার প্রতিদান কি এই! ধন্য হিন্দু! ধন্য তোমার ব্যবহার এবং কৃতজ্ঞতা, মূর্খ আমরা তোমাকে বুঝিলাম না।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আর কত নাম করিব? নাম করিতে করিতে কম্বলের লোম বাছার ফল হইবে। শুধু কি বঙ্কিম এবং নবীনচন্দ্রই মুসলমানের বুকে ছুরি বসাইয়াছেন? ইসলামের মস্তক চর্বণ করিয়াছেন? চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, প্রত্যেক হিন্দু লেখকই এক একটি মুসলমান শত্রু দ্বিতীয় বঙ্কিম বা দ্বিতীয় নবীনচন্দ্র। প্রত্যেকেই "যবনের অরি।"*

আমাদের ধারণা ছিল, কালে হিন্দুর এ মন্দ স্বভাব শোধরাইয়া যাইবে। মুসলমান পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ এবং আপত্তি উত্থাপিত হইলে, হিন্দু অবশ্যই 'যবনের মুণ্ডপাতে' ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু হায়! আমাদের সকল আশাই বিফল হইয়াছে। আমাদের কাতর-ক্রন্দনে এবং সহস্র বিনয়েও হিন্দু লেখক সমাজের কিছুমাত্র চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারে নাই।

হিন্দু লেখকগণ যেন বাস্তবিকই মুসলমানের দুঃসময় দৌর্বল্য এবং নির্জ্জীবতা দেখিয়া মহানন্দে বিকট উল্লম্ফে বৈশাখের ভীম বাত্যাতাড়িত মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাপুঞ্জের ন্যায়, অসংখ্য লেখনী মুখে মুসলমান-হিংসা-বিদ্বেষ-কুৎসা-ঘৃণা উদ্গার করত, তৎসমুদয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশিত এবং প্রবাহিত করিয়া আমাদিগের দম আটকাইয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্যানের কুত্রাপি মুসলমানদিগের মনঃপ্রীণনের জন্য একটি সুগন্ধ কুসুমও পাইবার যো নাই। হিন্দু লেখক সম্প্রদায় প্রাণপণ যত্নে বিষকণ্টকি লতা এবং দুর্গন্ধ কুসুম তরু সকল মুসলমানদিগের জন্য রোপণ করিয়া জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন।

---

* হিন্দু পুরাণে যবন শব্দের উৎপত্তির দুইটি বর্ণনা আছে। একটি এই যে, বিশ্বামিত্রের সৈন্যদলকে পরাস্ত করিবার জন্য বশিষ্ঠ ঋষির ঔরসে গরুর গর্ভে একদল লোক জন্মগ্রহণ করে; তাহারাই যবন।
বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা এই যে, সগর রাজা কতকগুলি লোককে গুরুতর অপরাধের জন্য মাথা মুড়াইয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; এই বিতাড়িত সম্প্রদায় এবং তাহাদের বংশধরগণই যবন।
প্রিয় পাঠক পাঠিকা! দেখিতে পাইতেছেন, হিন্দুগণ আমাদিগকে কিরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত (?) করেন।।

www.pathagar.org

মুসলমান পাঠক তাই বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্যান পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া বিষবল্লীর বিষকণ্টকে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ এবং দুর্গন্ধ কুসুমের পূতিগন্ধে দম বন্ধ হইয়া ছটফট করিতে থাকেন। এ অবস্থায়ও যন্ত্রণা উপশমের জন্য যদি কেহ 'আহা!' শব্দটি উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে সাহিত্য উদ্যানরক্ষক হিন্দু মালীগণ "কাস্তে', 'পাচন' 'খন্তা' 'কোদাল' লইয়া তাঁহার প্রতি তর্জন গর্জন এবং ভয় প্রদর্শন করিতে থাকেন। হতভাগ্য মুসলমানের এমনি কপাল!

বিগত ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে মুসলমান শিক্ষাসমিতির কলিকাতা নগরীতে যে অধিবেশন হইয়াছিল– যথায় ভারতের যাবতীয় গণ্যমান্য শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান সমাগত হইয়াছিলেন; সেই বিরাট সভায় বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সমাজ-হিতৈষী খ্যাতনামা জমিদার মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের' বিরুদ্ধে একটি রেজিলিউশন পাশ করেন। সমস্ত মুসলমানই আনন্দ এবং উষ্ণ সহানুভূতির সহিত ইহার অনুমোদন করেন। পরে এই রেজিলিউশনটির বিবৃত বিষয় ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া "ভার্ণাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল। (Vernacular Education in Bengal) নাম দিয়া গ্রন্থকারে মুদ্রিত করা হয়। এই গ্রন্থ সমালোচনার জন্য বহু হিন্দু সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইলেও তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করেন নাই। উহা যে একটি ভাবিবার এবং বিবেচনার বিষয়, তাহা তাঁহাদের গর্ব্বোন্নত মস্তকে কদাপি ধারণাও হয় নাই। অনেকে তাচ্ছিল্য করিয়া একবার খুলিয়াও দেখেন নাই। বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম মহারথী অত বড় নামজাদা কবি মাননীয় রবীন্দ্রনাথ "ভারতী" পত্রিকায় সমালোচনা উপলক্ষে উহা একরূপ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।* হায়রে বঙ্গের আত্মমর্যাদা শূন্য মুসলমান! তুমি বুঝিলে না, হিন্দুর নিকটে তোমার মূল্য কতটুকু। অন্ধ মুসলমান সমাজ! হিন্দু তোমাকে কতদূর অপদার্থ অসার অবস্তু (Nothing) মনে করে, ইহাতেও কি তুমি তাহা বুঝিতে পারিলে না? যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে ইহাও বুঝিয়া লও যে, হিন্দু তোমাকে গালাগালি দিতে– পূতচরিত্রা বিমলমনাঃ বাদশাহজাদী এবং বেগমগণকে ব্যভিচারিণী দ্রৌপদী, কুন্তি, রাধিকা সাজাইতে– মুসলমান বীরেন্দ্রবর্গকে বালীহন্তা কাপুরুষ রামচন্দ্র অথবা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরুপায় ইন্দ্রজিত হন্তা ভীরু লক্ষ্মণরূপে অথবা মাতৃহন্তা পরশুরামরূপে চিত্রিত করিতে– ন্যায়পরায়ণ বাদশাহগণকে

---

* ভোলানাথ রায় প্রণীত "Travelog of a Hindoo" গ্রন্থ পাঠ করুন। এই গ্রন্থে প্রেরিত মহাপুরুষ ধূর্ত বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক ইত্যাদি (Imposter, Insincere, Treacherous) বলিয়া গণিত হইয়াছেন।

www.pathagar.org

অত্যাচারী অবিচারী কামুক লম্পট তিলক কৃষ্ণ ইন্দ্র দুর্য্যোধনরূপে অঙ্কিত করিতে কদাপি ক্ষান্ত হইবে না। অধিক কি, হে মুসলমান সমাজ! তোমার প্রাণের প্রাণ ইসলাম-সূর্য হজরত রেসালতপানা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) পর্যন্ত যে হিন্দু লেখকের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই,* তাঁহার নিকট সুবিচার সৌজন্য ভদ্র ব্যবহার প্রাপ্তির আশা নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র।

সত্য বটে, আমাদের কাতর চীৎকারে দুই একটি হিন্দু লেখক মিষ্টমুখ লইয়া আমাদিগকে লাঞ্ছনা করিতে মধ্যে মধ্যে অগ্রসর হন; কিন্তু হায়! তাঁহারা আমাদের কাতরতা এবং শোকের মূল কারণ তাঁহাদের স্বজাতীয় স্বসম্প্রদায়ির বিষাক্ত লেখনীবাণ আমাদের অন্তঃকরণে বিদ্ধ করিবার লক্ষ্য পথে কোনও প্রকার বাধা উপস্থিত করেন নাই এবং করিতেও আন্তরিক প্রস্তুত নহেন। পাঠক! বলিতে পারেন কি, কোনও হিন্দু লেখক এ পর্যন্ত কোনও স্বকীয় সাহিত্য সভায়, পুস্তক বা পুস্তিকায় মুসলমান-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আন্দোলনের সাবধান ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছেন? সুতরাং আমরা কিরূপে হিন্দুদিগের নিকট প্রীতি এবং ভালবাসার স্নিগ্ধবাণীর আশা করিতে পারি?

তাই বলি, বঙ্গীয় মুসলমান! এক্ষণে হিন্দুভায়াদিগের আশা পরিত্যাগ করিয়া নিজেরা ধীরবেশে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্যানে তোমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিষাক্ত কণ্টকীলতা রোপিত হইয়াছে; তৎসমুদয় ঐসলামিক তেজঃদীপ্ত সত্যের তীব্র কুঠারে এবং অনল নিঃস্রাবিনী সমালোচনার দাবানল শিখায় কর্তিত এবং ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হও।

* মাসিক ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৩।

---

* আমরা নিম্নে রবীন্দ্রবাবুর উক্তিটুকু উদ্ধৃত করিলাম,—

"সৈয়দ সাহেব বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে মুসলমান বিদ্বেষের যে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলি আমরা অনাবশ্যক এবং অসঙ্গত মনে করি। বঙ্কিম বাবুর মত লেখকের গ্রন্থে মুসলমান বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব।" (ভারতী, ১৩০৭ কার্ত্তিক।)

আমরা বলি, ব্যক্তিগত সংস্কার না হউক, জাতিগত সংস্কারই বা কতটা দূর হইয়াছে, অথবা দূর করিবার জন্য হিন্দু লেখক সমাজ কি চেষ্টা করিতেছেন? আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইব যে, হিন্দুসমাজের মুসলমান বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। (লেখক)

www.pathagar.org

আত্ম-শক্তি ও প্রতিষ্ঠা

আপনার বল ব্যতীত– আপনার শক্তি সামর্থ ব্যতীত, অপরের বলে– অপরের শক্তিতে– অপরের সাহায্যে যে ব্যক্তি বা যে জাতি উঠিতে বা উন্নতি করিতে চায়, উত্থান দূরে থাক্– পদে পদে তাহার লাঞ্ছনা এবং অপমান ঘটিয়া থাকে। নিজের চলিবার শক্তি না থাকিলে, অন্যে তোমাকে কতক্ষণ চালাইয়া লইবে? সংসারের উচ্চতা-নীচতা, মান-অপমান, শ্রেষ্ঠতা-নিকৃষ্টতা, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, সবল-দুর্বল, সমস্ত কথা শক্তি লইয়া। শক্তি বলিতে অর্থশক্তি, বিদ্যাশক্তি, বুদ্ধিশক্তি, মানসিক শক্তি, শারীরিক শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তিকেই বুঝিতে হইবে। যাহার যে বিষয়ে শক্তি আছে, তিনি সেই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ– প্রধান ক্ষমতাশালী।

জগতে চিরদিন শক্তির সেবা এবং শক্তির প্রাধান্য বিদ্যমান রহিয়াছে এবং চিরদিনই থাকিবে। ইহা ঐশিক বিধি। বিশ্ব জগতের সমস্তই শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। শক্তির নিকট সকলেই বিনত শির এবং ভূ-নতজানু। জগৎ শক্তির ভক্ত। নিজের শক্তি না থাকিলে, অপরের শক্তি লইয়া কেহ শক্তিমান হইতে পারে না। পারিবে কিসে? যাহার শক্তিই নাই, তাহার আবার শক্তি গ্রহণের সামর্থ্য কোথায়? শক্তি গ্রহণ করা যে মহাশক্তির কার্য।

নিজের শক্তিতে যদি দাঁড়াইতে পার– মাথা তুলিতে পার– দেখিবে, জগৎবাসী তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে। আর যদি নিজের শক্তি না থাকে,– যাও অন্যের কাছে প্রার্থনা করিতে– ফল– অপমান, লাঞ্ছনা এবং পদাঘাত। জগতের প্রতি অণু পরমাণুতে শক্তির ক্রিয়া। যাহার শক্তি– তাহার প্রতিষ্ঠা। Might is right. জোর যার মুলুক তার। ইহা অভ্রান্ত এবং অকাট্য মহা সত্য। সংসারের সর্বত্র সর্বদা শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে– যে জয়লাভ করিবে, প্রতিষ্ঠা তাহারই।

অনুনয়-বিনয়-ক্রন্দন-প্রার্থনা-ভিক্ষা,– নীচাশয় শক্তিশূন্য ভিক্ষুকের কার্য। যে নীচাশয়, যে অশক্ত, যে ভিক্ষুক, তাহার আবার সম্মান কি? মর্যাদা কি? প্রতিষ্ঠা কি? ভিক্ষুক যত বড়ই হউক না কেন, তথাপি ভিক্ষুক ব্যতীত সে অন্য কিছু নয়।

www.pathagar.org

তাহার কোন বিষয়ে জোর বা অধিকার নাই– claim নাই– right নাই। প্রভুর যাহা ইচ্ছা– দাতার যাহা দাতব্য– তাহাই দিবে; তাহাকে তাহাই লইতে হইবে। দাতার ইচ্ছা না হয়, কিছুই দিবে না। পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করিলে কুকুরের ন্যায় 'দূর্-দূর্" করিয়া তাড়াইয়া দিবে। অশক্ত অক্ষম ভিক্ষুক ইহা ব্যতীত আর কি আশা করিতে পারে? পরম প্রিয় পাঠক পাঠিকে! অশক্ত ভিক্ষুককে কে কবে মণি-মুক্তা দান করিয়া থাকে? ভিক্ষুককে বসিবার জন্য কে কবে নিজের আসন দিয়া থাকে? দাতা যতই বদান্য হউক না কেন, তথাপি ভিক্ষুককে নিজের আসন প্রদান করে না। ছিন্নবস্ত্র, এক মুষ্টি চাউল ও দুই একটি পয়সা ব্যতীত ভিক্ষুকের ভাগ্যে আর কি জোটে? তাই বলিতেছিলাম, যে শক্তিশূন্য– সেই ভিক্ষুক। যে ভিক্ষুক– সেই স্বত্ব (right) শূন্য। যে স্বত্বশূন্য, তাহার আবার প্রতিষ্ঠা কি? জগতের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা গৌরবে তাহার লুব্ধ দৃষ্টিপাতের অধিকার নাই। যে শক্তিশূন্য– সে অপদার্থ জড়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখ– মহাপুরুষদিগের জীবনে দেখ– শক্তিশালী, উন্নত জাতির ইতিবৃত্ত দেখ,– জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইবে, শক্তিতেই প্রতিষ্ঠা– শক্তিতেই বিজয়– শক্তিতেই সুখ-সৌভাগ্য সম্পদ। শক্তি বলেই ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা– শক্তি বলেই জাতিগত প্রতিষ্ঠা। সর্বত্র একই শক্তির কার্য। আজ যে তুমি জনসমাজের পদতল স্পৃষ্ট হইলেও তোমার দিকে কেহ ফিরিয়া দেখিতেছে না– তোমার করুণ ক্রন্দনে পরমাত্মীয়ও কর্ণপাত করিতেছে না; কাল সেই তুমি– শক্তিশালী হও– লোক সমাজে কোন ক্ষমতার পরিচয় দাও– কোন কৃতিত্ব দেখাও– দেখিবে, সকলে তোমার সম্মাননার জন্য শশব্যস্ত– সকলে তোমার আদেশ শ্রবণে উৎকর্ণ।

তাই বলি, বঙ্গের মুসলমান! আলস্য, ঔদাস্য, অদৃষ্টবাদ, রাজার আশা, পরের আশা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মবলে, আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সচেষ্ট হও। ভ্রাতঃ! প্রার্থনা, ক্রন্দন, অশ্রু জলে কার্যোদ্ধার হইবে না। শক্তিবলে কার্যোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হও। যদি মানুষ হইতে চাও– উন্নতি লাভ করিতে চাও– যদি জাতি প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, তবে আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন কর। সমাজে শক্তির বিস্ফুরণ কর। শক্তিবলে যোগ্যতা এবং উপযুক্ততা লাভ কর। বিশ্ব-সংসারে সর্বদা যোগ্যের পূজা– (উপযুক্তের আদর– শ্রেষ্ঠের প্রাধান্য– শক্তিশালীর প্রতিষ্ঠা। Survival of the fittest.

বঙ্গের শক্তি-শূন্য মুসলমান

একবার চিন্তা করিয়া দেখ– শক্তির অভাবে আমরা কেমন অপদার্থ জড় রূপে পরিণত হইয়াছি। এক বঙ্গদেশে যত মুসলমান, পৃথিবীর বিধর্মীশূন্য কোনও

www.pathagar.org

মুসলমান শাসিত দেশেও তত মুসলমান নাই। অথচ এই বঙ্গদেশেই আমাদের জাতীয় অধঃপতন চরমে পঁহুছিয়াছে। আমরা বাঙালী মুসলমান যতদূর হেয় নীচ ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছি– আমাদের ধর্ম এবং কর্ম জীবন যেরূপ ক্ষীণ এবং নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে– চিত্ত যেরূপ মালিন্য ও কঠোরতা লাভ করিতেছে– মস্তিষ্ক যেরূপ বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান শূন্য পশুভুক্ত কপিত্থবৎ হইয়া পড়িয়াছে– বিবাদ বিসম্বাদ এবং দ্বন্দ্ব কলহে আমাদের পারিবারিক জীবন যেরূপ ঘোরতর অশান্তি কর হইয়া উঠিয়াছে– উচ্চ আশা (High ambition), উচ্চ লক্ষ্য (High standard of aim) আমাদের হৃদয় হইতে যেরূপভাবে বিসর্জিত হইয়াছে– স্বজাতি-বাৎসল্য ও জাতীয় সহানুভূতি যেভাবে কথার কথা হইয়া উঠিয়াছে– পবিত্রতা, উদারতা, মনোবল (strength of mind), মানসিক তৎপরতা (Intellectual activity) যেরূপভাবে লোপ পাইয়াছে– ভীষণ দরিদ্রতা দাবানলরূপী দানবের সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া সমগ্র সমাজকে শুষ্ক তৃণরাশিবৎ যেরূপভাবে বিদগ্ধ করিতেছে– এক কথায় আমরা যেমন সর্ববিধ শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছি; তাহাতে আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার পরিণাম কতদূর ভয়াবহ, তাহা প্রত্যেক মুসলমানের চিন্তা করা অপরিহার্য্য কর্তব্য।

দিনের পর দিন– মাসের পর মাস– বছরের পর বছর গত হইতেছে– জগতের কত অসভ্য জাতি তৎসঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিতে পরিণত হইতেছে– কত পর-পদ-দলিত, পরকর নিপীড়িত পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়া শক্তিশালী জাতিতে– power-এ পরিণত হইতেছে;– প্রত্যহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা কতই না নব নব তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে– শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে অশিক্ষা এবং কুসংস্কার রূপ অন্ধতমিস্রাবৃত কত দেশ বিভাসিত হইতেছে– আন্দোলন ও আলোচনার তরঙ্গাভিঘাতে জগতের ধর্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির কতই বা উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে– ফলতঃ সমগ্র 'দুনিয়া' কি যেন এক মাতোয়ারা ভাবে প্রমত্ত হইয়া, বিদ্যুৎ-গতিতে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু কেবল একমাত্র বঙ্গীয় মুসলমানগণই, কর্ম ও উন্নতিময় জগতের বিশ্বকেন্দ্র বিকম্পন তুমুল কোলাহলেও গাঢ় নিদ্রায় মৃতবৎ আলস্য-শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। সূর্যদেব চক্রবাল রেখা হইতে ধীরে ধীরে মধ্য গগন আশ্রয় করিতে চলিয়াছে– খরতর কিরণপুঞ্জে সমস্ত 'দুনিয়া' আলোক সাগরে সমুদ্ভাসিত হইতেছে। কিন্তু হায়! বঙ্গীয় মুসলমানদিগের জাতীয় জীবনের আকাশ-পটে উন্নতি-ভাস্করের উদয় দূরে থাক্– কুসুম-কুন্তলা ঊষা দেবীর শুভ্রদৃষ্টিও দৃষ্ট হইতেছে না। অন্ধ তমস-রাশি সহস্র পক্ষ বিস্তার করিয়া এ জাতির জীবন-অম্বর সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে।

www.pathagar.org

জ্ঞানী পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখ, বঙ্গীয় মুসলমান, বর্তমান সুসভ্য এবং সমখিত জগতের কত নিম্নে অসভ্য অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। শিক্ষার আলোক তাহাদের মধ্যে এখনও অতি ক্ষীণভাবেই বিস্তারিত হইতেছে। যে যুগে ভারতের সাঁওতাল, কোল, ভীল, প্রভৃতি অসভ্য জাতি শিক্ষালোকে আলোকিত হইতেছে– যে যুগে ভারতের অন্যান্য জাতির নারীগণও উচ্চ জ্ঞান-গৌরবে ও বিদ্যা-বৈভবে বিমণ্ডিত হইতেছেন– হায়! সে যুগেও আমরা কেমন পশুর ন্যায় অলস ও অকর্মণ্যভাবে জীবন যাপন করিতেছি। আমরা সর্ববিধ উৎকৃষ্ট শক্তিশূন্য হইয়া অবনতি-স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছি; আর আমাদের দন্ত, বিঘর্ষণ জাত বাঁদরামী, "আহমকী' এবং 'বেওকুফী' আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে তীব্র বেগে পতন আবর্তাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে!!

সহৃদয় পাঠকমণ্ডলী! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনপূর্বক অতীতের সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন। দেখিবেন– ধীরে ধীরে আমরা কোথা হইতে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছি, ধীরে ধীরে আমাদের জ্বলন্ত ধর্মভাব কেমন নিস্প্রভ এবং শীতল হইয়া পড়িয়াছে! হায়! আমরা কি ছিলাম, কি হইলাম এবং কি হইতে বসিয়াছি। হায়! আমাদের মধ্যেই কি নীতিপূর্ণ মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ বিদ্যমান আছে? হায়! আমরাই কি সেই মানবকুল শরণ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক রাজনীতিবিদ সমাজ সংগঠনকারী প্রচণ্ডতেজাঃ মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) শিষ্য দলভুক্ত? হায়! এ দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? যে ধর্মের উন্নত এবং বিমল নীতিতে পরিচালিত হইয়া– যে ধর্মতরুর আশ্রয় লাভ করিয়া– যে ধর্মের ঐশী প্রভাবে সন্দীপ্ত হইয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ অত্যল্প সময়ে জগতে শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর পদে বরিত হইয়াছিলেন; হায়! আজ আমরা সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়া এবং সেই বিশ্ববন্দ্য পুরুষ-সিংহদিগের বংশধর হইয়াও শক্তিহীনতা বশতঃ জগতের প্রতিষ্ঠামন্দিরের সোপান তলেও দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইতেছি না। হায়! ইহা অপেক্ষা লজ্জা, দুঃখ এবং আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সমাজ-হিতৈষী মহোদয়গণ! আজ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আমরা কোন্ রোগে এরূপ জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছি। কিসে আমরা শক্তিশূন্য, তেজঃশূন্য, জীবনশূন্য জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়াছি। মনের বল, আত্মার তেজঃ, শোণিতের উচ্ছ্বাস, উন্নত লক্ষ্য, কেন আমাদের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইল? হায়! এ প্রশ্নের উত্তর আজ কে দিবে? মহোদয়গণ! প্রাচীন ইতিহাস খুলিয়া দেখুন, আমাদিগের পিতৃ-পিতামহগণ একমাত্র ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত হইয়া, সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহারা একমাত্র অদ্বিতীয় প্রভু সর্ব

www.pathagar.org

শক্তি মূলাধার আল্লাহতাআলায় আত্মসমর্পণ করিয়া, বিশ্বাসের অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করিয়া– সকলে ভ্রাতৃবৎ গলায় গলায় মিলিয়া শক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই– অদ্বিতীয় শক্তিশালী সর্বময় প্রভু আল্লাহতালার উপাসনা করিয়া, আপনারাও অদ্বিতীয় শক্তিশালী প্রভুত্ব পদ-উচ্ছিত মহাজাতিতে মহাশক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

মহোদয়গণ! আমরা বঙ্গীয় মুসলমান এমনই কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা আমাদের অতীত ইতিহাস বিষয়ে কিছুই অবগত নহি। উন্নত জাতি অধঃপতিত হইলে একমাত্র প্রাচীন গৌরব কাহিনীই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন করিতে পারে। প্রাচীন গৌরব গাঁথাই তাহাদিগের কর্ণে অমৃত বাণী উচ্চারণ করে। আজ আমরা বঙ্গের মুসলমান যদি পূর্ব-পুরুষদিগের শক্তি-সাধনা ও প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত থাকিতাম, তাহা হইলে বোধহয় আমাদের এই পরাধীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যাইত। জ্ঞান বীর্যশালী পিতামহগণ যে হৃদয়ে যে বল লইয়া, যে অদৃশ্য উচ্চ উন্মাদনায় অধীর হইয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আমাদের অন্তরে সেই বল– সেই সাহস সেই অধ্যবসায় ফিরিয়া আসিত। হতভাগ্য আমরা হারাধন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হইতাম। শক্তিসাধনার বলে পুনরায় আমরা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতাম।

বঙ্গীয় মুসলমান! একবার অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত কর। অই যে বিদ্যুদ্দীপ্ত গিরিচূড়ার ন্যায় তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, করুণাময় আঁখি, স্থির-বিশ্বাসী, ব্রহ্মপরায়ণ, বীরেন্দ্রবর্গকে দেখিতে পাইতেছেন, উহারাই কি আমাদের বিশ্বসভা বিমণ্ডিত বিশ্ব বরণীয় পূর্ব-পুরুষ নহেন? দেখুন– উহারা সংখ্যায় অল্প হইয়াও, পরস্পর প্রীতি-প্রফুল্ল বন্ধুর ন্যায় স্কন্ধে মিলিত হইয়া– আত্মায় আত্মায় যোগ রাখিয়া– মুখে বরা ভয়প্রদ 'আল্লাহো আক্‌বর' রব উচ্চারণ করিয়া, জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিকম্পিত করত কেমন গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা এবং নির্ভীকতার সহিত প্রমত্ত তেজঃ উল্কা গতিতে জ্ঞান-রাজ্যে, ধর্ম-রাজ্যে এবং কর্ম-রাজ্যে ছুটিয়া চলিয়াছেন!! ফলতঃ যে সহস্র ভাস্করের তেজঃরাশি লইয়া, অযুত মত্ত রাবণের বল ধারণ করিয়া, বৈশাখ-ঝটিকার সর্ব বাধ-বিঘ্ন-বিমর্দিনী গতি লইয়া, পূর্ব পুরুষগণ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে দুর্জ্জয় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা বিবিধ অসাম্য সাধন করিয়াছিলেন, যে বিশ্ব বিপর্য্যয়িনী মহাশক্তির বলে তাঁহারা অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন; আমাদের মধ্যে তাহার কণামাত্র বিদ্যমান থাকিলে আমাদিগকে এমন ভাবে অহর্নিশ দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং অপমানের পদাঘাত সহ্য করিতে হইত না। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের মধ্যে সে ঐসলামিক মহাতেজের বিন্দুবিসর্গ অবশিষ্ট থাকিলে– এমন

www.pathagar.org

কি, বোধ হয় সে মহাতেজের প্রচণ্ড-প্রভাবময়ী-সন্দীপনী-শক্তির বিষয়ে আমাদের ধারণা থাকিলেও আমরা এরূপ কাপুরুষ, উদ্যমহীন, অদৃষ্টবাদী জীবে পরিণত হইতাম না।

হে সভ্যমণ্ডলী! আমাদিগকে দৃষ্টান্তের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। বঙ্গবিজয়ের ইতিহাস স্মৃতি-পটে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। পাঠকমণ্ডলী! সপ্তদশজন অশ্বারোহী সেনাসহ মহাসামন্ত গাজী মোহাম্মদ বখ্তিয়ার খিলজী কোটি শত্রু অধ্যুষিত অররু-পরিবেষ্টিত বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে অণুমাত্রও বিচলিত হইয়াছিলেন না। বীরদম্ভে অগ্রসর হইয়া, বিনা যুদ্ধেই রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আর আজ শত আক্ষেপ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়– যে বঙ্গে তিন কোটি মুসলমানের বাস, সেই বিরাট বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা-সমিতির বিরুদ্ধে কোন কোন সমাজ ধুরন্ধর বস্তানী খুলিয়া 'ফাল' দেখিয়া উচ্চ চীৎকারে সমিতির ভবিষ্যৎ সফলতা অসম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন। ইহারা সমাজহিতকর কার্যের অনুষ্ঠানে এবং সমাজের হিত সাধন বিষে দগ্ধীভূত হইতেছে। আমরা উপসংহারে এই সমস্ত কাপুরুষ মৎস্যের প্রকৃতি জীবের কথায় বঙ্গীয় মুসলিম সমাজকে কর্ণপাত করিতে করপুটে নিষেধ করিতেছি। ইহাদের বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া দৃঢ়-বিশ্বাসে আমাদিগকে শক্তি সাধনা করিতে হইবে। আত্মশক্তির বিস্ফুরণ ব্যতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করার আশা বাতুলতা মাত্র।

* মাসিক ইসলাম প্রচারক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, মে-জুন ১৯০৪, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১।

www.pathagar.org

আদর্শ সতী বিবি রহিমা

উপরে যে সতী মহিলার নাম লিখিত হইল, ইনি হযরত আয়ুব নবীর অন্যতমা সহধর্মিনী ছিলেন। ইহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, স্রষ্টা নারীজাতিকে পতিব্রতা ধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্তই জগতীতলে এই সাধ্বী রমণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহার ন্যায় পতি হিতৈষণী ও পতিগতপ্রাণা রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে কিরূপ ধর্মপরায়ণ ঐশ্বর্যশালী স্বামীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, পরে ঐশ্বরিক লীলায় স্বামী একান্ত হীনাবস্থা ও উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকিয়া কিরূপ অকৃত্রিম প্রেম ভক্তি সহকারে তাঁহার পরিচর্যাদি করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাই লিখিত হইতেছে।

তুরস্কের সিরিয়া প্রদেশে আয়ুব নবীর বাসস্থান ছিল। নির্জনে নিবিষ্টচিত্তে পরম মঙ্গলময় স্রষ্টার দৈনন্দিন উপাসনা করিয়া ইহার জীবিতকাল পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইনি কোন জনপদ বিশেষের অধীশ্বর ছিলেন না বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য ও কৃতিত্ব এত অধিক ছিল যে, সার্বভৌম নরপতি ইহার নিকট অম্লানচিত্তে মস্তক অবনত করিতেন। কথিত আছে যে, নবী আয়ুবের হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা চত্বারিংশৎ সহস্রের অধিক ছিল। আর এই সকল পশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পরিমাণাধিক ভৃত্যাদিও ছিল। গচ্ছিত ধন যে কত ছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইনি যেমন অগণিত ধনসম্পত্তির অধিপতি ছিলেন, দানাদি সংকার্যেও ইহার হস্ত সেইরূপ মুক্ত ছিল। কথিত আছে, নবী আয়ুব প্রতিদিন দশজন ক্ষুধাতুরকে অন্নদান ও দশজন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান না করিয়া অন্নাহার ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতেন না। আতিথ্যপ্রিয়তায় আয়ুবের সুযশোগীতি সর্বত্র সর্বজনবিশ্রুত ছিল। এজন্য অগণ্য অতিথি অহর্নিশ ইহার পুন্যভবনে পান ভোজনের নিমিত্ত সমাগত হইত। আয়ুব নবী ধর্মশাস্ত্রের একজন উৎকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। এজন্য শত শত অন্তেবাসী তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া নিয়ত ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা কালহরণ করিতেন। ইহার উপর অসংখ্য করিসেবক, অশ্বপালক, উষ্ট্ররক্ষক ভৃত্যগণের উচ্চ কোলাহলে আয়ুব নবীর

www.pathagar.org

বহির্ভবন নিয়ত মুখরিত হইত। মহামতি আয়ুব ক্রমে চারিজন ধনাঢ্যা ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাদের গর্ভে আয়ুবের দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য যে এই সকল স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের সেবার্থ শত শত দাসদাসী অন্তঃপুরে অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকিত। বস্তুতঃ সুখের সময় সদস্য, মিত্র, স্ত্রী ও ভৃত্যগণের আনন্দ কোলাহলে আয়ুব ভবন "আনন্দ ভবন" বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

কাল বৈচিত্র্যে ঈদৃশ পরম ভাগ্যবান আয়ুব যারপরনাই হীনাবস্থা হইয়া পড়িলেন। নানাবিধ অনৈমিত্তিক কারণে অল্প দিনেই তাঁহার পূর্ণ ধনভাণ্ডার শূন্য হইল। উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাইয়া পশ্বাদি সংরক্ষক ভৃত্যগণ ক্রমশঃ স্থানান্তরে যাইতে লাগিল; সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারাভাবে রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া তাঁহার গৃহপালিত পশুসকল দিন দিন বিনষ্ট হইতে লাগিল। অন্তঃপুরস্থ পরিচারিকাগণ প্রভু ও প্রভুপত্নীগণের শোচনীয় দশা দেখিয়া স্থানান্তরে উপজীবিকার অন্বেষণে বহির্গত হইল। প্রিয়তম শিষ্যগণ উপাধ্যায়কে শ্রীহীন দেখিয়া বিষণ্ণচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সুখের সময় যে সকল মিত্র-কুটুম্ব পারিপার্শ্বিকরূপে আয়ুবপার্শ্বে অনুক্ষণ বিরাজ করিতেন, অতঃপর তাঁহারা সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আয়ুব নবীর দুইপুত্র ও তিন কন্যা ছিল, তাঁহারা সকলেই মক্তবখানায় বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। নবীবর আয়ুব একদা উপাসনায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শুনিলেন যে মক্তব খানার ছাদ ভগ্ন হইয়া তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র-কন্যাগণ একসঙ্গেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ফলতঃ এইরূপে অল্পকাল মধ্যে আয়ুব নবীর আনন্দভবন মহাশ্মশানে পরিণত হইল এবং তিনি কেবলমাত্র পত্নী চতুষ্টয়সহ মহাশ্মশানের ইন্ধনরূপে এই শ্মশান নিকেতনে থাকিয়া দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। এই সময় পতিপরায়ণা রহিমাই কেবল নবীবরের শোক-দুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন; রহিমা স্বামীর এতাদৃশ শোকাতীত, ভাগ্যবিপর্যয়ে মর্মাহত হইলেন বটে; কিন্তু আশ্চর্যরূপে আত্মদমন করিয়া নিরন্তর শোকসন্তপ্ত স্বামীর চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, "বিপদ ছিদ্র পাইলে বহুল হয়", হৃতসর্বস্ব ইষ্টজন বিয়োগ-বিধুর আয়ুবের ভাগ্যে ক্রমশঃ যেন তাহাই ফলিতে লাগিল। উল্লিখিত নিদারুণ দুর্দশার উপর তিনি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সর্বাঙ্গে এক প্রকার বিষম বীভৎস স্ফোটক উদ্ভুত হইয়া এবং অল্পদিনেই পাকিয়া তাহা হইতে অতি দুর্গন্ধ পুঁয ও ক্লেদ নির্গত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে আয়ুব স্ফোটক-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন এবং ক্রমশঃ এত দুর্ব্বল ও বিকল হইয়া পড়িলেন যে, স্বেচ্ছায় পার্শ্ব পরিবর্তনের সামর্থ রহিল না। তাঁহার দেহজাত রক্ত

www.pathagar.org

পুঁজ ও ক্লেদের বিকট দুর্গন্ধ, প্রথমে গৃহময় তৎপর পল্লীময় পরিব্যাপ্ত হইল। এই হেতু যে সকল করুণহৃদয় প্রতিবেশী মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার রোগ যন্ত্রণায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা আর তাঁহার প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন না। অধিক কি, এই সময় আয়ুব নবীর অপরা স্ত্রীগণ তাঁহার শয়ন-গৃহের দ্বারদেশে আসিতেও যারপরনাই ঘৃণাবোধ করিতে লাগিলেন। কেবল পরমা সতী রহিমাই এই দুঃসময়ে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর মুমূর্ষু স্বামীর পরিচর্যায় প্রবৃত্ত রহিলেন।

রহিমা বিজাতীয় দুর্গন্ধ অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া স্বামীর দেহোদ্ভূত পুঁজ রক্তাদি প্রতিদিন সাত-আটবার পরিষ্কার করিয়া দিতেন। শরীরজাত ক্লেদে পরিধান বসন দূষিত হইলে স্বহস্তে স্বামীকে বস্ত্রান্তর পরিধান করাইতেন। যখন আয়ুব স্ফোটক যন্ত্রণায় শয্যাতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেন, তখন রহিমা গলদশ্রুলোচনে স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহাকে ব্যঞ্জন করিতেন। ক্ষুধার সময় পথ্য রন্ধন করতঃ স্বহস্তে তুলিয়া স্বামীকে আহার করাইতেন। স্বামীর কোনরূপ বিশেষ অসুখ বা অভাব উপস্থিত হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া ভীষণ কালরাত্রি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনিদ্রায় যাপন করিতেন। কথিত আছে, রহিমা এইরূপে অসহনীয় ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিয়া চারি বর্ষকাল নিয়ত স্বামিসেবা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পীড়ার উপশম হইল না।

ইহার পর আয়ুব নবীর উৎকট পীড়া আরও ভীষণাকার ধারণ করিল। স্ফোটক সকল গলিত ও বিস্তীর্ণ হইয়া শরীরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হইল। হস্তপদাদির মাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় নবীবর আয়ুবের অন্য তিন পত্নী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পিতৃভবনে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে আয়ুব রহিমাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "প্রিয়তমে! আমার দুর্দশা দেখিয়া একে একে সকলেই পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গেল; বিধাতা এ দুরদৃষ্টে আরও যে কত ক্লেশভোগ লিখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আমার নিমিত্ত এ কাল পর্যন্ত যে সকল দুর্ব্বিষহ ক্লেশ নিরাপত্তিতে সহ্য করিয়াছ, নারীকুলের কেহই সেরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে নাই। আমি রোগ-যন্ত্রণায় যৎপরোনস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু তোমার অনিদ্রা ও অনাহারজনিত কষ্ট অনুভব করিয়া তদপেক্ষা বিষমতর ক্লেশে জর্জরিত হইতেছি। অতএব আমি প্রহৃষ্টচিত্তে বলিতেছি, তুমিও কিয়ৎকালের জন্য পিতৃগৃহে গমন করিয়া আত্মদুঃখের আপনোদন কর।" এই সকল কথা বলিয়া আয়ুব রহিমার মুখপানে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পতিময়াত্মা রহিমা মুমূর্ষু পতির বচন পরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া ভগ্নহৃদয়ে কহিলেন– "নাথ! চিরসেবিকাকে আজি এতাদৃশ অভাবনীয় নিষ্ঠুর বাক্য কেন বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

www.pathagar.org

যদি অজ্ঞাতসারে সেবা-শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটি করিয়া থাকি, তাহা কি ক্ষমার যোগ্য নহে? ধর্মশাস্ত্রে শুনিয়াছি, কর্মক্ষেত্রে সংসারে পতিসেবাই সতীর একমাত্র কার্য; পতি আরাধনাই সতী জীবনের নিত্যব্রত। পতিসেবাই সতীর প্রধান ধর্ম এবং পতির চরণতলই সতীর স্বর্গ। ফলতঃ পতিই সতীনারীর চতুর্বর্গের ফলপ্রদাতা। যে নারী সুসময়ে স্বামীসুখের অংশভাগিনী হয়, আবার দুঃসময়ে পরিত্যাগ করিয়া সুখান্তরের চেষ্টা করে, সে নারী 'বারযোষা' নামের যোগ্য। ইহকালে তাহার অপকীর্তি দিকদিগন্ত ব্যাপিনী হয় এবং পরকালে সে অনন্তকাল নিরয়াগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়। প্রভো! ধর্মশাস্ত্রের এই মহতীবাণী দাসীর হৃদয়বক্ষে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব চরণাকিঙ্করীকে পিতৃভবনে গমনের কথা বলিয়া আর অধিক মর্মাহত করিবেন না। আপনি মনে করিয়াছেন, অন্যান্য সপত্নীগণের ন্যায় আমিও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া জনকাবাসে গমন করিব; কিন্তু নাথ! এরূপ কথা কখনই মনে স্থান দিবেন না। আপনাকে ঈদৃশ উৎকট সংকটে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া আমি কোন্ প্রাণে কোন সুখে পিত্রালয়ে অবস্থান করিব? পরলোকেই বা স্রষ্টাসমীপে কি উত্তর দান করিব? আর অধিক কি বলিব? আমি আপনার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আপনাকে ঈদৃশ বিষমতম বিপদে পতিত রাখিয়া সপত্নীগণের ন্যায় পিত্রাবাসে বা স্থানান্তরে প্রাণান্তেও গমন করিব না। কেবল দয়াময় পরম পিতার সন্নিধানে আপনার রোগমুক্তির প্রার্থনা ও চরণসেবা করিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিব।" নবী আয়ুব মূর্তিমতী সতীর এই সকল অমৃতায়মান প্রেমপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। পীড়িতাবস্থাতেই অননুমেয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে আয়ুব নবীর গলিত মাংসে এক প্রকার বিষ-কৃমির উদ্ভব হইল। তিনি অসামান্য সহিষ্ণুতাগুণে এযাবৎকাল পর্যন্ত নিদারুণ রোগযন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে বিষ-কৃমির বিষ দংশনে একান্ত অধীর হইয়া উচ্চ চীৎকারে স্রষ্টার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রতিবাসিগণ তাঁহার গলিত মাংসের দুর্গন্ধে ও ভীষণ চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে কোন দূরবর্তী স্থানে ফেলিয়া আসিবার পরামর্শ করিল। রহিমা প্রতিবাসিগণের এই নিদারুণ পরামর্শ শ্রবণ করিয়া স্বামীশোকে একান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বামীকে স্ববাসে রাখিবার জন্য প্রথমতঃ প্রতিবাসী সকলের চরণ ধরিয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। একপ্রকার মাদুর যানে করিয়া সৌভাগ্যভ্রষ্ট আয়ুবকে গ্রামান্তরে লইয়া চলিল। তখন রহিমা অনন্যোপায়ে হৃদয়ভেদী আর্তস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ছায়ারূপে হৃদয়েশ্বরের অনুগমন করিলেন।

www.pathagar.org

প্রতিবাসিগণ নবীবরকে যে গ্রামে রাখিয়া আসিল, তাহার অধিবাসীরা কতিপয় দিন মধ্যে পূর্বোক্তরূপে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে দূরবর্তী অন্য এক গ্রামে রাখিয়া আসিল। কথিত আছে, নবীবর আয়ুব মাদুরাসনে আরূঢ় হইয়া এইরূপ সপ্তগ্রামে নীত হইলেন। রহিমাও একান্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সপ্তগ্রামে গমন করিলেন। নবীবর অবশেষে যে গ্রামে নীত হইয়াছিলেন তদ্‌গ্রামবাসী কতিপয় নৃশংস ব্যক্তি যুক্তি করিয়া তাঁহাকে এক জনশূন্য প্রান্তর মধ্যবর্তী বৃক্ষতলে রাখিয়া আসিল। রহিমা শোকে, দুঃখে ও অপমানে উন্মাদিনী হইয়া মুমূর্ষু স্বামীর সহিত বিজনপ্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই স্থানে একের অমানুষিক যাতনা এবং অপরের অমানুষিক পতিভক্তি লোক শিক্ষার চরম সোপানে পদার্পণ করিল।

নারীজনদুর্লভ পতিব্রত্যের সহিত মিতব্যয়িতা বিবি রহিমার অপর এক সদ্‌গুণ ছিল। সম্পদকালে স্বামী তাঁহাকে যে অর্থাদি দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা অসার ভোগ বিলাসে ব্যয় না করিয়া সমস্তই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কালক্রমে স্বামী যখন সর্বস্বান্ত ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন পরমা সাধ্বী রহিমা এই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ঔষধ ও পথ্যাদি ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আয়ুব দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় লোকালয়ে অবস্থানকালেই তাঁহার সঞ্চিত অর্থ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিজন প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়া রহিমা দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। দুইদিন পর্যন্ত তিনি স্বামীর পথ্যাদির কোন কোনরূপ সংস্থান করিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিন তিনি উপায়ন্তরাভাবে বুভুক্ষিত ও ব্যাধিজর্জরিত স্বামীর প্রাণরক্ষার্থে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। সতী শিরোমণি রহিমা স্বামীকে বৃক্ষতলে রাখিয়া প্রতিদিন ভিক্ষার্থে চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রামে যাইতেন এবং সমস্ত দিন অতি বিনীতভাবে স্বজাতীয় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া খাদ্যদ্রব্য যাহা পাইতেন, তদ্দারা অতিকষ্টে স্বামীর জীবনরক্ষা করিতেন। রহিমা দীর্ঘকেশী এবং সুকুমার বপুশালিনী ছিলেন। এজন্য লোকালয়ে পরিভ্রমণকালে তিনি সময়ে সময়ে ঘোর বিপদে পতিত হইতেন। গ্রামবাসী নীচাশয় পামরেরা তাঁহাকে অসহায়া বোধে বহুবিধ অশ্রাব্য ব্যঙ্গ করিতে ক্রটি করিত না। রহিমা পাপিষ্ঠদিগের বাক্যবাণে ও বিগর্হিত ব্যবহারে অতিশয় মর্মপীড়িত হইতেন বটে, কিন্তু যখন মনে করিতেন, চিরব্যাধিগ্রস্ত ও ক্ষুধাক্লিষ্ট স্বামীর পথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত অদৃষ্টে এতাদৃশ অপমান ও লাঞ্ছনা ঘটিতেছে, তখন সমুদয় দুঃখ নিমেষে ভুলিয়া যাইতেন।

একদা রহিমা দিনমান স্বজাতীয় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোনও স্থানে এক মুষ্টিও ভিক্ষা পাইলেন না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া

www.pathagar.org

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে এক পৌত্তলিক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলেন। গৃহকর্তা তখন বাড়িতে ছিল না। তাহার স্ত্রী গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া স্বকীয় অদীর্ঘ কেশরাশির বিন্যাস করিতেছিল। রহিমাকে মলিন বেশে আগতা দেখিয়া কহিল, "তুমি কি জন্য আমাদের বাড়িতে আসিয়াছ?" রহিমা স্বামীর আদ্যান্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া সকাতরে কহিলেন– "মাতঃ! আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পতির দৈনিক পথ্যের সংগ্রহ করিয়া থাকি। অদ্য সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ কোনস্থানে এক মুষ্টিও ভিক্ষা পাইলাম না। আপনি অনুগ্রহপূর্বক কিঞ্চিৎ ভিক্ষাদান করিয়া অদ্যকার জন্য আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।" মন্দবুদ্ধি গৃহস্থ পত্নী রহিমার শিরোভূষণ অতি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম দেখিয়া পাপাশায় প্রলুব্ধ হইয়া কহিল, "যদি তোমার মস্তকের কুন্তলরাশি কর্তন করিয়া আমাকে দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে উপযুক্ত ভিক্ষা দান করিব।" রহিমা কহিলেন, "মাতঃ! এই কেশরাশি আমার মস্তকে দেখিতেছেন বটে; কিন্তু ইহাতে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমার স্বামী ইহার একমাত্র অধিকারী; বিশেষত তিনি সুদীর্ঘকাল হইতে উৎকট রোগ যন্ত্রণায় উত্থানশক্তি বিরহিত হইয়াছেন। সুতরাং অনন্যোপায়ে এই কেশগুচ্ছ অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া দৈনন্দিন উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি এক্ষণে ইহা আপনাকে কর্তন করিয়া দেই; তাহা হইলে তাঁহার বিধিমত উপাসনা কার্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত করা হয়। অতএব আপনি কুন্তল প্রাপ্তির আশায় নিরস্ত হউন।" পাষাণময়ী মহিলা কহিল, "আমি তোমার অন্য কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না; যদি তুমি আমার বাসনা পরিপূর্ণ কর, তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। নতুবা রিক্তহস্তে আজি স্বামীসকাশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।" পতিগত প্রাণা রহিমা তাহার ঈদৃশ অনুচিত পরুষবাক্য শ্রবণে মর্মাহত হইয়া ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর স্বামীর সমস্ত দিনব্যাপী উপবাসের কথা মনে করিয়া অগত্যা পৌত্তলিক রমণীর বিগর্হিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সেই হ্রস্বকেশা নীচাশয়া নারী 'পরচুলা' পরিধানে স্বীয় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার মানসে রহিমার ভ্রমরগঞ্জিত সুদীর্ঘ কুন্তলরাশি স্বহস্তে কর্তন করিয়া লইল এবং তৎপরিবর্তে তাঁহাকে একদিনের উপযোগী ভিক্ষা দিয়া বিদায় প্রদান করিল। রহিমা মুণ্ডিত মুণ্ডে ভিক্ষা লইয়া স্বামী সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং অন্যান্য উপকরণসহ অতি সত্বর তাহা প্রস্তুত করিয়া বুভুক্ষিত স্বামীর ক্ষুধা ক্লেশ নিবারণ করিলেন। কথিত আছে, রহিমা এইরূপে অসহ্য অপমান ও দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া অনন্য মনে সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষকাল ঘৃণ্য ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর পরিচর্যা

www.pathagar.org

করিয়াছিলেন, একদিনের নিমিত্ত' ও আত্মসুখে দৃষ্টি বা কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই।

অষ্টাদশ বর্ষ পরে স্রষ্টার অনুগ্রহে ক্রমশঃ আয়ুব নবীর উৎকট ব্যাধির উপশম হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ বিষকৃমির দংশনজ্বালা হ্রাস হইয়া আসিল, তৎপর ক্ষতস্থান সকল হইতে রক্ত-পুঁয পড়া বন্ধ হইল ও ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া তত্রত্য মৃত চর্মাদি উঠিয়া যাইতে লাগিল। যে সকল স্থানের মাংস পচিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান নব মাংসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ বসন্তের প্রারম্ভে নব পত্রের উদ্ভাসে বৃক্ষাবলীর যেরূপ লালিত্য বৃদ্ধি পায়, নবীবর আয়ুব দয়াময় স্রষ্টার কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া সেইরূপ অপূর্ব শ্রী ধারণ করিলেন। তদনন্তর চিরসহায়া পত্নীসহ তরুতল পরিহার পূর্বক পূর্ববাসস্থানে উপস্থিত হইয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে স্রষ্টার ইবাদতে পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সতীকুল বরণীয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিবি রহিমা এতকাল যাঁহার জন্য সর্বত্যাগিনী, বিজনপ্রান্তরবাসিনী ও অবশেষে পথের ভিখারিনী হইয়া ছিলেন, যাঁহার জন্য সুদীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষকাল অশ্রুতপূর্ব ক্লেশ পরম্পরা অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে সেই জীবন সর্বস্ব হৃদয়ারাধ্য পতিকে রোগ বিমুক্ত ও নবকান্তিপূর্ণ দেখিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

* মাসিক প্রবাসী, শ্রাবণ-১৩১৪, ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

www.pathagar.org

তুর্কী নারী জীবন

শিক্ষা প্রণালী

আমাদের দেশের মুসলিম রমণী জীবনের বিষয় হইতে ভিন্ন দেশীয় মুসলিম নারীজীবনের বিষয় ধারণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এদেশের মুসলিম মহিলাকুল অবরোধবাসিনী বলিয়া শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা হইতে এক প্রকার বঞ্চিতা। কারণ নারীদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতের কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়েই আশ্চর্যরূপে উদাসীন। কিন্তু তুরস্কের নারীজীবন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তুরস্কে বহুকাল হইতেই বালক এবং বালিকা উভয়কেই নিম্ন-শিক্ষা এক সঙ্গে দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে যেমন পিতা তাঁহার ছেলেটিকে নব বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যান, আর মেয়েটিকে খেলাধুলায় ফেলিয়া যান, তুরস্কে সেরূপ নহে। তুর্কী পিতা, পুত্র এবং কন্যা উভয়কেই তুল্য আগ্রহে ও তুল্য আনন্দে উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। পুত্রের হাতে-খড়ির দিনে বাড়ীতে যেরূপ উৎসব এবং ভোজের আয়োজন হয়, কন্যার হাতে-খড়ির দিনেও অবিকল সেইরূপ আনন্দোৎসব হইয়া থাকে।

সাধারণত ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। নিম্নবিদ্যালয়ে কোরান পাঠ, তুর্কী ভাষা শিক্ষা, নিম্নগণিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, তুর্কীর ইতিহাস এবং ভূগোল মোটামুটি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নামাজের প্রধান প্রধান আবশ্যকীয় বিধি ব্যবস্থা এবং মস্‌লা-মসায়েলও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

অধুনা জার্মানির অনুসরণ করিয়া অতি উন্নত প্রণালীতে কিন্ডার গার্টেন প্রথানুযায়ী বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই নবশিক্ষা প্রণালী আমি কনস্টান্টিনোপল এবং দার্দানেলিস শহরে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। আমাদের দেশের বালিকাদের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী বাঙ্গালাদেশের সর্বত্রই আমি বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছি। তুলনায়, নির্ভীকচিত্তে বলিতে পারি যে, তুর্কী শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশের অপেক্ষা বহু উন্নত। এমন কি তাহার সহিত

www.pathagar.org

আমাদের দেশের প্রবর্তিত কিন্ডার গার্টেন শিক্ষানীতির তুলনাই হইতে পারে না। তুরস্কের যাবতীয় নিম্নবিদ্যালয় অতীব পরিপাটিরূপে সজ্জিত। প্রত্যেক স্কুল-গৃহের দেওয়ালে পৃথিবীর নানা দেশীয় জীবজন্তুর বৃহৎ বৃহৎ মনোহর চিত্র, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং আভ্যন্তরীণ বস্ত্রাদি, নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট 'মটো' এবং পৃথিবীর নানা দেশের বৃহৎ বৃহৎ রঙ্গীন মানচিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ফলতঃ প্রত্যেক বিদ্যালয় এক একটি চিত্রশালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শিশু-বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষাভারই শিক্ষয়িত্রীর হস্তে। তুর্কী শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা অভাব পূর্ণ না হওয়ায় অনেক ফরাসী এবং জার্মান শিক্ষয়িত্রীকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। অতীব প্রফুল্ল মুখে স্নেহ এবং আদরের সহিত শিশুসুলভ আমোদ প্রমোদের মধ্যে শিশুদিগকে শিক্ষার রসাস্বাদন করিতে দেওয়া হয়। শিক্ষয়িত্রী নিজে হাতে কলমে খাটিয়া শিশুচিত্তকে নানা কৌশলে শিক্ষা উন্মুখ করিয়া তোলেন। শিশুদিগকে পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সচেষ্ট মনোযোগ প্রদান করা হয়। কেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস এবং পোষাক পরিচ্ছদ পরিস্কৃত রাখিবার জন্য সর্বদা শিক্ষয়িত্রীগণ দৃষ্টি রাখেন। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার স্থূল স্থূল নিয়মগুলিও মৌখিক উপদেশ এবং চিত্রদ্বারা বালিকাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। বালিকাদিগকেও যাবতীয় প্রসিদ্ধ জাতীয় এবং সামরিক সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সামরিক কায়দায় দস্তুরমত ড্রিল শেখানো হয়। ভূগোল এবং তুর্কী ইতিহাসের মোটামুটি বিষয়গুলি শিক্ষয়িত্রী মুখে মুখেই শিখাইয়া দেন। আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে পরীক্ষার জন্য ভূগোল ও তুর্কী ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহার উত্তর পাইয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। ৮/৯ বৎসরের বালিকা দূরে থাকুক, উচ্চ ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের নিকটও সেই সব ভৌগোলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশা করা আমাদের দেশে সম্ভব না। শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এমন একটু কায়দা আছে, যাহার ফলে তুর্কীর প্রাচীন গৌরব ও বীরত্বের খ্যাতিতে প্রত্যেক বালিকাকেই গৌরবান্বিত এবং দৃপ্ত করিয়া তোলা হয়। খেলার ছলে সন্তান প্রতিপালন কৌশল ও কায়দা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নানাপ্রকারের অভিনয় দ্বারাও জন্মভূমির কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগের ভাব বালিকাদিগের হৃদয়ে প্রবল করিয়া তোলা হয়। বর্তমান বল্কান যুদ্ধে তুর্কীর মস্তকের উপর দিয়া বজ্র-বহ্নি-বিদ্যুৎ-সঙ্কুল যে প্রলয় ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে; তাহাও অতি সুন্দরভাবে বালিকাদের সুকোমলচিত্তে পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইতেছে! দেশের সন্তানদিগকে দেশ রক্ষার্থ উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কোমল ও মধুর কণ্ঠে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে।

www.pathagar.org

কোমলমতি বালিকা কোমল হস্তে যখন জাতীয় পতাকা কম্পিত করিয়া দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে মৃত্তিকায় সজোরে পদাঘাত করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "জন্মভূমি এবং জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণপাত করাই প্রত্যেক ওস্মাননীর (ওস্মানের সন্তান) প্রধান ও প্রিয় কর্তব্য! হে সন্তান! তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার জন্মভূমি শত্রু কর্তৃক চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টিত, তোমার কৃপাণ এখনও কি কোষবদ্ধ রহিবে?"

আবৃত্তিকারিণী বালিকার চোখ মুখের ভঙ্গীতে, তাহার পতাকা কম্পনে এবং ভাষার দাবদাহে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। যে জাতির বালিকারা এমন শিক্ষা পাইতেছে; তাহাদের কখনও পতন হইতে পারে না।

বালিকারা ৫ বৎসরকাল নিম্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকে। হাতের কাজও এখান হইতে আরম্ভ হয়। সূচী-শিল্প বেশ ভাল করিয়া শেখানো হয়।

নিম্নবিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তির পরে বালিকাদিগকে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্বে অধিকাংশ বালিকাই উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত না। কিন্তু সুখের বিষয়, সম্প্রতি কিছুদিন হইতে তুর্কী বালিকাগণের অধিকাংশই উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইতেছে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সন্তানপালন, সেবাকার্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, তুর্কী সাহিত্য, চরিত্র গঠন বিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। জাতীয় মহাপুরুষ ও কর্মবীরদিগের চরিত্র অধ্যয়ন ও সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। "তালিমে আখলাক" বা চরিত্র গঠন বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হইয়া থাকে। এ বিদ্যা বালক এবং বালিকা উভয়েরই অনুশীলনীয়।

নারী চরিত্র কিরূপ হওয়া আবশ্যক, পরিবারস্থ, ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কাহার প্রতি কিরূপ সম্মান বা স্নেহ প্রদর্শন করা উচিত, কিরূপ ভাবে কথা বলা চাই, পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনের নিয়মাবলী, উচ্চকণ্ঠে কথা বলার দোষ, সন্তান বা ছোট শিশুদিগের সহিত দয়াপূর্ণ স্নেহ ব্যবহার, সেবা, সর্বদা প্রফুল্ল থাকা, হাস্যমুখে কথা বলা প্রভৃতি বিষয় লইয়া "তালিমে আখলাক" রচিত হইয়াছে।

এই "তালিমে আখলাক' হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। বালক এবং বালিকাদের চরিত্র সুপ্রণালীতে গঠিত হইতেছে কিনা, তদ্বিষয়ে শিক্ষয়িত্রী বা শিক্ষকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এই "তালিমে আখলাকে"র জন্যই তুর্কী জাতি ইউরোপের ভদ্রলোক, (Gentleman of Europe) বলিয়া

www.pathagar.org

খ্যাত। তুর্কীর বিদ্যালয়ে মারধর করিবার কোনও ব্যবস্থা আদৌ নাই। শিক্ষয়িত্রী, মাতার ন্যায় যত্ন এবং আগ্রহে আনন্দের সহিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। অত্যন্ত প্রফুল্ল প্রকৃতি, স্ফূর্তি সম্পন্না এবং মিষ্টভাষিণী দেখিয়া শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকও আছেন।

সম্প্রতি উচ্চ বিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক তুর্কী বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক বালিকা জার্মান, ইংরাজ এবং ফরাসী শিক্ষয়িত্রী বাড়ীতে রাখিয়া জ্ঞান চর্চা করিয়া থাকেন। এইরূপভাবে Home study বা গৃহ-আলোচনার ফলে অনেক তুর্কী যুবতী পাশ্চাত্য ভাষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অনেক বিবাহিতা রমণী এক্ষণে ফ্রান্স এবং জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। কনস্টান্টিনোপলের রাজপথে বিবাহিতা রমণীদিগকে পুস্তকের ব্যাগ হাতে কলেজে গমনাগমন করিতে দেখিয়াছি। হায়! ভারতে এ পবিত্র দৃশ্য দেখিবার দিন কবে সমাগত হইবে?

মহিলা-প্রতিভা

তুর্কী রমণীদিগের মধ্যে দিন দিন লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক মহিলা ফরাসী, তুর্কী এবং ইংরাজী ভাষায় লেখনী পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজী লেখিকাদিগের মধ্যে হালিদা হানম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। "আক্‌দাম", "তনীন", "তর্জুমান", "জোয়ানতুর্ক" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে অনেক তুর্কী মহিলা স্বদেশের উন্নতি এবং রাজনৈতিক জটিল বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। ফাতেমা হানম, জোবেদা হানম, এবং নুরী হানম প্রভৃতি লেখিকাগণের প্রবন্ধাবলী বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্বজাতি হিতৈষণা

তুরস্কের বর্তমান বিপদে তুর্কী নারীগণ পুরুষদিগের অপেক্ষা কম চিন্তিত বা কম উদ্বিগ্ন নহেন। তুর্কী রমণীরা কেবল সভা সমিতি করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার পূর্বক স্বদেশ রক্ষার জন্য পুরুষদিগকে মৌখিক উৎসাহিত এবং উদ্বোধিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বহু লক্ষ রমণী আপনাদের অলঙ্কারপত্রও সাম্রাজ্য সংরক্ষিণী সভার ফান্ডে এবং রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিতে অর্পণ করিয়াছেন। পাঁচ সহস্রেরও অধিক মহিলা সৈন্যদিগের পোশাক পরিচ্ছদ, বিশেষতঃ আহত সৈন্যদিগের হাসপাতালের পোশাক পরিচ্ছদ বিছানাপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত আছেন। যুদ্ধের সময় এতদ্ব্যতীত আরও বহু সহস্র তুর্কী রমণী চাঁদা সংগ্রহ এবং সেবা ও সীবন কার্যে রত হইয়াছিলেন। বল্কান প্রদেশের বহু সহস্র বিতাড়িত ও সর্বস্বান্ত রমণী, বৃদ্ধ এবং অনাথ বালক-বালিকাগণ তুর্কী রমণীদিগের অসাধারণ বদান্যতা

www.pathagar.org

এবং দয়া গুণেই এই দারুণ দুর্দিনেও আশ্রয় ও আহার প্রাপ্ত হইয়া কোনওরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অনেক পাশা-মহিলাও বর্তমান জাতীয় বিপদে শিল্পকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই শিল্পার্জিত অর্থ তাঁহারা নিয়মিতভাবে জাতীয় ভাণ্ডারে অর্পণ করিতেছেন। পূর্বে তাঁহারা কেবল আরাম, সুখ এবং অধ্যয়নেই দিন যাপন করিতেন।

দুইশত চিরকুমারী

পার্লামেন্ট সংস্থাপনের পরে দুই শত তুর্কী নবীনা দেশের নারী জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চিরকৌমার্য অবলম্বন পূর্বক সুপবিত্র শিক্ষয়িত্রী ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। এই রমণীদিগের আত্মোৎসর্গের পবিত্র এবং সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নব্য তুর্কীদিগকে স্বদেশ এবং স্বজাতি হিতৈষণার আদর্শে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছে। তুর্কীদিগের মুখে তাঁহাদের মাতৃজাতির সর্বদা যে প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়; তাহা বাস্তবিকই যথার্থ এবং সার্থক।

পার্লামেন্ট লাভে নারীর শক্তি

নব্য তুরস্ক দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘোর স্বেচ্ছাচারমূলক সুলতান আব্দুল হামিদের ব্যক্তিগত শাসন ও ব্যবস্থা প্রণালী পদদলিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন পূর্বক বিনা রক্তপাতে যে পার্লামেন্ট বা নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে তুর্কী নারীদিগের সাধন এবং ত্যাগ স্বীকার, পুরুষদিগের অপেক্ষা কোনও অংশেই কম নহে। বিচার করিতে গেলে রমণীদিগের কার্যতৎপরতা, লোকমত গঠন এবং স্বার্থত্যাগ পুরুষদিগের অপেক্ষা বোধ হয় বেশিই হইয়া পড়িবে।

অসাধারণ প্রভুত্বপ্রিয় কূটনীতিবিশারদ স্বেচ্ছাচারী সুলতান আব্দুল হামিদ খানের ষষ্টিসহস্র ডিটেক্‌টিভ পুলিশের নির্যাতন ভয়ে নব্য তুর্কীদিগের পার্লামেন্ট সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার, আন্দোলন এমন কি দলভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান করাও যখন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, নব্য তুর্কী রমণীগণই তখন জাতির পক্ষে সাক্ষাৎ কল্যাণ ও মঙ্গলের মূর্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজ্য বলিয়া তুরস্কে কোন অবস্থাতেই রমণীদের শরীর তল্লাসী (Body Search) হইতে পারে না। এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া বহু সহস্র তুর্কী নারী জাতীয় দলের পক্ষে ডিটেক্‌টিভের কার্য করিতে আরম্ভ করেন। নব্য জাতীয় দলের মেম্বরদিগের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান, ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারমূলক রাজত্বের উচ্ছেদ-সাধনে বিরুদ্ধবাদী স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা এবং আত্মীয়দিগকে উদ্বুদ্ধ করা, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গে উৎসাহিত করা প্রভৃতি বিষয়ে তুর্কী রমণীরা বিশেষ চেষ্টা করেন। ভার্যা, কন্যা এবং ভগ্নীর কাছে

www.pathagar.org

উৎসাহ পাইয়া কত হতাশ প্রাণ আশায় উদ্দীপ্ত, কত ভীরু বীর্য দৃপ্ত হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

ফলতঃ সুলতান আব্দুল হামিদের সুদক্ষ এবং সুচতুর ষষ্টিসহস্র গুপ্তচর যখন নব্য দলের পার্লামেন্ট স্থাপন সম্বন্ধীয় সর্ব প্রকার অভিসন্ধি এবং ষড়যন্ত্র বিফল করিবার জন্য কার্যক্ষেত্রে রাজপুরুষদিগের উৎসাহে এবং পুরস্কারের প্রলোভনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, তখন তুর্কী মহিলাগণও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া দৃঢ়সংকল্প এবং কঠোর সাধনার পবিত্রাত্মা দেবীর ন্যায়, সেই বিরাট ডিটেকটিভ বাহিনীর সমস্ত কৌশল ও সাবধানতা ব্যর্থ করিয়া পুরুষ জাতিকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে সঙ্ঘবদ্ধ এবং দৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তুরস্কের নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপনের ইতিহাসে তুর্কী নারীশক্তি এবং নারী প্রতিভার বিমল প্রভা চির সমুজ্জ্বল হইয়া রহিবে।

কেহ মনে করিবেন না যে, তুর্কী রমণীগণ বিনা বাধায় এবং বিনা আত্মত্যাগে এই প্রকার সুমহান ও বিরাট ব্রত উদ্‌যাপনে সফল হইয়াছিলেন। সুলতান আব্দুল হামিদের জ্বলন্ত-রোষে পতিত হইয়া মানব সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ কত মহামনা তুর্কী রমণীকে গোপনভাবে রাত্রির অন্ধকারে হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় বস্‌ফোরাস প্রণালীর গভীর জলে ডুবিয়া মরিতে হইয়াছে। গুপ্ত হত্যার ভয়ে কত রমণীকে প্যারিস এবং জেনোয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এত অত্যাচারেও তুর্কী নারীগণ বিচলিত হন নাই। অবশেষে নারীদিগের এই সাধনায় এবং বীরপুরুষ গাজী মাহমুদ শওকৎ পাশা, আনোয়ার বে এবং নিয়াজী বে প্রভৃতির নেতৃত্বে আব্দুল হামিদের স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজত্বের উচ্ছেদ হইয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রজা স্বাধীনতার পুণ্য-পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

নারীর সম্মান

আমাদের হতভাগ্য পতিত দেশে রমণীদিগকে যেরূপ অনেক স্থলেই লাঞ্ছিত অপমানিত অনাবৃত এবং ঠাট্টা তামাসার বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়, তুরস্কে সেরূপ ঘটনা কদাপি ঘটে না। আমাদের দেশে অনেক সময় অনেক পদস্থ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকেও রমণীগণকে এ সংসারের পাপ এবং বিপদের হেতু বলিয়া বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি। চোর, ডাকাত এবং আততায়ীর সংখ্যা পুরুষদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ সত্ত্বেও অনেকেই স্ত্রীজাতির কুৎসা কীর্তনে পঞ্চমুখ দেখা যায়। কিন্তু তুর্কীগণ তাঁহাদের মাতৃজাতি সম্বন্ধে এরূপ ঘৃণিত ধারণা পোষণ করেন না। তুর্কীরা বীরজাতি বলিয়াই হউক বা যে কোনও কারণেই হউক, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সর্বদাই একটা সম্মানের ভাব পোষণ করেন। যে কোনও তুর্কী পুরুষ, যে কোনও তুর্কী মহিলাকে হাটে মাঠে স্টীমারে বা রেলে যে কোনও প্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। দীর্ঘকাল ইউরোপে বাস করিলেও এবং অধুনা ইউরোপীয়

www.pathagar.org

শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তুর্কীদিগের মধ্যে খৃস্টানদিগের ন্যায় রমণীর প্রতি চটুলতার ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। খৃস্টান ও তুর্কী উভয়ের স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী। কিন্তু এই সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। খৃস্টান স্ত্রী ও পুরুষ সমাজের বাহিরের জীবনে (Public life) পরস্পর সহচরী ও সহচর সদৃশ। কিন্তু তুর্কীদিগের ভাব মাতা ও পুত্র সদৃশ। অতি শুদ্ধ এবং পবিত্র। কোনও প্রকার হাসি ঠাট্টার ভাব নাই। ধীর গম্ভীর শান্ত এবং সংযত।

স্ত্রী-স্বাধীনতা

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের ন্যায় তুরস্কে নারীজাতি গৃহ কোণে বন্দিনা নহেন। তুর্কী জাতি ভারতীয় মুসলমানগণের ন্যায় ধর্ম এবং ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিশ্বসংসারের সমস্ত কার্য, সমস্ত আন্দোলন এবং সমস্ত দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা হইতে নারী সমাজকে বঞ্চিত করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন নাই। স্ত্রীলোকেরা সেখানে দিবাভাগে প্রয়োজন মত হাটে বাজারে সর্বত্রই গমনাগমন করিয়া থাকেন। নামাজ পড়িবার জন্য প্রত্যেক মসজিদেই স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র আসনের বন্দোবস্ত আছে। সভা সমিতিতেও স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। ময়দানে পার্কে এবং সমুদ্রে হাওয়া খাইবার জন্য স্ত্রীলোকেরা অবাধে বিচরণ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের আবশ্যকীয় জিনিস স্বহস্তে দোকান হইতে খরিদ করেন। নব বিবাহিতা যুবতীদিগকে অনেক সময় স্বামী নিজের সঙ্গে করিয়া বাজারে লইয়া যান। বিবাহিতা যুবতীরা গৃহের বাহিরে যাইবার সময় বিশেষতঃ বাজারের মধ্যে যাতায়াত কালে মুখের উপরে এক খণ্ড পাতলা কৃষ্ণবর্ণ পরদা ঝুলাইয়া দেন। কিন্তু যাঁহাদের যৌবন উত্তীর্ণ বা উত্তীর্ণ প্রায় হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় এরূপ পর্দা ব্যবহার করেন না। স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাহিরে দোকানদার ব্যতীত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। ইউরোপীয় খৃস্টান মহিলাদিগের ন্যায় কখনও হোটেলে পানাহার করেন না। হোটেলে পানাহার করা স্ত্রীলোকের পক্ষে তাঁহারা অপমানজনক বলিয়া মনে করেন। সন্ধ্যার পরে কোনও তুর্কী মহিলা গৃহের বাহির হন না।

শুক্রবারের নামাজ বাদে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও পার্কে, উদ্যানে বা ময়দানে একত্রিত হন। সেখানে স্ত্রীলোকেরা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা এবং আন্দোলন করেন। অপরাহ্নে বস্‌ফোরাসে বা গোল্ডেন হর্ণে নৌকা সহযোগে হাওয়া খাইতে থাকেন। অনেক রমণী সুপ্রসিদ্ধ তাপস হজরত আয়ুব আনসারী কিম্বা হজরত ইউশা আলায়হে সালামের মাজার (পবিত্র

www.pathagar.org

সমাধি) জেয়ারত বা দর্শন করিতে যান। মহিলারা সাধারণতঃ শহরে পদব্রজেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

মহিলাদিগের সম্মান

তুর্কীরা মহিলাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে অভ্যস্ত। প্রত্যেক রেল গাড়িতে, ট্রামে এবং স্টিমারে স্ত্রীলোক এবং পুরুষদিগের বসিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন আছে। যদি ঘটনাক্রমে কখনও স্ত্রীলোকদিগের আধিক্য বশতঃ তাঁহাদের আসনগুলি পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে কোনও পুরুষ যাত্রী তিনি পাশাই হউন আর সুলতান পুত্রই হউন, অবিলম্বে সাগ্রহে তাঁহার নিজের আসন ত্যাগ করিয়া সমাগত মহিলাকে আসন প্রদান করিয়া থাকেন। কোনও মহিলার সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র ট্রাঙ্ক বা পেটিকা থাকিলে, তাহা যদি তুলিবার বা নামাইবার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে কোনও পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

গার্হস্থ্য বিবরণ

আমাদের দেশে ধারণা আছে যে, স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে গৃহ কর্ম্মে পটুতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষিতা মহিলাদিগের সম্বন্ধে এ কথা কতটা প্রযোজ্য তাহার আলোচনা করিতে চাহি না, কিন্তু তুর্কী রমণীদিগের সম্বন্ধে এ কথা আদৌ প্রযোজ্য নহে। আমাদের দেশের ন্যায় তুরস্কে চাকর চাকরাণী রাখা সহজ ব্যাপার নহে। ৫/৩ টাকার কমে একজন সাধারণ ভৃত্যও রাখা যায় না। মধ্যবর্তী শ্রেণীর পরিবারে প্রায়ই চাকর চাকরাণী নাই। সুতরাং মহিলাদিগকে গৃহের সমস্ত কার্যই স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে হয়। আমাদের দেশের ন্যায় তুর্কীরাও একান্নভুক্ত পরিবারে বাস করেন। বধূ শাশুড়ীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া চলেন। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দেশের হিন্দু বা মুসলমান সমাজের বধূদিগের ন্যায় সর্বতোভাবে শাশুড়ীর অধীন নহে।

অলঙ্কারাদি

তুর্কী মহিলারা অলঙ্কার পরিধান বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। হাতের অঙ্গুরী এবং গলার হার ব্যতীত তাঁহারা আর কোনও অলঙ্কার পরিধান করেন না। ইউরোপীয় অনেক খৃস্টান মহিলা কানে দুল এবং হাতে বলয় বা চুড়ি পরিধান করেন; কিন্তু তুর্কী রমণীরা তাহাও পরিধান করেন না। শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশ হইতেও বালিকাদিগের নাসা কর্ণবেধ উঠিয়া গেলেই মঙ্গল।

নৈতিক জীবন

তুর্কী নারীদিগের নৈতিক জীবন অতি উন্নত এবং পবিত্র। কনস্টান্টিনোপলবাসী ইংরাজ ফরাসী এবং ইটালীয়ানদিগের মুখেও তুর্কী নারীদিগের সতীধর্মের অতি উচ্চ প্রশংসা শুনিয়াছি। তুর্কীরা বলেন, "রমণীরাই আমাদের জাতির গৌরব।

www.pathagar.org

তাঁহাদের চরিত্র এবং ধর্মপ্রভাবে আজও আমরা টিকিয়া আছি।" তুর্কী নারীর ধর্ম জীবনের উন্নতি ও খ্যাতি সম্বন্ধে একটি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। কনস্টান্টিনোপল মহানগরীতে অধুনা ২৫ লক্ষ লোকের বাস। কনস্টান্টিনোপলের তুর্কীদিগের অধিবাস অংশ স্কুটারি এবং স্তাম্বুলে কোনও চরিত্রহীনা রমণী নাই। কিন্তু ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার পেতরায় এইরূপ ৭/৮ শত রমণী আছে। এই ৭/৮ শত রমণীর মধ্যে তুর্কী রমণীর সংখ্যা মাত্র ৬ জন। অবশিষ্ট সমস্তই ইউরোপীয় বিভিন্ন রাজ্যের খৃস্টান নারী। নগরের মিউনিসিপ্যালিটির কোনও বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর নিকট হইতে আমরা এ তত্ত্ব অবগত হইয়াছি।

আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা

তুর্কী রমণীরা প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সঙ্গীত এবং কবিতা-আবৃত্তি বিষয়ে বেশ পটু।

ময়দানে পরিভ্রমণ এবং বস্‌ফোরাস এবং "গোল্ডেন হর্ণে" নৌকারোহণে তাঁহারা বেশ আনন্দ লাভ করেন। রমণীদিগের দ্বারা পরিচালিত নারীজাতির মধ্যে উচ্চ আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সম্প্রতি কয়েকটি থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। ভদ্র ও শিক্ষিত মহিলারা এখানে অভিনয় করিয়া থাকেন। ছোট ছোট বালক ব্যতীত পুরুষদিগের ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। তবে অভিনয়ের সমালোচনার জন্য বিশেষতঃ কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা কোনও ধর্মাচার্যকে আহ্বান করা হয়। সম্প্রতি জাতীয় দুর্দিন ও শোকের জন্য সমস্ত তুর্কী থিয়েটারই বন্ধ আছে।

সৌন্দর্য

তুর্কীরা পৃথিবীর মধ্যে কেবল সভ্যতম এবং শিষ্টতম জাতি নহে, পরন্তু সৌন্দর্যেও তুর্কীদিগের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কোনও জাতি নাই। যে কোনও জাতীয় যে কোনও ব্যক্তি তুরস্ক ভ্রমণ করিয়াছেন; তিনিই তুর্কীদিগের ভদ্র বিষয়পূর্ণ উদার ব্যবহার এবং আতিথেয়তা ও তাঁহাদের সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ নিন্দিত কমনীয়কান্তি এবং মধুর মোলায়েম প্রীতিপূর্ণ চেহারায় মুগ্ধ লুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তুর্কীদিগের এই অসাধারণ ভদ্রতা এবং নম্রতার কারণ; তাঁহাদের "তালিমে আখ্‌লাক" বা চরিত্র গঠন বিদ্যা। আর অসাধারণ সৌন্দর্য ও রূপের কারণ;— ছয় শত বৎসর ধরিয়া সার্কেশিয়ান, জর্জিয়ান, গ্রীক, ইহুদী, জার্মানী, আরব প্রভৃতি জাতি হইতে কন্যা গ্রহণ। এই বিভিন্ন জাতি হইতে ভার্যা গ্রহণের ফলে তুর্কীজাতির মধ্যে এতগুলি সুন্দর জাতির সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হইয়া একসঙ্গে ষোলকলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

* মাসিক সুপ্রভাত, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩২০ ও ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২০।

www.pathagar.org

নব্য-তুর্কী*

আমাদের দেশের অনেক অর্ধশিক্ষিত লোকের ধারণা যে, সোলতান আবদুল হামিদ নিতান্ত বিচক্ষণ এবং উদার প্রকৃতির দূরদর্শী সুলতান ছিলেন। সর্বপ্রকার সংস্কার ও উন্নতির পরিপন্থী তথাকথিত একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং তাহার সহকারীর গোঁড়ামিজনিত অন্ধভক্তি ও বিশ্বাসই এই প্রকার ধারণার প্রধান কারণ। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অর্ধশিক্ষিত লোকদিগের মস্তিষ্কে এই সংবাদপত্রখানি সমগ্র মুসলিম জগতের আশা ভরসাস্থল অসাধারণ অধ্যবসায়শীল কর্মবীর ও ইসলামের অভ্যুত্থানকামী নব্য তুর্কীদলের প্রতি এমন সমস্ত মারাত্মক ধারণা ও বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে যে, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সামান্য অর্থের লোভে নব্য তুর্কীর অযথা কলঙ্ককাহিনী কীর্তন করিয়া তুর্কীর প্রতি সহানুভূতি ও মমতা সৃষ্টির পথে এই সংবাদপত্রখানা যে দারুণ প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছে, তাহা ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই শ্রেণীর হিতৈষী হইতে করুণাময় ঈশ্বর সমাজকে দূরে রাখুন, ইহাই প্রার্থনা। যাহা হউক আমি এখানে আসিয়া সুলতান আবদুল হামিদ সম্বন্ধে কোনও প্রশংসা বা গৌরবের কথা শুনিতে ও জানিতে পারি নাই। দেশে থাকিতেও বাল্যকাল হইতে ইউরোপের প্রসিদ্ধ লেখকদিগের গ্রন্থে সুলতান আবদুল হামিদের ভীষণ স্বেচ্ছাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত সার্বভৌম আধিপত্যের যে সমস্ত লজ্জাকর ও ঘৃণিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া নানাসূত্রে তাঁহার সেই সমস্ত নীচতা স্বেচ্ছাচার এবং প্রজাদ্রোহিতার বৃত্তান্ত শতগুণে অবগত হইয়াছি। ফলতঃ সুলতান আবদুল হামিদের স্বেচ্ছাচার এবং অদূরদর্শিতাই আজ তুরস্ককে বিষম বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। আমি সংক্ষেপে সুলতান আবদুল হামিদের কার্যকলাপ এবং চরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিত তত্ত্ব নিবেদন করিতেছি।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন যে, সুলতান আবদুল হামিদ খান যখন ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিয়াই সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। নিজে তিনি পার্লামেন্টের অধীনে

---

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ তুরস্ক প্রবাসকালীন লিখিত।— লেখক

www.pathagar.org

থাকিয়া নিয়মতন্ত্রভাবে রাজ্য পরিচালনা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। আবদুল হামিদের এই উদারতায় তখন সমগ্র তুরস্কে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়। পার্লামেন্টের উদ্বোধনের জন্য তুরস্কের চিরস্মরণীয় মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাপ্রাণ পুরুষ মেধহাত পাশা এবং তাঁহার সহচর ও মন্ত্রশিষ্যগণ বিপুল আয়োজন ও উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সময় রুষিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় এবং ভীষণভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় পার্লামেন্টের উদ্বোধন কার্য স্থগিত হইয়া যায়। অতঃপর বৎসরাধিক কাল ভীষণ যুদ্ধের পরে তুরস্ক শোচনীয়রূপে পরাস্ত হয় এবং ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের বার্লিন সন্ধিতে তুরস্কের অধিকৃত বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীন হইয়া যায়। এই ভীষণ যুদ্ধে একদিকে যেমন তুরস্কের বহু মূল্যবান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হয়, অন্যদিকে তেমনি তুরস্কের প্রভাব ও প্রতিপত্তির উন্নত পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়। সন্ধি স্থাপনের পরে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি, শাসনসংস্কার, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তার এবং রাজ্যের সর্বশ্রেণীর ও সর্বজাতীয় লোকের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপনের দিকে নব্যদলের দৃষ্টি আরও খরতররূপে আকৃষ্ট হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বৈদ্যুতিক তেজঃ প্রভাবে ইউরোপের রাজ্যগুলি কেমন বলদর্পিত, শ্রীবিমণ্ডিত, ঋদ্ধিসম্পন্ন, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিয়াছে, মহাপ্রাণ মেধহাতের মন্ত্রশিষ্যগণ এই মুহূর্তে ক্রমশঃ তাহা তীব্র হইতে তীব্রতরভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। পার্লামেন্ট স্থাপন করিয়া দেশের সমস্ত লোককে দেশহিতৈষণার পবিত্রতম ব্রতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়াবেগ দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইতে লাগিল। স্বেচ্ছাতন্ত্র অন্ধ রাজশক্তি যে নিয়মতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র প্রাণ সুশৃঙ্খল রাজশক্তির সহিত কখনও প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না, এই মহাসত্য নব্যতুর্কী দল বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মেধহাত পাশা ও তাঁহার মুষ্টিমেয় শিষ্যবৃন্দ সুলতান আবদুল হামিদের চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া পুনঃ পুনঃ পার্লামেন্টের উদ্বোধন করিয়া তুরস্কে নবজীবন আনয়ন এবং স্বকীয় প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী অযথা প্রভুত্বপ্রিয় আবদুল হামিদ নিয়মতন্ত্রের মঙ্গল বেদিতে নিজের প্রভুত্বের স্বার্থ বলিদান দিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি নিয়মতন্ত্র বা পার্লামেন্টের নামে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও নৃশংস মূর্তি ধারণ করিলেন। পার্লামেন্ট লাভের জন্য সর্বপ্রকার আন্দোলন ও আলোচনা আবদুল হামিদের আদেশে দণ্ডযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। স্বদেশ প্রেমিক মুষ্টিমেয় নব্য তুর্কীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ইসলামের একনিষ্ঠ হিতৈষী সন্তান পণ্ডিতকুলের শিরোভূষণ অগাধ মনীষাসম্পন্ন মহামতি মেধহাত পাশা স্বদেশ হিতৈষণার পবিত্র

www.pathagar.org

মন্ত্রে বহু পূর্বেই নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি প্রজাস্বাধীনতার পুণ্য সংকল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। মহামনা মেধহাত শিক্ষা বিস্তারই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান সহায় বলিয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের নানা বিভাগের সংস্কারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুবকদিগকে উচ্চ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইউরোপে পাঠাইতে লাগিলেন। আধুনিক নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পজাতের জন্য কনস্টান্টিনোপলে এবং দামেস্কে আর্টকলেজ স্থাপন করিলেন। রক্ষণশীল অনুদারচেতা স্বেচ্ছাচারী আবদুল হামিদের পক্ষে মেধহাত পাশার এই সংস্কার ও উন্নতি চেষ্টা নিতান্তই বিপজ্জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ফলতঃ মেধহাত পাশার অসাধারণ প্রতিভা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং নির্ভীকতা এবং সর্ব্বোপরি লোকানুরাগ সন্দর্শনে সুলতান আবদুল হামিদ কম্পিত হইতে লাগিলেন।

অতঃপর সুলতান আবদুল আজিজের হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত ছিলেন বলিয়া মেধহাত পাশার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। সুলতান আবদুল হামিদই এই ষড়যন্ত্রের পাণ্ডা ছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাচিত বিশেষ কাউন্সিলেই এই মিথ্যা অভিযোগের বিচার হয়। সুলতান প্রাণপণ চেষ্টা এবং অর্থ বৃষ্টি করিয়াও মেধহাত পাশার অপরাধ সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। বিনা অপরাধে বিনা প্রমাণে মেধহাতের ন্যায় একজন মহাপ্রাণ কর্মী পুরুষের প্রাণদণ্ড করিলে রাজ্যময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া আবদুল হামিদ তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইল যে, মেধহাত পাশা সুলতান আবদুল আজিজের হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু হায়! সুলতান আবদুল হামিদ মেধহাত পাশাকে নির্ব্বাসিত করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। রাজ্যময় আন্দোলন হইতে লাগিল। মহামনীষি ও দেবাত্মা মেধহাতের অন্যায় নির্ব্বাসনে তুর্কীর জাতীয় দল এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই হাহাকার করিতে লাগিলেন! ফলতঃ আবদুল হামিদের এই ভীষণ অবিচারে মেধহাতের মহত্ত্ব ও প্রভাব রাজ্যের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মেধহাতের উদ্ধারের জন্য নানা জল্পনা কল্পনা এবং আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার ফলে আবদুল হামিদ আরও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, মধ্যে একবার মেধহাত পাশা আবদুল হামিদের ষড়যন্ত্রে প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া জন্মভূমি পরিহার পূর্বক বার্লিনে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলতান আবদুল হামিদ তখন শঠতা পূর্বক তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করতঃ অভয় দান করিয়া কনস্টান্টিনোপলে ফিরিয়া আসিয়া প্রধানমন্ত্রিত্ব

www.pathagar.org

গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। সুলতান তাঁহাকে সামাজ্যের মস্তিষ্ক ও তাঁহার নিজের দক্ষিণ হস্ত ও চক্ষু বলিয়া অনেক প্রশংসা কীর্তন করেন।

সুলতানের প্রতি বিশ্বাস করিয়া এবং কালবশে তাঁহার মতিগতির পরিবর্তন হইয়াছে মনে করিয়া মহামতি মেধহাত কনস্টান্টিনোপলে আগমন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া যখন তুরস্কে নবজীবন সঞ্চারের জন্য নূতন বিধি ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখনই কূটপ্রকৃতি প্রজা-স্বাধীনতার ভীষণ বিরোধী সুলতান মেধহাতের বিরুদ্ধে সুলতান আবদুল আজিজের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উত্থাপন পূর্বক তাঁহাকে নির্বাসিত করেন।

সুলতান আবদুল হামিদের ন্যায় কুটিল প্রকৃতি নরপতি আধুনিক জগতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এতদূর হইতে চক্কর দিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতেন যে, সর্বসাধারণের পক্ষে তাঁহার গতি নির্ধারণ করা অসম্ভব ছিল। তিনি যদি প্রজা স্বাধীনতার পক্ষে কুটিল না হইয়া সরল হইতেন এবং পররাষ্ট্র নীতিতে কুটিলতা প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার যশে পৃথিবী আজ পরিপূর্ণ হইত। তুরস্ক আজ সর্বাপেক্ষা উন্নত ও মহা পরাক্রান্ত রাজ্যে পরিণত হইত। কিন্তু হায়! তাঁহার কুটিলতা এবং চতুরতা কেবল তুরস্কের সর্বনাশ এবং প্রজাশক্তির মস্তক চূর্ণ করিতেই ব্যয় হইয়াছিল। ব্যক্তিগত সার্বভৌম আধিপত্যে তিনি এতই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতা এবং শত শত নির্দোষ ও কর্মী পুরুষের হত্যা সাধন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না। সে যাহা হউক, মহাপ্রাণ মেধহাত পাশাকে নির্বাসন করিয়াও যখন তিনি জাতীয় দলের অভ্যুত্থানের আশঙ্কা হইতে আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না, তখন গুপ্তভাবে বিষ প্রয়োগে মেধহাত পাশার জীবননাশ করিলেন। হায়! এই প্রকারে অতি ঘৃণিত ভাবে জগতের অদ্বিতীয় মনীষাসম্পন্ন একজন মহাপ্রাণ পুরুষের জীবনলীলার পরিসমাপ্তি হইল।

অন্ধ ও নৃশংস রাজশক্তির প্রভুত্বের কোপে পড়িয়া জগতের গৌরবান্বিত সন্তান মুসলমান জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি, প্রজাশক্তির মুক্তিপ্রয়াসী মহাপুরুষ মেধহাতের অপূর্ব প্রতিভাপূর্ণ জীবন প্রদীপ অকালে নির্বাপিত হইল। সমগ্র ইউরোপে, জার্মান-সাম্রাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী প্রিন্স বিসমার্ক ব্যতীত মেধহাত পাশার তুল্য লোক আর কেহই ছিলেন না। বিসমার্কের জন্মে বহুধা-বিচ্ছিন্ন নগণ্য জার্মানী আজ প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যে পরিণত, আর তাঁহারই তুল্য মহাপুরুষ মেধহাত তুরস্কে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথচ অদূরদর্শী ও একাধিপত্যপ্রিয় স্বেচ্ছাচারী সুলতানের নৃশংসতায় তুরস্ক আজ ভীষণ

www.pathagar.org

বিপন্ন ও নিরুপায়! শক্তিপুঞ্জ আজ তাহার ভাগ্যচক্রের বিধানকর্তা! তাহার শোচনীয় অধঃপতনে এবং নিদারুণ বিপদে সমগ্র মুসলমান জগতে আজ ক্রন্দন কোলাহল উত্থিত হইতেছে। জাতির ভিতরে কেবল প্রতিভা জন্মগ্রহণ করিলেই হয় না, প্রতিভা গ্রহণ করিবারও শক্তি থাকা চাই। অবশ্য নব্য-শিক্ষিত তুর্কী যুবকেরা মেধহাতের মহাপ্রতিভার সমাদর করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! অদূরদর্শী সুলতানের অত্যাচারে সে মহাপ্রতিভাপূর্ণ আলোক বিচ্ছুরিত হইবার পূর্বেই নির্বাপিত হইল। হৃদয়বান ও প্রজাশক্তির কল্যাণকামী পাঠক! একবার এই মহাপ্রাণ মেধহাতের জন্য তুমি কি শোকের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে না?

নব্য তুর্কীর সাধনা

মেধহাত পাশা নিহত হইলেন। কিন্তু তিনি যে উচ্চ আদর্শ এবং উচ্চ লক্ষ্য নব্য তুর্কীর সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি যে নবজীবনের বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি যে প্রজা-স্বাধীনতার পবিত্রতম সংকল্প নব্য তুর্কীর প্রাণে জাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুতেই বিনষ্ট হইল না। বরং আবদুল হামিদের অত্যাচার ও অবিচারে নিপীড়িত হইয়া সেই মহান ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ ক্রমশঃ নব্য তুর্কীর সম্মুখে আরও মনোমোহন ও মুক্তিপ্রদরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

মহাপুরুষ মেধহাতের মন্ত্রশিষ্যগণ প্রাণপণে প্রজা স্বাধীনতার কল্যাণ বাণী নীরবে সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। বহু স্বদেশ-প্রেমিক তুর্কীর হৃদয় সেই পূতমন্ত্র শ্রবণ করিয়া স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে মেধহাতের কর্মী শিষ্যগণের প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার সেই প্রাণের আগুন সহস্র সহস্র হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল! সুলতান আবদুল হামিদ সেই অগ্নি নির্বাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নিয়মতন্ত্র প্রথার সমর্থন সূচক কিম্বা স্বেচ্ছাতন্ত্র গভর্নমেন্টের কোনও বিভাগের কোনও বিষয়ের প্রতিকূল সমালোচনা রাজদণ্ডযোগ্য বলিয়া রাজ্যের সর্বত্র ঘোষিত হইল। উদার মতাবলম্বী স্বাধীনচেতা সংবাদপত্র সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজধানীর বিদ্যালয়ে যাইয়া ছাত্রদের পক্ষে বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইল। প্রজা-স্বাধীনতার লীলাভূমি লন্ডন, প্যারিস, বার্লিনে যাইয়া পাছে শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতীয় দলভুক্ত হয়, পাছে তাহারা ইউরোপের স্বাধীন হাওয়ায় নিয়মতন্ত্রের অনুরাগী হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কাই এই কঠোরতার মূল কারণ। ইউরোপ হইতে যাহাতে মিল ও স্পেনসার, রুশো ও ভল্টেয়ার, ম্যাটসিনী ও বিস্‌মার্ক এবং অন্যান্য উদারমতি সাম্য ও স্বাধীনতাবাদী লেখকদিগের গ্রন্থাবলী আমদানী না হয়, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। অন্য দিকে ডিটেক্‌টিভ পুলিশ

www.pathagar.org

সৃষ্টি করিয়া নব্য মত প্রচারকারীদিগের অনেক মহাত্মাকে নানা প্রকার অপবাদে এবং অপরাধে অপরাধী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল। আবদুল হামিদের এই অত্যাচার ও অবিচারে নিতান্ত জ্বালাতন এবং উৎপীড়িত হইয়া নব্য দল আরও ক্রুদ্ধ এবং মরিয়া হইয়া উঠিল! রাজ্যময় গুপ্তভাবে প্রজা-স্বাধীনতার উদ্বোধনবাণীপূর্ণ পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তক-পুস্তিকা বিতরিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইতে লাগিল! ধর্মোপদেশ এবং দর্শন চর্চার মধ্য দিয়া প্রজাস্বাধীনতার বাণী সর্বত্র নানা কৌশলে প্রচারিত হইতে লাগিল। শত শত তুর্কী দৈন্য-দুঃখ মস্তকে ধারণ করিয়া স্কুল ও কলেজে শিক্ষক এবং অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতঃ তরুণ বয়স্ক ছাত্রদিগের তরুণ হৃদয়ে তরুণ মত প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিলেন।

সুলতান আবদুল হামিদ নব্যদলের এই সাধনা এবং চেষ্টায় শিহরিয়া উঠিলেন। অতঃপর তিনি জাতীয় দলের মূলোৎপাটন মানসে একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

ডিটেক্‌টিভ বাহিনী

ডিটেক্‌টিভের সংখ্যা বাড়াইয়া তিনি ষাট হাজারে পরিণত করিলেন। নিজে তিনি এই বিপুল ও বিশাল ডিটেক্‌টিভ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আবদুল হামিদের ডিটেক্‌টিভ বাহিনীর ন্যায় এমন বিপুল এবং পরাক্রান্ত ও কার্যদক্ষ গোয়েন্দা পুলিশ পৃথিবীতে আর কখনও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহের বিষয়। এই গোয়েন্দা পুলিশের উৎসাহ বর্ধনের জন্য তিনি প্রজাসাধারণের শোণিত সদৃশ কোটি কোটি মুদ্রা দুই হস্তে জলের ন্যায় খরচ করিতে লাগিলেন। ৬০ হাজার ডিটেক্‌টিভ পুলিশের জ্বালায় প্রজা সাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল! সর্বপ্রকার আন্দোলন, আলোচনা এবং সভাসমিতি বন্ধ হইয়া গেল! সংবাদপত্র পাঠ করিতেও লোকে ভীত হইতে লাগিল! ডিটেক্‌টিভ পুলিশের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই শত শত ব্যক্তিকে গুপ্তহত্যাকারীর সাহায্যে হত্যা করা হইতে লাগিল। কারাগারের ভয়ে এবং প্রাণের ভয়ে সহোদর ভ্রাতারা পর্যন্ত প্রকাশ্য স্থানে পরস্পর আলাপ করিতে সাহসী হইতেন না। কনস্টান্টিনোপলের পার্লামেন্টের পক্ষ এবং রাজতন্ত্র পক্ষ, এই উভয় পক্ষের লোকের কাছেই সুলতান আবদুল হামিদের ডিটেক্‌টিভ বাহিনীর বিষম অত্যাচার এবং ভীষণ বাড়াবাড়ির কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি। আবদুল হামিদের পক্ষভুক্ত অনেক সেকেলে ধরনের গোঁড়াদের মুখেও শুনিয়াছি যে, শুধু ডিটেক্‌টিভের বাড়াবাড়ি এবং জ্বালাতনে উত্ত্যক্ত হইয়া রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী অনেক লোক পর্যন্ত আবদুল হামিদের বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক অজ্ঞ এবং

www.pathagar.org

রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিও গোয়েন্দা পুলিশের সংখ্যাধিক্য এবং অত্যাচার ও জুলুম দেখিয়া রাজনীতি জ্ঞানে দক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ আবদুল হামিদের গভর্নমেন্টের অত্যাচারে প্রজা-স্বাধীনতার কথা এবং পার্লামেন্ট স্থাপন ও সর্ব প্রকার উদার মতের আলোচনা বাহিরে বন্ধ হইয়া গেল। নব্য তুর্কীর অনেক কর্মী পুরুষ গুপ্ত হত্যার ভয়ে বার্লিন, ভিয়েনা, জেনোয়া, লন্ডন প্রভৃতি ইউরোপের নানা স্থানে পলায়ন করিলেন। রাজ্যের সর্বত্র নীরব ও শান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! সুলতান আবদুল হামিদের স্বেচ্ছাচার এবং ব্যক্তিগত অন্ধ আধিপত্যেরই জয়লাভ হইল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! সত্যের আলোক নির্বাণ করে এমন সাধ্য কাহার? নদী স্রোতকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টার ন্যায় সত্যের আন্দোলন স্রোত রোধ করাও অর্বাচীনতা মাত্র। নদীর স্রোত রোধ করিতে গেলে নদী যেমন আরও উচ্ছ্বসিত এবং উদ্বেলিত হইয়া ভীষণ প্রবাহে গিরি বন ভাসাইয়া সর্ব বিঘ্নবিমর্দ্দিনী গতিতে ছুটিয়া চলে, সত্যের আন্দোলন রোধ করিলে তাহার পরিণামও তাহাই হয়।

সুলতান আবদুল হামিদের কার্যদক্ষ গোয়েন্দা বা ডিটেক্‌টিভের জ্বালায় এবং পুলিশ ও গুপ্ত ঘাতকের ভীষণ অত্যাচার এবং জুলুমে বাহিরের আন্দোলন আলোচনা থামিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহা বিনষ্ট হইল না। বাহিরে বাধা পাইয়া আন্দোলন যাইয়া অন্তঃপুরের গৃহে গৃহে কক্ষে কক্ষে স্থান লাভ করিল। তাহার ফলে অবলা সরলা রমণীরা লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পার্লামেন্ট লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। অনবরত আন্দোলন-আলোচনা, অবিরাম প্রজাতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের সমালোচনা, ইউরোপের শান্তি সুখের সহিত আপনাদের দেশের স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির ভীষণ অত্যাচার এবং নির্যাতনের তুলনা করিয়া কোমলমতি বালক-বালিকারা পর্যন্ত রাজনীতিবিদ এবং অবশেষে প্রজা-স্বাধীনতার জন্য অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল! সিন্দবাদ নাবিকের স্কন্ধারূঢ় দৈত্যের ন্যায় সুলতান আবদুল হামিদ যারপর নাই নৃশংস এবং অত্যাচারী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন! তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত না করিলে তুর্কীর যে আর কল্যাণ নাই, জাতীয় দলের রমণীরা পর্যন্ত ইহা তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন! সহস্র সহস্র তুর্কী মাতা তাঁহাদের সন্তানগণকে এই স্বেচ্ছাচারপ্রিয় অত্যাচারী বাদশাহের রাজমুকুট চূর্ণ করিবার জন্য শিক্ষা ও উপদেশ দিতে লাগিলেন। স্বামী, ভ্রাতা, পিতা, পুত্র এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার দেখিয়া লক্ষ লক্ষ তুর্কী নারী ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক শিক্ষিতা এবং তেজস্বিনী নারী রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীরূপে আবির্ভূত হইলেন।

www.pathagar.org

নারীর সাহস ও দক্ষতা

ডিটেক্‌টিভ এবং পুলিশের জুলুমে যখন জাতীয় দলের মুষ্টিমেয় কর্মী পুরুষ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন, পলায়িত এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে শিক্ষিতা ও তেজস্বিনী তুর্কী মহিলারা জাতীয় দলের গুপ্তচর ও দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইলেন। তুরস্কে স্ত্রীলোকের দেহতল্লাসী বা Body Search করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কোনও অবস্থায় এবং কোনও অপরাধেই স্ত্রীলোকদিগের শরীরানুসন্ধান হইতে পারে না। প্রায় ৩ হাজার তুর্কী মহিলা এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া রাজ্যের সর্বত্র যাতায়াত পূর্বক নানা প্রকার আন্দোলন-আলোচনার সাহায্য করিতে লাগিলেন। জাতীয় দলের নেতা ও অনুচরদিগের মধ্যে রমণীরা সংবাদ আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন। ভেট প্রদান এবং দেখা সাক্ষাৎ করিবার ফলে, আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাড়িতে যাইয়া তথাকার স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদিগকে কৌশলে জাতীয় অভ্যুত্থান মন্ত্রে দীক্ষা দিতে লাগিলেন।

ফলতঃ আবদুল হামিদের বিশাল ডিটেক্‌টিভ বাহিনীর বিপুল সতর্কতা ও দক্ষতা রমণীদিগের দক্ষতা এবং সাবধানতার নিকট পরাস্ত হইতে লাগিল। তবুও বহুসংখ্যক মহাপ্রাণা রমণীর জীবন প্রদীপ গভীর রাত্রির অন্ধকারে বস্‌ফোরাস ও মর্মরা সাগরের গভীর জলে নিমজ্জিত হইল। আবদুল হামিদের নৃশংস রোষে পতিত হইয়া তুরস্কের কল্যাণকামী বহু শত যুবক ও রমণীকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। হায়! ইঁহাদের হত্যার সঙ্গে কত প্রতিভা, কত জ্ঞান ও কত মনীষা যে প্রকাশিত হইবার পূর্বে বা বিকাশোন্মুখ অবস্থায় চির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! কত যুবক এবং রমণীকে দেখা করিবার ছলে কিম্বা অন্য কোনও কার্যের ব্যপদেশে রাজপ্রাসাদে ডাকিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তৎপর আর কেহ তাহাদিগকে কখনও দেখিতে পায় নাই! ইলদিজ প্রাসাদ সংলগ্ন বস্‌ফোরাসে তাহাদিগকে মানব চক্ষুর অগোচরে ডুবাইয়া দিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে আর কিরূপে দেখা যাইবে? ক্রমাগত ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া সুলতান আবদুল হামিদের অত্যাচার, অবিচার- কারাদণ্ড, নির্যাতন-নির্বাসন এবং হত্যার মধ্য দিয়া নব্য তুর্কী দলকে নীরবে অথচ ধীর ও অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রাচীন মতাবলম্বী বহুসংখ্যক গোঁড়ার দল স্বাভাবিকভাবে কালের কবলে পতিত হইয়া তাহাদের সংখ্যা যেমন হ্রাস করিতেছিল, অন্যদিকে নব্য মতাবলম্বী স্বদেশবৎসল সহস্র সহস্র বালক-বালিকা বয়োবৃদ্ধি সহকারে নব্য দলের সংখ্যা অনুদিন বৃদ্ধি করিতে লাগিল। সামরিক বিভাগে এই সমস্ত নব্যতান্ত্রিক যুবকেরা দলে দলে প্রবেশ

www.pathagar.org

করিতে লাগিলেন। সৈন্যদল এবং সামরিক বিভাগ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে সুলতানের গভর্নমেন্টের উচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর নহে, নব্য তুর্কী দল এ কথা বহু পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে নব্য তুর্কী যুবকেরা দারুণ নির্যাতন সহ্য করিয়াও ধীরে নীরবে গম্ভীরভাবে সমস্ত বিভাগ ক্রমশঃ অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। অনেক যুবক জাতীয় দলের মঙ্গলের জন্য এবং সুলতানের নিগূঢ় এবং গোপনীয় ষড়যন্ত্র এবং মতলব অবগত হইবার জন্য ডিটেক্‌টিভ বিভাগে প্রবেশ করিলেন। প্রাণের ব্যথা প্রাণে চাপিয়া নব্য তুর্কী আপনাদিগের উদ্দিষ্ট পথে ধীর গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন!

অন্যদিকে সুলতান আবদুল হামিদ ডিটেক্‌টিভ-বাহিনী গঠন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। রাজনৈতিক জ্ঞানহীন চিরস্থিতি স্থাপক স্বার্থান্ধ মোল্লা-মৌলভীদিগকে রজতচ্ছটায় মুগ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা সর্বত্র নিজের প্রশংসা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের যশঃ কীর্তন করিতে লাগিলেন। কতিপয় নীচমনা সম্পাদককে অর্থের প্রলোভনে মুগ্ধ ও পদানুগত করিয়া সহস্রকণ্ঠে স্বকীয় গভর্নমেন্টের প্রশংসা এবং নব্য-তুর্কীদলের অজস্র নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন। নব্য তুর্কী-দল "নাস্তিক বেইমান", "স্বদেশদ্রোহী", "ইসলামের পরম শত্রু" ইত্যাকার নানা কথা সর্বদা পৃথিবীময় রাষ্ট্র করা হইতে লাগিল। মোল্লা ও মৌলভীগণ আবদুল হামিদের নিকট সনদ, প্রশংসাপত্র, অর্থ এবং সম্মান পাইয়া ক্রমশঃ এরূপ অন্ধ ভক্ত হইয়া পড়িলেন যে, অবশেষে একদল কাটমোল্লা সুলতানকে মহাকামেল দরবেশ বা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না! এই সমস্ত মিথ্যা প্রশংসা বা আবদুল হামিদের মিথ্যা যশঃ ও প্রজারঞ্জনের প্রতিবাদ করিবার কাহারো সাধ্য ছিল না। যিনি প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহাকে রাজদ্রোহাপরাধে শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে।

সংবাদপত্রে যাহাতে বর্তমান গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এবং নিয়মতন্ত্র বা পার্লামেন্টের পক্ষে কোনও কথা কিম্বা আবদুল হামিদের ব্যক্তিগত কোনও নিন্দা বা দুর্নাম প্রচার না হয়, তজ্জন্য অতি কঠোর Press act বা মুদ্রাযন্ত্র আইন জারী করা হইল! কিন্তু হায়! তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সংবাদপত্রের censor সেনসারের জন্য এক অফিস খোলা হইল। মুদ্রিত কপি এই অফিসের প্রধান পুরুষের অনুমোদিত হইলে, তবে তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত। এই কঠোর পেষণে পড়িয়া স্বাধীনচেতা এবং প্রজাপক্ষের যাবতীয় সংবাদপত্র বন্ধ হইয়া গেল।

* মাসিক সুপ্রভাত, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২১।

www.pathagar.org

সিরিয়া পরিভ্রমণ

২৮শে মে, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, দার্দানেলিসের হাসপাতালে চা খাইয়া প্রাচীন ট্রয় নগরী এবং আজিসার ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইলাম। বেলা প্রায় ৮টার সময় কয়েক খানি অশ্বশকট এবং কয়েকটি উৎকৃষ্ট অশ্বে আমরা ১০/১২ জন ভারতবাসী এবং ৪/৫ জন তুর্কী-সোওয়ার এবং দার্দানেলিস নিবাসী তুর্কী হেলালে-আহমর বা রেড্‌ক্রিসেন্ট হাসপাতালের ম্যানেজার কালাম বে আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য সঙ্গে গমন করেন। দার্দানেলিস শহর অতিক্রম করিয়া একটি সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম অবলম্বন করতঃ আমরা চলিতে লাগিলাম। রাস্তাটির দুই পার্শ্বে নানা জাতীয় বিচিত্র পুষ্পরাশি-প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। বসন্তের উজ্জ্বল প্রভাতে এবং মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে বেশ প্রফুল্লতা বোধ করিতে লাগিলাম। নিদারুণ শীত ঋতুর অবসাদ ও জড়তার সূর্য করোজ্জ্বল নব প্রভাতের দৃশ্য মর্মের স্তরে স্তরে এক নব আনন্দ ও নব স্ফূর্তির সঞ্চার করিতেছিল। হায়দ্রাবাদ নিবাসী মৌলভী আবদুল কাইয়ুম সাহেব আমার গাড়ীতেই ছিলেন। তিনি আমাকে কয়েকটি বাঙ্গালা গান করিতে বলায় আমি "বিশ্বধন্যা জগৎমান্যা মা আমার সোনার বাঙ্গালা" এবং 'দেশ ভকতের ভস্মের ভিতে" প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের অশ্বযান দার্দানেলিস সমুদ্রের তীরের রাস্তা দিয়া অক্র বক্র গতিতে দ্রুত চলিতে লাগিল। শকট হইতে দার্দানেলিসের নিস্তরঙ্গ শান্ত জলরাশির নীলিমার শোভায় চক্ষু তৃপ্ত হইতে লাগিল। শান্ত বালিকার সাঁঝের আকাশের প্রথম তারকা দর্শন কালের অপলক আঁখির কৃষ্ণতারা যেমন স্থিরতার মধ্যে মধুরতা ফুটাইয়া তোলে; দার্দানেলিস প্রণালীর জলরাশিও যেন তেমনি দুই পার্শ্বস্থ শ্যামজ বন বাজের মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন মানসে মুগ্ধ আঁখিতে চাহিয়া রহিয়াছে। দুই উন্নত ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী দার্দানেলিসের শোভা সত্যই এমনি কবিচিত্ত বিমোহিনী।

বেলা ১২টার সময় সমুদ্র তীরবর্তী এক ক্রমোচ্চ ভূভাগে উপস্থিত হই। এখানে একদিকে অসংখ্য চীর বৃক্ষের শ্যাম-শোভা এবং তাহার নিম্নে সমুদ্রের শোভায় কবিত্বের ভাবে হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল

www.pathagar.org

জনৈক কবি সহচর সহ এখানে বাস করিতে পারিলে জীবন সার্থক হইত। চীর বৃক্ষের শীতল ছায়ায় কম্বল পাতিয়া সহচরদের সহিত ডিম্ব, পনির এবং রুটি খাইয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিলাম। ২৫ মিনিট কাল বিশ্রাম করিয়া পরে আবার আমরা গন্তব্য পথে অগ্রসর হই। গাড়ি ক্রমে সমুদ্র তট হইতে কিছুদূর দিয়া চলিতে লাগিল। রাস্তাটি অতি সুন্দর, পরিস্কৃত এবং সমতল। উচ্চ নীচু ভূমি এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাহাড়ের উপর দিয়া সর্প গতিতে এই রাস্তা দার্দানেলিস হইতে শামদেশ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

রাস্তার দুই পার্শ্বে কত জাতীয় অগণিত বন্য ফুল ফুটিয়াছে; তাহা লিখিবার নহে, কেবল দেখিবার জিনিস। ক্রমে আমরা আরও কিছু অগ্রসর হইলে, উদ্যানবৎ সুশোভন বিশাল ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্তী পথ দিয়া গাড়ি যাইতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত চীর, আঞ্জীর ও জয়তুনের অগণন সুবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। উচ্চ নীচু ভূমির উপরে শ্যাম তরুশ্রেণীর একটানা শোভা বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হইতেছিল। শস্যশ্যামল পুষ্পিত ভূমি, তৃণগুল্মসমাচ্ছন্ন উন্নত পর্বত, কলনাদিনী বক্র গতি স্রোতস্বতী এবং সুপরিস্কৃত পরিপাটি রাস্তার দৃশ্যে আঁখি জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। "চাহে মন্দারস্" নামক পার্বত্য ক্ষুদ্র নদীর বাঁকে এক এক জায়গায় সমতল ভূমিতে সবুজ গোধূম শস্যের শোভা এবং নানা জাতীয় বন্য ফুলের সম্মিলিত সৌন্দর্যে চক্ষু মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। সত্যই জীবনে এমন মনোহর প্রদেশ আর দেখি নাই। আনন্দ আবেশে সকলই 'কুদরতী বাগ" অর্থাৎ শাম বা সিরিয়া দেশের প্রাকৃতিক উদ্যান বলিয়া মনে হইল। "চাহে মন্দারস্" নদীর স্রোতে অসংখ্য রেলওয়ে স্লিপার ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইলাম। উদ্যানের কোনও বন হইতে কাষ্ঠ কাটিয়া এই সমস্ত স্লিপার প্রস্তুত করতঃ নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাটিতে নির্দিষ্ট স্থানে স্লিপারগুলি ধরিয়া তুলিয়া লওয়া হইতেছে। এইরূপ মনোহর দৃশ্যপূর্ণ দেশের ভিতর দিয়া অন্যূন ১০ মাইল অগ্রসর হইয়া একটি বৃহৎ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামে খৃস্টানের সংখ্যাই খুব বেশী। লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। গ্রামে কয়েকটি স্কুল এবং মিউনিসিপালিটি আছে। গ্রামটি সমুদ্রের নিকটবর্তী বলিয়া গ্রীকদিগের আক্রমণ ভয়ে সমুদ্রের তীরে একটি সামরিক আড্ডা বসিয়াছে। কর্নেল মোহাম্মদ আলি ৭ শত সৈন্য লইয়া সর্বদা সমুদ্রতীর পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। সমগ্র দার্দোনেলিস এবং ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী বহু শত মাইল উপকূল সীমান্তে গ্রীক এবং ইটালীর রণতরির আক্রমণ ভয়ে তুর্কীকে অন্ততঃ তিন লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত বিপদের জন্যই তুর্কী গভর্নমেন্ট ভীষণ বলকান সমরে শত্রুদের সম্মিলিত দশ লক্ষ সৈন্যের

www.pathagar.org

বিরুদ্ধে মাত্র তিন লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নৌশক্তির অভাবই তুরস্কের সমূহ বিপদ এবং সর্বনাশের কারণ। যে সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত-উপকূলের পরিমাণ ১৮ শত মাইলেরও উপর এবং ভূমধ্য সাগরের বহু দ্বীপাবলী যাহার করতলগত সে সাম্রাজ্যের পক্ষে পাঁচ খানি রণতরি এবং ৮ খানি মাত্র ক্রুজার লইয়া নৌশক্তির গর্ব, কত সামান্য এবং উপহাসজনক! সুলতান আবদুল হামিদ খানের ৩০ বৎসর রাজত্বের প্রতি বৎসর এক একখানি করিয়া রণতরি নির্মিত হইলেও তুর্কীর নৌশক্তি বহু প্রবল হইত। কিন্তু সুলতান আবদুল হামিদ এ দীর্ঘকাল কেবল বিলাস-ব্যাসন এবং স্বেচ্ছাচারী অন্ধ রাজ শক্তির উন্নতিকামী সার্বভৌম প্রভুত্বের বিরোধী নব্য তুর্কী দলের মস্তক চর্বন অভিলাষেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন।

আমরা এখানে কর্নেল মোহাম্মদ আলী বে'র আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট সম্বর্ধনা এবং সমাদর করেন। অতঃপর এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকি। পথের দুই পার্শ্বে "গোলেলালা" নামক এক জাতীয় অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ ফুলের বহু সন্নিবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হই। কয়েক মাইল যাইয়া "টানারলীক" নামক এক ময়দানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে বহু শত সৈন্যের তাম্বু পড়িয়াছে। কর্নেল আমাদিগের আগমন দর্শন করিয়াই শশব্যস্তে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কর্নেলের সৈন্যবৃন্দ সারি বাঁধিয়া আমাদিগকে সামরিক কায়দায় সালাম জানাইলেন। আমরা কিয়ৎক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিবার পর আবার অশ্ব ও শকটারোহণে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বিদায়ের সময় কর্নেল এবং তাহার সহকারীগণ প্রাণের আবেগপূর্ণ ভাষায় আমাদিগকে ধন্যবাদ এবং প্রীতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তুর্কীদিগের সৌজন্য এবং ভদ্রতা বাস্তবিকই অতুলনীয়। পথের মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অতিক্রম করা গেল। পাহাড়ের গাত্রে বেষ্টন করিয়া স্তরে স্তরে পাথর কাটিয়া চক্রাকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া অতি সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে পাহাড়ের গায়ে রাস্তার পার্শ্বে নানা জাতীয় পার্বত্য-জাত বিচিত্র কুসুম আত্মবিকাশ করিয়া বায়ু ভরে দোল খাইতেছিল। কয়েক স্থানে জয়তুন বৃক্ষের বাগানে বাঙ্গালার চিরপরিচিত ঘুঘু দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

'চাম্ওবা' হাসপাতাল

এইরূপ নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের গন্তব্যস্থান "চাম্ওবা" নামক হাসপাতালের নিকটবর্তী হইলাম। এই অস্থায়ী হাসপাতালটি এক স্বাস্থ্যকর উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গে অবস্থিত। পাহাড়ের পাদমূলে আমরা শকট

www.pathagar.org

হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে পাহাড়ের উপরে উঠিতে লাগিলাম। এখানে বায়ু শুষ্ক এবং লঘু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরের গায়ে যথেষ্ট লৌহ্ আছে, দেখিতে পাইলাম। আমরা পাহাড়ের উপরে উঠা মাত্রই বহু ভাষাবিদ প্রসিদ্ধ ডাক্তার হাসান বে পরম সমাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। এই চাম্ওবা পর্ব্বতের হাসপাতালে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত তুর্কী কর্মচারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। একজন পাশা এবং একজন সেনাপতির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ পাশা আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এই সুরম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে "হিন্দী কারদাস্" অর্থাৎ হিন্দুস্থানের ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া পাশার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। এই দারুণ দুর্দিনে মনে হইতে লাগিল যেন কত যুগ-যুগান্তের আজ আমরা "ভাইহারা" ভাই সকলে একত্র সম্মিলিত হইতেছি। সেই মুক্ত সান্ধ্য গগনের নীচে উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি চীরবৃক্ষ তলে লম্বা লম্বা টেবিল এবং চেয়ার পাতিয়া ভোজের বন্দোবস্ত করা হইল। এক একজন তুর্কী এবং এক একজন হিন্দুস্থানী পাশাপাশি বসিয়া আহার করিতে লাগিলাম। ভোজে আমাদের উদর পূর্ণ হইতে আর ভ্রাতৃপ্রেমের পীযুষধারায় আমাদের হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। অস্ফুট চন্দ্রালোকে সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন আজ জাতীয় জীবনের এই দারুণ দুর্দিনে যুগান্তের অন্ধতমস ভেদ করিয়া ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার তীব্র-বিদ্যুত-শিখা সমগ্র মোসলমান জগৎ হইতে তুরস্কভূমে ছুটিয়া আসিতেছে। সে বিদ্যুৎ-শিখা কি তীব্র জ্বালাময় এবং তেজোময়! ফলতঃ আত্মবিস্মৃত কর্মবিমুখ নিদ্রাতুর মোসলমানের মস্তকে ভীষণ বজ্রপাত করিয়া বিধাতা কি পরম দয়ার পরিচয়ই দিয়াছেন! এ বজ্রপাতে মরক্কো হইতে মালয় পর্যন্ত কোটি কোটি বিচ্ছিন্ন আত্মার মধ্যে এক মহা ঐক্যের উচ্ছ্বাস উত্তাল-তরঙ্গ রঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। বিধাতার করুণা এবং কৌশলের কথা স্মরণ করিয়া হৃদয় শ্রদ্ধা ভরে তাঁহার নিখিল-শরণ মঙ্গল চরণে নত হইয়া পড়িল! আহারান্তে কিছুক্ষণ তুর্কীবন্ধুদিগের সহিত আলাপাদি করিয়া বস্ত্রাবাসে প্রবেশ পূর্বক ক্লান্ত শরীর শয্যায় ঢালিয়া দিলাম।

পর দিবস (২৯শে মে) ঊষার কণকচাঁপা কিরণকর স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই জাগরিত হইয়া পার্বত্য প্রকৃতির মুক্ত দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। এই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজের হৃদয়কেও যেন মুক্ত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকস্থ পর্বতের অরণ্য সমূহের শ্যাম রেখার শীর্ষে এবং কোনও কোনও উচ্চ শৃঙ্গস্থ বরফস্তূপের উপরে ঊষার আলোক পড়ায় বড়ই শোভা হইয়াছিল। এই নিরাবিল পার্বত্য নিকেতন আমার নিকট রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও কত উন্নত এবং শোভনীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। চীরবৃক্ষের ডাল কাটিয়া

www.pathagar.org

তুর্কীরা এক কৃত্রিম কুঞ্জ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমাদের উপাসনার জায়গা সেই স্থানে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি সেই স্থানে কম্বল পাতিয়া উপাসনা এবং প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, রাজপ্রাসাদবাসী রাজা অপেক্ষা পর্ব্বতবাসী ফকিরের সুখ ও আনন্দ কত বেশী!

উপাসনা শেষে পাহাড়ের নীচে ছাগ ও মেষপাল দেখিতে গেলাম। পাহাড়ের পাদমূলে নূতন সবুজ ঘাস ছিল, সেখানে চারণের জন্য কতকগুলি রাখাল বালক মেষ ও ছাগমূখ লইয়া আসিয়াছে। ছাগ ও মেষগুলি আমাদের দেশের ছাগ ও মেষ হইতে অনেক বৃহৎ এবং বলিষ্ঠ। এখানে ছাগলের দুগ্ধও বেশ প্রচুর পাওয়া যায়।

দ্বিপ্রহরের আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করি। একটি চীরবৃক্ষের শাখায় একটি দোলনা বাঁধা ছিল। একটি আরব বালক সেই দোলনায় বসিয়া দোল খাইতেছিল। আমি এবং আমার কতিপয় সহগামী বন্ধুও পর্যায়ক্রমে সেই দোলনায় বসিয়া দোল খাইতেছিলাম। দোলনায় দোল খাইবার অভ্যাস থাকিলে, সামুদ্রিক পীড়া আক্রমণ করিতে পারে না। এজন্য তুর্কী-প্রবীণ ব্যক্তিগণও দোল খাইতে ভালবাসেন।

গ্রাম পরিদর্শন

অপরাহ্ণে আমরা প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী "আক্কুই" নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রামে অশ্বারোহণে যাত্রা করি। আমি যে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়াছিলাম সে ঘোড়া আমার পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হওয়ায় দুইবার আমাকে ঘোড়া পরিবর্তন করিতে হয়। একেত আমি অশ্বারোহণে তখনও সম্পূর্ণ পটুতা লাভ করিতে পারি নাই, তাহার উপর অনবরত পাহাড়ের চড়াই এবং উৎরাই দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া ছুটিতে হইতেছিল; সুতরাং আমি একটু হয়রান হইয়া পড়িলাম। এক স্থানে উপত্যকার সমতল ভূমিতে অতি সুন্দর গমের ক্ষেত্র দেখিতে পাইলাম। গমের গাছগুলি আমাদের দেশের গাছ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। আমাদের সমুচ্চ তুর্কী অশ্বগুলি ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া যাইবার সময় প্রায় ডুবিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রামের বালকেরা আমাদিগকে দেখিয়া পরমানন্দে দৌড়াইয়া আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আমাদিগকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে সাহায্য করিল। বালকদিগের অযাচিত সাহায্য এবং সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কয়েকজন বালক আমাদিগের জন্য তৎক্ষণাৎ শীতল জল এবং কফি লইয়া আসিল। আমাদের আগমনে তাহারা যে অত্যন্ত সুখী এবং আনন্দিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের চোখ মুখের ভাবভঙ্গী হইতে খুবই প্রকাশ পাইতেছিল। গ্রামের মক্তব বা পাঠশালার

www.pathagar.org

মৌলভী এবং প্রধান ধর্মাচার্য ইমাম ত্রস্তপদে আসিয়া আমাদিগকে সমাদরে সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন। পক্ক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ ইমাম সাহেব, আমরা সুদূর হিন্দুস্থান হইতে যে এই জাতীয় ভীষণ দুর্দিনে বল্কানের রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছি তজ্জন্য পুনঃপুনঃ ব্যাকুলান্তরে আমাদিগকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। আমিও গ্রামের সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। গ্রামে ১২০ ঘর লোকের বাস। এই গ্রাম হইতে ৭০ জন যুবক যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। এই জন্য আমরা গ্রামে প্রায় কোনও যুবককে দেখিতে পাইলাম না। গ্রামের সমস্ত লোকই কৃষিজীবী। গ্রামের এক পার্শ্বে মধ্যস্থলে সর্বসাধারণের জন্য বৈঠকখানা। আমাদের দেশে সন্ধ্যার পরে আমরা নিজ নিজ বাড়িতে নিজের আত্মীয়স্বজন কিম্বা দুইচারজন অনুগত ব্যক্তি লইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব ও মহিমা এবং অপর সকলের কুৎসা কীর্তন করিতে থাকি; এখানকার নিয়ম সেরূপ নয়। এখানে সন্ধ্যার পরে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই একত্র হয়। কাজেই ব্যক্তিগত কুৎসা বা কোনও প্রকারের নীচ স্বার্থমূলক আলোচনা করিবার সুবিধা হয় না। সুতরাং গ্রামে দল পাকাইয়া দলাদলি করিবার সম্ভাবনা নিতান্ত বিরল।

গ্রামের বিচার ব্যবস্থা

তুরস্কের প্রত্যেক গ্রামেই এক একজন গ্রাম্য কাজী নিযুক্ত আছেন। গ্রামের সর্বপ্রকারের মামলা, মোকর্দমা নিষ্পত্তি তিনিই সম্পন্ন করেন। নালিশ করিতে এখানের শহরেও কোনও পয়সা খরচ হয় না। আদালতের কোর্ট ফি দিবার নিয়ম এখনও এখানে অজ্ঞাত। গ্রামের বিচার গ্রামে হয় বলিয়া তুরস্কে অন্যান্য দেশের ন্যায় বিচার বিভ্রাট খুব কমই ঘটিয়া থাকে। গ্রামের জনমণ্ডলী কর্তৃকই কাজী সাহেব নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ এবং সর্বাপেক্ষা চরিত্রবান ব্যক্তিকেই কাজীর পদে নিযুক্ত করা হয়। গ্রাম্য বিচারে কোনও উকিল-মোক্তারের আবশ্যক নাই। গ্রামস্থ সাক্ষী প্রমাণ লইয়াই বিচারকার্যের নিষ্পত্তি হয়। এই গ্রামে বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য দুইটি নিম্ন বিদ্যালয় আছে।

গ্রাম্য পোষাক-পরিচ্ছদ

এশিয়া বা তুরস্কের পরিচ্ছদ ইউরোপ হইতে অনেকটা পৃথক। কৃষকদিগের পরিধানে কতকটা কাবুলী ধরনের পায়জামা এবং মেরজাই ধরনের কোট দেখিতে পাইলাম। কোট এবং পায়জামা উভয়ই নীলবর্ণে রঞ্জিত। পা এবং পায়ের তলা অনেকেরই খোলা দেখিলাম। প্রত্যেক তুর্কী গ্রামের মধ্যস্থলে উপাসনার জন্য একটি করিয়া মসজিদ আছে। গ্রাম যতই বৃহৎ হউক না কেন, একটির অধিক মসজিদ কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এদেশে প্রত্যেক মসজিদেই অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া সমুচ্চ মিনার থাকে। মিনারশূন্য মসজিদ

www.pathagar.org

কখনও হয় না। মহামান্য সুলতানের আদেশ ব্যতীত কোনও জামে মসজিদ কি শহরে কি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে যেমন স্বার্থান্ধ মোল্লা সাহেবদের অনেকেই এক জুম্‌আর ঘর ভাঙ্গিয়া দুই তিন চারিখানির পত্তন পূর্বক ভীষণ দলাদলি এবং হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছেন, তুরস্কে তাহা একেবারেই অজ্ঞাত।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া "চাম্‌ওবা" গিরিশৃঙ্গস্থ বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলে বৃদ্ধ ইমাম সাহেব এবং বালকের দল আমাদিগকে অন্তত রাত্রির জন্য সেই গ্রামে অবস্থান করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বহু বিনয় ও মিনতি প্রকাশ পূর্বক আতিথ্য স্বীকারের দায় এড়াইয়া নির্দিষ্ট বাসস্থানাভিমুখে অশ্ব ধাবিত করিলাম। রাত্রি ৯.৩০টার সময় আমরা "চাম্‌ওবা"য় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আজিনা গ্রাম পরিদর্শন

অদ্য ৩০শে মে, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সকালে চা পান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। আজিনা নামক বিখ্যাত গ্রামের দিকে অশ্ব ছুটাইলাম। আজিনা, চাম্‌ওবা হাসপাতাল হইতে অন্যূন ১৫ মাইল দূরবর্তী হইবে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার হাসান বে এবং কালাম বে অদ্য আমাদের পথপ্রদর্শক। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত এবং উপত্যকা অতিক্রম করিয়া আজিনায় উপস্থিত হইলাম। আমরা রাজস্ব-সংগ্রাহক বা তহশীলদারের আফিসে যাইয়া সোজা উপস্থিত হইলাম। তহশীলদার সাহেব আমাদিগকে দেখিয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদিগকে যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া তহশীলদার সাহেব তৎক্ষণাৎ টেলিফোন যোগে গ্রামের কাজী সাহেব এবং অন্যান্য খৃস্টান ও মোসলমান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আমাদিগের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ১৫ মিনিট কাল অতীত হইতে না হইতেই গ্রামের কাজী সাহেব এবং আরও ৫ জন গ্রীক ও মোসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ত্রস্ত পদে আসিয়া আমাদিগকে গভীর সম্বর্ধনা করিলেন। তাঁহাদের বিনয় ও সৌজন্যে আমরা নিতান্ত প্রীতি ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

আজিনা গ্রামের লোকসংখ্যা ৩০০০ তিন সহস্র। ইহার মধ্যে ২০০০ মোসলমান এবং ১০০০ খৃস্টান। মোসলমান বালকদের জন্য তিনটি এবং বালিকাদিগের জন্য একটি স্কুল আছে। খৃস্টানদিগের একটি স্কুল আছে। গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। গ্রামের বাজারটি বেশ বৃহৎ এবং পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন। কয়েকটি কফিখানা, মসজিদ এবং অনেকগুলি দোকান আছে। আমাদিগের সংবাদ শুনিয়া গ্রামের বহু ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হন এবং আমাদের আদর

www.pathagar.org

অভ্যর্থনা করেন। এখানে চা বিস্কুট খাইয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় "বর্গাস" নামক প্রসিদ্ধ পল্লী দেখিবার জন্য এখান হইতে রওয়ানা হই। প্রায় ১.৩০ দেড় ঘন্টা অশ্ব চালনার পরে আমরা "বর্গাস" গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হই। এখানের কাজী সাহেব এবং ইমাম সাহেব আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। শীতল জল পান এবং কফি সেবন করিয়া আমরা এখান হইতে শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করি। এই গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া আমি এবং মৌলভী আব্দুর রহমান পেশোয়ারী খুব বেগে ঘোড়া হাঁকাই। ঘোড়া বেশ বেগে ছুটিতে থাকে। ছুটিতে ছুটিতে আমার অশ্ব সম্মুখের দলবদ্ধ সহকারীদিগের অশ্ব শ্রেণীতে বাধা পাইয়া সহসা লাফাইয়া উঠে এবং তাহার ফলে আমি সজোরে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হই। পশ্চাৎ হইতে দুইটি ঘোড়া আমার উপর দিয়া বেগে চলিয়া যায়, কিন্তু খোদার মর্জী আমি কোনও আঘাত প্রাপ্ত হই নাই। আমার সাংঘাতিক পতনে আমার সতীর্থগণ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তুর্কী এবং হিন্দুস্থানী সকলেই ছুটিয়া আসেন। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ অক্ষত অবস্থায় ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক অশ্বে আরোহণ করায় সকলেই সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই আমাকে সেই তেজস্বী অশ্ব ত্যাগ করিয়া একটি ঠাণ্ডা ঘোড়ায় চড়িবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "আমি যখন এই ঘোড়া হইতে ভূপাতিত হইয়াছি, তখন ইহাতেই চড়িব।"

অতঃপর আমরা "কোট্টা আলী" নামক গ্রামে উপস্থিত হই। এই খানের গ্রামের বহির্ভাগস্থ এক মাঠের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এক প্রকাণ্ড 'চানার' বৃক্ষের ছায়ায় আমাদের বনভোজনের আয়োজন হয়। পাউরুটি, মাখন, পনির, মাংস ও এক প্রকার পায়াস দধি এবং প্রচুর ফলমূল দ্বারা গ্রামবাসীগণ আমাদিগকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করান। বালকেরা গ্রাম হইতে অনেক কার্পেট এবং বালিশ আনিয়া আমাদিগের বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। আমরা যেমন রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম তেমনি ক্ষুধায়ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সুতরাং বৃক্ষতলে মুক্ত প্রান্তরে আহার ও বিশ্রাম করিয়া পরম সুখানুভব করিতে লাগিলাম। প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং আমার অকৃত্রিম বন্ধু হাসান বে পূর্বেই এই বনভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। খাদ্যদ্রব্যের কতকাংশ চাম্‌ওবা হাসপাতাল হইতে আনীত হইয়াছিল। সুদূর দেশের তুর্কী ও ভারতবাসীর এই প্রীতিকর বনভোজনের মধুর স্মৃতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে!

অনন্তর আমরা পুনরায় অশ্বারোহণে বহু পর্বত এবং অরণ্যভূমি অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের নিকটবর্তী "আলিচা" নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হই। আলিচায়

www.pathagar.org

যাইবার সময় পর্বতের পার্শ্বস্থ এক অতি সূক্ষ্ম পথ অতি সন্তর্পণে আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। প্রতি মুহূর্তে এখানে অশ্বের পদস্খলনের আশঙ্কা হইতেছিল।

"আলিচা" একটি সুন্দর গ্রাম। গ্রামের নিম্ন দেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত! এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই প্রস্রবণের জল কয়েকটি চৌবাচ্চায় ধরিয়া অতি সুন্দর কয়েকটি স্নানাগার প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই জলে স্নান করিলে নানাপ্রকার ব্যাধি বিশেষতঃ গেঁটে বাতের উপশম হয় বলিয়া বহু লোকে এখানে স্নান করিতে আসে। এই সমস্ত স্নান যাত্রীর সুবিধা এবং আরামের জন্য এখানে একটি রমণীয় বৃহৎ হোটেলও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু গ্রামটি সমুদ্র তীরবর্তী বলিয়া গ্রীক এবং ইটালীদিগের রণতরির গোলাবর্ষণ ভয়ে গ্রামবাসীদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। গ্রামটি এক্ষণে উপকূল রক্ষাকারী তুর্কী সৈন্যদিগের অধিকারের মধ্যে পড়িয়াছে। আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্নানাগার পরিদর্শনের জন্য গমন করিলাম। প্রস্রবণটি বেশ বৃহৎ। জল অত্যন্ত উষ্ণ। জলে গন্ধকের তীব্র গন্ধ অনুভূত হইল। স্নানাগারটি কাষ্ঠদ্বারা উত্তমরূপে নির্মিত এবং বহু কুঠরীতে বিভক্ত। তুর্কী স্নানাগার বাস্তবিক পক্ষে এক বিলাসের উপকরণ। "আলিচা" গ্রাম হইতে সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা অশ্বারোহণে দিগ্বিজয়ী সেকান্দর শাহের স্থাপিত দ্বিতীয় ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন মানসে গমন করি। পথিমধ্যে জনৈক তুর্কী কর্নেল সমস্ত সৈন্যসহ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে আমরা অশ্ব পৃষ্ঠেই জলপান করিয়া ট্রয়ের দিকে বেগে অশ্ব পরিচালনা করি। চানার, ছাম ও জয়তুন বৃক্ষের বনের ভিতর দিয়া বহুদূর পর্যন্ত অশ্ব পরিচালনা করিয়া আমরা ভূমধ্যের অংশ লিবাত (লিবান্ট) সাগরের তীরদেশে উপস্থিত হই। এক দিকে শ্যামায়মান বনরাজির এক টানা সবুজ দৃশ্য আর অন্য দিকে মহা বিস্তৃত সমুদ্রের শান্ত স্নিগ্ধ নীলিমার কি মনোহর সমাবেশ! এক সময় এশিয়ার শ্যামতীর রেখা হইতে যখন তুর্কীবীরগণ ইউরোপের দিকে দৃক্‌পাত করিতেন, তখন ইউরোপ বিজয়ের বাসনা স্বভাবতঃই যে তাহাদের মনে বলবর্তী হইয়া উঠিত, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইতে লাগিল।

অনন্তর আমরা এক প্রকার অতি সুগন্ধি তৃণপূর্ণ ভূমির মধ্য দিয়া অশ্ব চালনা করিলাম। এই তৃণগুলি মখমলের ন্যায় কোমল। কস্তুরী মৃগের ইহা অতি প্রিয় খাদ্য। ডাক্তার হাসান বে বলিলেন যে, এই ময়দানে "এই সুগন্ধি তৃণ ভক্ষণের জন্য দলে দলে হরিণ বিচরণ করিতে আসে।" অতঃপর আমরা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দ্বিতীয় ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ আমাদের গোচরীভূত হইল।

www.pathagar.org

কয়েকটি মার্বেল পাথরের অখণ্ড স্তম্ভ দেখা গেল। অধিকাংশ স্তম্ভই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে আমরা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের নিকটবর্তী হইলাম। রাজ প্রাসাদের সামান্য অংশই দণ্ডায়মান আছে। একটি বুরুজের কিয়দংশ এখনও বিদ্যমান আছে। বুরুজ অপেক্ষা তোরণ দ্বারই বেশী উচ্চ। আমি অশ্বসহ তোরণের আশ্রয় স্তম্ভের উপরে আরোহণ করিলাম। এখান হইতে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্র, বনরাজি এবং গিরিমালা দেখা যাইতে লাগিল। তোরণের উপরে অশ্ব পৃষ্ঠে বসিয়া ইউরোপ দর্শন করিতে করিতে আমার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। এখানে নানা চিন্তা ও চিন্তাপ্রসূত কল্পনা, অতীত যুগের ঐতিহাসিক স্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। বর্তমানে জাতীয় শোচনীয় দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার আঁখি ছল ছল করিয়া উঠিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের শেষ রশ্মি ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ স্তম্ভ এবং তোরণের শীর্ষে জ্বলিতে ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত সান্ধ্য কিরণরাগ রঞ্জিত নদীর সমুদ্রের শান্ত স্থির বারি রাশির চিত্ত বিনোদিনী শোভা এবং ইউরোপের তীররেখা নির্নিমেষ লোচনে দর্শন করিলাম। সম্মুখেই বিশ্বলোচন সূর্য ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে অস্তমিত হইয়া পড়িল। সমুদ্রে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উভয় দৃশ্যই নিতান্ত কবিত্ব ব্যঞ্জক। সূর্যাস্তের পরম রমণীয় শোভা দর্শনে সেই সুদূর নির্জন পর্বত ও সাগর সঙ্কুল প্রদেশে মনে যে কত পুণ্যভাবের উদয় হইল, তাহা অবর্ণনীয়।

অতঃপর গোধূলির শেষ আলো বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তোরণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া "চাম্ওবা" হাসপাতালের দিকে দ্রুত বেগে অশ্ব ধাবিত করিলাম। শুক্লা দশমীর চন্দ্র ক্রমে আলোক বিকীর্ণ করিতে লাগিল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বেগে অশ্ব ধাবিত করিলাম। সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে আমাদের অশ্বগুলি যখন নির্জন প্রান্তর উপত্যকা এবং অরণ্য বক্ষে পদাঘাতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া ধাবিত হইতেছিল, অশ্বের বেগে আমাদের পার্শ্বস্থ্ তরবারীর কোষ যখন রেকাবের সহিত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতে ছিল; সারাদিনের পরিশ্রম এবং সূর্যাতপ ক্লিষ্ট ললাটে যখন স্নিগ্ধ নির্মল বায়ুর প্রবাহ শৈত্য ঢালিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তখন সেই অবসর শরীরেও বীরজনোচিত স্ফূর্তি ও উৎসাহ বোধ করিতেছিলাম। মসীজীবী অপেক্ষা অসিজীবীর জীবন যেমন কঠোর, সেই তুলনায় তাহা অধিকতর স্ফূর্ত ও মূর্তও বটে! যাহা হউক আমরা মধ্যে মধ্যে জয়ধ্বনি করিতে করিতে অন্যূন ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি একটার সময় শিবিরে উপস্থিত হইলাম। অনন্তর বিশ্রামে শরীর শয্যায় ঢালিয়া আরাম বোধ করিলাম।

www.pathagar.org

দার্দানেলিসে প্রত্যাবর্তন

১৩২০ সন ১৭ই জ্যৈষ্ঠ কিছু বেলা হইলেই শয্যাত্যাগ করিলাম। পূর্ব দিনের অতিরিক্ত শ্রান্তিতে শরীর যারপর নাই ক্লিষ্ট এবং বেদনাযুক্ত ছিল। এজন্য কেহই প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহা হউক শয্যা ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান পূর্বক চা খাইয়া সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করিতে লাগিলাম। আমি আসিবার দিন দার্দানেলিস হইতে অশ্ব শকটে আসিয়াছিলাম বলিয়া বিশেষ কোনও কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

এক্ষণে প্রত্যাবর্তনের সময় এই সুদীর্ঘ ৮০ মাইল পথ অশ্বপৃষ্ঠে যাইতে হইবে বলিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। অশ্বযানের অপেক্ষা করিলে দুই দিবস বিলম্ব হইবে বলিয়া অগত্যা অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেই সম্মত হইলাম। আরব ও তুর্কী অশ্বারোহীগণ এবং সে কালের ভারতীয় সম্রাটদিগের মধ্যে বাবর, আকবর প্রভৃতি অনেকেই অশ্বপৃষ্ঠে ৪০/৫০ মাইল ভ্রমণ করিতেন, এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গবাসী হইলেও আরব রক্তের অভিমানে এ কয়েক দিন ৫০/৬০ মাইল অনবরত অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। এই অত্যধিক অশ্বারোহণের ফলে আজ শরীরে এতই বেদনা বোধ হইতেছিল যে, অশ্বে আরোহণ করাই নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল।

যাহা হউক, কষ্টেই ইষ্ট লাভ মনে করিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব বাছিয়া লইলাম। অতঃপর তুর্কী বন্ধুগণের এবং "চাম্‌ওবা" হাসপাতালের সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ রোগীদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা অশ্বারোহণ করিলাম। আমাদের সেই অশ্বারূঢ়ভাবে ফটো তুলিবার পরে "চাম্‌ওবা" হইতে দলবদ্ধ ভাবে হোমারের ইলিয়াডে বর্ণিত বিখ্যাত ট্রোজান বীরদিগের লীলাভূমি ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য দ্রুতবেগে অশ্ব ধাবিত করিলাম। সুপরিষ্কৃত রাজপথ অবলম্বন করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইবার পরে আমরা "চাহে মন্দারস্‌" নদীর পাষাণ সঙ্কুল উচ্চনীচ তীরের বিপজ্জনক সঙ্কীর্ণপথ দিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত গমন করিলাম। এক এক জায়গায় পাহাড়ের খাদের সঙ্কীর্ণ পাশ দিয়া অতি সন্তর্পণে যাইতে লাগিলাম। এমন বিপজ্জনক স্থান যে, ঘোড়ার সামান্য মাত্র পদস্খলন হইলেই এ জীবনের জন্য দেহস্খলন হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা। রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। রৌদ্র হইতে বাঁচিবার জন্য আমার অকৃত্রিম বন্ধু ডাক্তার হাসান বে তাঁহার নিজের "শম্‌সিয়া" আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। এই তুর্কী শম্‌সিয়া বড় সুন্দর জিনিস। ইহাতে রৌদ্রে হ্যাটের কার্য সাধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এই তুর্কী শম্‌সিয়ার প্রচলন হইলে, অশ্বারোহী, সাইকেল আরোহী এবং রৌদ্রে গমনাগমনের জন্য সকলের বিশেষ

www.pathagar.org

সুবিধা হইতে পারে। আমাদের এই ভীষণ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইউরোপীয়দিগের অপর পোষাক অপেক্ষা যদিও উহাদের হ্যাট সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় সুবিধা জনক ও সুখকর; তথাপি বিজাতীয় এবং বিদেশীয় বলিয়া উহা অনেকেই পরিতে চাহেন না বা ভালবাসেন না, কিন্তু তৎপরিবর্তে এই "শম্‌সিয়া"র প্রচলন হইলে, কাহারেই ইহা পরিতে আপত্তি হইবে না।

পার্বত্য প্রদেশ বলিয়া এখানকার বায়ু নিতান্ত শুষ্ক। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের খুব অভাব। রৌদ্রে শরীর পুড়িয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু ঘর্ম খুব কমই নির্গত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে মুখে রৌদ্র লাগায় মুখের চর্ম পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

যাহা হউক, আমরা দ্রুত অশ্ব চালাইয়া বেলা ২টার সময় চিপলীক নামক একটি সামরিক আড্ডায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা ক্ষুৎপিপাসায় যারপর নাই ক্লান্ত ছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিকটস্থ একটি নির্ঝরের স্ফটিক স্বচ্ছ নির্মল জলে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন এবং কিঞ্চিত জলপান করিয়া স্নিগ্ধ হইলাম। এখানকার কর্নেল আমাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কার্পেট মণ্ডিত গৃহতলে যে কয়েক খান চেয়ার ও সোফা ছিল, তাহাতে আমাদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় কয়েক জন কার্পেটেই স্থান গ্রহণ করিয়া অর্ধশায়িতাবস্থায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অত্যল্প সময় মধ্যেই আমাদিগকে কফি এবং চুরুট দেওয়া হইল। তৎপর আমাদের জন্য একটি বৃহৎ বারকশ করিয়া উৎকৃষ্ট পাউরুটি, পনির, সিদ্ধ-ডিম্ব, দধি এবং কমলা লেবু আনীত হইল। আমরা সকলে সেই কার্পেট মণ্ডিত গৃহতলে বৃত্তাকারে বসিয়া সেই বারেকোশ হইতে খাদ্য লইয়া খাইতে লাগিলাম। তুর্কী বন্ধুরাও আমাদের সহিত আহার করিলেন। আহারান্তে নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আর বিশ্রাম করিবার অবসর হইল না। অবিলম্বে অশ্বারোহণ করিয়া সুবিখ্যাত ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন মানসে যাত্রা করিলাম। জনশূন্য প্রান্তর ও বনভূমি অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পরে আমরা এক সামরিক আড্ডার নিকটবর্তী হইলাম। এখানে বহুসংখ্যক বলিষ্ঠ আরব ও কুর্দ সৈন্যকে দেখিতে পাইলাম। আমাদিগকে দেখিয়া কর্নেল এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। অফিসার ও সৈন্যেরা আসিয়া ঘোড়া থামাইয়া আমাদিগকে নামাইয়া লইলেন। শীতল জল এবং কফি দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইল। আরব সর্দারেরা আমাদিগের আগমনে যারপর নাই আনন্দ এবং সন্তোষ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। একটি বৃক্ষের শীতল ছায়ায় কার্পেট বিছাইয়া আরব সর্দারেরা আমাদিগের সহিত প্রফুল্ল চিত্তে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমরা সুদূর হিন্দুস্থান হইতে আজ এই জাতীয়

www.pathagar.org

দুর্দিনে যে তাঁহাদের তত্ত্ব লইতে আসিয়াছি, সেজন্য তাঁহারা যেরূপ গভীর কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহা ভাষায় অপ্রকাশ্য। তাঁহাদের চোখে মুখে যে প্রীতি ও হর্ষের বিকাশ দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আরবদিগের অতিথি পরায়ণতা এবং ভ্রাতৃভাবের গল্প ও কাহিনী অনেক বহি- পুস্তকেই পাঠ করিয়া ছিলাম, কিন্তু আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমরা আহার করিয়া আসিয়াছিলাম, তথাপি আহারের আয়োজন দেখিয়া অনেক অনুনয় বিনয়ে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলাম। আরব সর্দারগণ ব্যাকুল চিত্তে ভারতবর্ষের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই জাতীয় দুর্দিনে ভারতীয় মুসলমানদের আকুলতার কথা শুনিয়া সকলে হস্তোত্তলন পূর্বক খোদার নিকট মোনাজাত করিতে লাগিলেন। আমাদের রুদ্ধ হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া গেল। মরক্কো, পারস্য, মিসর, তুরস্ক, তুরান (তাতার) প্রভৃতি মুসলিম রাজ্য সমূহের দুঃখ দুর্দশার চরমাবস্থার কথা আলোচনা করিতে করিতে যখন আমরা বলিলাম যে, "এই ভীষণ বিপদের বজ্রাঘাত, আমাদের মঙ্গল ও মুক্তির পথই মুক্ত করিতেছে।" তখন সকলেই আবেগভরে "ইন্‌শা আল্লাহ" "ইন্‌শা আল্লাহ" বলিয়া উঠিলেন। এই পবিত্র স্থান চিরদিন হৃদয়ের অন্তঃস্থল অধিকার করিয়া থাকিবে। ইহা কখনও ভুলিবার নয়।

অতঃপর আমরা যখন বিদায় গ্রহণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, তখন আরব সর্দারগণ নিজ নিজ তরবারী কোষ হইতে খুলিয়া লইয়া নিতান্ত বিনীত ভাবে বলিলেন,— "আমরা দরিদ্র যোদ্ধা। আপনাদিগকে উপহার দিবার মত আমাদের নিকট কিছুই নাই। তবে এই সামান্য তরবারী দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে নিতান্ত বাধিত ও প্রীত হইব।" বলা বাহুল্য আরব সর্দারদিগের সেই সমস্ত তরবারী অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। তারপর উহা তাঁহাদিগের পরম যত্নের জিনিসও বটে! আরবদিগের উদারতা এবং মহানুভবতায় আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদের সহিত আমরা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলাম। কিন্তু কর্নেল তাঁহার নিজের সুদীর্ঘ তরবারী খানি আমাকে লইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি পুনঃ বলিলেন, "আপনার ভ্রাতার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ এই শম্‌শের (তরবারী) গ্রহণ করুন।"

অগত্যা আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল যে, "বিনা লাইসেন্স বা পাসে তরবারী লইয়া ভারতে প্রবেশ করিলে, আমাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।"

তরবারীর জন্য "লাইসেন্স" আবশ্যক শুনিয়া আরব বীর, মুহূর্তের জন্য ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন। অতঃপর নিরাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তরবারী

www.pathagar.org

কোষবদ্ধ করিলেন। অনন্তর আমাদের অশ্ব সকল আনীত হইলে আরব বীরগণ জনে জনে আমাদিগকে চুম্বন করিয়া গভীর প্রীতি ও মমতার সহিত দুঃখিত চিত্তে বিদায় দান করিলেন।

ট্রয় দর্শন

অনন্তর আমরা দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া ২০ মিনিটের মধ্যে ট্রয় নগরীর ধ্বংসের নিকটবর্তী হইলাম। দেখিলাম, এই ধ্বংসের নিকটেই দক্ষিণ দিকে সৈন্যদের এক ক্যাম্প পড়িয়াছে। সেখানে বহুসংখ্যক সৈন্য পরিখা খনন কার্যে নিযুক্ত আছে। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আমরা ট্রয়ের ধ্বংস দেখিতে লাগিলাম। মার্বেল পাথরের কতিপয় ভগ্ন স্তম্ভ, কয়েকটা প্রাসাদ ও তোরণ, মাটি খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। নিকটে আরও কয়েকটা উচ্চ মৃত্তিকা স্তুপ দেখা গেল। অনুমানে বোধ হইল যে, তাহার নিম্নেও অনেক প্রাচীন কীর্তি প্রোথিত আছে। মৃত্তিকা খুঁড়িয়া যে অংশ বাহির করা হইয়াছে, তাহার প্রাসাদ ও স্তম্ভের গঠনের সহিত গ্রীক স্থাপত্যের কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হইল না। অট্টালিকা ও প্রাচীর সমস্তই শ্বেত মর্মর নির্মিত। একটি চৌবাচ্চার মত স্থানও দেখিতে পাইলাম। একটি স্থানে বৃত্তাকারে গ্যালারি-সাজান গোল-ঘর বা য়্যাম্পিথিয়েটারের (Amphi Theatre) মত দেখিতে পাইলাম। তাহা কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আরও কয়েকটি ভগ্ন অট্টালিকার কিয়দংশ পরিদৃষ্ট হইল। স্তম্ভগুলি এক একটি আস্ত পাথর কাটিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। ধ্বংসাবশেষ যাহা দেখা গেল, তাহাতে ইহা যে একটি খুব বড় রাজবাড়ি ছিল, তাহা বোধ হইল না। তবে মৃত্তিকার নীচে কতদূর পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য! তুর্কীরা ট্রয়ের যে সীমা নির্দেশ করিলেন, তাহাতে ইহা যে ক্ষুদ্র নগর ছিল, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইল। গ্রীক সুন্দরী রাজকুমারী হেলেনের যে অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া ট্রোজান যুবরাজ ম্যানিলুস তাঁহাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সৌন্দর্যই এই প্রাচীন উন্নতি-শীল নগরী এবং ইহার স্থাপন কর্তা ট্রোজান জাতির ধ্বংসের কারণ। কথিত আছে, রাজকুমারী হেলেনের অপহরণে বীর্যবন্ত গ্রীকগণ নিতান্ত ক্ষিপ্ত হইয়া দেশের সমস্ত যুবক ও সৈন্য সহ ট্রোজান রাজ্য আক্রমণ করেন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর যুদ্ধের পরে ট্রোজানদিগের সর্বস্ব ধ্বংস এবং তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করিয়া গ্রীক বীরগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুদ্ধে গ্রীকদিগেরও অধিকাংশ যোদ্ধা এবং বীর পুরুষই নিহত হইয়াছিলেন। অমর কবি হোমার, তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "ইলিয়াড" কাব্যে এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া

www.pathagar.org

গিয়াছেন। হেলেন হরণরূপ মহাপাপে লিপ্ত না হইলে হয়ত আজও ট্রয়ের গৌরব পতাকা পৃথিবী পৃষ্ঠে উড্ডীয়মান থাকিত। পাপের পরিণাম ধ্বংস ব্যতীত আরকি?

ট্রয়ের ধ্বংসস্তুপ হইতে সমুদ্রের নীল জলরাশির রবিকরোজ্জ্বল শোভা বড়ই চিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি কল্পনার পটে প্রাচীন ট্রোজান গ্রীক এবং ফিনিশীয়ানদিগের সেই আদিম যুগের পাইন যুক্ত বিচিত্র আকারের অর্ণবযান সকল সমুদ্র বক্ষে যেন দেখিতে পাইলাম। এই সমস্ত পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী জাতি ৪/৫ সহস্র বৎসর পূর্বে সেই বিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষের প্রথম প্রভাতে কেমন ধীরে ধীরে উন্নতির পথে সোপানে সোপানে আরোহণ করিতেছে, অতীতে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। আমার কাছে সে দৃশ্য বড়ই মনোহর এবং ভাবপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইল। কত সহস্র সহস্র বলের, কত লক্ষ চিন্তাশীল কর্মী পুরুষের চেষ্টা এবং সাধনার ফলে আমরা বর্তমান সভ্যতার প্রদীপ্ত মহিমা দেখিতে পাইতেছি ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া আমার মন প্রাচীন জাতি সকলের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে নত হইয়া পড়িল।

অতঃপর আমরা অপরাহ্ন ৩টার সময় ট্রয়ের ধ্বংসস্তুপের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দার্দানেলিসের পথ অবলম্বন করিলাম। অন্যূন ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "বনারবাসি" নামক একখানি গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামটি শ্যামল তরুরাজিতে সুন্দরভাবে পরিবেষ্টিত। এই গ্রামে ৪০টি জলের প্রস্রবণ আছে। আমাদের পরিদৃষ্ট কি এশিয়া কি ইউরোপ কোথাও কোন গ্রামে এত কূপও দেখি নাই।

গ্রামের লোকজন আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে বলিল। কিন্তু এখনও আমাদিগকে বহু পথ অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া, তাহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। অশ্বপৃষ্ঠেই জলপান করিয়া তথা হইতে আবার ধাবিত হইলাম। তৎপর জলাভূমি এবং বন ও ময়দান অতিক্রম করিয়া আজগ নামক একখানি গ্রামে যাইয়া পহুঁছি। তৎপর আরন কুই নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পল্লীতে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত মর্মরা সাগরের এবং তাহার তীরস্থ বনরাজির একটানা সবুজ শোভা দেখিতে দেখিতে দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া সন্ধ্যার সময় দার্দানেলিস শহরে যাইয়া উপনীত হইলাম।

* মাসিক আল এস্‌লাম, ৪র্থ ভাগ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৫ ও ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২৫।

www.pathagar.org

ইসলাম ও ঐক্যশক্তি

পৃথিবীতে ঐক্যবল ব্যতীত কোনও মানব সমাজই সমাজরূপে গঠিত ও বর্ধিত হইতে পারে না। একতাই সমাজ বন্ধন ও জাতি গঠনের মূল কারণ। কোনও জাতি যতই বুদ্ধিমান ও ধনবান হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে ঐক্যবল না থাকিলে কদাপি তাহারা উন্নত ও প্রবল হইতে পারে না। ঐক্যবল বিশিষ্ট জাতির কাছে উন্নতি পথের সমস্ত বাধাবিঘ্নই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। যে সকল জাতি দিগ্বিজয়ের ফলে নানাজাতির সৌভাগ্যসম্পদ ও সভ্যতা গ্রাস করিয়া বিরাট ও প্রচণ্ড হইয়া পৃথিবীতে স্মরণীয় বরণীয় এবং আদর্শ হইয়া রহিয়াছে; সেই রোম, পারসিক, গ্রীক, আরব প্রভৃতি জাতি ঐক্যবলেই জগজ্জয়ী হইয়াছিল। ফলতঃ জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থান এবং অভিব্যক্তিতে এবং ঐক্যই হইতেছে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শক্তি। বহু দরিদ্র ও নগণ্য জাতি প্রচণ্ড ঐক্যশক্তির প্রভাবে পৃথিবীতে প্রবল পরাক্রান্ত মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে। আর কত প্রতিভা সম্পন্ন বুদ্ধিমান জাতিও ঐক্যশক্তির অভাবে চিরকাল হীন ও অধমভাবে দলিত হইতেছে।

রাজনীতিবিদ মহাপ্রাজ্ঞ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আরব জাতিকে যেমন প্রবল পরাক্রান্ত জাতিরূপে গঠন করিবার জন্য অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছিলেন, তখন তিনি গভীর ও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐক্যবল ব্যতীত এই জাতীয় বন্ধন কিছুতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। এজন্য মহাজ্ঞানী মোস্তফা (দঃ) ধর্মের বিশ্বাস, আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নানা আকারে নানা প্রকারে নানা কৌশলে ও হেকমতে মুসলমানদিগকে একতার সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। জগতের আর কোনো পয়গাম্বর এইরূপ কায়দা কৌশলে কোনও জাতির মর্মে মর্মে ঐক্যের বীজ রোপণ করিতে সমর্থ হন নাই। আরব জাতি এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-ঐক্যশক্তির প্রভাবেই প্রবলবিক্রান্ত জ্ঞানবিজ্ঞান বিশারদ ঐশ্বর্যশালী পারসিক ও গ্রীক জাতিকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের রাজ্যসম্পদ গ্রহণ করতঃ মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ, জাতি, বর্ণ, বংশ-গোত্র, গোষ্ঠি, দেশ ও ভাষার পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে

www.pathagar.org

অগ্রাহ্য করিয়া 'প্রত্যেক মুসলিম যে প্রত্যেক মুসলিমের ভাই' এই তত্ত্ব অতীব গভীরভাবে সকল মুসলিমের হৃদয়ের অন্তরতম স্তরে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহার ফলে আরবের বিভিন্ন বংশের মধ্যে পরস্পর স্কন্ধে স্কন্ধ ও বাহুতে বাহু মিলিত করিয়া এক পতাকার নীচে সমবেত হইয়া ভুবন বিজয় করিতে পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে ছুটিয়া বাহির হইলেন। তাহাদের ঐক্যবলপুষ্ট বীর্যদৃপ্ত বিজয় মহিমার কাছে সকল জাতিই মস্তক নত করিতে বাধ্য হইল। মহাপুরুষের অপরিসীম সাধনা ও মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইল। আরব জাতি মহাপুণ্যের মহামনুষ্যত্বের মহা সৌভাগ্যের অধিকারী হইলেন।

প্রিয় মোস্লেম! আজ আমাদের সে একতা কোথায় যে একতা দূরবর্তী মক্কা ও মদিনার লোকদিগকেও কঠোর কঠিন ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; হায়! আজ তাঁহার প্রতিনিধি বা 'নায়েব' বলিয়া দাবীকারী মোল্লা-মৌলভী ও পীর-ফকিরগণ নানা প্রকারের কূট মসলা বাহির করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মুসলমানদিগের মধ্যে অনবরত দলাদলির সৃষ্টি করিতেছে। যে রসূলুল্লাহ বিচ্ছিন্ন আরব জাতিকে একত্র করিয়া মহাজাতি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; আহা! আজ তাহাদের বংশধরগণ ঐক্যের মহিমা বিস্মৃত হইয়া অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া হিংসা-বিদ্বেষে জর্জরিত হইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে।

ঐক্য রক্ষা করাই যে পরম ধর্ম, আমাদের আলেমেরা তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন। ঐক্যের জন্য ইসলাম কি গভীর কৌশল বিস্তার ও শিক্ষা দান করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি। রসূলুল্লাহ সর্বদা মুসলমানদিগকে দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে বলিয়াছেন। এবং দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার ভাব যাহাতে রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জাতে মিশিয়া স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, সেজন্য জামাআত, জুমআ, ঈদ, হজ্ব প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মানুষ যখন গৃহকোণে একাকী উপাসনা করে, তখনই তাহার মন আল্লাহর দিকে বেশী আকৃষ্ট ও তন্ময় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এইরূপ উপাসনা মনের শান্তি ও আরামের জন্য প্রশস্ত। রসূলুল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ এই উপাসনার উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াও জামাআতের নামাজেই বিশেষ জোর দিয়াছেন। জামাআতের নামাজে একাকী নামাজ পড়া অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিকতর 'ছওয়াব' এমন কথাও তিনি জলদ-মন্দ্রে ঘোষণা করিয়াছেন। জামাআতে নামাজ পড়িলে 'ছওয়াব' জেয়াদা হয়, ইহার গূঢ় অভিসন্ধি কি? একাকী নামাজ পড়িলে উপাসনাকারীদের সমস্ত সূরাই পাঠ করিতে হয়। আর জামাআতে নামাজ পড়িলে শুধু ইমামের উপরে সূরা-আবৃত্তির ভার দিয়া তাহার অনুসরণ মাত্র করিলেই ২৭ গুণ অধিক

www.pathagar.org

'ছওয়াবের' অধিকারী হওয়া যায়। ইহার উদ্দেশ্য কি? আর ছওয়াবের মানেই বা কি? দুঃখের বিষয় আলেমদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন।

জামাআতে নামাজ পড়িলে যতগুলি লোক একসঙ্গে একভাবে এক ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়ে, তাহাদের ভিতরে একটু একতা মমতার ভাব না আসিয়াই পারে না। তাহারা যে একই আল্লার সৃষ্ট জীব ও একই আকাশের নীচে ও ধরিত্রীর বক্ষে তাহাদের জন্মস্থান, তাহারা যে একই ধর্ম ও একই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত– এই সমস্ত ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় একতা বাড়িয়া ওঠে। জামাআতে পুনঃ পুনঃ নামাজ পড়িলে মুছল্লিদিগের মধ্যে (১) নেতার অধীনতা, (২) পরস্পরের মধ্যে সদালাপ, (৩) সদ্‌ভাব, (৪) সহানুভূতি, (৫) বিনয়, (৬) সাদর সম্ভাষণ, (৭) আনন্দ, (৮) সাম্য, (৯) অনুরাগ, (১০) সংবাদ আদান প্রদান, (১১) শান্তি, (১২) প্রীতি, (১৩) সচ্চিন্তা, (১৪) সদজ্ঞান, (১৫) হিংসার বিনাশ, (১৬) নীচতার বিনাশ, (১৭) অহঙ্কার বিনাশ প্রভৃতি মহা ঐক্যের শক্তিকে শত প্রসারিণী করিয়া তোলাই হইতেছে ২৭ গুণ ছওয়াবের অর্থ। এই ছওয়াব শুধু ইহলৌকিক উন্নতি সূচক। উপরি উক্ত গুণাবলীর কয়েকটি হৃদয়ে উৎপন্ন হইলেই মুসলমানদের ঐক্যবাদ বাড়িয়া যাইবে এবং সেই ঐক্যের সুফলে তাহারা বিজাতি ও বিধর্মীর নিকট সর্বদাই মান্যগণ্য ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকিবে। ঐক্যবলে তাহারা ব্যবসা বাণিজ্যে শিল্পে এবং বৃহৎ বৃহৎ কীর্তি স্থাপনে পৃথিবীতে গৌরবের স্থান লাভ করিবে। ঐক্যবলে মুসলমানেরা চির জয়শীল ও চির ভাগ্যশীল থাকিবে, ইহাই আল্লাহ ও রসূলের অভিপ্রায়। কিন্তু হায়! সে অভিপ্রায় হইতে আমরা দূরে সরিয়া নিজেদের মতলব হাছিল করিবার জন্য অনবরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া হিংসা ও দলাদলির সৃষ্টি করিতেছি।

যে জুমআ, জামাআত, ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যই হইতেছে একতা-স্থাপন ও সদ্‌ভাব বৃদ্ধি, আমাদের মোল্লা মৌলভীদিগের স্বার্থপরতার জন্য সেই জুমআ, জামাআত ও ঈদগাহ লইয়া কত বিরোধ ও দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে। অনৈক্য ও হিংসার দরুন শত শত মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টি হইয়া মুসলমানের অর্থে বিজাতীয় উকিল, মোক্তার, অ্যাটর্নী, ব্যারিস্টার ও পুলিশের উদর-পূর্তি হইতেছে আর মামলার বাদীগণ পথের ভিখারী ও দ্বারের প্রহরী সাজিতেছে।

মুসলমানগণ একদিন যেমন একতা এবং ভ্রাতৃভাবের জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিলেন, অধুনা তেমনি দারুণ হিংসা অনৈক্য ও বিবাদ বিসম্বাদে ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। আমাদের আলেমেরা সামান্য সামান্য চুটকি মসলা ও মসায়েল লইয়া এই দলাদলি ও বিবাদ বিসম্বাদে আরও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিতেছেন। সমাজে কত লোক যে শক্তি সামর্থ থাকিতেও সন্তানদিগকে

www.pathagar.org

বিদ্যাশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত রহিয়াছে; কত লোক মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা করিতেছে; কত লোক মিথ্যা কথা বলিতেছে এবং মদ্যপান করিতেছে, কত লোক অকারণে স্ত্রী তালাক দিতেছে, কত লোক বাল্যবিবাহ দিয়া জাতির সমূহ অকল্যাণ সাধন করিতেছে; সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই! কিন্তু দাড়ি কাটা ও লম্বা করিয়া চুল ছাঁটা লইয়া কিম্বা তথাকথিত পরহেজগারী লইয়া মৌলুদের কেয়াম বা মৌলুদ শরীফ ও বাজে জেকের ফেকের লইয়া যত দলাদলি বাহাছ তক্‌রার ও ফতোয়া ফারায়েজের সৃষ্টি হইতেছে।

স্কুল, কলেজ, দারোল-উলুম লাইব্রেরী, পান্থশালা, অনাথ-আশ্রম, বিদ্যালয় মূক বিদ্যালয়, অবৈতনিক পাঠশালা, বড় জামাআত, ঈদগাহ, দরিদ্রদিগের জন্য বৃত্তির তহবিল প্রভৃতি বড় বড় মঙ্গলকর অনুষ্ঠান যাহা দ্বারা জ্ঞান-ধর্ম-চরিত্রের উন্নতি হয়, তাহার জন্য আলেম-দরবেশ ও পীরদিগের নানারূপ চেষ্টা ও উদ্যম দেখা যায় না! সকল বিষয় লইয়া দলাদলির ও ফারায়েজের সৃষ্টি করিতেই তাঁহাদের সমস্ত জীবন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সমাজের খুঁটিনাটি লইয়া কত দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে। একতার জন্য আল্লাহতাআলা কোরআন শরীফে নানা সূত্রে মুসলমানদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে :

১। তোমরা আল্লাহতালার রজ্জুকে (কোরআনকে) একযোগে দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং বিচ্ছিন্ন (একতাবিহীন) হইও না, তোমাদের প্রতি আল্লাহতালার সেই কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করিলেন, তাহাতে তোমরা তাঁহার কৃপায় পরস্পরের ভ্রাতা হইলে, এবং তোমরা অনৈক্য ও (অজ্ঞতারূপ) অগ্নিপার্শ্বে পঁহুছিলে, তাহা হইতে তিনি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এ রূপে আল্লাহতালা তোমাদের জন্য আপন নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন– তোমরা পথপ্রাপ্ত হও, এবং তোমাদের মধ্যে এমন এক মণ্ডলী অবশ্য থাকা প্রয়োজন যাহারা লোকদিগকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে, এবং বৈধ কার্যে উৎসাহিত ও অবৈধ কার্য হইতে নিবারিত করিবে, ইহারাই সেই সকল লোক যাহারা সফলকাম হইবে। যাহারা বিচ্ছিন্ন (একতাবিহীন) হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের নিকটে নিদর্শন সকল উপস্থিত হওয়ার পরও ঐক্যবদ্ধ হয় নাই তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে!' সূরা আল এমরান, ১১ রুকু, ১০৩-১০৫ আয়াত।

"হে মুসলমানগণ, তোমরা ধৈর্যশীল হও এবং পরস্পর ধৈর্য ধরার কাজে প্রতিযোগিতা কর, সকলে একযোগে দৃঢ় হইয়া থাক, এবং খোদাতালাকে ভয় কর, তোমরা সফলকাম হইবে।" সূরা আল এমরান, ২ রুকু, ২০০ আয়াত।

www.pathagar.org

হাদিস

১। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, সকল মুসলমানই একটি নরদেহ স্বরূপ। তাহার চোখে যদি বেদনা উপস্থিত হয়, তবে তাহাতে তাহার সমস্ত দেহই অধীর হইয়া উঠে, এবং যদি তাহার মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়, তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই বেদনা যুক্ত হইয়া পড়ে। (নোওয়ান শির মেশকাত)।

২। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান মুসলমানের পক্ষে (একে অপরের) ভিত্তিস্বরূপ। তাহার এক অংশ অপর অংশের ভার বহন করে, তৎপর তিনি স্বীয় এক হস্তের অঙ্গুলী নিচয় দ্বারা দ্বিতীয় হস্ত উত্তোলন পূর্বক বলিলেন যে, "এইরূপ"। (আবু মুসা মেশকাত)

৩। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই সম্প্রদায় (অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়) হইতে বিন্দুমাত্র দূরে গেল (অর্থাৎ অনৈক্য স্থাপন করিল) যেন ইসলামের রজ্জু স্বীয় স্কন্ধ হইতে নিক্ষেপ করিল। (আবি জার মেশকাত)

৪। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে (অর্থাৎ সখ্যতা স্থাপন করে) তখন উচিত যে, সে এবং তাহার পিতার ও বংশের পরিচয় লয়, তাহাতে প্রণয় দৃঢ়ীভূত হয়। (এজিদ মেশকাত)

আল্লাহ ও রসূলের এই সমস্ত অমৃত-নিস্যন্দিনী মহতীবাণী হইতে শক্তি ও ঐক্য, পর ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবন গঠনের কি স্বর্গীয় ইঙ্গিতই না প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত মোছলেমচিত্তকে এক মন্ত্রে এক জ্ঞানে এক ধ্যানে একভাবে করিয়া এক মহাজাতি সংগঠন করিতে হইবে। সেই জাতি নিখিল মানবজাতিকে শান্তির অমৃতধারা এবং জ্ঞানের কৌমুদীজাল বিতরণ করিয়া পৃথিবীতে শোভা বিস্তার করিবে। ইহাই হইতেছে আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্য। অহো! আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি, আর আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি!!! আমরা জামাআতে নামাজ পড়ি ও রোজা রাখি; কিন্তু হায়! এই সমস্ত নামাজ-রোজার উদ্দেশ্য যে মুসলমানের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে যোগ রক্ষা করা, এক মোছলেমের বিপদে সহস্র মোছলেমের হস্ত বিস্তার করা, একজনের অপমান ও লাঞ্ছনায় সহস্রচিত্তে বেদনা ও ব্যথার বিক্ষোভ উপস্থিত হওয়া, তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। জুমআ, জামাআতে নামাজ পড়িয়াই আমরা মনে করিতেছি, আমরা খোদার পেয়ারা বান্দা। আহা! ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতে আমাদের কি মহাপতনই না হইয়াছে!!

আমাদের মধ্যে যদি যথার্থ ধর্মতত্ত্ববিদ্ আলেম ও প্রচারক থাকিতেন, তবে আমাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নামাজ-রোজা করিয়া কদাপি মিথ্যা মামলা

www.pathagar.org

মোকদ্দমা করিত না। মুসলমান মুসলমানের সর্বনাশ সাধনের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কখনও আপনাকে আল্লাহর বান্দা ও রসূলুল্লাহর উম্মত বলিয়া দাবি করিতে সাহসী হইত না। মুসলমান কখনও সুদখোর মহাজনের টাকার জন্য মুসলমানের বাড়িঘর ও সম্পত্তি বিক্রি করিবার সহায় হইয়া ইসলাম হইতে খারিজ হইত না। মুসলমান কখনও মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করিয়া নিজের জন্য জাহান্নামের পথ কোশাদা করিত না। ফলতঃ আমাদের আলেমরা কেবল আচার ও অনুষ্ঠানের দিক দিয়াই দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলমানদিগকে মুসলমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নীতি ও চরিত্রের দিক দিয়া মুসলমানেরা যে কিছুমাত্র মুসলমান হইতেছে না সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। এই প্রকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ধর্মের বাহ্য আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ওয়াজ নছিহত করিবার ফলেই, সৎচিন্তা সৎকার্য এবং সৎস্বভাব হইতে মুসলমানেরা বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। আলেমদিগের উচিত যে মুসলমানদিগের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা, নীতি উদ্দেশ্য এবং তাহার সুফল সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ যদি অবহিত হইতেন তাহা হইলে আমাদের পূর্ণিমার কৌমুদী দীপ্ত জাতীয় জীবন আকাশে অমাবশ্যায় এহেন অন্ধতমসা কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না।

তাই বলিতেছি যে আলেমরা যদি ইসলামের উদ্দেশ্য, গতি ও নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা হইলে সর্ববিপদ বিনাশিনী সর্বার্থ সাধিকা, সর্ববিঘ্ন বাধাবিচূর্ণকারিণী একতাকে এমন করিয়া বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত সৌভাগ্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া এমন তুচ্ছ নগণ্য এবং হতভাগ্য হইতাম না।

হে মুসলমান যুবক! স্মরণ রাখিও, হাজার নামাজ-রোজা কর, হাজার কোরআন ও তস্‌বী পড়, কিন্তু প্রাণের ভিতরে যদি মুসলমানের জন্য একটু হামদর্দ্দি অনুভব না কর, মুসলমানের দুঃখ বিপদে তোমার চিত্ত যদি বিগলিত না হয়, যে কোনও শ্রেণীর মুসলমানের জন্য তোমার মঙ্গলেচ্ছা যদি শত ধারে প্রবাহিত না হয়, তাহা হইলে মোমিন বলিয়া দাবী করিবার তোমার কোনও অধিকার নাই। হে মোছলেম! তুমি যদি মোছলেম ভ্রাতার জন্য প্রেমের পরিবর্তে সহানুভূতির পরিবর্তে, সহমর্ম্মিতার পরিবর্তে এক বিন্দু হিংসাও অন্তরে পোষণ কর, তাহা হইল তুমি প্রকৃত মুসলমান নহ। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান বলিয়া দাবী করিবার কোনও অধিকার তোমার নাই।

বাজারে জিনিস পত্র ক্রয় করিবার সময় তুমি দেশীয় ভ্রাতার দোকানে যে জিনিস পাইতে পার, তাহা যদি বিদেশীয় দোকান হইতে ক্রয় কর, তাহা হইলেও

www.pathagar.org

তোমার মুসলমান হইতে অনেক বাকী আছে। ফল কথা, হে নব্য যুবক মণ্ডলী ও ছাত্রবর্গ! তুমি মুসলমানের সহিত এমন কথার আলোচনা কর যাহাতে তোমাদের মধ্যে প্রীতির সূচনা হয়। এমন ব্যবহার কর, যে ব্যবহারে তোমার ভ্রাতা তোমার দিকে আরও আকৃষ্ট হয়। এমন সহানুভূতি ও সদ্‌ভাব দেখাও যাহাতে তাহার চিত্ত তোমার প্রতি বিগলিত হয়। ইহাই ইসলামের শিক্ষা, ইহাই ইসলামের উন্নতি পথের দীক্ষা। এই সদালাপ, সদভাব, সহানুভূতি, সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শনের ফলেই আমাদের পূর্ব-পুরুষগণের চিত্ত ও মন একীভূত হইয়া ঐক্যের মহিমাময়ী শক্তি ও গরিমাময় প্রভাবে তাঁহাদিগকে সকল জাতির পূজনীয় স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই ঐক্যবলেই তাঁহারা এই মর- মেদিনীতে কীর্তির চির কৌমুদী মণ্ডিত অপার্থিব যশঃধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

আর মূর্খ ও বেওকুফ আমরা! আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কল্যাণ ও মঙ্গল রজ্জু ঐক্য, সখ্য ও ভ্রাতৃভাবের বন্ধন ছিন্ন করিয়া শৃগাল-কুকুরের ন্যায় নিতান্ত উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত জীবন লইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। ধিক্ আমাদের জন্মে ও জীবনে! ধিক্ আমাদের মতিগতিতে। আর শত ধিক শিক্ষা দীক্ষার।

হে মোছলেম যুবক! যদি মহতী একতার বলে পৃথিবীতে কল্যাণ সম্পদের অধিকারী হইতে চাও, তাহা হইলে আবার প্রীতি ও ক্ষমাপূর্ণ অন্তর লইয়া উদার ও মহানভাবে ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্র হইয়া জাতীয় জীবন গঠনে বদ্ধপরিকর হও এবং সকল দ্বন্দ্ব-কলহ ও মতানৈক্য ভুলিয়া গিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মহাশক্তি সংগঠনে লাগিয়া যাও। এবং সেই ঐক্যবলে আবার তোমরা ভূমণ্ডলে মহাজাতিত্ব ও মহা প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা কর।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০।

www.pathagar.org

শক্তির প্রতিযোগিতা

এই বিশাল ও বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া সর্বত্র সর্বভূতে সর্বকালে শক্তির লীলা প্রকটমান। সর্বকাল বিজয়িনী সর্ব ক্ষমতা শালিনী শক্তির প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস এই বিশ্বের অণু-পরমাণু পর্যন্ত বিকম্পিত, বিচলিত এবং বিকাশমান। জীবজগতে এই শক্তির লীলা ও ক্ষমতার বিকাশ অধিকতর রূপে পরিস্ফুট। জীব-জগতের মধ্যে মানুষ আবার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলিয়াই তাহার জীবন-মরণ, উত্থান-পতন সমস্তই হইতেছে শক্তির ইতর বিশেষ লইয়া।

এই অসীম বিশ্বের নিয়ন্তা আল্লাহ তাআলার স্বরূপই হইতেছে শক্তি। তাঁহার সমস্ত মহিমা ও গরিমা, তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব এবং কুদরত ও বুজর্গীর পরিচয় হইতেছে শক্তির ভিতর দিয়া। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা আল্লাহতাআলার যতরূপ নামের নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক নামেই কেবল শক্তির বিশদ পরিচয় বিরাজমান। মানুষ সেই আল্লাহ তাআলার মহাশক্তির বা মহাজ্যোতির বিভূতি স্বরূপ। এই জন্যই মানব জগতে শক্তির আদান-প্রদান, প্রতাপ ও প্রভাব এবং লীলাখেলা লইয়া মানব জাতির সভ্যতা ও গৌরবের ধারা অনন্তকাল হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষের যাহা মনুষ্যত্ব তাহা শক্তির বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানসিক, শারীরিক এই আধ্যাত্মিক– শক্তির এই ত্রিপথ ধারার সম্মিলন ও সামঞ্জস্যই হইতেছে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ।

ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি এবং অবনতি যেমন শক্তির আধিক্য বা ন্যূনতা লইয়াই বিবেচিত হয়, মানবের রাষ্ট্রগত কিম্বা জাতিগত জীবনেও অবিকল তাহাই। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন যত রকমের শক্তি যত বেশী রকমে ফুটিয়া উঠিবে, তাহার সম্মান এবং প্রতিপত্তি তত অধিক হইবে। জাতিগত জীবনেও তেমনি। যে জাতির ভিতরে যত রকম শক্তির যত বেশী বিকাশ ও প্রভাব ফুটিয়া উঠিবে, দুনিয়া তাহাদের চরণেও তত বেশী রকমে লুটিয়া পড়িবে। তাহারাই এই বিপুল বসুন্ধরার কর্তৃত্ব ও সম্ভোগের অধিকারী হইবে; ইহাই বিশ্ববিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধি। সুতরাং ইহাই ধর্ম। এই বিধি বা ধর্মের কখনই ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

www.pathagar.org

এই বিশাল সৃষ্টির অণু-রেণু-পরমাণুতে কেবল শক্তিরই ক্রীড়া এবং আধিপত্য। সৃষ্টির কোথাও একবিন্দু দয়া, করুণা বা অনুগ্রহের কথা নাই। কেবল শক্তির ক্ষমতা ও দম্ভেরই বিজয় গৌরব সর্বভূতে সর্বকালে দৃশ্যমান। সুতরাং যাহারা মূর্খতা এবং অজ্ঞতা বশতঃ প্রভুত্ব ও পরাক্রমশালী জাতির দরজায় গলায় কাপড় লইয়া দেহি দেহি রবে করুণ কণ্ঠে দয়া ও করুণা যাচঞা করতঃ নিজেদের অল্প এবং অপূর্ণ মানবতাকে সক্ষম ও পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি এবং চীৎকার করিয়া বেড়ায়; তাহাদের অবস্থা আলোকবর্তিকা ভ্রমে ভূতের আলো বা আলেয়ার আলোর পিছে পিছে ধাবনশীল বেওকুফ বা অর্বাচীনের উপহাসজনক প্রহসন মাত্র।

মরুভূমিতে গঙ্গার শীতল জল পানের আশা যেমন, প্রভু জাতির করুণার ভিখারী হইয়া স্বাধীন হইবার কল্পনাও তেমন। পৃথিবীর সকল জীবের ভিতরে যেমন দারুণ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, মানুষের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যেও তেমনি শক্তি প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। এই প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যে জাতি যত পাণ্ডিত্য, বীরত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে, যাহারা দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া আপনাদের জাতীয় জীবনকে যত উন্নত, মহৎ ও বীর্যশালী করিয়া তুলিবে, তাহারাই না আকাশের বুকে তত উচ্চে বিজয় পতাকা উড়াইতে সমর্থ হইবে। তাহারা পৃথিবীর ভাগ্যচক্রের নিয়ন্ত্রণে তত অধিক প্রভুত্ব পরাক্রমের পরিচয় প্রদান করিবে। জগতের সুখ-সৌভাগ্য তাহারাই তত অধিক পরিমাণে লুটিয়া লইবে। পরাজিত জাতির স্কন্ধে নির্ভর করিয়া তাহারাই আরব্য উপন্যাসে কথিত সিন্দবাদ সওদাগরের স্কন্ধারোহী দৈত্যের ন্যায় উচ্চ বৃক্ষের সুরসাল ফল ভোগ রূপ উন্নতির পদমর্যাদা এবং গৌরবের যশোভাগী হইবে।

আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান ধর্ম ধর্ম করিয়া দিন রাত পাগল। তাহারা ধর্ম ব্যতীত, ধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত আর কোনও ব্যাপার বা রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে চায় না। শক্তির প্রাবল্যের পরিচয় ও আশ্রয় ব্যতীত ধর্ম যে এক মুহূর্তের জন্যও টিকিতে পারে না, তাহারা তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশে কালে কালে যে সকল ধর্মমত সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সকলের পিছনেই শক্তির তরবারী ফলক চমকাইয়াছিল।

মহাযশাঃ বুদ্ধের জীব-দুঃখকাতরতা এবং মহা বৈরাগ্যের ফলে কঠোর তপস্যা ও গভীর চিন্তা হইতে বোধিদ্রুম মূলে বৌদ্ধধর্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ইহা

www.pathagar.org

সত্য। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত মহারাজ-চক্রবর্তী অশোকের শাশ্বতীত এবং বিশ্ববিজয়ী দোর্দণ্ড বাহুর আশ্রয় না পাইলে উহা চীন ও বর্মা, শ্যাম দেশ ও সিংহলে কখনও বিজয় পতাকা উড়াইতে সমর্থ হইত না। সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী হজরত ঈশা (যীশুখৃস্ট) বাইবেলের ধর্ম প্রচার করেন ইহা সত্য। কিন্তু সে ধর্ম কোন্ শ্রেণীর কয়জন লোক গ্রহণ করিয়াছিল? মহা নরপতি কনস্টান্টাইনের পূর্বে কতিপয় দীন হীন ভিক্ষুক কাঙ্গাল ও মৎস্যজীবীর মধ্যে এই ধর্মের ভক্তি-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। দিগ্বিজয়ী নরপতি কনস্টান্টাইন যখন তাঁহার দোর্দণ্ড রাজশক্তি লইয়া এই ধর্মের সেবায় জীবন-মন উজাড় করিলেন, তখনই তাহার প্রভুত্ব পরাক্রমের মহিমায় এবং শোণিত তরবারির ঔজ্জ্বল্যে খৃষ্টের দীন হীন "কণ্টক মুকুটে"র ধর্ম রাজমুকুটে বিশোভিত হইয়া দশদিক উজ্জ্বল করিয়া নিজের মহিমা ও প্রতাপের কথা জাহির করিয়া বসিয়া আজও খৃস্টীয় ধর্ম শুধু অগণিত রাজশক্তির প্রবল প্রতাপে এবং অগণিত কামানের ভৈরব গর্জনের ভিতর দিয়াই পাদরীর ক্ষীণ কণ্ঠের প্রচার মহিমা হইতে লক্ষ গুণে প্রচারিত এবং মহিমান্বিত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

জীব-জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় বিশ্বমানবতার মহা আদর্শ হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ক্রমাগত চত্বারিংশ বর্ষের ধ্যান ও চিন্তার ফলে ইসলামের পুণ্য আলোক প্রাপ্ত হন। অনেক দিন পর্যন্ত এই স্বর্গীয় ইসলামের নূর ক্ষীণ ও স্তিমিতভাবে পর্ব্বত কন্দরে মরুর নিভৃত কুটিরে এবং নিবিড় বনে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় বিরাজ করিতেছিল। ইহার প্রচারক মহানবী মোস্তফাকে ছদ্মবেশে প্রাণ ভয়ে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন (হিজরত) পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মদিনায় যাইয়া যখন নতুন শক্তি লাভ করিল এবং সেই শক্তির বলে যখন মহামান্য মোস্তফা, মক্কা জয় করিয়া তাঁহার অমিত বিক্রমের পরিচয় প্রদান পূর্বক প্রতাপশালী নরপতিরূপে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন; তখনই ইসলামের আলোক শতগুণে উজ্জ্বলতর হইয়া পৌর্ণমাসী শশধরের বিমল জ্যোৎস্না-লহরীর মত সমগ্র আরব ভূমিকে আলোকিত এবং পুলকিত করিয়া তুলিয়াছিল। তৎপর যখন তাঁহার সিংহ সংহনন পরাক্রমশালী শিষ্যবৃন্দ লক্ষ তরবারীর ফলকের ঔজ্জ্বল্যে দিগ্বলয় চকিত ও সন্ত্রাসিত করিয়া তদানীন্তন পৃথিবীর ভাগ্যচক্রের বিধানকর্তা রোম ও পারস্য সম্রাটের দিগন্ত প্রসারী সাম্রাজ্য অমিত প্রভাবে দখল করিয়া লইয়া ক্রমশঃ আটলান্টিকের তরঙ্গ বিধৌত স্পেন ও মরক্কো হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের বীচিবিধৌত মালয় ও ফিলিপাইন পর্যন্ত বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তখন, কেবল তখনই ইসলামের মহিমার বিভা মধ্যমার্তণ্ডের প্রচণ্ড ময়ূখমালার

www.pathagar.org

ন্যায় নিখিল জগতে ব্যাপৃত, বরিত এবং পূজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ধর্মের প্রভাবের মূল্যেও রাজশক্তির প্রভাব একান্ত প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত ধর্মমত প্রবল রাজশক্তির শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, (যেমন বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, ইহুদী ও জৈন ধর্ম প্রভৃতি) উহারা অকূল সমুদ্রে ভাসমান তিমিরাবৃত ক্ষুদ্র দীপ বুকে জোনাকীর ন্যায় মাত্র বিরাজ করিতেছে।

ফলতঃ যেখানে শক্তি নাই, তেজঃ নাই, বিক্রম নাই, আধিপত্য নাই— সেখানে ধর্মও নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ধর্ম ত শুধু ভোগের জন্য নয় তাহাদের যে ত্যাগের কথাও যথেষ্ট আছে। ধর্মের মহিমা যে ত্যাগের ভিতর দিয়াই গৌরব প্রকাশ করে, ইহা খুবই সত্য। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, ভোগে দখল না থাকিলে ত্যাগের অধিকার আসিবে কোথা হইতে? যে ভোগ করিতে পারে, সেই ত্যাগ করিতে পারে। এই ভোগের অধিকার পয়দা করিতে গেলে চাই শুধু মহিয়সী শক্তির বিশ্ব-চক্ষে ধাঁধা লাগানো করালী-লীলা। চাই প্রভুত্বের দম্ভ এবং বিজয়ের গরিমা। চাই পৃথ্বিগ্রাসিনী উদ্দাম শক্তি এবং পৃথ্বিশাসন নিয়ন্ত্রণকারী প্রবল রাজদণ্ড। যাহারা পৃথিবীকে বীরের মত ভোগ করিতে পারে, যাহাদের চরণতলে পৃথিবীর ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়, শুধু তাহারাই পারে বীরের মত ভাগ্যের মহিমা দেখাইতে এবং পৃথিবীর কল্যাণ ও মঙ্গলে দুই হাতে জলের মত ধন-রত্ন ব্যয় করিতে। ধনী যেমন কৃপণ হয়, তেমনি দাতা হওয়াও তাহারই পক্ষে সম্ভব। নিঃসম্বল ও দরিদ্র যে, সে দাতা হইবে কেমন করিয়া? সে দান করিবে কি ছাই ভস্ম? মানুষ যেমন পুত্রত্বের ভিতর দিয়াই পিতৃত্ব লাভ করে, প্রকৃতি যেমন শীতের জড়তার ভিতর দিয়াই বসন্তের পর যৌবনের উল্লাস লাভ করে, জাতিও তেমনি শক্তিসঞ্জাত আধিপত্যের ভিতর দিয়াই বিশ্বোজ্জ্বল গৌরবের মুকুট মস্তকে ধারণ করে। এই গৌরব এবং আধিপত্য লাভের অধ্যবসায়, আত্মদান, সাহস ও পরাক্রমের সোপানে সোপানে তাহার মনুষ্যত্বের শোভা, বাসন্তী উদ্যানজাত ফুলের ন্যায় থরে থরে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যে জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়া গোলামীর অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে পতিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ধর্মের যথার্থ গৌরব লাভ করা একবারেই অসম্ভব।

ফল কথা, শক্তি-সাধনার ভিতর দিয়াই যথার্থ ধর্মপ্রাণতা লাভ করিতে হয়। এই পরাধীন ও পরপদ লুণ্ঠিত ভারতবর্ষে সেই জন্য যথার্থ ধর্ম যাহা, তাহার প্রায় কিছুই নাই। আছে কেবল ধর্মের কতকগুলি বাহ্য আচার অনুষ্ঠান এবং দাড়ি ও টিকির বহর। অনেকেই আমার কথায় চমকিত ও বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু

www.pathagar.org

ভাবিয়া দেখিলে আমি যাহা বলিতেছি তাহাই জ্বলন্ত সত্য। যে দেশের অর্ধেক লোক পেট পুরিয়া আহার করিতে পায় না, ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরে এবং নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-সদনে গমন করে; অথচ তেত্রিশ কোটি লোক তাহার প্রতিকার সাধনে তেমন কোনই চেষ্টা করে না, তাহারা যদি ধার্মিক বা ধর্মশীল হয় তাহা হইলে আমি জানি না, অধার্মিক কাহারা? যে দেশে দুগ্ধের অভাবে অগণিত মানব শিশু শৈশবেই ভবলীলা সাঙ্গ করে এবং যে দেশের শাস্ত্রে 'মদ্যং অপেয়ম, অদেয়ম, অস্পৃশ্যম' "খবর আন্ হারোমন্ কুল্লো মস্কিরণ হারামোন", সে দেশের অলিতে গলিতে মদের দোকান দিন দিন গুলজার হইতেছে, জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি ধর্মপ্রাণতার লক্ষণ? যে দেশ পরাধীনতার হাতকড়ি ও বেড়ি পরিয়া কলঙ্ককালিমা মুখে লেপিয়া পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘের নিকট অপাংক্তেয় হইয়া রহিয়াছে, সেই দেশের লোক সামান্য টাকার লোভে সৈন্যদলে ভর্তি হইয়া নানা স্বাধীন দেশের রাজ মুকুটকে বিজাতির চরণে লুণ্ঠিত করিবার জন্য নিজের রক্ত দান করিতেছে, তাহারা মানুষ কি পশু পদবাচ্য, তাহা পাঠকগণই নির্দেশ করুন।

এই ব্যাপারে ভারতবাসী বিশেষত ভারতীয় মুসলমানগণ যে একান্তই ধর্মজ্ঞানহীন এবং ভ্রাতৃদ্রোহী, তাহার অতি প্রকট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের ধর্ম কেবল কতগুলি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের রহস্য জালে সমাচ্ছন্ন। আমাদের মন সত্যপ্রিয়তা, মানব-হিতৈষণা এবং ভ্রাতৃপ্রেম হইতে একেবারেই বঞ্চিত। যেখানে ধর্ম প্রতিপালন করিতে গেলে কঠিন ও কঠোর অবস্থায় পড়িবার সম্ভাবনা, কিম্বা নির্যাতন এবং লাঞ্ছনার ভয়, সেখানে আমাদের ধর্মবুদ্ধি একবারেই নিরবে ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে কোন গুরুত্ব ও বিপদ নাই, কেবল দোওয়া দরুদ ও তন্ত্র-মন্ত্র পড়া, জল ছিটান এবং অজু করা, দাড়ি হেলান ও টিকি নাড়া, শুধু সেইখানেই আমাদের ধর্ম-বুদ্ধি বর্ষার ব্যাঙের ছাতার ন্যায় প্রচুর পরিমাণে গজাইয়া উঠে। আমাদের বিস্তর শিক্ষিত লোক রাতদিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে মজবুত যে ইংরাজ বা পাশ্চাত্য জাতির কোন ধর্ম নাই; ধর্ম যাহা আছে তাহা কেবল আমাদের.. কোন মহারথী ইহাও ঘোষণা করিতে লজ্জা বোধ করেন না যে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারে জিতিয়া উঠিতে না পারিলেও ধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের চক্ষে জয়শীল এবং বরেণ্যরূপে ফুটাইয়া তুলিবে।

এরূপ কথা এবং এরূপ দম্ভ কেবল চিরপদানত গোলাম জাতির মুখ হইতেই উচ্চারিত হইতে পারে। ইংরাজের ধর্ম নাই অথচ ভারতবর্ষের যত গলিত কুষ্ঠ

www.pathagar.org

রোগীর আশ্রম খুলিয়াছে তাহারাই। পৃথিবী হইতে দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিয়াছে তাহারাই। নিখিল দুনিয়ার সমস্ত সাগর ব্যাপিয়া যে সমস্ত ভীষণ বোম্বেটের দল (Pirates) ছিল, তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করিয়াছে তাহারাই। প্রজাতন্ত্র গভর্নমেন্টের প্রভাব ইসলামের মূলে থাকিলেও, তাহা হাজার বৎসরের স্বেচ্ছাচার শাসনের অন্ধতমসায় একেবারেই লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক জগতে... উজ্জ্বল করিয়া এবং হাওয়ার মত পরিসেব্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে শুধু পাশ্চাত্য জাতিরাই। মুসলমান বড় ধর্মপ্রাণ বটে, কিন্তু তাহারা কোরআন শরীফ প্রচারের জন্য একটি পয়সাও খরচ করেন না। আর খৃস্টানেরা একেবারে স্বধর্মে আস্থাহীন। যেহেতু বৎসর বৎসর ৫০ পঞ্চাশ লক্ষের উপরে বাইবেল পৃথিবীর ৩০০ ভাষায় বিনামূল্যে বা নাম মাত্র মূল্যে প্রদান করেন। মুসলমানেরা তামাম দুনিয়ায় ইসলাম প্রচারিত হউক ইহাই কামনা করে এবং ইহা তাহাদের শাস্ত্রের বিশেষ আদেশ। সেই জন্য রাজশক্তিগুলিও পৃথিবীর কোথাও একটি প্রচারক ও মিশন পাঠান না।

সুতরাং মুসলমানেরা খুবই ধর্মপ্রিয়। আর খৃস্টানেরা নিজের ধর্মে বিশ্বাসী নহে। সেই জন্য আফ্রিকা ও এশিয়ার দুর্গম বনজঙ্গলে এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও বৈদেশিক হত্যাকারী অসভ্য জাতিদিগের ভিতরে ধর্ম প্রচারের জন্য মহা কষ্ট স্বীকার ও টাকা খরচ করিয়া দলে দলে ছুটিয়া যায়।

ইংরাজরা বা পাশ্চাত্য জাতিসকল বড় অধার্মিক। যেহেতু সমুদ্রে জাহাজ ডুবি হইলে তাহার অগ্রে নারী ও শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করে। আর আমরা বড় ধার্মিক। সেহেতু আমাদের নৌকাডুবির উপক্রম হইলে নারী শিশুদিগের প্রতি কোন বিচার না করিয়া অগ্রে নিজের পৈতৃক প্রাণটি রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করি। ইংরাজ ও পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম নাই। অথচ তাহারা নিজের দেশের পাড়ায় পাড়ায় দাতব্য ঔষধালয়, হাসপাতাল, পান্থশালা, অন্ধ বিদ্যালয়, মূক বিদ্যালয়, পশু চিকিৎসালয়, কুষ্ঠাশ্রম এবং অনাথাশ্রম প্রভৃতি সর্বসাধারণের উপকার জনক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। আর আমরা বড় ধার্মিক। আল্লাহর নামে, হরি নামের কথায় আমাদের হিন্দু-মুসলমানদের দুই চক্ষে ধারা বাহির হইয়া যায়, সংকীর্তন করিতে করিতে আমরা মাটিতে গড়াইয়া লুটাপুটি খাই। মহরমের সময় ছাতি পিটিয়া থাকি। সেই জন্য আমাদের দেশে অন্ধ, আতুর ও মূক শেয়াল কুকুরের ন্যায় অলিতে গলিতে পড়িয়া মরিলেও তাহাদের শিক্ষা, আহার্য ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন বন্দোবস্ত করিতে আমাদের প্রাণ-বীণায় কর্তব্যের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে না।

www.pathagar.org

এই সমস্ত হইতেছে ধর্মপ্রাণতার 'ন্যাকামী'। ইহার ভিতরে সত্যিকার ধর্ম কিছুই নাই। ইহা কেবল ধর্মের অসার খোসা ভুষি ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জন্য বলিতেছি যে, যেখানে শক্তি নাই, শক্তির সমাদর নাই, মহৎ হইবার– বৃহৎ হইবার ইচ্ছা নাই, বিপুল হইবার বিরাট হইবার কল্পনা নাই, সেখানে ধর্মের বিন্দু বিসর্গও নাই। আত্ম উপলব্ধি, আত্ম-প্রতিষ্ঠার, আত্ম-প্রসারের ভিতর দিয়া ধর্মের সূচনা এবং আত্মশক্তির বিপুল দ্যোতনা ও সভ্যতার বিপুল ব্যঞ্জনাতেই হইতেছে ধর্মের পূর্ণ পরিণতি। সুতরাং পরাধীন দুর্ব্বল, সর্বতোভাবে শক্তিহীন জাতির পক্ষে ধর্ম ধর্ম করিয়া চিৎকার করা বা ধার্মিকতার ভান করা অন্ধের পক্ষে চন্দ্রমা দর্শনের বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের পূর্বকথা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ইংরেজের এই প্রভাব ও প্রতিপত্তির মূলে বা শাখায় কোন কলঙ্ক বা পাপ নাই। এই আলো আঁধার ও পাপ-পুণ্য মিশ্রিত পৃথিবীতে অন্ধের সহিত অন্ধকার এবং পুণ্যের পিছনে পাপ চিরকালই থাকিবে। সুতরাং কোন জাতির ব্যক্তিগত জীবন যেরূপ সম্পূর্ণভাবে নিস্পাপ হইতে পারে না, জাতিগত জীবনও তেমনি সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে না। পাপ চিরকালই থাকিবে। তবে পুণ্যের প্রভাব জেয়াদা ও পাপের প্রভাব কম হওয়া দরকার। আলোক চিত্র বা ফটোগ্রাফ তুলিতে হইলে যেমন আলোকের সঙ্গে ছায়াপাত করিয়া ফটোগ্রাফ ফুটাইয়া তোলা হয় তেমনই মানব চরিত্রের পূর্ণ এবং গৌরবের প্রদীপের নীচে ঈষৎ পাপান্ধকার থাকিবে। বিজয়ী ও প্রভু জাতির পক্ষে পরাধীন ও পর পদলেহী জাতিকে নির্যাতন নিষ্পেষণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তুমি যদি অম্লান বদনে ও নীরবে অত্যাচারিত, অবিচারিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত হইতে পার, তাহাতে যদি অধর্ম ও অন্যায় বোধের তীব্র সূচি তোমার প্রাণকে বিদ্ধ না করে; তাহা হইলে অত্যাচার করিবার যাহার শক্তি আছে, তোমার কান মলিয়া ও নাক কাটিয়া দেয়, তাহা হইলে কি তাহারই শুধু অন্যায় হইবে? কোন ব্যক্তি বা জাতি যখন কোনও ব্যক্তি বা জাতির প্রতি অত্যাচার করে, তখন সে যদি তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে কেবল নিজে অত্যাচারিত হইবার জন্য সে পাপী হইবে, তাহা নহে; পরন্তু অত্যাচারীকে বাধা না দিবার জন্য তাহারই পাপ হইবে। কারণ শক্তির প্রকৃতিই এই যে তাহা বাধা না পাইলে অনেক সময়ই অন্যায়ের পথে ছুটিয়া যায়। এই জন্য গোলাম ও বিপন্ন জাতি রাতদিন খোদা খোদা বা হরি হরি করিয়া যতই কাঁদাকাটি করুক না কেন, মসজিদ ও দেব মন্দিরে ধর্ণা দিয়া যতই পড়িয়া থাকুক না কেন, বিধাতার আশীষ কখনও তাহাদের মস্তকে বর্ষিত হয় না। বিধাতার আশীর্বাদের মঙ্গল ধারা

www.pathagar.org

তখনই জাতির শিরে বর্ষিত হয়– জাতি যখন ঘুমন্ত পুরুষকারকে জাগাইয়া তুলিয়া কঠোর সাধনা বলে আত্ম-শক্তির দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া সমস্ত অমঙ্গলের ও অত্যাচারের বন জঙ্গল পোড়াইয়া দেয়। আসল কথা হইতেছে এই যে, যতক্ষণ তুমি শক্তি সাধনায় তোমার প্রভুজাতির উপরে না উঠিতেছ, ততক্ষণ তোমাকে তাহার প্রভুত্বের পাদুকাতলে নিষ্পেষিত হইতেই হইবে। সুতরাং আমরা যদি বাঁচিতে চাই, পৃথিবীর এই মুক্ত বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া মুক্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে চাই, ভারতের আকাশ প্রতিদিন যেমন নবীন ঊষার কনক কিরণ রাগে শোভমান হইয়া উঠে, আমরা যদি তেমনই স্বাধীনতার পুণ্যদীপ্তি-ঝলসিত মহিমার হিরণচ্ছটায় আমাদের বদন মণ্ডলকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতে চাই; গঙ্গা-যমুনার সর্ববিধ বাধা-বিঘ্ন বিমর্দ্দিনী মুক্ত-ধারার ন্যায় আমাদের জীবনের ধারাকে প্রসারিত করিতে চাই তাহা হইলে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের বিপুল জনসংঘকে স্বাধীনতার পূর্ণ রসাস্বাদনে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেই হইবে। স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে হইলে সকল বিপদাপদের দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার ভয় পরিহার করিয়া আমাদিগকে ঐক্যের বলে মহীয়ান এবং মনের বলে তেজীয়ান হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। অতীত ইতিহাসে শক্তির অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত যখন কোন জাতি মুক্তির অমৃত ধারা পান করিতে সমর্থ হয় নাই– তখন আমাদিগকেও প্রবলরূপে এই শক্তির অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা সর্বতোভাবে লাভ করিতে হইবে।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, ২৫শে মে ১৯২৩।

www.pathagar.org

হিন্দু-মুসলমান

কংগ্রেসে, কন্‌ফারেন্সে, নানা সভা সমিতিতে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ও সাধারণ আলোচনা ক্ষেত্রে সর্বত্র সর্বদাই হিন্দু-মুসলমানে, একতা ও সম্প্রীতির আবশ্যকতার কথা শুনা যায়। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও একতা ব্যতীত খেলাফৎ-সমস্যার সমাধান হইবে না, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ভারতের মুক্তি ও উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এ সকল কথা আমরা সকলেই আওড়াইয়া থাকি। হিন্দু-মুসলমান সমালোচক ও দেশহিতৈষী কর্মীদিগের মধ্যে অনেকেই যে আন্তরিকতার সহিত এ সকল কথা বলিয়া থাকেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের জনসাধারণ এবং কংগ্রেস ও খেলাফৎ পার্টির বহু লোক যে এই কথাগুলি একটি গৎ বাঁধা বাক্যের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং আন্তরিকতার সহিত তাহার গুরুত্ব অনুভব করেন না, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। অনেকেই আজকাল ক'লার, নেক্‌টাই ব্যবহার কিংবা টেরি কাটা বা বিড়ি-সিগারেট পান করার ন্যায় হিন্দু-মুসলমানে মিলনের কথাটা একটা প্যাশন মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। যেখানে দু'চারজন হিন্দু-মুসলমানের একমাত্র সমাবেশ হয়, সেখানেই মিলনের প্রীতিকর গল্পটা ছড়াইয়া দু'এক গৎ বাহবা লইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেন, কিন্তু যদি কোন অভিন্নহৃদয় বন্ধু গোপনে প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন, অমনি বলিয়া ফেলেন, আরে, মিলনটা ত কথার কথা, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি; হিন্দু-মুসলমানে মিলন, আর আগুনে পানিতে মিশ খাওয়া এককথা, তাহা কি সম্ভবপর? কোন কালে হইবে? নয় মণ তৈলও হইবে না, রাধাও নাচিবেন না। মিলনের কথা গাল-গল্প বা স্বপ্নের কাহিনীমাত্র সার।

এই যে দেশের নানা স্থানে হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়া থাকে, এই যে পাঞ্জাবে, যুক্ত প্রদেশে ও সিন্ধুদেশে বর্তমান সময়ে দেশের এই ভীষণ সংকটকালে, খেলাফৎ সমস্যার সমাধান সময় হিন্দু-মুসলমানে ঘোর অশান্তি উপস্থিত। উভয় দল খুনাখুনি করিয়া রক্ত-গঙ্গা প্রবাহিত করিতেছে, এ

www.pathagar.org

সকল কি সেই কৃত্রিম একতা ও মিলন প্রত্যাশার ফল নহে? এ সকল কি পরস্পর অবিশ্বাসের ফল ও আন্তরিকতার অভাবের পরিণাম নহে?

আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সরলভাবে আন্তরিকতার সহিত দেখাইতে চেষ্টা করিব, ভারতের হিন্দু-মুসলমানে বাস্তবিক একতা ও সম্প্রীতির প্রয়োজন আছে কি না এবং ভারতের মুক্তি ও মঙ্গল এই মিলনের ভিত্তির উপর নির্ভর করে কি না? কার্যক্ষেত্রে মিলন সম্ভবপর কি না? যদি সম্ভব হয় তাহার অন্তরায় কি এবং সে সকল অন্তরায় দূর করিবার উপায় আছে কি না? এবং সে সকল উপায় কার্যে পরিণত হইতে পারে কি না এবং কি রূপেই বা হইতে পারে? আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব, ঐরূপ মিলন ও সম্প্রীতির বন্ধনে উভয় জাতির জাতিগত ও ধর্মগত স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে কি না। আশা করি, হিন্দু-মুসলমান পাঠক বিশেষতঃ উভয় সমাজের জাতীয় দলের সম্পাদকগণ ধৈর্যের সহিত আমাদের বক্তব্যগুলি শুনিয়া লইবেন। আলোচনা লম্বা হইবে সত্য, কিন্তু বিষয় যেরূপ গুরুতর তাহাতে পাঠকবর্গ ধৈর্য ধারণ না করিলে উপায়ন্তর নাই।

মিলনের প্রয়োজন

ভারতের হিন্দু-মুসলমানে একতা সম্প্রীতি স্থাপন এবং পরস্পর আন্তরিকতার সহিত মিলনের প্রয়োজন কি তাহাই সর্বাগ্রে দেখাইতেছি :

১. নিজ নিজ ধর্মের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য।

২. জাতিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য।

৩. দেশগত স্বার্থের জন্য।

দেশগত স্বার্থ কথার মধ্যে (ক) কৃষি, (খ) শিল্প, (গ) বাণিজ্য, (ঘ) সম্পত্তিগত, (ঙ) রাজনৈতিক স্বার্থ বা দেশের মুক্তি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের ৩২ কোটি অধিবাসীর মধ্যে মোটামুটিভাবে ২৩ কোটি হিন্দু, ৭ কোটি* মুসলমান, অবশিষ্ট নানা সম্প্রদায় ভুক্ত। সুতরাং সংখ্যা হিসাবে যেমন ভারতের ভাগ্য হিন্দু-মুসলমানের উপর নির্ভর করে, ঐতিহ্য জাতি হিসাবেও ভারতের ভাগ্যের সহিত এই দুই জাতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এবং বেদ, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি আলোচনায় প্রমাণিত হয়, হিন্দু জাতি, অন্ততঃ ৫/৬ হাজার বৎসর পর্যন্ত একাধারে ভারত-ভূমি শাসন করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদই তাহাদের পুরাকালের শিক্ষা-সভ্যতার পরিচায়ক। মুসলমানগণ প্রায় এক হাজার বছরের কাছাকাছি সময়

---

* ১৯২৩ সালের হিসাবে। সম্পাদক।

www.pathagar.org

ভারত শাসন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগ হিন্দু আমলের অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধরা পূর্বেও হিন্দু ছিল, পরেও হিন্দুতে পরিণত হইয়া যায়। অতএব ভারতের ভাগ্য এই দুই জাতির সহিত জড়িত তাহা দেখাইবার জন্য বেশী মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

এখন দেখিতে হইবে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন বা সম্প্রীতির উপর উভয় জাতির ধর্মগত স্বার্থ নির্ভর করে কি না।

ইসলাম ধর্মে নাচ-গান ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদ হারাম বা বর্জ্জনীয় পাপজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হিন্দুর সহিত একতা না থাকিলে তাঁহারা মসজিদ বা গৃহে উপাসনার সময় শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিলে অথবা মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্য-বাজনাসহ আসা-যাওয়া করিলে মুসলমানের উপাসনার ব্যাঘাত হইবে।

যে কোন জমিতে মসজিদ নির্মাণ করিতে চাহিলে হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করিয়া বাধা দিবেন, গো কোরবাণী করিতে চাহিলে তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত করিবেন, কোন স্থানে মক্‌তব-মাদ্‌রাসা স্থাপন পূর্বক ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে হিন্দু সমাজ তাহাতে আপত্তি উপস্থিত করিবে। নিষ্কর দর্গা ও মসজিদগুলির স্বার্থ নষ্টের চেষ্ট করিবে। ফলতঃ এরূপভাবে কত প্রকারে হিন্দুগণ মুসলমানের ধর্ম-কর্ম্মে বাধা দিতে পারে এবং মুসলমানের ধর্মে আঘাত করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সকল ত হইল সাধারণ কথা, হিন্দু মুসলমানে যখন প্রকাশ্যে বিবাদ বাদিয়া উঠিবে তখন, মুসলমানের মসজিদ, দর্গা, মাজার, মক্‌তব, মাদ্‌রাসা খানকাহ্ কবরস্থান, ঈদগাহ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিয়া দিবে। প্রমাণস্থলে পাঞ্জাবের শিখনেতা রণজিৎ সিংহের ঘটনা উল্লেখ করিতে পারা যায়। অন্যদিকে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাহাদের ইচ্ছা ও ধর্মের বিরুদ্ধে যত্রতত্র গো কোরবাণী করিবে, তাহাদের ধর্ম মন্দিরে পূজার সময় বিঘ্ন উপস্থিত করিবে, দুর্গা পূজা উৎসবে নানা প্রকারে বাধা জন্মাইবে। দেবদেবীর প্রতি, দেবমন্দিরের প্রতি, শিবলিঙ্গের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করিবে, বিধবাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিবে ইত্যাদি কত প্রকারে যে উভয়ে উভয় জাতির ধর্মমতের ধর্মগত প্রথা পদ্ধতিতে বাধাবিঘ্নের উপস্থিত করিয়া উভয় জাতির ধর্ম-সম্প্রীতি বিনাশ করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। উভয় জাতির মধ্যে মিলন হইলে, একতা ও সম্প্রীতি স্থাপিত হইলে, উভয় জাতি অত্যন্ত শান্তির সহিত নিরাপদে শান্তভাবে স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে, কোন বিষয় এক জাতির ক্ষতিকর বিবেচিত হইলেও বন্ধুত্বের খাতিরে তাহা সহজেই মানিয়া ও সহিয়া লইবে। হায়, হিন্দু-মুসলমান কি এই মধুর মিলনের সুফল স্বরূপ স্ব স্ব ধর্ম পালন করাও সমীচীন মনে করে না?

www.pathagar.org

জাতিগত স্বার্থ

হিন্দু-মুসলমানে মিল হইলে উভয় সম্প্রদায়ের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যগত স্বার্থ, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিগত স্বার্থ, জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষার স্বার্থ, স্ব স্ব মান, জাতিগত স্বার্থ সমস্তই রক্ষিত হইতে পারে। উভয়ে বিবাদ হইলে একমুহূর্তের জন্য কেহ শান্তির সহিত কাল যাপন করিতে পারিবে না। দেশের স্বাধীনতার ন্যায় বাণিজ্য সমস্তই রসাতলে যাইবে, কৃষিকার্যের ঘোর ব্যাঘাত হইবে। দুঃখ-দৈন্যের নিগড় হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ক্ষেত্রে উভয় জাতি পৃথিবীর সর্ব নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকিবে। উভয় জাতির শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যয়িত হইবে, একজাতি আর একজাতির উন্নতি পথের অন্তরায় হইবে, তৃতীয় বৈদেশিক জাতিরা দেশের সমস্ত সম্পদের উপকরণ এই সুযোগে আত্মসাৎ করিয়া লইবে। হিন্দু-মুসলমান যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

হিন্দু-মুসলমানে মিলন না হইলে, উভয় জাতির মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাদমান থাকিলে কোন জাতির যে মঙ্গল নাই, কোন জাতি যে ধর্ম-কর্ম্মে ন্যায় স্বার্থ সংরক্ষণে, জাতিগত প্রথাপদ্ধতি প্রতিপালনে দেশের মঙ্গলবিধানে শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে একপদও অগ্রসর হইতে পারিবে না এবং সর্বদা ঘোর অশান্তিতে, অসুখে সময় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইবে। ইহা বুঝিতে পারে না এমন অজ্ঞ ও বেওকুফ লোক বোধহয় জগতে কেহ নাই। এক পরিবারের দুই ভাই বা পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে একতা না থাকিলে, পিতা-মাতার, স্বামী-স্ত্রীতে মিল না থাকিলে মানুষের জীবনে কিরূপ ঘোর অশান্তিতে অতিবাহিত হয়, আর দুইটি প্রতিবেশী জাতির পরস্পর ঐক্য না থাকিলে যে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অশান্তিতে সময় কাটিবে— তদপেক্ষা অনেক দুঃখ-দৈন্য ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ সকল জানিয়াও যাহারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে চায় না তাহারা যে খোদাতায়ালার অভিশপ্ত জাতি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজনৈতিক স্বার্থ

উভয় জাতির মিলন ও সম্প্রীতির উপর ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। হিন্দু-মুসলমান এখন উভয় বিজিত প্রজা, উভয় জাতির স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত। জেতা জাতির নিকট কোনরূপ রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধার করিতে হইলে উভয় জাতির সমবেত শক্তির প্রয়োজন। দুই জাতির দুইদিকে

www.pathagar.org

মতিগতি হইলে, ভেদ নীতি অনুসারে উভয় জাতির স্বার্থ পদদলিত হওয়া স্বাভাবিক। স্বায়ত্তশাসনই বল বা ঔপনিবেশিক শাসনই বল আর স্বরাজই বল, যদি কিছু শাসন ক্ষমতা জেতা জাতির নিকট উদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে উভয় জাতির সমরের শক্তির প্রয়োজন। উভয় জাতির মিলন না হইলে শুধু যে আমরা উচ্চ অধিকার লাভে বঞ্চিত হইব তাহা নহে, বরং যাহা কিছু এযাবৎ আধটুকু হস্তগত হইয়াছে তাহাও ক্রমে হস্তচ্যুত হইয়া পড়িবে। দুনিয়াতে এমন কোন জাতি আছে যে একথা বুঝে না– যদি প্রবাস যাত্রাকালে মধ্য পথে বন জঙ্গলে কোন দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া যায়, তখন যদি যাত্রীদলের সকলেই একমত না হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কেহ একদিকে, আর কেহ আর একদিকে ছুটে অথবা পরস্পরের জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা লইয়া টানাটানি ও ছিনাছিনি আরম্ভ করে, তাহা হইলে সকল যাত্রীর যে শুধু টাকা কড়ি ও জিনিসপত্র হস্তান্তর হইবে তাহা নহে বরং জীবন রক্ষাও বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিবে। বনে- জঙ্গলে মহিষ কিম্বা ভেড়ার পালে ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইলে এক মুহূর্তের মধ্যে পালের সমস্ত জন্তু একত্রিত হইয়া শৃঙ্গবিশিষ্ট জন্তুগুলি চতুর্দিকে বৃত্তাকারে এবং মধ্যস্থলে শৃঙ্গবিহীন জন্তুগুলি অবস্থান পূর্বক আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। মানুষ হইয়াও যদি বিপদকালে এরূপ একতা ও শৃঙ্খলানিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব আমরা বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা যে পশু হইতেও অধম তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ভারতের শাসক সম্প্রদায় প্রবল ও বিচক্ষণ জাতি। তাহাদের নিকট কোন স্বার্থ আদায় করিতে হইলে সমস্ত প্রজা-শক্তির একত্র সমাবেশ হওয়া দরকার। মালগাড়ির হাজার হাজার মণ মাল টানিবার জন্য ৬০/৭০ খানা মালগাড়ি টানিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার জন্য যেমন খুব শক্তিশালী ইঞ্জিনের দরকার, ভারতবর্ষের মুক্তিরূপ বিশাল ও ভারাক্রান্ত বোঝা টানিবার জন্যও হিন্দু-মুসলমানগণের মিলিত শক্তির প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার উপায় নাই।

মনে করুন, একদল যদি গভর্নমেন্টের নিকট স্বায়ত্তশাসন চাহে বা স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য কোনরূপ উপায় অবলম্বন করে, আর এক দল যদি তাহার বিরুদ্ধাচরণ বা তাহার প্রতিকূলে চেষ্টা করে, তাহা হইলে রাজশক্তির সহিত যে দল মিলিয়া থাকিবে সে দিকটাই প্রবল হইবে, সেই প্রবল শক্তির নিকট তোমার ক্ষুদ্রশক্তি কোনরূপেই কার্যকরী হইতে পারিবে না, সুতরাং তুমি কোন কালে কোন যুগে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে না। বিজেতা

www.pathagar.org

রাজশক্তির সহিত বিজিত প্রজা সাধারণের একটি ক্ষুদ্র শক্তি মিলিত থাকিলে কোন যুগে সেই সমবেত শক্তির সহিত কোন বিজিত শক্তির তুলনায় দাঁড়াইতে পারিবে না।

এ সকল কথা এত সাধারণ ও সহজ বোধগম্য যে, এজন্য কোন প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা করাই নিস্প্রয়োজন।

এখন আমরা হিন্দু-মুসলমানে মিলন ও একতার পথে যে সকল জটিল প্রশ্নের উদয় হইতে পারে এবং চিন্তা ক্ষেত্রে উদয় হইয়া থাকে সে সকল গুরুতর বিষয় আলোচনায় অগ্রসর হইবে।

হিন্দু-মুসলমানে একতার মূল ভিত্তি বংশগত ঐক্য

ভারতের আর্য জাতি বা উচ্চ বংশীয় হিন্দু জাতি ও উচ্চ বংশীয় মোঘল পাঠানের বংশধর মুসলমান যে একই জাতি, একই বংশোদ্ভুত লোক তাহা অনেকেই চিন্তা করিবার সুযোগ পান নাই। পৃথিবীর জাতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ, ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ভারতের আদ্যবিজয়ী আর্য জাতি মধ্য এশিয়া অর্থাৎ তুর্কিস্তান বা পারস্যের উত্তর সীমান্ত প্রদেশ হইতেই আসিয়াছিল। ইহার প্রমাণ জন্য শারীরিক গঠন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্য, সংস্কৃত ও প্রাচীন পারস্য ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষার পরস্পর মধ্যে বহু শব্দের ঐক্যার্থ, প্রাচীন পারসিকদিগের ধর্মনীতি ও আর্য জাতির বৈদিক ধর্ম, অগ্নি পূজাতে উভয় জাতির একই ধারণা ও বিশ্বাস, অসুর শ্রেণীর দেবতাদের পূজা প্রথা ইত্যাদি অনেক বিষয় সামঞ্জস্য দেখিয়া ঐতিহাসিক ও জাতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন আর্যজাতির আগমন মধ্য এশিয়া বা তুর্কিস্তান বা ককেসাস অঞ্চল হইতেই হইয়াছিল। মধ্য এশিয়াতে তাতার জাতিরই বাস ছিল। মোঙ্গুলিয়ান ও তাতার মূলতঃ উভয়ে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত– একই বংশের দুইটি শাখা বিশেষ। মুসলমান সমাজে যাহারা মোগল ও পাঠান নামে পরিচিত ইহারাও তাতার ও মোঙ্গলিয়ান বংশেরই লোক। মোগল ও পাঠান একই বংশের দুইটি শাখা মাত্র। ভারতবর্ষের মোগল-পাঠানগণ তুর্কিস্তান ও উত্তর পারস্যের ও ককেসিয়ার অধিবাসী। ইহাদের পূর্ব পুরুষ ও আর্য জাতির পূর্ব পুরুষ যে এক ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে আর্য-হিন্দু-মোগল পাঠানের মধ্যে এক ধর্ম বিশ্বাস ও আচারগত পার্থক্য ব্যতীত আর কোনই পার্থক্য নাই। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত ও

www.pathagar.org

মোগল পাঠানগণের শারীরিক বর্ণ, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, গঠন প্রণালী ও স্বভাব চরিত্রের মধ্যে অনেকাংশে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

যে হিন্দু-মুসলমানগণের পূর্ব-পুরুষগণ একই বংশ ও একই জাতির অন্তর্গত সেই জাতিদ্বয়ের মধ্যে একতা ও মিলন হইবে তাহা বিস্ময়কর বিষয় বলিয়া কেন যে পরিগণিত হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যদি ধর্মমত ও ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যের কথা বলেন তাহা হইলে তাহার উত্তর সহজ। হিন্দু জাতির মধ্যে ধর্মবিশ্বাস মতে বহু শাখা-প্রশাখা বিরাজময় নয়, এক মতের সহিত অন্য মতের মিল নাই, অনেক ক্ষেত্রে আগুন-পানির সম্বন্ধ। মুসলমানগণের মধ্যে বহু মতবাদী লোক রহিয়াছে। শিয়া-সুন্নি, খারেজী, বাবী ইত্যাদি এক মতের সহিত আর এক মতের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু ধর্মমত পার্থক্যের জন্য কি তাঁহাদের জাতীয়তা উঠিয়া যাইবে? তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি জাতিগত, দেশগত ও রাজনীতিগত স্বার্থের জন্য একতা ও মিলন হইতে পারে না? এবং হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে?

অতএব ধর্মমত পার্থক্যের জন্য হিন্দু-মুসলমানে মিলন হইতে পারে না ইহার ভিতর যুক্তিতর্ক নাই ও খাটে না।

২

পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, হিন্দু মুসলমানের আদি জন্মস্থান এক, উভয় জাতির বংশ এক, উভয় জাতি একই মূল জাতির বংশধর। উভয় জাতির শারীরিক গঠন, বর্ণ ও স্বভাব চরিত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য বিরাজমান। উভয় জাতির জাতীয় ভাষা সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী শব্দমালার মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লুক্কায়িত আছে যে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ সংগ্রহ করা কিছুই কষ্টকর হয় না।

ঐতিহাসিক জাতি হিসাবে মিলনের কারণ

হিন্দু জাতির প্রাচীন ইতিহাস নাই বলিয়া একটা কথা আছে। ইতিহাসের যাহা ধারা, সে হিসাবে হিন্দুর ইতিহাস না থাকিলেও একটি প্রাচীন জাতির শিক্ষা-সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদির তত্ত্বোদ্ঘাটনের জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হিন্দু সাহিত্যে তাহার অভাব নাই। হিন্দু জাতির প্রাচীন সাহিত্য এমন একটা গৌরবের জিনিস যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর বর্তমান কোন জাতির নিকট নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

www.pathagar.org

হিন্দু জাতির ধর্মসাহিত্য বেদ এত পুরাতন যে, তাহাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া নির্ধারণ করা যায়। বেদ আজ হইতে ৬/৭ হাজার বৎসর পূর্বের বলিয়া প্রমাণ করা যায়। যাহারা নীচের দিকে টানিয়া বেদের বয়স নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারাও ৪ হাজার বৎসরের কম সময় নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই। বর্তমানে যে সকল প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে তিন হাজার বৎসর পূর্বের কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, পুরাণ, মহাভারত ও গীতা ইত্যাদি জাতির ঐতিহাসিকতার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আর্যজাতির গণিত, রসায়ন, ইতিহাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষিত সমাজ সকলেই অবগত আছেন। আর্য হিন্দুগণ যে ভারতবর্ষে বিজয়ীবেশে আসিয়া বহু শতবর্ষ ব্যাপিয়া এদেশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা কেহ অস্বীকার করে না। জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে হিন্দুগণ জগতের অনেক প্রাচীন সভ্যজাতির গুরু, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সকল দিক দিয়া হিন্দু জাতি জগতের ইতিহাসে ঐতিহাসিক জাতি হিসাবে স্থান লাভের অধিকারী। এইদিক দিয়া মুসলমানের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহাসিক জাতি হিসাবে মিলন ও সম্প্রীতি সম্পূর্ণই স্বাভাবিক।

মুসলমানগণের জন্য ঐতিহাসিক জাতি বলিয়া প্রমাণ করার প্রয়োজন নাই। মুসলমানগণের ইতিহাস যেরূপ উজ্জ্বল, ইতিহাস রচনা এবং জাতীয় ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধকরণে ও রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহারা যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতির ইতিহাসে নাই। মুসলমানকে অনেকেই ইতিহাসের ও ইতিহাস-দর্শনের জন্মদাতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক গিবন স্বীকার করিয়াছেন, মুসলমানগণের ইতিহাসে ছয় লক্ষ প্রসিদ্ধ সুধীমণ্ডলীর জীবনচরিত পাওয়া যায়। ইসলামের জন্মাবধি প্রত্যেক দিন এবং দিনের প্রত্যেক পল ও বিপলের ঘটনা মুসলমানের ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত ও বর্ণিত রহিয়াছে। মুসলমানগণের ইতিহাসে লেখার ধারা অত্যন্ত অভিনব ও অসাধারণ, তাহা জগতের অন্য কোন জাতির পক্ষে সম্ভবপর কিনা সন্দেহ। যুদ্ধের বা কোন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলি পরপর এমনভাবে বর্ণনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, সেই বর্ণনা বৈচিত্র্যের কথা শুনিলেও বিস্ময় উৎপাদিত হয়। মনে করুন একজন ঐতিহাসিক একটি যুদ্ধের ঘটনা লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহাকে লিখিতে হইবে, সেই কথাটি তিনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, সেই বর্ণনাকারীর নাম, পিতার নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

www.pathagar.org

এইভাবে ক্রমে একজনের পর আর একজনের নাম করিতে করিতে যে ব্যক্তি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ঘটনা দেখা-শুনা করিয়াছিল, সেখানে যাইয়া বর্ণনা শেষ করিতে হইবে। কিন্তু এইভাবে কতকগুলি মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীর নাম শুনিয়া দিলেই যে ঐতিহাসিকের কর্তব্য শেষ হইল তাহা নহে, বরং এই বর্ণনাকারীরা বিশ্বাসী কিনা, তাহাদের স্মরণশক্তি প্রখর ছিল কি না, তাহারা সত্যবাদী বলিয়া প্রমাণিত কি না, তাহাদের নৈতিক কোন ক্রটি ছিল কি না এ সকল বিষয় বাছ-বিচার করিতে হয়। এইরূপ ঘটনা বর্ণনাকারীদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া আর এক প্রকার ইতিহাসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। আরবীতে তাহাকে "আছমায়ে রেজাল" বলা হয়। ফলতঃ মুসলমান জাতির ইতিহাস যেরূপ উজ্জ্বল, তাহাদের শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ স্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে, তাহার সমকক্ষতা করিতে ও তদ্রূপ গৌরব করিতে পারে এমন আর একটি জাতি পৃথিবীতে নাই।

মুসলমানগণ যে ইউরোপবাসীকে শিক্ষাদান ও সভ্যতা বিতরণ করিয়াছেন, স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এবং তত্রত্য বড় বড় কলেজে ইউরোপে খৃস্টানগণ যে মুসলমান সুধী মণ্ডলীর নিকট জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন এবং ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার মূল শিক্ষাগুরু যে আরবজাতি, তাহা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক গিবন, ডেজি, ফ্রান্সের মসিউ স্যাডলেট, লিবান ও লেনপুল প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করুন। আধুনিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ তত্ত্বই যে মুসলমানগণের আবিস্কৃত তাহা তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। বিজয়ী হিসাবে ইউরোপ মহাদেশে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, ইটালি, বলকানের গ্রীস, বুলগেরীয়া, রুমানিয়া, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো এবং রুশ সাম্রাজ্যের পোল্যান্ড, কারডেভিয়া, মালডেভিয়া, ক্রিমিয়া, সাইবেরিয়া ইত্যাদি সমস্ত স্থানে মুসলমানগণের আধিপত্য ও প্রভুত্ব বিরাজমান ছিল। আফ্রিকার টিউনিস[১], আলজিরীয়া, মরক্কো, ত্রিপলী[২], মিশর, সুদান, আবিসিনিয়া[৩], এরিটোরিয়া[৪], সুমালী[৫] ও ছাহারা[৬] প্রভৃতি দেশ সমস্তই মুসলমান শাসনাধীন ছিল। এশিয়ার মধ্যে তুর্কিস্থান, তিব্বত, চীন, ভারতবর্ষ, বেলুচিস্থান, ভারত মহাসাগরের লঙ্কাদ্বীপ[৭], সিঙ্গাপুর, মরিসাস, যাভা[৮], সুমাত্রা[৯], বোর্ণিও[১০],

---

বর্তমান ১. তিউনিসিয়া, ২. লিবিয়া, ৩. ইথিওপিয়া, ৪. ইরিত্রিয়া, ৫. সোমালিয়া, ৬. পশ্চিম সাহারা (মরক্কো), ৭. শ্রীলংকা, ৮-১০. ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত।— সম্পাদক।

www.pathagar.org

ফিলিপাইন ইত্যাদি সমস্তই মুসলমানগণের শাসনতন্ত্রের অধীন ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকেও মুসলমানগণ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সর্বত্রই আরব বণিকগণের বাণিজ্য-তরী বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিল। স্থাপত্য-শিল্পে ত মুসলমানের সমকক্ষ কোন জাতির অস্তিত্ব বর্তমান যুগেও দৃষ্ট হয় না।

ফলতঃ ঐতিহাসিক জাতি হিসাবেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিরাজমান। সুতরাং এই দিক দিয়াও উভয় জাতির মধ্যে মিলন ও সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক।

প্রাচীন সভ্যতার দিক দিয়া, উভয় জাতির ধর্ম প্রবণতার দিক দিয়া, বংশগত ঐক্য, সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের দিক দিয়া, এশিয়াবাসী হওয়ার ভিতর দিয়া, ঐতিহাসিক জাতি হওয়ার দিক দিয়া বিচার করিলে হিন্দু-মুসলমানে একতা ভ্রাতৃভাব ও সম্প্রীতি স্থাপনের যথেষ্ট কারণ ও উপকরণ দেদীপ্যমান। এত কারণ, সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য থাকিতেও যদি হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব না হয়, হইতে না পারে, তাহা হইলে ইহা দেশের দুর্ভাগ্য এবং উভয় জাতির পক্ষে চিরকাল দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকার জাজ্বল্যমান নিদর্শন বলিতে হইবে।

দুই জাতির মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়ার জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, যদি একতা ও মিলন না হয়, তবে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে।

ধর্ম বিশ্বাসে ঐক্য

উভয় জাতির ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়া আলোচনা করিলেও মূলে এত ঘনিষ্ঠতা লক্ষিত হইবে যে, তাহা চিন্তা করিলেও যুগপৎ হরিষ ও বিষাদ উভয় ভাবের উদ্রেক হয়। মোলমানগণের মূল ধর্ম হইতেছে একত্ববাদ, একেশ্বরে বিশ্বাস পোষণ। এক অদ্বিতীয় বিশ্বস্রষ্টা ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই, ইহাই হইল ইসলামের মূলমন্ত্র, ইহাই ইসলামের যথাসর্বস্ব। এবং পক্ষান্তরে একত্ববাদ হিন্দু ধর্মের বৈদিক শিক্ষা– প্রাচীন আর্য ধর্মের মূল ভিত্তি। ভারতের বর্তমান আর্য জাতি এই একত্ববাদ মতই প্রচার করেন। বেদ তাঁহাদের আদর্শ। ব্রাহ্ম সমাজের মূলমন্ত্র একত্ববাদ। বেদ ও কোরআন হইতেই রাজা রামমোহন রায় এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ হইতেই একত্ববাদ ধর্মপ্রচার পূর্বক আর্যমতের সৃষ্টি বা সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। ইসলাম ধর্মের যাহা মূল,

www.pathagar.org

হিন্দু ধর্মেরও তাহাই ভিত্তি ও আদি শিক্ষা। এরূপ অবস্থায় কেন যে উভয় জাতির মধ্যে মিলন হইবে না ও হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারি না।

সামাজিক সংস্কার ও আচার

কেহ কেহ মনে করেন, সামাজিক আচার ও সংস্কারে হিন্দু-মুসলমানে অনেক ব্যবধান, তাই মিলন হইবে না। এই আচার ও সংস্কার সম্বন্ধে দুইটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গো-মাংস স্পর্শও দোষ। ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি, অনেক সাধু-সুধী-ছুফী মুসলমান আছেন গো-মাংস কেন, কোনরূপ মাছ-মাংসই ভক্ষণ করেন না, নিরামিষজীবন অতিবাহিত করেন। পক্ষান্তরে হাজার হাজার বিলাত ফেরতা হিন্দু ভ্রাতৃগণ প্রকাশ্যভাবে এবং অন্যান্য কতক হিন্দু গোপনে ঐরূপ অপ্রীতিকর খাদ্যের দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। বৈদিক যুগে মুনি-ঋষি ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণের মধ্যে যে গো-মাংসের প্রচলন ছিল, যাগযজ্ঞেও তাহার খুব ব্যবহার ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সুতরাং বিলাতফেরতা শিক্ষিত ও উন্নত হিন্দুর সহিত যদি অন্যান্য হিন্দুর মিল হইতে পারে, গোপনে অথচ তলে তলে সকলের জানাশুনা অবস্থায় মাংসপ্রিয় ভদ্রলোকের সহিত যদি হিন্দু জনসমাজের একতা হইতে পারে, যাঁহারা ছুঁতছাত মানেন না, তাঁহাদের সহিত যদি সম্প্রীতি হইতে পারে, ব্রাহ্মের সহিত আর্য হিন্দুদের সহিত যদি সাধারণ হিন্দু সমাজের একতা সম্ভব হয়, তবে বাদশাহের জাত মুসলমান ঐতিহাসিক-জাতি মুসলমান, বর্তমান জগতের শিক্ষাগুরু মুসলমান, ধরণীবক্ষে এখনও নানাস্থানে বাদশাহী আছে যে মুসলমানের– সেই মুসলমানের সহিত সাধারণ হিন্দু সমাজের একতা ও মিলন হইবে না কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। হিন্দু সমাজে অসংখ্য ধর্মমত বিদ্যমান। প্রত্যেকের আহার ও আচার-ব্যবহারে, সামাজিক সংস্কারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ঐরূপ প্রভেদ ও মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যদি তাহাদের পরস্পর একতা সংস্থাপন সম্ভবপর হয়, তবে উদার মুসলমান, মুক্ত হৃদয় মুসলমানের সহিত মিল হইবে না কেন?

পরস্পর ঘৃণা ও অসামঞ্জস্যের কারণ

কেহ কেহ বলেন, এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে সম্মান ও পদমর্যাদায় সমান নিকটবর্তী বলিয়া মনে করেন না, তাই একতা ও মিলন হইতেছে না। মুসলমান মনে করে, হিন্দু বহুশতাব্দী জুড়িয়া তাহাদের অধীন

www.pathagar.org

ছিল, মুসলমান শাসক হিন্দু শাসিত, মুসলমান প্রভু হিন্দু তাহাদের আশ্রিত ছিল। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন হইবে কিরূপে? আরও কথা এই যে, মুসলমান মনে করে হিন্দুর কোন জাতীয় গৌরব, ঐতিহাসিক মর্যাদা নাই। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে হিন্দুর কোন সভ্য ও স্বাধীন রাজ্য নাই, তাহাদের সহিত কিরূপে বাদশাহের জাত মুসলমানের মিলন হইবে? মুসলমান বড়, আর হিন্দু ছোট, ছোটতে আর বড়তে কি মিলন হয়? পক্ষান্তরে হিন্দু মনে করে, মুসলমান জাতটা নিতান্ত ছোট জাত, ভারতে তাহাদের সংখ্যা কম, লেখা পড়াতে তাহারা পশ্চাৎপদ, অধিকাংশই কৃষক-শ্রমজীবী ও ছোট চাকুরিয়া। মুসলমানের মধ্যে মাথাওয়ালা ও রাজনীতিক লোক নাই– জমিদার রাজা-মহারাজা ও ধনী লোক নাই। সুতরাং তাহারা ছোট, ছোটদের সহিত বন্ধুত্ব কিসের?

আমরা এসকল কুসংস্কার দূর করিবার উদ্দেশ্যেই হিন্দু-মুসলমানের পূর্ব-সভ্যতা ও গৌরবের কথা আলোচনা করিয়াছি। এক জাতি যে অন্য জাতিকে উপেক্ষা করিতে পারে না, উভয় জাতির প্রাচীন-সভ্যতা ও পূর্বগৌরব যে প্রকাশমান, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এক সময় মুসলমান জেতা ও হিন্দু বিজিত ছিলেন সত্য, আজ ত উভয় সমদশাপন্ন! হিন্দুর স্বাধীন রাজ্য নাই সত্য, কিন্তু মুসলমানের স্বাধীন রাজ্য থাকিলেও ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুর ন্যায় পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ। সুতরাং তাহাদের ঐরূপ গর্ব করার কি অধিকার আছে? মুসলমানকে হিন্দু ঘৃণা করিবে কোন যুক্তি বলে? বংশমর্যাদায় মুসলমানগণ আরব, শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান। এ সকলকে কি হিন্দু ঘৃণা করিতে পারেন? ভারতে যাহারা মুসলমান হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত ও শূদ্র সকল শ্রেণীর লোকই আছে। হিন্দুদের নিজের মধ্যে যে সকল নীচজাত আছে, তাহারা যদি ঘৃণাস্পদ না হয় তাহা হইলে মুসলমান হওয়ার পর তাহারা ঘৃণার্হ হইবে কেন? মুসলমানদের মধ্যে তেলি, মালি, ভুঁইমালি, হাড়ি, ডোম, মেথর, মুচি, বাগ্দী ও নাপিত দৃষ্ট হয় না, তবুও মুসলমানেরা বংশমর্যাদা হিসাবে হিন্দুর নিকট ঘৃণার্হ হইবে?

মুসলমানের মধ্যে কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা বেশী, ইহা ত গৌরবের কথা। বাঙ্গালাদেশে মুসলমান শ্রমজীবীর সংখ্যা তুলনায় বেশী হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু শ্রমজীবীর সংখ্যাই বেশী– বহু বেশী। মুসলমানের মধ্যে মসীজীবী লোকের সংখ্যা কম, ইহা অগৌরবের কথা নহে, বরং গৌরবের কথা। মাড়ওয়ারীদের মধ্যে মসীজীবী নাই, সেটা তাহাদের গৌরবের কথা। ব্যবসা ক্ষেত্রে বোম্বাই, সুরাট, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, দিল্লী ও পাঞ্জাবের মুসলমান এবং

www.pathagar.org

বাঙ্গালার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলির মুসলমান কোন অংশে হিন্দুর পশ্চাতে নহে, বরং গড়ে উপরেই থাকিবে। নাখোদাদিগের তুলনায় একজন হিন্দু ব্যবসায়ীকেও খাড়া করা মুস্কিল। জমিদার ও রাজার গৌরব বৃথা। সমস্ত জমিদার ত রাজা-মহারাজাগণের মূল্য হায়দ্রাবাদের সমান নহে, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নওয়াবের মানমর্যাদা বাঙ্গালার রাজা-মহারাজাদের উপরেই আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানগণ গত তিন বৎসরের মধ্যে যাহা করিয়া দেখাইয়াছেন, যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, কলিকাতার বুকের উপর মুষ্টিমেয় মুসলমান কলিকাতা খেলাফৎ কমিটির মধ্যস্থতায় যে কর্মশক্তি, যে আন্দোলন পরিচালনার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন প্রাদেশিক কংগ্রেস সে তুলনায় কিছুই শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। বিহারে শতকরা ৮ জন মাত্র মুসলমান, কিন্তু সেখানে কংগ্রেস কমিটিগুলি অধিকাংশই মুসলমানের মুষ্টিগত। যুক্তপ্রদেশেরও সেই কথা। পাঞ্জাবে যেমন লোকসংখ্যা বেশী রাজনীতি ক্ষেত্রে সেখানে মুসলমানগণ সেই পরিমাণেই অগ্রসর। মৌলানা হাছরত মোহানী, আলী ভাই, ডাক্তার কিচলু, আজমল খাঁ, আক্তার আন্ছারী ও মৌলানা আজাদ প্রভৃতির ন্যায় এবং ডাক্তার মাহমুদ, মজহেরুল হক, মিঃ শফি, মিঃ জাবের, খোরশেদ প্রভৃতির ন্যায় লোক যে সমাজে আছে, সে সমাজকে অনুন্নত বলিয়া কি কোন জাতি উপেক্ষা করিতে পারে? সাহস, বিক্রম ও মনের বলে যাহারা উন্নত, সেই জাতি কি হিন্দুর নিকট ঘৃণিত? এ রূপ ঘৃণার কি কোন ভিত্তি আছে? খেলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানগণ আত্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গত ৩ বৎসর মধ্যে কংগ্রেসকে মুসলমানগণ একশত বৎসর আগাইয়া দিয়াছেন। মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগদান না করিলে কংগ্রেস সেই ধীরপন্থীদের কবলে পড়িয়া আরও একশত বর্ষেও এতটা অগ্রসর হইতে পারিত না।

সারকথা এই যে, হিন্দু মুসলমান কাহাকেও কেহ কোন দিক দিয়া যে ঘৃণা করিবে, তুচ্ছজ্ঞান করিবে, উপেক্ষা করিবে, তার কোন উপায় নাই। উভয় জাতির বর্তমান ও পূর্ব গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাহাকেও কেহ যখন উপেক্ষা করিতে, অবহেলা করিতে পারিবে না, তখন একতা-সম্প্রীতিতে বাধা জন্মিবে কেন? জগতে সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হয়। সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য না থাকিলে, দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত ও স্থায়ী হইতে পারে না, কিন্তু ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন বস্তুরই অভাব নাই।

এখন লাভালাভের কথা বলিব। একতা ও মিলনে লাভ কি, বিচ্ছেদ ও মনন্তরে ক্ষতি কি, তাহা পূর্বে সাধারণভাবে অনেকটা আলোচনা করা হইয়াছে; কিন্তু

www.pathagar.org

এখন আমরা খেলাফৎ ও স্বরাজের স্বার্থের দিক দিয়া লাভালাভের বিচার করিয়া দেখিতে চাই।

খেলাফৎ উদ্ধারে হিন্দু-মুসলমানের একতা

খেলাফৎ উদ্ধার হিন্দু-মুসলমানের একতার উপর সম্যক নির্ভর করে। মুসলমান যদি মনে করেন যে, মোস্তফা কামালের তরবারী, আমীর আফগানিস্তানের জাতীয় সহানুভূতি খেলাফৎ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিবে, তাহাতে ভারতের মুসলমানের চেষ্টা বা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কোন মূল্য ও গুরুত্ব নাই, পরাধীন জাতি তাহারা আবার বিদেশের রাজনীতির কি উপকার সাধন করিতে পারিবে? যাহারা এরূপ সঙ্কীর্ণ মত পোষণ করে তাহাদিগকে আমরা বোকা-বেওকুফ বলিব এবং ভদ্র ভাষায় বলিতে গেলে অদূরদর্শী ও রাজনীতিক জ্ঞানশূন্য লোক বলিয়াই অভিহিত করিব।

ভারতে স্বরাজ না হইলে, খেলাফতের প্রশ্নের সমাধান না হইলে পবিত্রস্থান ইরাক, হেজাজ ও শাম দেশের ভাগ্য পরিবর্তন অসম্ভব। সকল কথা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছি। মনে করুন, লৌসন সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়া গেলে। তুর্কীরা তাহাদের পূর্ব সাম্রাজ্যের কিয়দংশ ফিরিয়া পাইল। ইরাক, হেজাজ, এমন কি সিরিয়াও স্বাধীন হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে কি খেলাফতের সিংহাসন ও পবিত্র স্থান এবং মুসলমান রাজ্যগুলি নিরাপদ হইবে? মুসলমান জগতের প্রধান স্থানগুলি কি স্থায়ীভাবে রক্ষিত ও নিশ্চিত হইতে পারিবে? না, কখনওই না। বৃটিশ গভর্নমেন্ট পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা মুসলিম-বিরোধী রাজশক্তি। অধিকাংশ মুসলমান-রাজ্য তাঁহাদেরই কবলে নিপতিত। সুমালি, মিশর, সুদান, সুয়েজ, এডেন, সাইপ্রাস, বেলুচিস্তান, ইরাক, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের বন্দরসমূহ, ফিলিস্তিন, গেলিপুলি, কনস্টান্টিনোপল ইত্যাদি সমস্তই ইংরেজের কবলে।

ভারতবর্ষই ইংরেজের প্রধান সম্বল। ভারতের কল্যাণেই ইংরেজ-রাজ সম্রাট নামে অভিহিত। ইংল্যাণ্ডের তিনি রাজা মাত্র। ভারত ইংরেজের হাতে না থাকিলে ইংরেজের বল-গৌরব কিছুই থাকে না। আজ হয়ত তুর্কীর সঙ্গে মিটমাট হইয়া গেল, কিম্বা আমীর ফয়সলের সঙ্গে বুঝাপড়া করিয়া ইংরেজ সেখান হইতে চলিয়া আসিতে পারেন। কিন্তু দু'দিন পর আবার যখন স্বার্থ সংঘর্ষ হইয়া যুদ্ধ লাগিবে, তখন ভারতবর্ষের ধনবল ও জনবল লইয়া এ সকল রাজ্য সহজেই তাঁহারা পুনঃ হস্তগত করিয়া লইবেন, লইতে পারিবেন। ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.org

না হওয়া পর্যন্ত, ভারতের ধনবল ও জনবল ভারতবাসীর হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত, মুসলমানের পবিত্র স্থান ও মোছলেম রাজ্যসমূহও কখনও নিরাপদ হইতে পারে না। ভারতের শক্তি তাহাদিগকে পরাজিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবে। ভারতের ধনবল ও জনবলের তুলনা পৃথিবীতে নাই।

অতএব যাহারা খেলাফৎ রক্ষার পক্ষপাতী, যাহারা পবিত্র ভূমির পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল, যাহারা মিশরের ও ইরাকের স্বাধীনতার প্রত্যাশী, যাহারা কনস্টান্টিনোপল ও খলিফার রাজ্যের শুভানুধ্যায়ী, তাহাদিগকে এ সকল ধর্মগত ও জাতিগত স্বার্থোদ্ধার জন্য সর্বাগ্রে ভারতের মুক্তির চিন্তা করিতে হইবে। হিন্দুগণ স্বরাজাকাঙ্খী না হইলেও মুসলমানকে স্বরাজ লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। স্বরাজ হইলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের লাভ অধিক। ভারতের স্বরাজ দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমানগণের অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত হইবে। মোছলেম হৃতরাজ্যগুলি পুনঃ তাহাদের হস্তগত হইবে। যে সকল মোছলেম রাজ্যের ভিত্তি ইউরোপীয় শক্তির ষড়যন্ত্রে বা তাহাদের বল প্রয়োগে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সে সকল রাজ্য সুদৃঢ় হইবে। অতএব স্বরাজ হিন্দুর কাম্য হউক বা না হউক, হিন্দু স্বরাজ লাভের জন্য চেষ্টা করুক আর নাই করুক, মুসলমানকে তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইসলাম জগতের মুক্তি, খেলাফতের উদ্ধার, আরব-দেশের স্বাধীনতা সমস্ত ভারতের স্বরাজ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অনেক অদূরদর্শী ও রাজনীতিক জ্ঞানশূন্য মুসলমানের ধারণা স্বরাজ হিন্দুর, স্বরাজে হিন্দু স্বার্থই অধিক। কিন্তু তাহা ভুল, মারাত্মক ভুল। স্বরাজ দ্বারা সীমাবদ্ধ ভারতীয় হিন্দুগণের মঙ্গল সাধিত হইবে সত্য, কিন্তু স্বরাজ দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানগণের, ইসলাম ধর্মের, পবিত্র স্থানের ও খেলাফতের শতবিধ উপকার ও মঙ্গল সাধিত হইবে। স্বরাজে হিন্দুর চার আনা আর মুসলমানের বার আনা স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। অতএব স্বরাজ সাধনায় হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের চেষ্টাও তিনগুণ অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা খেয়ালের কথা বা স্বপ্নের কল্পনায় নহে বরং গণিত শাস্ত্রের ধ্রুব সিদ্ধান্ত। ২ + ২ = ৪, ৪ + ৪ = ৮ ইহার ন্যায় উজ্জ্বল সত্য। স্বরাজ লাভে মুসলমানের উপকার কত, তাহাতে সমস্ত ইসলাম জগতের স্বার্থ কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়ীভূত তাহা বোধহয় আর বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইবে না।

খেলাফত উদ্ধারে হিন্দুর লাভ

অনেক হিন্দু হয়ত বুঝিতে পারেন না বা গভীরভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ পান নাই যে, খেলাফৎ উদ্ধারে হিন্দুর ও ভারতবর্ষের কিরূপ ও কি পরিমাণ স্বার্থ

www.pathagar.org

জড়িত আছে। কংগ্রেসের অনেক হিন্দু মনে করেন, মুসলমানের সহিত খেলাফৎ ব্যাপারে সহানুভূতি দেখাইলে মুসলমানগণ স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে ইহাই যথা লাভ। এবং এতটুকু উদ্দেশ্যসাধন জন্য মুসলমানের সহিত সভা-সমিতিতে, সংবাদ পত্রে ও বক্তৃতা মঞ্চে মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু হিন্দু সমাজের ইহা মারাত্মক ভুল। খেলাফৎ-উদ্ধার ও আরব দেশের স্বাধীনতার জন্য মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর অধিকতর চেষ্টা করা কর্তব্য। কারণ স্বরাজ যদি হিন্দু জাতির কাম্য হয়, তাঁহারা চিরকাল যদি পরাধীন না থাকিয়া স্বদেশের অধিকার স্বহস্তে নিতে চাহেন, তাঁহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি যদি তাঁহারা নিজ আমলে দখলে আনিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সর্বাগ্রে খেলাফৎ উদ্ধার, তুর্কি জাতি ও আরব জাতির স্বাধীনতার চিন্তা করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কারণ যত দিন সুয়েজে, এডেনে, মস্কটে, পারস্য উপসাগরে, বসরায়, ইরাকে, সিরিয়া ও কনস্টান্টিনোপলে ইংরেজের প্রাধান্য-আধিপত্য থাকিবে, ততদিন ভারত স্বাধীন হইবে– মুক্ত হইবে, ইহা অসম্ভব কল্পনা। ভারতের হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হইয়া ভারতের দেশীয় সৈন্যগণ মিলিত হইয়াও যদি ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজকে বহিস্কৃত করিয়া দেয়, তবুও ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য লুপ্ত হইবে না– হইতে পারে না। এক সপ্তাহ মধ্যে আরব, পারস্য, বেলুচিস্তান, মিশর, সুদান, সুমালী, ফিলিস্তিন, এডেন, হোদেদা ও সাইপ্রাস হইতে লক্ষ লক্ষ দুর্দান্ত যুদ্ধব্যবসায়ী আরব, কুর্দ ও বখতেয়ারী এবং বেলুচী সৈন্য আসিয়া ভারতবর্ষকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে। ভারতবর্ষের সৈন্য উপরোক্ত রাজ্যসমূহের স্বাধীনতা হরণ করিয়া দিয়াছে। তাহারা যে সুযোগ পাইলে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ঐ সকল দেশের জনবলে ভারত পুনঃ সহজেই ইংরেজের কবলে পতিত হইবে। ভারতের অদূরে পারস্য উপসাগরে, এডেনে, মিশরে ও ইরাকে লক্ষ লক্ষ ইংরেজের প্রজা ও বাধ্যানুগত বীরজাতি থাকিতে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হইবে, ভারতবাসী ইংরেজের শক্তি ক্ষয় করিতে পারিবে, তাহাদের নিকট হইতে সমানাধিকার কাড়িয়া লইতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কল্পনা, পাগলের প্রলাপোক্তি মাত্র। ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপন করিতে হইলে সর্বাগ্রে হিন্দু সমাজকে মুসলমানের সহিত একযোগে মিলিত হইয়া মিশর ও আরবকে মুক্ত করিতে হইবে, তুরস্কের স্বাধীনতার জন্য তদবির করিতে হইবে। ইংরেজের অধীন রাজ্যগুলির মুক্তি সাধিত হইলে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অতি সহজ হইয়া পড়িবে। অন্যথা শুধু কল্পনাই সার হইবে। ভারতবর্ষকে শত

www.pathagar.org

শত বৎসর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য ইংরেজের আরবশক্তিই যথেষ্ট।

মুসলমান স্মরণ রাখিও, ভারতের স্বরাজ হিন্দুর নহে, প্রধানতঃ তোমাদের। হিন্দু স্মরণ রাখিও, খেলাফৎ মুসলমানের নহে, খেলাফৎ স্বরাজকামী হিন্দুর। ইহা কেবল মুখে বলিলে চলিবে না, ইহার গুরুত্ব প্রাণের ভিতর হইতে অনুভব করার চেষ্টা কর। এইটুকু বুঝিতে পারিলে হিন্দু-মুসলমানে মিলন ও একতার জন্য ভাবিতে হইবে না। মিলন স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া যাইবে।

খেলাফৎ উদ্ধারে হিন্দুর আতঙ্ক

ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে মুসলমানের স্বার্থের ক্ষতি হইবে, মুসলমান হিন্দুর প্রভাবাধীন হইবে, মুসলমানের ক্ষমতা প্রতিপত্তি কিছুই থাকিবে না, প্রকারান্তরে তাহারা হিন্দুর অধীন হইয়া পড়িবে, এই একটি আশঙ্কা বহু মুসলমানের প্রাণে জাগিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, "খেলাফৎ সমস্যার সমাধান হইলে, তুরস্কের ক্ষমতা ও প্রতাপ অক্ষুণ্ন হইলে, আরব ও মিশর স্বাধীন হইলে, মোছলেম জগতে এক অভ্যুদয়ের যুগ আসিবে। মুসলমান রাজ্যগুলি একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। আফগানিস্তান, ইরান, তুর্কিস্থান, আজারবিজান, জর্জিয়া, কুর্দিস্থান, তুরস্ক, মিশর, ত্রিপলি, আলবেনিয়া, ক্রিমিয়া ও রিফ প্রভৃতি রাজ্যগুলি একতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হইবে। এখন হইতেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং এমতাবস্থায় শক্তিশালী মুসলমান রাজ্যগুলি যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে না, আবার ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে না, হিন্দুদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?" এরূপ "প্যান-ইসলামিক" সঙ্ঘ-শক্তির আতঙ্কে ভারতবর্ষের অনেক রাজনীতিক হিন্দুর নিদ্রা হইতেছে না, সাধারণ লোকের কথা বলিতেছি না, বাঙ্গালার প্রধান রাজনীতিক ও নামজাদা বক্তা এবং সিদ্ধহস্ত লেখক ইংলিশম্যান ঘেঁষা পাল মহাশয় অনেকদিন হইতে এই আতঙ্ক-রোগে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তিনি দুশ্চিন্তায় অনিদ্রা রোগে ভুগিতেছেন। যুক্ত প্রদেশের আর একজন খুব নামজাদা নেতা পণ্ডিতজি মালব্য মহাশয়, তিনি ত এই আতঙ্ক-রোগে এতই কাতর ও চিন্তাতুর যে, তিনি সাধের কংগ্রেস পর্যন্ত ছাড়িয়া বসিয়াছেন। মহাত্মার ন্যায় বন্ধুর বন্ধুত্ব বিসর্জন দিয়াছেন। তিনি এই আতঙ্কের কথা নানা প্রকারে প্রকাশ করিতেও নিরস্ত নহেন। গয়া হিন্দু কনফারেন্সে তিনি প্রকাশ্যভাবে হিন্দু যুবকদিগকে ব্যায়াম চর্চা করিয়া আত্মরক্ষার

www.pathagar.org

জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। অনেকেই বলেন, পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে পণ্ডিতজীর অতি সাবধানতাই বারুদের কাজ করিয়াছে।

হিন্দু-মুসলমানের এই উভয় আশঙ্কার মূলে কোন সত্যতা ও বাস্তবতা আছে কি না, আমরা এখন তাহার বিচার করিব।

প্রথমতঃ হিন্দুদের আতঙ্কের কথা

খেলাফৎ সমস্যার সমাধান হইলে, তুরস্কের বিপদ কাটিয়া গেলে বা আরব ও মিশর স্বাধীন হইলে, মুসলমান শক্তির অভ্যুদয় হইলে, তাহারা ভারত আক্রমণ করিতে পারে এইরূপ আশঙ্কার সামান্য কোন ভিত্তি থাকিলেও আমরা হিন্দুদিগকে পরামর্শ দিব, আপনারা খেলাফৎ ব্যাপারে সহানুভূতি দেখাইবেন না; বরং আত্মরক্ষার জন্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু আমরা প্রমাণ করিয়া দেখাইব মুসলমানগণ কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণ যে হিন্দুদিগের খাতির করিয়া, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি পরবশ হইয়া, অথবা সোভিয়েত গভর্নমেন্টের ন্যায় কেবল বিশ্বে স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ প্রশস্ত করিবার জন্য ভারত আক্রমণ করিবে না, সেকথা আমরা বলিতেছি না; বরং তাহা মুসলমানগণের পক্ষে রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূল হইবে বলিয়াই তাহারা ভারত আক্রমণ করিতে পারে না। ভারত আক্রমণ করা দূরে থাকুক, তাহারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা, আপন স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। কেন, তাহা দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, ভারতকে আক্রমণ করিবে কে? আফগানিস্তান, ইরান, অথবা তুর্কিস্থান, কিম্বা বর্তমান তুর্কী? ইরান, তুর্কিস্থান বা বর্তমান তুরস্ক আফগানিস্তানকে ডিঙ্গাইয়া আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে ইহা ত কোন পাগলেও স্বীকার করিবে না। তুরস্ক দূরদেশ হইতে ২/৩টি মোছলেম রাজ্য অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার ও শাসন করিবে, ইহা কি সম্ভবপর? এরূপ কোন দেশ কি নিজের বুকের উপর পা দিয়া আর একটি বিশাল দেশ অধিকার করিবার জন্য সম্মতি দিতে পারে? দু'দিন পরে যে তাহাদের স্বাধীনতাও লুপ্ত হইতে পারে, সে ধারণাটুকু কি তাহাদের মনে উদয় হইবে না? তুর্কি-বাহিনী স্থলপথে ভারতে আসিবে, বর্তমান যুগে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। ইরান ও তুর্কিস্থানে এমন কোন শক্তি নাই যাহারা আফগানিস্তানের বুকের উপর

www.pathagar.org

পা দিয়া ভারত অধিকার করিতে পারে। ভবিষ্যতে তাহারা শক্তিশালী হইলেও আফগানিস্তান তাহা নীরবে দেখিবে ও সহ্য করিবে কেন? আরব ও মিশরের পক্ষে ভারত আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নাই। এখন থাকিল আফগানিস্তানের কথা। আফগানিস্তানের পক্ষে ভারত আক্রমণের সুবিধা আছে এবং ইচ্ছা করিলে আক্রমণ করিতে পারে ইহা স্বীকার্য। কিন্তু আফগানিস্তান নানা কারণে ভারত আক্রমণ করিতে পারে না। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ যদি ইংরেজের ন্যায় প্রবল ও অতুল শক্তিশালী রাজার কবল হইতে আত্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, তবে কি সে আফগানিস্তানের গতি রোধ করিতে পারিবে না? আফগানিস্তান কি এইটুকু বুঝিতে পারিবে না যে, যাহারা ইংরেজের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত শক্তিকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিয়াছে, তাহারা কি আফগানিস্তানের ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তিকে তাড়াইতে পারিবে না? এরূপ জানিয়া শুনিয়াও কি সে আগুনে ঝাঁপ দিবে?

দ্বিতীয়তঃ বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশ স্বদেশ শাসনের অধিকার প্রাপ্ত হউক, স্বজাতি কর্তৃক স্বজাতির শাসনকার্য নির্বাহিত হউক, সকল সভ্য দেশ স্বীকার করিয়া থাকে। আফগানিস্তান যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমেরিকা ও জাপান সর্বাগ্রে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইবে। ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশ আফগানিস্তানের হস্তগত হইলে, এশিয়ার মধ্যে যে সে প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা পারস্য, তুর্কিস্থান ও তুরস্ক কেহই সহ্য করিবে না। রাজনৈতিক স্বার্থের দিক দিয়া কোন রাজশক্তিকে আর একটা রাজশক্তি ফুলিয়া কলা গাছ হইতে কখনও দিতে পারে না– দিবে না। সুতরাং আফগানিস্তান যে সমুদয় মুসলমান রাজ্যগুলির ইচ্ছা ও বাধার বিরুদ্ধে আমেরিকা, জাপান ও চীনের প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিবে, ইহা কোন জ্ঞানী লোক চিন্তাও করিতে পারে না। আক্রমণ করিলেও যে সমুদয় শক্তির মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কৃতকার্য হইতে পারিবে না, তাহা কি আফগানিস্তান বুঝিতে পারিবে না?

তৃতীয়তঃ মানুষ দুনিয়াতে যে কাজ করে তাহা লাভের উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে। লাভাপেক্ষা লোকসান বেশী হইলে সে কাজে কোন জ্ঞানী লোক অগ্রসর হয় না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলে তাহাতে আফগানিস্তান ও অন্যান্য মুসলমান রাজ্যগুলির যথেষ্ট লাভ আছে। সে লাভ ভারত অধিকারে নাই, হইতে পারে না। সে জন্য কোন মুসলমান শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিবে না।

www.pathagar.org

ইউরোপের বড় বড় রাজশক্তিগুলি স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য, সামরিক ক্ষমতা ও অর্থবল থাকা সত্ত্বেও একাকী নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে সাহসী নহে। তাই মিত্রশক্তি বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালির মধ্যে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; একজন আর একজনের সাহায্যের প্রত্যাশী। জার্মানী অষ্ট্রিয়া ও তুরস্ক দলে লইয়া স্বীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যস্ত। তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়া আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে জার্মানীর সখ্যতার ভিখারী। বর্তমান সময় সোভিয়েত গভর্নমেন্ট তুরস্কের সহিত এবং তুরস্ক বুলগেরিয়ার সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ। উদ্দেশ্য, একা থাকিলে কেহই অন্যান্য প্রবল শক্তিসমূহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষ স্বাধীন ও শক্তিশালী হইয়া থাকিলে এশিয়ার মুসলমান বাদশাহগণ ভারতের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্য লালায়িত হইবে। ৩২ কোটি অধিবাসী পরিপূর্ণ একটি বিশাল রাজশক্তির সহিত মুসলমান রাজ্যগুলি মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইতে পারিলে তাহারা চিরকালের জন্য ইউরোপের আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে। ভারতের অসাধারণ জনবল ও ধনবল মুসলমানগণের সহায়তা করিতে থাকিলে মুসলমান রাজ্যগুলির ক্ষাত্রশক্তি ও বল কৌশল একত্র হইয়া এশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপের কবল হইতে মুক্ত করিতে ও রাখিতে পারিবে, এইটুকু বুদ্ধি সামান্য লোকের মাথায়ও খেলিবে, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং ভারতবর্ষ অধিকার করা অপেক্ষা ভারতের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিলে তুরস্ক ও আফগানিস্তানের পক্ষে অধিক লাভজনক। তাহারা ভারতবর্ষ আক্রমণের কল্পনাও মনে স্থান দিবে না। যিনি ভারত আক্রমণ করিবেন, তিনি সমস্ত বিশ্বজগতের মহাশত্রু হইয়া পড়িবেন। জগতের কোন রাজশক্তি একটি দেশকে অতিরিক্ত শক্তিশালী হইতে দিতে পারে না। সেই বাধার জন্য আফগানিস্তান ভারত আক্রমণ করিতে পারে; এই মোটা কথাটা বাঙ্গালার প্রবীণ রাজনীতিক বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ও যুক্ত প্রদেশের পণ্ডিত মালব্য বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা আমরা কিরূপে বুঝি? একটি চিন্তাশীল লোক অনায়াসে এই ধারণা করিবে যে, তাঁহারা শুধু স্বাধীনতার সমর্থক জাতির পক্ষে ওকালতি করিয়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ করিবার জন্য এই অলীক ধুয়া তুলিয়াছেন।

ভারতবর্ষকে বৈদেশিকদিগের ইউরোপ-আমেরিকা বা জাপানের আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকিতে হইলে আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্কের সহিত মৈত্রী

www.pathagar.org

সূত্রে আবদ্ধ হওয়া তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। সুতরাং মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ পূর্বক এখানে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিবার কোনরূপ হেতু আছে কি না এবং তাহা সম্ভবপর কি না তাহা পাঠকগণ চিন্তা করিবেন। অতএব হিন্দু জাতির আতঙ্কিত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিবার কোন হেতু নাই।

ইংরেজের অধীনতা ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষ অন্য জাতি ও ভিন্ন দেশের অধীন হয়, তাহা ভারতের মুসলমানগণও পছন্দ করে না– করিতে পারে না। স্বজাতি বা প্রাচীন কোন দেশ অন্য দেশের অধীন হইতে স্বীকার করে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। আরবেরা তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য কেন উদ্যোগী হইয়াছিল? মিশর তুর্কীর কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেন প্রয়াসী হইয়াছিল? সীমান্তের পাহাড়ীরা শতবার চেষ্টা সত্ত্বেও আফগানিস্তানের অধীনতা স্বীকার করে নাই এবং করিবে না। সুতরাং ভারতের ৭ কোটি মুসলমান ৬০/৭০ লক্ষ আফগানদের অধীন হইতে স্বীকার করিবে, ভারতের শিক্ষিত মুসলমান সমাজ শিক্ষিত আফগানদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য স্বেচ্ছায় মানিয়া লইবে, ইহা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। দুনিয়ায় কেহ স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া পরের অধীন হইতে নিজের সম্পত্তি, নিজ আত্মীয় ও স্বজাতিকে বিলাইতে চায় না।

আমাদের এমন যুক্তিতর্কেও যদি হিন্দুগণ নিশ্চিত ও দ্বিধাশূন্য হইতে না পারেন, তাহা হইলে পরে আমরা আরও এরূপ যুক্তির অতারণা করিব যাহাতে চিন্তাশীল লোকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, জগতের বর্তমান অবস্থা ও রাজশক্তি সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি নানা কারণে আফগানিস্তান বা কোন মুসলমান রাজশক্তির ভারতবর্ষ আক্রমণ করা অসম্ভব।

স্বরাজে মুসলমানের আতঙ্ক

এখন আমরা যে সকল মুসলমান ভারতে স্বরাজ হইলে হিন্দু-আতঙ্কে অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তাহাদের আশঙ্কা দূর করিতে প্রয়াসী হইব।

ভারতে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যার প্রায় চারি গুণ। এদিকে স্বরাজ হইলে হিন্দু প্রাধান্য হইবে, তাহাদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাহারা মুসলমানগণের ধর্ম-কর্ম্মে বাধা দিবে, অথবা মুসলমানদিগকে গোলাম করিয়া রাখিবে, মুসলমান আমলের প্রতিশোধ লইবে ইত্যাদি নানারূপ আতঙ্ক কতক মুসলমানের অন্তরে জাগিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ কোন আতঙ্কের কারণ নাই। ভারতে স্বরাজ হইলে যাহাদের সংখ্যা কম, এরূপ জাতি সকলের

www.pathagar.org

যাহাতে কোন প্রকার স্বার্থের ক্ষতি না হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে, ইহা স্বাভাবিক। সংখ্যানুপাতে যাহাতে তাহাদের অধিকার ভোগ করিবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নিয়ম-কানুন রচিত হইবে। জাতিগত ও ধর্মগত অধিকার বিষয়ক প্রশ্ন ভোটাধিক্যে মীমাংসিত হইবে না, বরং যে সমাজ বা জাতি লইয়া প্রশ্ন হইবে সেই জাতির সদস্যবর্গের ভোটাধিক্যেই মীমাংসা হইবে। এরূপ অবস্থায় মুসলমানের স্বার্থ পদদলিত হইবে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন হেতু নাই।

দুনিয়াতে লোকসংখ্যা ও সৈন্য সংখ্যার আধিক্যে উন্নতি-অবনতি বা স্বাধীন পরাধীন হওয়ার কথা মীমাংসিত হইতে দেখা যায় না। প্রতিভা-শক্তি ও বুদ্ধি কৌশল এবং সাহস-বীর্যের উপরই জয়-পরাজয়, উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। একজন মুসলমান দশজন অ-মুসলমানের সমান, ইহা কোরআনের শিক্ষা। মুসলমানগণের ইতিহাস এ বিষয়ের জ্বলন্ত সাক্ষী। মুষ্টিমেয় মুসলমান কেবল ইমানের তেজে, মনের বলে, সাহস-বীর্যে প্রবল বাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। যে জাতি এরমুক যুদ্ধে, কাদেসিয়া যুদ্ধে, বাবে যুদ্ধে এবং স্পেনের প্রথম যুদ্ধে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া লক্ষ লক্ষ বিজাতীয় সৈন্যকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া ভারত ও বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণ আজ সংখ্যায় ৭ কোটি হইয়াও অন্য জাতির সংখ্যাধিক্যে ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছে, ইহাপেক্ষা কাপুরুষতা ও তাজ্জব কথা– কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? যাহারা সামান্য লোক লইয়া বিশাল ও বিপুল শক্তিশালী রোমান রাজ্য ও পারস্য-শক্তিকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিল, যাহারা কয়েক হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া বিশাল ভারতবর্ষ অধিকার করিল, আটশত বর্ষ ব্যাপিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিল, যাহারা ১১ হাজার মাত্র আরব সৈন্য লইয়া দুই লক্ষ স্পেনীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া স্পেন জয় করিয়া লইয়া সেখানে ৮ শত বর্ষ ব্যাপিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিল, সেই মুসলমানের সন্তানেরা আজ সংখ্যায় ৭ কোটি হইয়াও কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতার বশীভূত হইয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা কামনায় ও মুক্তির সাধনায় বিমুখ ও বিরত থাকিতে ইচ্ছুক, একথা কল্পনা করিতেও মোগল-পাঠান, শেখ, সৈয়দ ও আরব জাতির বংশধরগণের হৃদয়ে লজ্জা ও ক্ষোভের উদ্রেক হয়।

মুসলমান একথা বিশ্বাস কর, তুমি যদি খাঁটি মুসলমান হইতে পার, তুমি যদি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে জগতের কোন শক্তি তোমার গতিকে বাধা দিতে পারিবে না। তোমার জাতিগত ও ধর্মগত অধিকার

www.pathagar.org

হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। অতএব তোমার ভীত ও আতঙ্কিত হইবার কোনই কারণ নাই। তুমি পূর্ণ সাহসে স্বরাজ-সাধনায় অগ্রসর হও।

আরও এক কথা।

আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি, স্বরাজ আমলে হিন্দুরা প্রবল ও ক্ষমতাশালী হইয়া তোমার স্বার্থে বাধা দিবে, তোমাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিবে, তোমার ধর্ম-কর্ম্মে বাধা ঘটিবে, তোমার গো-মাংস ভক্ষণে বা গো-কোরবাণীতে বাধা দিবে, মসজিদের সম্মুখ দিয়া ঢোল-ঢাক বাজাইয়া যাইবে ইত্যাদি। তোমার প্রতি এত অত্যাচারে বিশেষতঃ ধর্মগত অবিচার-উৎপীড়ন দেখিয়া কি তোমার স্বজাতি মুসলমান ভাইগণ, মুসলমান রাজশক্তি সমূহ নীরবে বসিয়া থাকিবেন? তাঁহারা কি সুদে-আসলে ইহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবেন না? হিন্দু জাতি কি স্বরাজ পাইয়া এই মোটা কথাটা বুঝিতে পারিবেন না!

খৃস্টান শক্তিসমূহের দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে বিরাজমান। দুনিয়ার কোন স্থানে একজন মিশনারী নিহত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইবা মাত্রই শক্তিপুঞ্জের রণতরী বহরে বহরে রওয়ানা হয়। জাতি ও ধর্মের টান নাই এরূপ কোন্ জাতি দুনিয়ার বুকে বাস করে?

শেষ কথা এই, আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম, ভারতে স্বরাজ হইলে হিন্দুর প্রাধান্য হইবে। মুসলমান লাঞ্ছিত হইবে; এবং কোনরূপেই তাহার প্রতিকার হইবে না– হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এক ভারতের মুক্তিদ্বারা যদি খেলাফৎ সমস্যা সমাধান হয়, মুসলমান রাজ্যগুলির মুক্তি সাধিত হয়, শক্তির বিকাশ হয়, ভারতের মুসলমানগণের ত্যাগ স্বীকারে যদি আফগানিস্তান, ইরান, তুরান, ইরাক, এডেন, মিশর, সুদান, সুমালি, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ত্রিপোলি ও তুরস্কের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহারা শক্তিশালী হয়, তজ্জন্য কি আমরা কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে পারি না? আমরা কি এতই স্বার্থপর যে আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য, তাহাদের সুখ ও শান্তির জন্য আমরা নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারি না! আমরা এখনই বা কোন সুখে আছি। আমরা এখন ভারতবর্ষে দুইটি গভর্নমেন্টের অধীনে বাস করিতেছি– হিন্দু ও ইংরেজ। স্বরাজ হইলে অবশ্য হিন্দুর অধীন হইবে, একটি বোঝা ত মাথা হইতে নামিয়া যাইবে।

অতএব মুসলমান ভ্রাতৃগণ সকল প্রকার আপত্তি ও আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বরাজ-সাধনায় মনোনিবেশ করেন, ইহাই অনুরোধ। পক্ষান্তরে হিন্দু ভ্রাতৃগণ

www.pathagar.org

ইসলামের প্রাধান্য ও ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই অলীক আশঙ্কায় যেন স্বরাজ লাভের চেষ্টায় বিরত না হন, ইহাই আমাদের কামনা।

স্বরাজ লাভ হিন্দু-মুসলমানের মিলন, একতা ও সমবেত শক্তি প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। একতার পথে যেসকল অন্তরায় ছিল, সাম্য, সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের জন্য যে সকল উপকরণ প্রয়োজনীয়, তৎসমস্তই যে উভয় জাতির মধ্যে বিরাজমান, তাহা আমরা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি।

পাঠকগণ মনোযোগের সহিত আমাদের প্রবন্ধটি পাঠ করিলে এবং হিন্দু সহযোগীগণ ধৈর্য ধারণ পূর্বক পাঠ করিয়া আবশ্যক মনে করিলে, তাঁহাদের কাগজে উদ্ধৃত করিলে, আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১১ই ও ১৮ই জ্যৈষ্ঠ-১৩৩০ (২৫ মে ও ১লা জুন- ১৯২৩)।

www.pathagar.org

উচ্চ শিক্ষার ফল

শিক্ষা জাতীয়-জীবনের মূল ভিত্তি এবং স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষালাভ করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য কর্ম। এই কর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "ছোলতানের' পরিচালকবর্গ, বিগত ৩০ বৎসর কাল হইতে সমাজে শিক্ষা বিস্তারে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মুসলমান শিক্ষা-সমিতি স্থাপন করিয়া, যথা নিয়মে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহারা শক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। বিগত ত্রিশ বৎসর কাল মধ্যে বাঙ্গালা ও আসামের ৩৯টি জেলার মধ্যে আনুমানিক অন্ততঃ ৫ হাজার সভায় তাঁহারা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মুসলমানদিগকে শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ করিতে, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে এবং নিম্ন বিদ্যালয় সমূহকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সভা সমিতি ও ওয়াজ নছিহত দ্বারা সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইহার ফলও যে কিছু না হইয়াছে, তাহা নহে। তাঁহাদের ন্যায় আরও অনেকেই এই শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা বলা বোধহয় অতিরঞ্জিত হইবে না যে, তাঁহারা সারাটা প্রদেশ জুড়িয়া শহর, নগর, বন্দর, হইতে সুদূর পল্লী পর্যন্ত যত পরিশ্রম করিয়াছেন– যত সভা-সমিতি করিয়াছেন, এরূপ বোধহয় আর কেহ করেন নাই।

তাঁহারা এবং অন্য যাঁহারা শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নাই। আজ বাঙ্গালাদেশে মুসলমানগণের চেষ্টায় সহস্রাধিক মকতব, মাদ্রাসা, নিম্ন ও মধ্য এবং উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার দিকেও সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে মুসলমান বি-এল, এর সংখ্যা তিন শতের অধিক হইবে। বি-এর সংখ্যা ৭/৮ শতের কম নহে। এম-এর সংখ্যাও শতাধিক হইবে। সকলেই মনে করিয়াছিলেন, সমাজে উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশ সেবক, সমাজ-সেবক ও রাজনীতিক মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণ দেশের কাজে এবং দশের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন। কংগ্রেস,

www.pathagar.org

মুসলিমলীগ, খেলাফৎ কন্‌ফারেন্স এবং শিক্ষা সমিতিতে দলে দলে আসিয়া তাঁহারা সমিতি সমূহের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। রাজনৈতিক গগনে বহু নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় হইবে। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা ও শক্তির প্রভাবে সমাজ অত্যল্পকাল মধ্যে বহুদূর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। কিন্তু বিগত ১৫/২০ বৎসরের পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে বলিতেছি, উচ্চশিক্ষিত যুবকদলের নিকট যে সকল আশাভরসা ছিল, সমস্তই নির্মূল হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে সমাজ-সেবার ও দেশহিতৈষণার কোন লাইনে বা কোন বিভাগেই কর্ম শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই তাহা নহে, বরং তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন একেবারেই নির্জীব, পঙ্গু ও জড়পিণ্ড বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

তাহাদের তুলনায় অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত লোকেরা সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের যুবকেরা ছাত্রজীবনে যেরূপ উৎসাহ উদ্যমের পরিচয় দিয়া থাকে, ছাত্র-জীবন অতিক্রম করার পর তাহাদের উৎসাহ-উদ্যম আর সেরূপ থাকে না। আবার স্কুল-জীবনে তাহাদের যেরূপ উৎসাহ ও সজীবতার পরিচয় পাওয়া যায়, কলেজ-জীবনে তাহাদের সেরূপ কিছুই থাকে না। কলেজ জীবনে যা এক আধটুকু জীবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কলেজ-জীবন অতিক্রম করিয়া কর্ম-জীবনে প্রবেশপূর্বক কেহ চাকুরীতে কেহ ওকালতি ব্যারিস্টারিতে আত্মনিয়োগ করিলে তখন তাঁহারা খোদাতাআলাকে ভুলেন কিনা তাহা জানি না, তবে তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন দেশ ও সমাজ এবং দেশগত, সমাজগত ও ধর্মগত স্বার্থ ভুলিয়া যান, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শতকরা পাঁচ জনকে বাদ দিয়া রাখিলাম, তাহাও কতটা খ্যাতির মরুয়তে; না হয় ত শতকরা ৯৮ জন বলিলেই ঠিক হয়।

সমাজ সেবা ও দেশ সেবার কতগুলি পথ আছে। যথা (১) শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস, (২) ধর্ম প্রচার, (৩) সমাজ সংস্কার, (৪) সমাজে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের চেষ্টা, (৫) প্রজা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কৃষির উন্নতির প্রয়াস, (৬) সাহিত্য চর্চা, (৭) সংবাদপত্র পরিচালনা ও রাজনৈতিক আন্দোলন, (৮) খেলাফৎ ও স্বরাজ আন্দোলন, (৯) দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান ও কৃষকগণের দুঃখ মোচন প্রচেষ্টা।

এ সকল দেশগত ও সমাজগত বিষয় সমূহের মধ্যে আমাদের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে আমরা কোন বিভাগেই আত্মনিয়োগ করিতে দেখিতে পাই নাই। উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে ২/৪ জন লোকের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়, যাঁহারা মুসলমান ছাত্রবর্গের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করিতে এবং ২/১ স্থানে ২/১ টি মধ্য বা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ সে

www.pathagar.org

চেষ্টায় কৃতকার্যও হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পরবর্তী ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, তাঁহরা যেন সমাজ-সেবা ও দেশ-সেবার জন্য নহেন, বরং কোন একটা দুর্লভ বস্তু অর্জ্জন করার অভিপ্রায়ে উক্ত কাজে হাত দিয়াছিলেন। আমরা চট্টগ্রাম, বরিশাল, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি ৩/৪টি স্থানের খবর রাখি, যেখানে উচ্চশিক্ষিত ইংরাজি নবিস বন্ধুগণের মধ্যে কয়েকজন এক সময় সমাজ সেবায় বেশ উদ্যমের পরিচয় দিয়া কতকটা ইষ্টক প্রাচীর প্রোথিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ পেট পুরিয়া ভাত খাইলে যেমন আর কিছুই খাইতে চায় না, বরং পেটের ভারে নড়িতে চড়িতে না পারিয়া বিশ্রাম বা শয়ন করিতে প্রয়াসী হয়, তাঁহাদেরও সেই দশা দেখিতেছি। যিনি জীবনে হয়ত একটি মুষিক না মারিয়াও বাহাদুর খেতাব হাছেল করিয়াছেন, তাঁহার আর বড় একটা নড়চড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অবস্থা দেখিয়া বলিতে হয়, খেতাব লাভের পর তাঁহাদের আর তেমন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বন্ধুবর মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেব বি-এল অনেক দিন হইতে শিক্ষা সমিতির সেক্রেটারীরূপে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু খেতাব ও চাকুরী জুটিয়া উঠিলে তিনিও যে কি করিবেন জানি না। বাঙ্গালাদেশে এত উচ্চশিক্ষিত লোক থাকিতে আজ শিক্ষা-সমিতিটাকে যে কেহ জীবিত করিয়া তুলিবেন, সে প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা একটি লোকের মধ্যেও দেখিতেছি না। খেলাফৎ ও স্বরাজে জুজুর ভয় আছে জানি। সেখানে বুকের পাটার আবশ্যক, কিন্তু শিক্ষা-সমিতি ও শিক্ষা-বিস্তারে ত আর গায়ে কোনরূপ আঁচ লাগিবার সম্ভাবনা নাই; তবে সে ক্ষেত্রেও কোন উকিল-ব্যারিস্টার, কোন এম-এ, বি-এ, অগ্রসর হন না কেন? ইহা কি তাঁহাদের সজীবতা ও ক্লীবত্বের পরিচায়ক নহে?

২। ধর্ম-প্রচার কার্যটা উচ্চ ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কর্তব্য কার্যের মধ্যে বলিয়া বোধহয় মনেও করেন না; বরং মোল্লা মৌলভীদের কাজ বলিয়াই ধারণা করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বর্তমান যুগে প্রচার করিবার জন্য উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার অধিক প্রয়োজন। বাইবেল ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বই-পুস্তক যেরূপ ইংরাজি ভাষায় আছে, সেরূপ অন্য ভাষায় নাই। কাদিয়ানী জামাআতের প্রচারকগণ প্রায় সকলেই উচ্চ ইংরাজি শিক্ষিত। সঙ্গে সঙ্গে আরবী-ফারসী জ্ঞানও আছে। ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরা সাক্ষাৎ ভাবে ধর্ম-প্রচারের কাজ না করিলেও, ইসলাম মিশনের জন্য এবং তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় করার নিমিত্ত বাঙ্গালা ও আসামের উচ্চশিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ এযাবৎ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ আমাদের জানা নাই। অতএব, ধর্ম-প্রচারের প্রতিও তাঁহাদের অনুরাগ ও উৎসাহ দৃষ্ট হয় না।

www.pathagar.org

৩। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন কাজের কথা এযাবৎ শুনি নাই। মৌলভী দেলওয়ার হোসেন মরহুম "ফারাএজ" বদলাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই জানি। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের চেষ্টার দৌড় এই পর্যন্তই দেখা যায়।

৪। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য, বাঙ্গালা ও আসামের কোন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছেন কি না আমরা জানি না। তবে জলপাইগুড়ি ও আমাদের দুই চারি জন উচ্চশিক্ষিত যুবক চা বাগানের ডাইরেক্টর বা অংশীরূপে ব্যবসায়ের সহিত নামমাত্র সংশ্রব রাখেন এবং দুই একজন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা সেক্রেটারী আছেন, ইহা জানি। আমাদের উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ যদি দুই একজন চা বাগান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারা সারাটা দেশের কলঙ্ক মোচন করিতে চাহেন সে স্বতন্ত্র কথা। উচ্চ শিক্ষার পরিণাম ফল যে এত শোচনীয় হইবে, তাহার কল্পনা করিতে পারি নাই।

৫। প্রজার হিতের জন্য কোন উচ্চশিক্ষিত বন্ধু চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। তবে ভোট-ভিক্ষার জন্য যাঁহারা বক-ধার্মিক সাজিয়া প্রজাহিতৈষণার পরিচয় দেন, তাঁহাদের কথা বলিব। যাহারা উকিল, ব্যারিস্টার, তাঁহাদের ত রোজগারের অবলম্বন প্রজাসাধারণ। প্রজা সাধারণের বিবাদ-বিসংবাদ ও মামলা-মোকদ্দমার উপর ব্যবহারজীবীদের জীবন-যাপন নির্ভর করে। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে প্রজা-হিতৈষী হওয়াটাও কঠিন।

মফস্বলে খাল কাটাইয়া যে অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রকোপ হইতে কৃষক-কুলকে রক্ষা করিবেন, সে দিকে একজন উচ্চশিক্ষিত লোকেরও মাথা ঘামিতেছে কিনা সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কি তাহা বুঝি না।

৬। উচ্চশিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে দুই-চার জন লোক দু'এক খানা বই-পুস্তক যে না লিখিয়াছেন, তাহা নহে। হয়ত কেহ গানের বই না হয় উপন্যাস লিখিয়াছেন। জোর দুই একজন দুই একখানা মাসিক পত্রে দু'একটা গল্প বা কবিতা লিখিয়া সাহিত্যসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াই ক্ষান্ত দিয়াছেন। সমাজ তাঁহাদের মুখপানে চাহিয়া আছে। বাঙ্গালাদেশে সাহিত্য-সভা গড়ান হইল। গড়িবার লোকদিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত কয়েকজন যুবক ছিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম শেষ হইয়া গেল। আর কেহ তজ্জন্য খাটিতে নারাজ। মৌলভী মোজাম্মেল হক বি-এ এখনও একাকী সেই সাহিত্য সভার গুরুভার বহন করিতেছেন, আর কেহ সহায়-সম্বল নাই। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে আমরা সারাটা বাঙ্গালাদেশে একজন লোকের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতে বাধ্য, তাঁহার নাম মৌলভী তছলিমুদ্দীন আহ্‌মদ বি-এল। তিনি আজীবন বাঙ্গালা

www.pathagar.org

সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কোরান শরিফের বঙ্গানুবাদে শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ মৌলভী শহিদুল্লাহ এম-এ বি-এল ছাহেবের নাম ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করিতে পারি। তাঁহার গুণের মধ্যে এই যে, তাঁহাকে যখন যে কোন সামাজিক কাজে ডাকা যায়, তিনি সাড়া দিতে ও সাহায্য করিতে কার্পণ্য প্রদর্শন করেন না। তবে তাঁহার যোগ্যতা ও প্রতিভা আছে। সেই হিসাবে তিনি আমাদের নিকট অভিযুক্ত। উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহাকেও খবরের কাগজের সহিত ঘেঁষিতে মিশিতে দেখি নাই– দেখিতেছি না। তবে সম্প্রতি একখানি ইংরাজিতে আর একখানি বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় বলিয়া শুনিতে পাই। হয়ত আমাদের উচ্চশিক্ষিত বন্ধুগণ নিজেদের কলঙ্ক-মোচনের জন্য তাঁহাদের নাম পেশ করিবেন, কিন্তু উল্লিখিত শক্তিদ্বয় যে উপায়ে কাগজ বাহির করিতেছেন, তাহা শুনিলে ও জানিলে সমস্ত বি-এল ও বি-এ-দের মস্তক অবনত হইবে, সকলের মুখে চুনকালি পড়িবে। আত্মবিক্রয় করিয়া পরের ধনে বাটপাড়িতে কি বাহাদুরী আছে? অর্থের বিনিময়ে দেশ-ধর্মকে বিক্রয় করিয়া কি প্রশংসা পাওয়া যায়?

৭। রাজনৈতিক আন্দোলনে উচ্চশিক্ষিত লোকদিগের ত কোন সাড়া শব্দ কখনও পাই না, পাইতেছি না। যে চট্টগ্রাম, খেলাফৎ ও স্বরাজ আন্দোলনে ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেখানে পূর্ণ আন্দোলনের যুগে উক্ত জেলার প্রায় ২০ জন মুসলমান বি-এল-এর মধ্যে একটি প্রাণীও আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। দুই একজন নূতন গ্রাজুয়েট এক আধটুকু মাতিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তেমন লাভ লোকসান কিছুই ছিল না। ত্রিপুরার উকিলের ও গ্রাজুয়েটের সংখ্যা চট্টগ্রামের অনুরূপ। সেখানে একমাত্র ত্যাগী মৌলভী আশরাফউদ্দীন চৌধুরী সাহেব ব্যতীত আর কাহার নাম উল্লেখ করিতে পারি? নোয়াখালী জেলাতে কোন বি-এল বা বি-এ-র নাম করিতে পারি এমন স্বদেশ সেবক দেখিতেছি না। সমাজগতপ্রাণ জনাব হাজী আব্দুর রশিদ সাহেব অন্য শ্রেণীর লোক। ঢাকাতে কোন উচ্চশিক্ষিত লোককে আমরা খেলাফৎ ও স্বরাজ আন্দোলনে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ময়মনসিংহের বহু উকিল ও গ্রাজুয়েটের মধ্যে মাতিয়াছিলেন একটি মাত্র প্রাণী মৌলভী তৈয়বুদ্দীন বি-এ। উকিল-গ্রাজুয়েটের সংখ্যা বোধহয় এক শতের কম হইবে না। ফরিদপুরের মৌলভী তমিজুদ্দীন এম-এ, বি-এল, একমাত্র ত্যাগী উচ্চশিক্ষিত লোক। কুষ্টিয়ার মৌলভী শামছুদ্দীন, যশোরের মৌলভী সৈয়দ মজিদ বখ্‌শ ও খুলনার একজন উকিল মৌলভী ওকিল উদ্দিন– এই ত সারাটা বাঙ্গালাদেশের সম্বল। রাজশাহী বিভাগের সাতটি জেলার মধ্যে উকিল ও গ্রাজুয়েটের সংখ্যা দুই শতের

www.pathagar.org

কম হবে না, তাঁহাদের মধ্যে একজন উকিল কয়েক মাসের জন্য মাতিয়া ছিলেন। তৎপর আর নাম উচ্চারণ করিবার মত একটি প্রাণীও নাই।

পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে কলিকাতায় মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন বি-এল, বর্ধমানের মৌলভী সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াছিন খেলাফৎ আন্দোলনে মাতিয়া আবার সাবধানতার কোলেই ঘুরিয়া গিয়াছেন।

এখন একটু জাতীয় সহানুভূতির কথা বলিব। অনেকে সাহিত্য সেবায়, সংবাদপত্র পরিচালনে, স্বরাজ আন্দোলন ও খেলাফৎ আন্দোলনে বা উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়ে যোগদান করিতে পারেন না, বুঝিতে পারিলাম। তাহাতে স্বার্থহানি আছে, বিপদের আশঙ্কা আছে; কিন্তু সামাজিক কাজে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আপত্তি কি? দুঃখের বিষয় যে আমাদের উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতৃগণকে জাতীয় সহানুভূতির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিতে পাই। এছলাম-মিশন, শিক্ষা-সমিতি, লিগ, বন্যা-সাহায্য, বলকান ও ত্রিপলি, স্মার্ণা, আরা, শাহাবাদ, খেলাফৎ, আঙ্গোরা ও স্বরাজ ফন্ড ইত্যাদি দেশ হিতকর কোন কাজে তাঁহারা যে চাঁদা দিয়াছেন ও দিতে অভ্যস্ত তাহা মনে পড়ে না। তবে শতকরা দুই চারি জন লোক যে প্রশংসাজনক আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

উচ্চশিক্ষিত বন্ধুগণের জাতীয় সহানুভূতির কথা বলিতেছিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বই-পুস্তক এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে এবং বর্তমানে হইতেছে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সে সকল পয়সা দিয়া ক্রয় করিতে অভ্যস্ত আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। বই-পুস্তকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎভাবে যে সম্বন্ধ আছে এবং পুস্তক সরবরাহ ব্যবসায়ের সহিত যেটুকু সংশ্রব আছে, তদুপরি নির্ভর করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, জাতীয় বই-পুস্তকের সহিত তাঁহারা যেরূপ বিরূপ-সম্বন্ধ সম্পন্ন সেরূপ অন্য কোন শ্রেণীর মুসলমান নহেন।

মাসিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সহিত তাঁহাদের আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। শতকরা যে দুই চারিজন উচ্চশিক্ষিত লোক মাতৃভাষার সহিত সহানুভূতি রাখেন বা বাসার লোকের অনুরোধে পড়িয়া সময় সময় এক-আধ খানা কাগজের গ্রাহক হন, তদ্দারা উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতৃগণের কলঙ্ক বিমোচিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বিগত দুইমাসের কয়েকটি পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ছোলতানের প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ উপলক্ষে ছোলতান পরিচালকগণ বিগত চারি পাঁচ মাস যাবৎ রাজশাহী বিভাগে কয়েকটি জেলার এবং জেলার বহু গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁহারা এযাবৎ একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের নিকটও কোনরূপ আর্থিক সাহায্য লাভ

www.pathagar.org

করিতে সমর্থ হন নাই। দুই চারিজন শিক্ষিত ভদ্রলোক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা ওছুল না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা পোষণ করা অন্যায় হইবে। একজন উচ্চশিক্ষিত মুসলমান হাজার খানেক টাকা মাসিক বেতন পান। তিনি ছোলতান পরিচালকবর্গের সহিত কিছু আর্থিক সাহায্যের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং কাগজ ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। সাহায্যের আশা ত নাই, ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছে। আর একজন এম-এ উচ্চপদস্থের বেতন বোধহয় মাসিক ৮০০ শতের কম নহে। তিনি ছোলতানের ভারবহনে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া, অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। আর একজন এম-এ, বেতন পান প্রায় ৬০০ টাকা, ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া বাহাদুরীর পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে একজন এম-এ, বেতন হাজার খানেক ভোগ করেন, তিনি ছোলতানের পূর্ণমূল্য দিতে অক্ষম, আর একজন বি-এ, মাসিক খুব কম হইলেও হাজার টাকা উপার্জন করেন, ছোলতান পরিচালকগণের সহিত কিছু অঙ্গীকারও করিয়াছিলেন, তিনি ৪ টাকার ভিঃ পিঃ-র গুরুতর ভার বহন করিতে না পারিয়া ফেরৎ দিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

যাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া মান অপমানে জলাঞ্জলি দিয়া জাতীয় সংবাদপত্র প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন, সমাজের উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদে অভিষিক্ত ব্যক্তিগণের কোনরূপ সহানুভূতি তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? যাঁহাদের মাথার উপর অষ্টপ্রহর ১২৪ (ক) ধারার শাণিত তরবারী ঝুলিতেছে, কারাগারে ঠাণ্ডা গারদে যাহাদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে (কাজী নজরুল ইসলামের কথা স্মরণ করুন) এ সকল লোক উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ লোকের নিকট কোনরূপ সহানুভূতি পায় না। এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়।

তাঁহারা যে কেবল মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপেক্ষা করিছেন তাহা নহে, বরং ইংরাজি সংবাদপত্রের প্রতিও তাঁহাদের কোনরূপ শুভদৃষ্টি নাই। বাংলাদেশে আজ ১৬ বৎসর কাল হইতে ইংরাজি ভাষায় "দি মুসলমান" কাগজ পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের এম-এ, বি-এল ও বি-এ শ্রেণীর কয়জন লোক উক্ত কাগজের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত আছেন? সারাটা বাংলায় খোঁজ করিলে এক শতজন উচ্চশিক্ষিত লোক উক্ত কাগজের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত আছেন কিনা সন্দেহ। যদি বলেন যে আজকাল এ যুগে সাপ্তাহিক কাগজ কে পড়ে? আমরা উচ্চশিক্ষিত দল উচ্চ দৈনিকপত্রের ভক্ত, কিন্তু তাই বা কৈ? 'বোম্বাই ক্রনিকেল' মুসলমানগণের পরিচালিত একমাত্র দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র এবং প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের মধ্যে পরিগণিত।

www.pathagar.org

জিজ্ঞাসা করি, হে বঙ্গের সহস্রাধিক উচ্চশিক্ষিত মুসলমান! তোমাদের মধ্যে কয়জন লোক ক্রনিকেলের গ্রাহক আছে? আমাদের ত অনুমান এই, বোধহয় সমগ্র বাঙ্গালায় ক্রনিকেলের একশত গ্রাহক নাই। যাঁহারা হয়ত হাজার টাকা বেতন পান, তাঁহারা কি তাহার গ্রাহক হইতে পারেন না? 'বোম্বাই ক্রনিকেল' এ যাবৎ সমাজের জন্য দশ বার লক্ষ টাকা ক্ষতি দিয়াছে। লিমিটেড কোম্পানী এবং বোম্বাইয়ের ধনী লোক বলিয়া, তাঁহারা এ যাবৎ তাল সামলাইয়া আছেন। নতুবা কোন দিন কাগজ বন্ধ হইয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করি, যাঁহাদের দ্বারা সমাজের কোনরূপ উপকার হয় না, কোন সামাজিক কাজে যাঁহাদের নিকট সহানুভূতি পাওয়া যায় না, দুনিয়াতে তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কি?

স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্রবর্গ, ব্যবসায়ী মুসলমান ও কৃষককুল সামাজিক কাজে যতটা সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহার একশত ভাগের এক ভাগও যদি আমাদের উচ্চশিক্ষিত বন্ধুগণ করিয়া দেখাইতেন, তাহা হইলেও আমাদের তপ্ত তাপিত দগ্ধীভূত হৃদয় শীতল হইত। আমরা সমাজে শিক্ষা বিস্তারকল্পে যত গাধার খাটুনি খাটিয়াছি, এরূপ বোধহয় কেহ খাটেন নাই। আমরা 'উচ্চ শিক্ষা' 'উচ্চ শিক্ষা' বলিয়া যত চীৎকার করিয়াছি, এত চীৎকার ও হা-হুতাশ বোধহয় কেহ করেন নাই; কিন্তু এখন বুঝিতেছি উচ্চ শিক্ষার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছি, ফলের হিসাবে সমস্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। পুণ্যের পরিবর্তে পাপ-সঞ্চয় করিয়াছি, পরবর্তী বংশধরগণের জন্য এক একটি কু-আদর্শ ও গর্হিত দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের জাতীয় জীবন গঠনের পথে মহাবিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না তাহাও জানি না।

অতএব আমরা এখন মনে মনে ভাবিতেছি, 'উচ্চ শিক্ষা প্রতিরোধ সমিতি' স্থাপন পূর্বক শেষ জীবনটা পূর্ব পাপ মোচনেই ব্যয় করিয়া যাইব। এখন বলিব, উচ্চ প্রাইমারী– মধ্য-ইংরাজি বা নেহায়েৎ পক্ষে মেট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়িয়াই যেন ক্ষান্ত দেওয়া হয়। পাশ না করিয়া যতটা বাঁচিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা করা হইবে। তাহাতে এক লাভ হইবে জাতীয় সহানুভূতি বদ্ধ। সরকারী চাকুরী না পাওয়ার কারণ হইলে মাড়ওয়ারীদের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক পড়িবে। শিক্ষার গর্বে গর্বিত হইয়া উচ্চ শিক্ষার মোহে পড়িয়া তাহারা সমাজ, দেশ ও দশকে ভুলিবে না।

হে খোদাতাআলা, তুমি কি আমাদের উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতৃগণকে প্রাণদান এবং প্রাণে প্রেরণা দান করিবে না? তাহারা আর কত কাল এই ভাবে সমাজকে ভুলিয়া থাকিবে? তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও স্বজাতিবাৎসল্য এবং জাতীয়

www.pathagar.org

সহানুভূতির কি উদ্রেক হইবে না? রাজনীতির দিকে, সাহিত্যের দিকে, শিক্ষাবিস্তারের দিকে কি তাঁহাদের মতিগতি ফিরিবে না?

যাঁহারা সমাজের নেতৃত্ব করিবার অধিকার, যাঁহারা দুনিয়ার উচ্চ-নীচ, ভাল-মন্দ সমস্ত তত্ত্ব অবগত আছেন, যাঁহারা রাজনীতি-সমাজনীতি সমস্তই সুন্দরভাবে বুঝিতে সমর্থ, তাঁহারা আজ কর্মবিমুখ, তাঁহারা আজ সহানুভূতি শূন্য, তাঁহারা আজ সমাজ হইতে ছিন্ন ভিন্ন, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? এরূপ যাতনা সহ্য করিবার শক্তি কোথায়?

আমাদের এই অপ্রীতিকর, কর্কশ ও তীব্র সমালোচনা শুনিয়া বাঙ্গালাদেশের একটি উচ্চশিক্ষিত যুবকের অন্তকরণও যদি ব্যথিত হয়, একজন উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তিকেও যদি আমরা ক্ষেপাইতে পারি, একজন লোকও যদি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া কার্যদ্বারা আমাদের দোষারোপ খণ্ডন করার জন্য আমাদিগকে ভর্ৎসনা ও গালাগালি করিবার জন্য অগ্রসর হন, একটি প্রাণীও যদি নিজেদের কর্মসম্বল দ্বারা আমাদের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে আগুয়ান হন, তাহা হইলেও আমাদের পরিশ্রম সার্থক ও লেখনী পরিচালনা সফল হইয়াছে মনে করিব। উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাবভাব তাঁহাদের কার্যকলাপ, তাঁহাদের ব্যবহার ইত্যাদি দেখিয়া অতি দুঃখে প্রাণের কথা ও মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ এজন্য আমাদের উপর চটিয়া কাজে নামিলেই আমরা সুখী হইব।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৭ই আষাঢ় ১৩৩০ (২২শে জুন ১৯২৩)।

www.pathagar.org

বাঙ্গালা সাহিত্য ও হিন্দু মুসলমান

বাঙ্গালা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মাতৃভাষা। এই ভাষার প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের স্বত্ত্বাধিকার সমান। বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি কি ভাবে সাধিত হইয়াছিল, সেই উন্নতি বিধান ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান কার কতটা অধিকার ছিল তাহা সাহিত্যিক সমাজের অপরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু সাধারণত হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধারণা– বাঙ্গালা হিন্দুদের জাতীয় ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতি হিন্দুদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। মুসলমানগণ বিদেশগত লোক, উর্দু, ফারসী তাঁহাদের মূলভাষা। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি পূর্বে যেমন কোনরূপ যত্ন প্রকাশ করেন নাই এখনও সেইরূপই উদাসীন। এই ধারণা যে সাধারণভাবে কেবল হিন্দু সমাজের লোকেরাই পোষণ করেন তাহা নহে বরং শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যেও অধিকাংশ লোকের এই ধারণা; বাঙ্গালা ভাষা প্রধানতঃ হিন্দুদের মাতৃভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতির চেষ্টা হিন্দুদেরই কর্ত্তব্য কার্য, কিন্তু এই ধারণাটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভ্রামাত্মক তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা করা এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নহে, এজন্য আমরা তাহার ঐতিহাসিক দিক দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি মুসলমানের স্বত্ত্বাধিকার কতটা তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব না, তবে সত্যের অনুরোধে প্রসঙ্গক্রমে এইটুক বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সূত্রপাত, উন্নতি ও বিকাশ মুসলমান আমলেই হইয়াছিল। মুসলমান বাদশাহগণের আন্তরিক চেষ্টা, পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্যের ফলেই বাঙ্গালা পুষ্ট, উন্নত ও বিস্তৃত হইয়াছিল। মুসলমান আমলের পূর্বে পালবংশীয় ও সেনবংশীয় হিন্দুদের রাজত্বকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের নাম মাত্র সূত্রপাত হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতিকূলতায় ও ধর্মগত প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন বাঙ্গালা সাহিত্য আদৌ মাথা তুলিতে পারে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চাকারীদের প্রতি নরকগামী হওয়ার কঠোর ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। ধর্মগুরু ব্রাহ্মণগণের কঠোর প্রতিবন্ধকতা

www.pathagar.org

অতিক্রম করিয়া হিন্দু আমলে বাঙ্গালা কবি ও সাহিত্যিকদের পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চা ও উন্নতি বিধানের চেষ্টা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বলিতে কি বাঙ্গালাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্তিত্ব প্রকাশ পাওয়া দূরের কথা, তাহা আদৌ রক্ষিত হইত কিনা সন্দেহ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস যে সময় হইতে লিখিত হইয়াছে, ফারসী অক্ষরে লিখিত বাঙ্গালা সাহিত্যের গ্রন্থাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তাহার আরও অনেক পূর্ব হইতে লিখিবার যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। গৌড়ের হোসেন শাহ ও তৎপুত্র নছরত শাহ এবং হোসেন শাহের পূর্ব-বঙ্গবাহিনীর সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং তৎপুত্র ছুটী খাঁ প্রভৃতি কেবল এ কয়টা নাম গণনা করিয়া, এক মহাভারত ও রামায়ণে বঙ্গানুবাদে তাঁহাদের সাহায্য-সহানুভূতি, উৎসাহ দান এই কয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারাই মুসলমান আমলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাস পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কথা প্রকৃত তাহা নহে, বরং তাঁহাদের পূর্বে আরও মুসলমান বাদশাহ, ওমরাহ ও সেনাপতি এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে বহুলোক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ-উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলন। সুদূর আরাকানের মগরাজ্যে মগরাজার দরবারে মাগন ঠাকুর নামক মুসলমান অমাত্যের উৎসাহে কবি আলাওল "পদ্মাবতী"র ন্যায় বিরাট কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দরবারের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি সোলায়মান দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি "ছেকান্দারনামা' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের স্বীকারোক্তিতেও ইহা অত্যুজ্জ্বলভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পত্তন এবং তাহার ক্রমবিকাশ ও উন্নতি মুসলমান বাদশাহগণের ও আমির ওমরাহগণের আন্তরিক যত্ন চেষ্টার ফলে সম্পাদিত হইয়াছিল।

কেবল যে মুসলমান বাদশাহ-ওমরাহগণ হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদিগকে আর্থিক সাহায্য দানে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন তাহা নহে। বরং মুসলমানদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন, কাব্য ও কবিতা রচনা, উপন্যাস ও নাটকাদি পুস্তকের অনুবাদ কার্যেও তাঁহারা উদ্বোধিত করিতেছিলেন। তাহার ফলে যেমন হিন্দু সমাজে কীর্তিমান কবি ও সাহিত্যিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল, মুসলমানগণের মধ্যেও অসংখ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের নামজাদা কবির সৃষ্টি হইয়াছিল। কবির সংখ্যার দিক দিয়া তুলনা করিলে প্রাচীন মুসলমান কবির সংখ্যা হিন্দু কবির তুলনায় অনেক বেশী হইবে।

www.pathagar.org

বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন প্রভৃতি যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা মুসলমান কবি ও তাঁহাদের রচিত অতি অল্প পুস্তকের পরিচয় দিয়াছেন। পুঁথি সাহিত্যের সাত হাজার পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান কবির সংখ্যাও দুই হাজারের কম হইবে না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তকই ফারসী অক্ষরে লিখিত। হিন্দু লেখকের পক্ষে সে সকল পুস্তক সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার দুরূহ ব্যাপার। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালাদেশে এক সাহিত্য-বিশারদ মওলভী আব্দুল করিম এছলামাবাদী ব্যতীত আর কেহ প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধারের প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই। তাঁহার অনুসন্ধানও চট্টগ্রাম জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক চট্টগ্রামেই সহস্রাধিক বাঙ্গালা পুঁথি ও শতাধিক প্রাচীন মুসলমান কবির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্ধারের জন্য আরবী ও উর্দু সাহিত্যে অধিকার থাকা আবশ্যক।

২

বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্বত্বাধিকার

বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন অথবা বিশ্বকোষ প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু "বিশ্বকোষ" প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন কিম্বা স্বনামখ্যাত কবি শশাঙ্কমোহন সেন বি এল তদীয় মূল্যবান গ্রন্থ "বঙ্গবাণীতে" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল গবেষণাপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদরিরিক্ত আরও বহু তত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে। এ পর্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের তত্ত্বোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের শক্তি ও গবেষণা প্রধানত হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকগণের কৃতিত্ব ও কীর্তিকলাপ লইয়াই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কচিৎ ২/১ জন মুসলমান কবি ও তাঁহাদের রচিত কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও অসম্পূর্ণ। হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমান কবি ও মুসলমান লিখিত পুঁথি-পুস্তকের বিশেষ সন্ধান না পাইলেও মোটামুটিভাবে তাঁহারা একথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, মুসলমান বাদশাহগণের আন্তরিক যত্ন চেষ্টা ও উৎসাহ দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এবং শাহী আমলে মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকগণও বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির চেষ্টায় বিশেষভাবে শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

এখন বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালা ভাষা যখন প্রধানতঃ মুসলমান বাদশাহ ও আমির-ওমরাহ এবং নওয়াব জমিদার ও মুসলমান

www.pathagar.org

কবিগণের সাহায্য ও সহানুভূতিতেই পুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে, তখন সেই বাঙ্গালা ভাষায় স্বত্বাধিকার বজায় রাখা মুসলমানগণেরই বিশেষ কর্তব্য। অধুনা সাহিত্য-চর্চায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের চেষ্টা উদ্যোগ অধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শব্দ-সম্পদ গ্রহণের কথা

বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ হওয়া আবশ্যক, বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-সম্পদ কোথা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ইহা একটা বিশেষ চিন্তা ও বিচার্য বিষয়। আমাদের মতে পূর্বেও যেমন বাঙ্গালা ভাষা উর্দু, ফারসী ও আরবী শব্দ সম্পদে গঠিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, এখনও সেরূপ ভাবে উর্দু, আরবী ও ফারসী শব্দ-সম্পদ এবং ঐ সকল সাহিত্যের ভাবগ্রহণ পূর্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা কর্তব্য। আরবী, ফারসী ও উর্দু এশিয়ার ভাষা এক সময় ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফারসী ভাষার চর্চা করিয়াছিলেন। ফারসী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সামঞ্জস্য খুব বেশী। আর্যজাতির আদি জন্মস্থান মধ্য এশিয়া বা পারস্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। সুতরাং প্রাচীন পারস্যবাসী ও আর্য হিন্দুগণ যে একই বংশোদ্ভব ও একই স্থানের অধিবাসী তাহা একপ্রকার সর্ববাদী স্বীকার্য বিষয়। সংস্কৃত ও প্রাচীন ফারসী সাহিত্যের মধ্যে শব্দ, ভাব এবং উভয় ভাষী জাতিদ্বয়ের পরস্পর ধর্ম বিশ্বাস, অবতার ও দেবতাবাদে এবং অগ্নিপূজা ইত্যাদি বিষয়ে এত সামঞ্জস্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে এ সকল বিষয় দ্বারা আর্য হিন্দু ও প্রাচীন পারসিক জাতির অভিজ্ঞতা প্রতিপাদিত হয়। যে ফারসী ভাষার সহিত মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু সম্বন্ধটা অধিক নিকটবর্তী এবং যে প্রাচীন ফারসী ভাষা সংস্কৃত ভাষার জননী অথবা সন্তান, সেই ফারসী ভাষার শব্দ সম্পদ লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বিধানে হিন্দুর আপত্তি হওয়ার কি কারণ হইতে পারে? ঐরূপ আপত্তি ও প্রতিকূল মত অসঙ্গত ও অন্যায়।

সংস্কৃত এখন মৃতভাষা এই ভাষাতে দুনিয়ার কোন অংশের লোক কথোপকথন করে না, সুতরাং একমাত্র মৃত ভাষার আশ্রয় লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা একেবারেই অযৌক্তিক, এবং ঘোর আপত্তিজনক। পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইত ক্রমে সে সকলকে ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে সংস্কৃতমূলক শব্দমালার বাহুল্যে যে বাঙ্গালা ভাষা নির্জীব এবং দুর্বোধ্য হইয়া পড়িতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ স্বরাজলাভের জন্য লালায়িত। দু'দিন আগেই হউক আর পরেই হউক, ভারতে স্বরাজের যুগ আসিবে এই বিশ্বাস প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর আছে। ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইলে এখানে রাজভাষা ইংরাজি থাকিবে না ইহাও নিশ্চিত। বাঙ্গালা প্রাদেশিক ভাষা থাকিতে পারে, কিন্তু নিখিল ভারতীয় ও

www.pathagar.org

রাজকীয় ভাষা হইবে না ইহা স্থির নিশ্চিত। রাজভাষা হয় উর্দু, না হয় হিন্দী হইবে, উর্দু হিন্দী একই কথা। হিন্দীতে উর্দু-ফারসী শব্দ যথেষ্ট, আবার উর্দুতেও হিন্দি শব্দ প্রচুর। এই দুই ভাষা মিলিত হইয়া এবং গুজরাটি, মারাঠী ও তামিল ভাষার কিছু কিছু শব্দ লইয়া আর একটা নতুন খিচুড়ি ভাষাও রাজকীয় ভাষা হইতে পারে, এরূপ অনুমান করাও স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরাজি, বাঙ্গালা কিম্বা সংস্কৃত এদেশের নিখিল ভারতীয় রাজভাষা হইবে না, ইহা স্থিরনিশ্চিত। ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব হইলেও বাঙ্গালা বা সংস্কৃত রাজভাষা হইবে না, কারণ সংস্কৃত মৃত ভাষা, এ ভাষায় লোকে কোথায়ও কথা বলে না, অধিকন্তু এই ভাষা আরবীর ন্যায় অতি জটিল ও কঠিন। উক্ত ভাষার সাহায্যে এশিয়া বা ইউরোপ ও আফ্রিকার কোন দেশ বা জাতির সহিত ভাব বিনিময় করিবার উপায় নাই, অতএব যে ভাষার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন দেশের সহিত ভাব বিনিময় করতে পারিব, ভারতে স্বরাজ হইলে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাজশক্তির সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিব, বাণিজ্য ব্যবসায়গত সন্ধি ও সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিব, সেরূপ জীবন্ত ভাষার সহিত নিকট সম্বন্ধ রাখা যে কর্তব্য এবং সেই আরবী-ফারসীর সহিত ক্রমে সম্বন্ধ ঘনীভূত করা যে উচিৎ, এই যুক্তি অবহেলা করার উপায় নাই। আরবী-ফারসীর সাহায্যে আফগানিস্তান, বেলুচিস্থান, ইরান, তুর্কীস্থান, আলবেনিয়া, ক্রিমিয়া, মিশর, সুদান, ত্রিপলি, তিউনিস, আল্‌জীরিয়া, মরক্কো, আবিসিনিয়া, সুমালি ল্যান্ড, আরব, শাম, ইরাক এবং পূর্বদিকে যাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও চীন পর্যন্ত সমস্ত স্থানের অধিবাসীর সহিত সম্পর্ক রাখা সহজ সাধ্য হইবে। ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইলে কি একঘরে হইয়া থাকিতে পারিবে? ইউরোপের বড় বড় রাজশক্তি একাকী থাকিতে সাহসী নহে, তাই পরস্পর মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং ভারতবর্ষকেও আত্মরক্ষা ও উন্নতি সাধনকল্পে এশিয়ার অন্যান্য রাজশক্তি বিশেষতঃ প্রতিবেশী আফগানিস্তান ও ইরানের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। ইউরোপে তাহাদের স্থান হইবে না ইহা নিশ্চিত।

কিন্তু আরবী-ফারসী ভাষার সহিত ভারতবাসীর কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে, তাঁহারা ভারতবর্ষের স্বার্থ রক্ষা করিবেন কি উপায়ে? সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে দুনিয়ার কোন স্থানে কোন কাজ চলিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহা মৃত ভাষা। এই ভাষাভাষী জাতি ও অধিবাসী ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান নাই। অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গ হইতে আরবী-ফারসী শব্দগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া নির্ব্বাসিত করার ব্যবস্থা কেবল যে মুসলমান জাতি ও তাহাদের জাতীয় ভাষার সহিত ঘৃণা প্রকাশক ব্যবহার তাহা নহে, বরং হিন্দু জাতির ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা

www.pathagar.org

ভরসা, উন্নতি ও মুক্তির মস্তকে কুঠারাঘাত করা হয় মাত্র। এমন কি ইহাকে স্বদেশদ্রোহিতা বলিলেও অত্যুক্ত হইবে না। বিশ্ববিদ্যলয়ে বাঙালী হিন্দু ছাত্রগণ, জার্মান, ফরাসী, হিব্রু, গ্রীক, পালি ইত্যাদি নানা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু শতকরা ২/৪ জন যুবকও ফারসী ও আরবী ভাষা গ্রহণ করেন কি না সন্দেহ। আমরা পূর্বে এক মন্তব্যে দেখাইয়াছিলাম, আরবী-ফারসী ভাষায় দুনিয়ার অন্তত ৩০ কোটি লোক কথোপকথন করে। ইহারা আমাদের এশিয়া ও আফ্রিকাবাসী, তাহাদের ধাত, আকৃতি-প্রকৃতি সভ্যতা ও আচার ব্যবহারের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য আছে। ঐ সকল দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য ও উচ্চ চাকুরী করিয়া আমরা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই হিতকরী আরবী-ফারসী ভাষা শিক্ষার প্রতি বাঙালী হিন্দুদের কোনরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ নাই। হিব্রু, পালি প্রভৃতি মরা ভাষা লিখিতে তাহাদের আপত্তি নাই, কিন্তু জীবন্ত জাতির জীবিত ভাষা শিখিতে আপত্তি কেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ফারসী ত হিন্দুদিগের পিতৃকুলের ভাষা, তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার কোন কারণ ত হইতে পারে না। মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন, ফারসী অগ্নি পূজকগণের ভাষা; অগ্নি হিন্দু ও পারসিক উভয় জাতির দেবতা।

ফারসী জানা হিন্দু ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকের দ্বার তুরস্কে, পারস্যে ও আফগানিস্তানে খোলা রহিয়াছে, সেখানে শিক্ষিত হিন্দুদের বিশেষ আদর। খুব উচ্চ পদে তাঁহারা নিযুক্ত হন। নিরঞ্জন দাস আফগানিস্তানে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত, আরও কয়েকজন হিন্দু অত্যুচ্চ বেতনে চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। তুরস্কে, পারস্যে ও আফগানিস্তানে বহু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, কেমিষ্ট ও খনিজ ও তত্ত্ববিদ প্রভৃতির আবশ্যক। মুসলমানদের মধ্যে ঐ শ্রেণীর লোক দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু এ সকল লোকের ফারসী ভাষা জানা নাই। বর্তমান সময় আফগানিস্তানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর কদর অধিক। পারস্য গভর্নমেন্ট ইউরোপীয় কর্মচারীদিগকে ক্রমেই সরাইয়া দিতেছেন; সেজন্য যথেষ্ট শিক্ষিত ভারতবাসীর স্থান রহিয়াছে। উচ্চশিক্ষিত বিশেষতঃ উল্লিখিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয় শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু, ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ঐ সকল দেশে চাকুরী নিবার চেষ্টা করিলে অতি সহজেই সফলতা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের ভাব গতিক দেখিয়া এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের আচরণ দৃষ্টে সতত ইহাই ধারণা জন্মে যে, তাঁহারা ফারসী, আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হওয়া দূরের কথা বিগত ৭/৮ শত বৎসর হইতে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল আরবী ফারসী শব্দ অধিকার জন্মাইয়া রাখিয়াছিল সে সকলও তাঁহারা বেদখল করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী; বাঙ্গালা

www.pathagar.org

সাহিত্যের জন্য মুসলমানগণই পরিশ্রম করিয়াছেন অধিক, বাঙ্গালার প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী, প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক বা পুঁথির মধ্যে মুসলমান রচিত বহির সংখ্যই অত্যধিক– ৭/৮ হাজার। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ধারা মুসলমানগণের রুচি, তাহাদের সামাজিক ও জাতীয় ভাব, ভাষা ও রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারের মর্যাদা রক্ষা করিয়া নির্ধারণ করা কর্তব্য।

হিন্দু লেখক ও সাহিত্যিকগণ চিন্তা করিবেন, বাঙ্গালা সাহিত্য সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্তে ফারসী, উর্দু শব্দসম্পদ গ্রহণ করিলে এবং ফারসী সাহিত্যের ভাব ও ধারা বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানি করিলে ও বাঙ্গালিগণ আরবী-ফারসী ভাষা শিক্ষা করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের কতটা উন্নতি হইবে। বাঙ্গালী জাতির প্রভাব প্রতিপত্তি কতটা বৃদ্ধি পাইবে, ভারতের ভবিষ্যৎ দিক দিয়া কত উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় ভাষার ভাব বিনিময় ও আলাপ পরিচয় করার কত সুযোগ ঘটিবে, হিন্দু মুসলমানের একতার দিক দিয়া কতটা উপকারের সম্ভাবনা আছে, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার ও উচ্চপদ লাভে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করার কত সুবিধা হইতে পারে। এ সকল কথা চিন্তা করিবার জন্য আমরা আমাদের হিন্দু সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল দেশহিতৈষীদিগকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি। মুসলমান যুবকগণ প্রতিবেশী হিন্দুদিগের দেখাদেখি বাঙ্গালা সাহিত্যের বুক হইতে বাছিয়া বাছিয়া আরবী-ফারসী শব্দগুলি বাদ দিয়া ৪ হাজার বৎসর পূর্বের মৃত সংস্কৃত ভাষার শব্দ লইয়া নাড়াচাড়া করাটা যেন গৌরবজনক মনে করেন। কিন্তু ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত শত্রুতা পোষণ করা এবং একটি জীবন্ত ভাষাকে শ্মশান ঘাটের দিকে টানিয়া নেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সংস্কৃত ভাষার প্রতি আমাদের যেরূপ প্রবল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, তেমন বোধহয় কোন গোঁড়া হিন্দুরও নাই। সংস্কৃত পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনগ্রন্থ বেদের ভাষা। আরবী ভাষার সহিত এই ভাষার অনেক নিকট সম্বন্ধ, ব্যাকরণ পদ্ধতি উভয় ভাষার একই সূত্র ও নীতির উপর স্থাপিত। আমরা মুসলমানদিগকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খুব উৎসাহ দিয়া থাকি। হিন্দু জাতির দর্শন শাস্ত্র পৃথিবীতে অতুলনীয়, তাহা জানিতে ও বুঝিতে হইলে এবং প্রাচীন যুগের শিক্ষা সভ্যতার বিষয় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংস্কৃত জানা আবশ্যক। ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি একত্ববাদ বেদশাস্ত্রের অঙ্গীভূত বিষয়, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য এবং তদ্বারা ইসলাম ধর্মবিধির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞান নিতান্তই প্রয়োজনীয়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা একটি উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া

www.pathagar.org

যে তাহাকে কবর হইতে টানিয়া তুলিয়া জীবন্ত জাতির জীবিত ভাষার আসনে বসাইতে হইবে এবং শ্মশান ঘাট হইতে দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি খণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া তদ্দারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে হইবে, তাহা কোন নিরপেক্ষ সাহিত্যসেবী ও বাঙ্গালা হিতৈষী ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন না। মৃত ভাষা একে দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রচলিত, তদুপরি তদ্দারা আমরা দুনিয়াতে কোন কাজের সাহায্য পাইতে পারিব না।

অতএব বাঙ্গালায় যত অধিক সংখ্যক আরবী-ফারসী ও উর্দু শব্দ প্রবেশ করিবে এবং আবশ্যক মত ইউরোপের জীবন্ত ভাষা সকলের বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক এবং শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক নূতন অর্থ প্রকাশক শব্দ-সম্পদ গৃহীত হইবে, ততই সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইবে, ততই সমগ্র ভারতের সহিত দেশীয় ভাষার সাহায্যে ভাব বিনিময় করিতে ও পরস্পর আলোচনা-সমালোচনা করিতে বিশেষ সহায়তা লাভ ঘটিবে। আজকাল কংগ্রেসেও ইংরাজি বক্তৃতা বড় একটা চলে না, দেশীয় ভাষাতেই বক্তৃতা করিতে হয়, হয় হিন্দি না হয় উর্দুতে বক্তৃতা দিতে হয়, কেবল মাদ্রাজীদের জন্য অনেক জেদ ও প্রতিবাদের পর ইংরাজি বুলি কবচাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। ফারসী, উর্দু শব্দ জানা থাকিলে এবং ফারসী, উর্দু শিখিলে ভারত ভ্রমণে এবং কংগ্রেস ও হিন্দুসভা প্রভৃতিতে মিলামিশা করার কত সুবিধা, তাহা কি কাহাকেও শিখাইতে ও বুঝাইতে হইবে? বর্ধমান ছাড়িয়া পশ্চিমে অগ্রসর হইলে বাঙ্গালা অচল। বেনারস, অযোধ্যা, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, মথুরা ও দিল্লী প্রভৃতি ভারতের হিন্দু তীর্থস্থান সমূহের ভাষা উর্দু। দার্জিলিং, নেপাল, ভূটান, শিলং, আসাম, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, সেয়াম, আনাম সর্বত্র এই উর্দুতে কথাবার্তা চলে, সেখানে বাঙ্গালা অচল। সংস্কৃত কেহ বুঝে না। সুতরাং সকল রকম স্বার্থের দিক দিয়া বাঙালীর পক্ষে উর্দু-ফারসী শিক্ষা করা এবং নিজেদের মাতৃভাষাতে ঐ সকল ভাষার শব্দ ব্যবহার পূর্বক সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন একান্ত কর্তব্য।

বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয় আলোচনায় উপস্থিত হইলে সকলের মুখে একটি 'বুলি' শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালায় যে সকল উর্দু-ফারসী শব্দ চলিয়া গিয়াছে, যাহা খাপ খাইয়া গিয়াছে তাহা চালাইতে হইবে বা চালান উচিত। যাহা চলিতে পারে নাই, যাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহা টানিয়া আনা হইবে কিনা এবং সে সকলকে টানিয়া আনিয়া আবার সাহিত্যে জুড়িয়া দেয়া কর্তব্য কিনা সেকথা কেহ আর চিন্তা করেন না। ইহা ছাড়া আর একটি কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কি খতম হইয়া গিয়াছে? আর কি উন্নতির স্থান ইহাতে

www.pathagar.org

নাই? এমন কথা ত কোন জ্ঞানী বলিতে পারেন না যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আর উন্নতির প্রয়োজন নাই, যাহা হইয়াছে তাহা চরম ও পরম।

অতএব, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রধানত উর্দু-ফারসী ও আরবী হইতে গ্রহণ করা উচিত। আবশ্যক মতে ইউরোপীয় জীবন্ত ভাষা ইংরাজি, ফরাসী ও জার্মান ভাষা হইতেও আমরা শব্দ ও ভাব লইতে পারি। অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষার শব্দ তালাশ করিয়া ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ঠুসিয়া দিলে সাহিত্যের উন্নতি হইবে না।

উর্দু-ফারসী যাহা বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে, মিশিয়া গিয়াছে, তাহা থাকুক। তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হউক, কিন্তু নূতন শব্দকে আর দখল দেওয়া হইবে না অথবা যাহা একবার প্রতিবেশী বন্ধুগণের অত্যাচারে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে তাহাকে আর দেশে ফিরিতে দেওয়া হইবে না– এ সকল কথার কি কোন যুক্তি আছে? উর্দু, ফারসী শব্দের কি হাত-পা আছে যে তাহারা এক সময় হাঁটিয়া বা হামাগুড়ি দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল? মানুষ তাহা ব্যবহার করিয়াছিল। কবি ও লেখকগণ এ সকল শব্দ কবিতায় ও গদ্যে সচরাচর চালাইতেন বলিয়াই চলিয়াছিল। এখনও যদি হিন্দু-মুসলমান লেখকগণ বই পুস্তকে, খবরের কাগজে নতুন নতুন উর্দু– ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন, কিম্বা সাবেক কালের ব্যবহৃত শব্দগুলিকে নির্ব্বাসন অবস্থা হইতে ক্ষমা ভিক্ষা দিয়া তাহাদের বাসগৃহে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দেন তাহা হইলে সে সকল সহজেই চলিতে পারে। কোন জিনিসকে চালাইলে চলে, যাহা অচল তাহাকে চালাইয়া নিলেই চলিয়া যায়। উর্দু, ফারসী শব্দগুলি দৈবশক্তি প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে– এরূপ আশায় যদি আমরা বসিয়া থাকি তাহা হইলে কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের সে আশা পূর্ণ হইবে না। আমরা চালাইলে সে সকল চলিয়া যাইবে, ইহাই হইল মূল কথা। বাঙ্গালার মুসলমান সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। লোক গণনায় মুসলমান শতকরা ৫৪, হিন্দু ৪৫ দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যে দেশে যে জাতির সংখ্যা অধিক সে দেশের মাতৃভাষা প্রধানত তাহাদের রুচি, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, বোল-চাল, শিক্ষা-সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গঠিত হইবে, ইহাই স্বভাব ধর্ম। এতদ্ব্যতীত উর্দু, ফারসীর শব্দ ও ভাব গ্রহণে যখন বাঙ্গালীর যথেষ্ট লাভ, ব্যবসায়-বাণিজ্য-রাজনীতি ও স্বদেশে বিদেশে ভাব বিনিময়, চাকুরী লাভ, বিদেশে প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি শত প্রকার লাভের আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা– তখন সে দিকে বাঙ্গালী বুঝিবে না কেন?

www.pathagar.org

আর এক কথা। আমরা আজকাল হিন্দু-মুসলমান একতা ও মিলনের কথা সর্বদাই বলিয়া থাকি, সভা-সমিতি, বই-পুস্তক ও সংবাদ-কাগজে কোথায়ও ইহা বাদ যায় না। বাস্তবিক দেশের মঙ্গল ও মুক্তি যে একতা ও মিলনের উপর নির্ভর করে তাহা কোন জ্ঞানী লোক অস্বীকার করিতে পার না। বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক, এখানে ৫/৬ শত বৎসর মুসলমানেরা বাদশাহী করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শিক্ষা বিষয়ে উন্নত বর্তমান শিক্ষিত হিন্দু সমাজ মুসলমান জাতি ও মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। একজন নিরক্ষর মুসলমানও হিন্দু ধর্মের মোটামোটি ভাবে জাতি ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেকটা বিষয়ে জ্ঞান রাখে, হিন্দুদের জাতি শ্রেণী, দেব-দেবী ও নামজাদা মহাপুরুষগণের মধ্যে অনেককেই তাহারা জানে। কিন্তু আজ একশত হিন্দু এম, এ, ও বি, এ-কে জিজ্ঞাসা করিলে মুসলমান জাতির মোটামোটি বিভাগ, ধর্মের বিভাগ, হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রধান সহচরবর্গের বা ইমামগণের নাম, অথবা প্রসিদ্ধ পয়গম্বরের নাম, প্রধান প্রধান ধর্ম গ্রন্থের নাম, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নাম বলায় বোধহয় তাঁহাদের মধ্যে ২/১ জনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। প্রতিবেশী জাতি সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ তাহাদের পরস্পর মিলন ও একতা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ঃ ৭ ও ১৪ আষাঢ় ১৩৩০ (২২ ও ২৯ জুন ১৯২৩)

www.pathagar.org

আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি

দারুণ নিদাঘ জ্বালায় ফল-শস্যশালিনী চির-যৌবনা বসুমতীর কমনীয় শ্যাম দেহ যখন দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে থাকে; তখন জলদ-দল মুষলধারে নবজীবন দায়ক সুশীতল জলধারা বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শান্ত স্নিগ্ধ এবং শ্যামশ্রী বিমণ্ডিত করে। পৃথিবী সমগ্র শীত ও গ্রীষ্মকাল ব্যাপিয়া তিল তিল করিয়া যে জলধারা তাহার বক্ষস্থ নদ-নদী, তড়াগ ও সমুদ্র হইতে দান করিয়াছিল, যে জলরাশি দান করিতে করিতে তাহার বক্ষ শুষ্ক এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীর্ণ-বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই বিপুল জলধারাই সে আবার আকাশ হইতে প্রাপ্ত হইয়া নব জীবনে পুলকিত এবং নব যৌবন-উৎফুল্ল হইয়া যেমন প্রবলভাবে বিপুলভাবে, চরমভাবে ধরিত্রী আত্মত্যাগ করিয়াছিল; নিজের জল-ভাণ্ডার দেহের রস পর্যন্ত শোষণ করিয়া দান করিয়াছিল, তেমনি মুষলধারে তাহার প্রতিদান পাইয়া নব স্ফূর্তি ও নবীন মূর্তি ধারণ করে। ফলতঃ যেমন দান, তেমনি প্রতিদান।

একটি শ্রীমান ফলবান বৃহৎ বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখ, মেদিনী তাহাকে যে আন্দাজ রস ও সার যোগাইয়া তাহার দেহ পুষ্টি ও বর্ধিত করিয়াছে, বৃক্ষটা ত সেই আন্দাজে ফলে-ফুলে এবং পত্রদলে সজ্জিত হইয়া মৃত্তিকাকে তাহার শুষ্ক পত্র এবং ফুল-ফল দান করিয়া উর্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে।

জাতীয় উন্নতির মূলেও এই কথা। যে জাতির লোকেরা ব্যক্তিগত জীবনে জাতীয় উন্নতি ও মুক্তির জন্য যত স্বার্থত্যাগ করিবে, যত পরিশ্রম করিবে, যত চিন্তা ও কাজ করিবে, সে জাতিও সেইরূপ জ্ঞান, বিত্ত ও শক্তির উজ্জ্বল মহিমায় মণ্ডিত হইয়া পৃথিবীর গৌরব ও সম্মান ভাজন হইবে। যে জাতি যত পতিত, তাহাদের উন্নতির জন্য স্বার্থত্যাগও সেইরূপ বেশী হওয়া আবশ্যক।

এই জন্য পতিত জাতি এবং উন্নত জাতির সাধনা একরূপ হইলে চলিবে না। যে অগ্রে পথে চলিয়াছে, তাহাকে ধরিতে হইলে যে পশ্চাতে পড়িয়াছে, তাহাকে শুধু চলিলে হইবে না। তাহাকে অতিবেগে দৌড়াইতে হইবে। নতুবা সে কখনও অগ্রবর্তী ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবে না। চিরকালই তাহাকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

www.pathagar.org

এই জন্য যদি কোনও পতিত জাতি, উন্নত ও মুক্ত জাতিতে পরিণত হইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে পার্শ্ববর্তী উন্নত জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার শক্তি, জ্ঞান ও ধন উপার্জন করিতে হইবে।

পার্শ্ববর্তী বা দূরবর্তী উন্নত জাতি, বহুদিন ধরিয়া যে অসীম সামর্থ, যে বলবীর্য্য, যে জ্ঞান-বিদ্যা, যে পুরুষকার, যে সাহস ও শক্তি অর্জন করিয়া পরিপুষ্ট, পরিবর্ধিত, মুক্ত ও ব্যক্ত হইয়াছে, পতিত জাতিকে অল্প সময়ের মধ্যে সেই সমস্ত অর্জন করিতে হইবে বলিয়া সাধনা, যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ত্যাগ-স্বীকার ও সহিষ্ণুতা অনেক বেশী অন্তত দ্বিগুণ হওয়া চাই। নতুবা পতিত জাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

এই নিয়মেই প্রাচীন গ্রীক, আসিরীয়ান, ক্যালডেভিয়ান, ফিনিশিয়ান, কার্থেজীয়ান, ইজিপ্সিয়ান, ট্রোজান, ব্যাক্‌টেরিয়ান প্রভৃতি অনেক উন্নত ও প্রতাপশালী জাতি পৃথিবী বক্ষ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাদের নাম, যশঃ ও কীর্তি ইতিহাস পৃষ্ঠায় বর্ণিত থাকিলেও পৃথিবীতে তাহাদের 'বু-বাস' আর কিছুই নাই।

অহো! অন্ধতমসাচ্ছন্ন ধরিত্রী-বক্ষে আদিম বর্বরযুগে সর্ব প্রথমে যে সমস্ত জাতি সভ্যতার আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া মানব জাতির সমূহ কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়াছিল, যাহারা পশুতুল্য বর্বর মানব সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতির সূচনা করিয়া মানব জাতিকে দেবমহিমায় মণ্ডিত করিয়াছিল; আজ তাহারা পৃথিবী হইতে একেবারেই লুপ্ত ও গুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যখনই যে জাতি পশ্চাতে নিপতিত হইয়াছে, তাহারা সর্বদাই প্রবল জাতিদিগের কঠোর নিষ্পেষণ ও নির্যাতনে ক্রমশঃ দুর্বল, নিস্তেজ ও হীন হইতে হইতে শেষে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অনন্ত শক্তি ও মহিমাসম্পন্ন প্রকৃতির নিয়ম এই যে প্রবল দুর্বলকে গ্রাস করিবে। প্রবল দুর্বলের সর্বস্ব শোষণ এবং পেষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ শক্তিহীন করিয়া তাহাকে একেবারে ধ্বংস-সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত করিবে। সুতরাং যে জাতি প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে জীবন সংগ্রামের সাধনা ও শক্তি প্রদর্শন ক্ষেত্রে ব্যবসায় এবং বাণিজ্যে, শিল্পে ও সাহিত্যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, শক্তি ও সাহসে পশ্চাদবর্তী হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা যদি জীবন-মরণ পণ করিয়া কঠোর ও কঠিন সাধনা না করে তাহা হইলে, যত বিলম্ব বা শীঘ্র হউক, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

www.pathagar.org

ভারতীয় মুসলমানগণ রাজ্যসম্পদ বিহীন হইবার পর হইতে সার্দ্ধ এক শতাব্দীর[১] মধ্যে যেরূপ দ্রুতগতিতে অবনতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা নিতান্তই আশঙ্কা ও বিপজ্জনক। অধঃপতন এত বেশী হইয়াছে যে, বিজয়-শ্রীমণ্ডিত ইংরাজ জাতির সহিত তুলনা করিবার প্রয়োজন নাই; মুসলমান শাসনাধীনে যে হিন্দু জাতি একাদিক্রমে সপ্তশত বর্ষ অবস্থান করিয়াছিল, পৃথিবীর ভিতরে সর্বাপেক্ষা পতিত ও অধম সেই হিন্দুদিগের অপেক্ষাও পতিততর ও অধমতর হইয়াছে।

যে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি তাহাদের জনবাহুল্যে ও শ্রমবাহুল্যে সমৃদ্ধশালী ও শোভমান সেই বাঙ্গালার মুসলমানগণ দিন দিন প্রতিবাসী ও চির প্রতিযোগী হিন্দুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িতেছে। হিন্দুরা ধনবলে ও জ্ঞানবলে মুসলমানদিগকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। বিদ্যাচর্চায় মুসলমান ছাত্রসংখ্যা স্কুল-পাঠশালায় দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইলেও কলেজে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা আজও এক দশমাংশ মাত্র। সুতরাং আমাদের পক্ষে পতিত হিন্দুদিগের সহিত তুল্য হইবার আশাও সুদূরপরাহত।

অন্যদিকে হিন্দুর ধনবলের সহিত মুসলমানের ধনবলের তুলনাই হইতে পারে না। চট্টগ্রাম ও ঢাকা ব্যতীত বিশাল বাঙ্গালার আর কোনও জেলায় মুসলমানের কোনও প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য বা কারবার নাই বলিলেই চলে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের মুসলমানেরা ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে একেবারেই উদ্যমহীন এবং অধম।[২] তৎপর মুসলমান শাস্ত্রে সুদ দেওয়া নেওয়া উভয়ই হারাম হইলেও শতকরা ৯৫ জন মুসলমান সুদ দিতে দিতে ক্রমশঃ দীনাতিদীন, গরীব ও মিছকিন সাজিতেছে। বিশাল জাতিটাকেই একেবারে গরীব, কাঙ্গাল ও মিছকিন করিয়া তুলিয়া ইসলামের মস্তক চর্বণ করিতেছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, তৎসম্বন্ধে বিরাট জাতির মধ্যে হইতে একটি লোকও উঁচু শব্দ করিতে সাহস করিতেছে না। এমন ভয়ানক ধ্বংস ও নির্যাতন দেখিয়াও কেহ একটি কথাও বলিতেছে না। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সুদ দিয়া ধ্বংসের পথে যাইতেছে তাহাতে পাপ কল্পনা করিয়া কেহ একেবারের জন্যও শিহরিয়া উঠিতেছে না; সুদ দেওয়া, নেওয়ার মতই যে ভীষণ পাপ, আত্মধ্বংসের সুবিশাল সোপান– সে কথা একবারেও কেহ চিন্তা করিতে পারিতেছে না। সুতরাং মুসলমানদিগের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারময় বলিয়াই বোধ হইতেছে।

---

১. ১৯২৩ সালের হিসেবে।— সম্পাদক

২. ১৯২৩ সালের প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য।— সম্পাদক

www.pathagar.org

সমাজের এই সমস্ত কুসংস্কার দূর করিবার জন্য মুসলমানদিগের চরিত্রবল, ধনবল, বাণিজ্যবল, জ্ঞানবল ও ঐক্যবল বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদের নব্যশিক্ষিত উজ্জ্বল আলোকপ্রাপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন, একটি যুবককেও অগ্রসর হইতে দেখিতেছি না। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ ভুলিয়া যান যে, হিন্দুদিগের অপেক্ষা তাহাদিগকে অধিকতর ত্যাগ ও পরিশ্রম স্বীকার না করিলে তাহাদের জাতির আর কল্যাণ নাই। হিন্দু যুবক যেখানে ৫০০ টাকা অর্জন করে, সেখানে তাহাকে অন্ততঃপক্ষে ১০০০ হাজার টাকা অর্জন করা চাই-ই। হিন্দু যেখানে স্ব-সমাজে উন্নতি বিধান ও শিক্ষা প্রসারে বিপুল উদ্যামে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছে এবং ক্রমাগত সাফল্য লাভ করিতেছে সেখানে আমাদের গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েটগণ, আমাদের ডেপুটি, উকিল, মোক্তার ও ব্যারিস্টারগণ, আমাদের জমিদার ও জোতদারগণ, আমাদের লেখক, সম্পাদক ও বক্তাগণ বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি কয়জন নিজের মুখের গ্রাস তুলিয়া কয়টি দরিদ্র ছেলেকে সাহায্য বা প্রতিপালন করিয়াছেন? কয়জন সমাজের জন্য কতটুকু চিন্তা করিয়াছেন? কয়জন কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বা সমাজের জন্য কয়জনে কয়টি টাকা দান করিয়াছেন?

আমরা যেরূপ অধঃপতিত নিরন্ন, মূর্খ ও বিপন্ন জাতি, তাহাতে যিনি সমাজের সেবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হন নাই; তাঁহার সেবা সেবার মধ্যেই গণ্য নহে।

চতুর্দিকে যখন শত শত লোক হাহাকার করিতেছে তখন আমি ২,০০০ হাজার মণ চাউল গোলা হইতে বাহির করিয়া দান করিলেই আমার কর্তব্য শেষ হইবে না; অন্ততঃ আমার নিজ আহারের দু'চারি লোকমা কম করা কর্তব্য। নতুবা আল্লাহ্ তাআলার নিকট জবাবদিহি হইতে হইবে।

যেখানে সমাজের ধনের অভাব, মানের অভাব, জ্ঞানের অভাবের সীমা পরিসীমা নাই; সেখানে সামান্য চেষ্টা ও যত্নদ্বারা পুঞ্জীভূত অভাব দূর হইতে পারে না। রাশিকৃত বালুকাস্তুপ সামান্য জলদের জলধারা বর্ষণে কখনও সিক্ত হইতে পারে না।

অমারজনীর পুঞ্জীভূত নিবিড় তিমির সামান্য দীপালোকে কদাপি অপসারিত হইতে পারে না। তাই বলিতেছি যে, হে আমাদের শিক্ষিত নব্যযুবকগণ! তোমরা স্বপ্নেও চিন্তা করিও না যে, তোমরা সংসারের মজা উড়াইয়া, আনন্দ ও স্ফূর্তি করিয়া দশ রকম গল্প করিয়া, তাস-পাশা খেলিয়া, অফিসে প্রভুর সেবা করিয়া, সারা জীবনের মধ্যে ২/৪ বার ভুল ভাটকায় বা অনুরোধ-উপরোধে পড়িয়া অথবা নিজের সম্মান বা প্রতিপত্তি বাড়াইবার লালসায় কিম্বা কর্তব্য জ্ঞানেই ২/১০

www.pathagar.org

মিনিট সমাজ বা জাতির অধঃপতনের কথা আলোচনা করিলে, দুই চারিটি কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিলে, ২/৪টি বক্তৃতা বা ২/১০টা টাকা দান করিলেই সমাজ বা জাতির কল্যাণ ও মুক্তির পথ খুলিয়া যাইবে। লক্ষ লক্ষ লোক আত্মবলি না দিলে, সমাজের জন্য খাটিয়া খাটিয়া শরীরের রক্ত জল না করিলে, নিজেকে সর্বপ্রকার সাংসারিক ভোগ, সুখ ও বিলাস-ব্যসন হইতে মুক্তরক্ত করিয়া জাতির জন্য প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিবার মহান ব্রতে আত্মোৎসর্গ না করিলে মুসলমানের আর কল্যাণ নাই। সেই জন্য আমরা একদল খোদাবিশ্বাসী অগ্নিতুল্য-তেজস্বী সংসার ত্যাগী কর্মী এবং পরিশ্রমী যুবক চাই। তাঁহারা নির্দিষ্ট কাল কার্য পর্যন্ত বিবাহ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, অনাবিল স্বাস্থ্যসম্পন্ন, কঠোর-পরিশ্রমী ও চরিত্রবান হইবেন। জাতির সেবা করা– জাতির মধ্যে ধর্ম জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য, সমস্ত জাতির প্রাণে একটি উচ্চ ও উদার, মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্য পরিস্ফুটরূপে জাগাইয়া দিবার জন্য তাহারা নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন রিক্ত ও মুক্ত হইয়া আপনার জীবন গঙ্গাকে জাতির জন্য বিলাইয়া দিবেন। ধর্মবলে তাঁহারা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলন্ত ও জীবন্ত হইবেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁহারা শুষ্কপত্রে প্রসারণশীল অগ্নির ন্যায় হইবেন। কামিনী-কাঞ্চনের লালসা তাঁহাদের হৃদয়কে মুগ্ধ ও স্তব্ধ করিতে পারিবে না। তাঁহাদিগকে ইসলামের আলোকে আলোকিত, জ্ঞানে প্রদীপ্ত, চিন্তায় বিমুক্ত হইয়া ইসলামের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

সমগ্র বাঙ্গালার, আড়াই কোটি জনপূর্ণ বিশাল মুসলমান সমাজে প্রতি দুই লক্ষের মধ্যে একজন ত্যাগী যুবকও যদি কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির সহিত তাহাদের শক্তিসমূহ মিলিত হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করি এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশ, বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ শুধু বঙ্গদেশে বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারিবে তাহা নহে, বরং বাঙ্গালা-ভারতের আদর্শ-দৃষ্টান্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবে। আড়াই কোটি মুসলমানের মধ্যে ৫০ জন ত্যাগী সন্ন্যাসীও কি জুটিবে না? লাঞ্ছিত সমাজকে সম্মানিত, অধঃপতিত সমাজকে উন্নত, নির্জীব সমাজকে জাগ্রত করিবার জন্য কে কোথায় আছ সাড়া দাও। কোরআনের বাণীতে আহ্বান করিতেছি– "কে আছ আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করিতে।" আমরা ত্যাগী-কর্ম্মীগণের একটি সঙ্ঘ গঠন পূর্বক তাহাদিগকে সমাজ কার্যে নিজেদের সঙ্গে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছুক।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ঃ ১৪ই আষাঢ় ১৩৩০ (২৯শে জুন ১৩২৩)

www.pathagar.org

সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা

তরুণ-তপনের হিরণ-কিরণে নিখিল ভুবনে নবজীবনের যেমন সাড়া পড়িয়া যায়; ভূলোকে, দ্যুলোকে, আলোকে, পুলকে যেমন নবীন আনন্দ-ধারা শত ছন্দে প্রবাহিত হয়, পাখীর মধুর ললিত-কুজন প্রকৃতির প্রাণে যেমন সুধা ধারা ঢালিয়া দেয়, জগত-জীবন পবন যেমন কুসুম-সুরভি হরণ এবং বিহন-কাকলি বহন করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি ও শান্তি লইয়া নবজীবনের অমিয় পরশে জীব-দেহে নব স্ফূর্তির সঞ্চার করে, গিরি-নন্দিনী কল্যাণ-দায়িনী তটিনী যেমন শীতল সলিল-ধারা বহন করতঃ উভয় তীরস্থ তরু-লতা গুল্ম এবং তৃণপুঞ্জকে নবযৌবনের শ্যামল শোভায় বিমণ্ডিত করিয়া ফল-ফুল ধারণে সামর্থ্য দান করে, ঋতু-রাজ বসন্ত যেমন হিমানী ক্লিষ্ট শ্রী সৌন্দর্য বিহীন বসুধার মর্মে মর্মে, অঙ্গে অঙ্গে রস-রঙ্গে নিরুপমা সুষমার মোহন-লালিত্য লীলায়িত করিয়া তোলে, শারদীয় পৌর্ণমাসী শশাঙ্ক যেমন শঙ্খ-ধবল বিমল জ্যোৎস্না-জাল বিকীর্ণ করিয়া নিসর্গ সুন্দরীকে ভুবন-মোহন চিত্ত-বিনোদন অতুল-সৌন্দর্য এবং আনন্দ-রাগে সুসজ্জিত করিয়া স্বর্গীয় দৃশ্যের সূচনা করে, মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ও স্বর্গের দান জাতীয় সাহিত্যের অঘটন ঘটন-পটিয়সী মহীয়সী-শক্তির অমৃত নিস্যন্দী ভাব-তরঙ্গে কর্ম্মের দ্যোতনায় উৎসাহের সূচনায় জাতীয় জীবন দেহে স্বর্গীয় সৌন্দর্য পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটাইয়া তোলে; এবং বাধা বিঘ্ন বিচূর্ণকারিণী সর্ব কল্যাণ ও মঙ্গল সাধিনী অক্ষয়শক্তি দান করিয়া জাতীয় গৌরবের বিজয়-বৈজয়ন্তীকে আকাশচুম্বিনী মহিমা দান করে– সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা তেমনি সঞ্জীবনী, তেমনি শক্তিশালিনী, তেমনি কল্যাণদায়িনী হওয়া চাই। পরপদ-দলিত, পরকর-পীড়িত, অনন্ত দুঃখ-দুর্দশা দুর্ভাগ্যমথিত হতাশ ও নিরাশ জাতির প্রাণেও বাঁচিবার আশা দান করতঃ তাহাকে তেমনি উন্নত ও মহৎ হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া তুলিবে।

জাতির অবস্থা ভেদে, তাহার ধর্মনৈতিক, সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নতি অবনতির তারতম্য অনুযায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি, আলোচনা ও গবেষণা হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুস্থ ও সবল-দেহ ব্যক্তির পক্ষে যে খাদ্য ও পানীয়ের

www.pathagar.org

আবশ্যক হয়, অসুস্থ ও রুগ্নব্যক্তির জন্য কদাপি সেই খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা চলিতে পারে না, অথবা গ্রীষ্মকালের পোষাক-পরিচ্ছদে যেমন গ্রীষ্মকালে দেহরক্ষা হইতে পারে না, অথবা গ্রীষ্মকালের পোষাকে যেমন শীতকালে শরীর রক্ষা চলিতে পারে না, তেমনি উন্নত জাতির সাহিত্য এবং পতিত জাতির সাহিত্যের ধারায় একই প্রকার শক্তির স্ফূরণ ও ভাবলীলার প্রকটন হইতে পারে না, নদীর নৌ-যান ও সামুদ্রিক নৌ-যান যেমন একইরূপ হইলে চলিতে পারে না; তেমনি প্রভুজাতি ও দাসজাতির সাহিত্যের চিন্তা ও ভাব-ধারা একরূপ হওয়া উচিত নহে।

জাতির অধঃপতন হইবার কারণ কি? কুল আলমের সকল জামানার সকল জাতির অধঃপতন ও দুর্গতিগ্রস্ত হইবার কারণ হইতেছে সত্য-বিমুখতা, বীর্য-হীনতা, ব্যসনা বিলাস ও অনৈক্য। যে জাতি যখন চরিত্রহীন ও বিলাস-পরায়ণ হইয়াছে, যে জাতির ভিতরে যত সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা ব্রহ্মচর্য ও ব্যায়াম চর্চা পরিত্যাগ করিয়া দুর্বল ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছে, তখনই তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ও ঐক্যশালী জাতি আসিয়া তাহাদের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। সুতরাং অবশ্যই বুঝা যাইতেছে যে, চরিত্র ও নীতিবিহীনতার জন্য, বিলাস ও ব্যসনের জন্য, ভীরুতা ও অনৈক্যের জন্য জাতির পতন হয়। এই চরিত্র ও নীতিহীনতা, সেই ব্যসন-বিলাসিতা সেই অনৈক্য ও ভীরুতাকে নির্মূল করিয়া তাহার স্থলে সত্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা, পতি-পরায়ণতা, ঐক্য ও বীর্যবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে এবং সর্বোপরি তাহাকে মুক্তির জন্য বিরাট ও মহৎ হইবার জন্য অধীর ও উন্নত করিয়া তুলিতে না পারিলে সে জাতি কখনও এই দুনিয়ার কঠিন ও কঠোর প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। প্রাচীন আসিরিয়ান, ক্যালডিয়ান, ট্রোজান ও ব্যাকটেরিয়ান, জোড়িয়ান ও ফিনিশিয়ান প্রভৃতি জাতি যেমন করিয়া পৃথিবী হইতে নির্মূল হইয়া গিয়াছে, তেমনি করিয়া তাহারাও আজ হউক আর কাল হউক একদিন নির্মূল হইয়া যাইবেই।

জাতীয় সাহিত্যের রচনা ও ভাবের প্রেরণার মধ্য দিয়া জাতীয় দেহে যথেষ্ট শক্তি, জাতীয়-মস্তিষ্কে উচ্চ, উদার ও মুক্ত চিন্তা এবং জাতীয় হৃদয়ে কর্মের তীব্র ও উদ্দাম প্রেরণা জাগাইয়া তোলাই হইতেছে পরম কর্তব্য ও চরম সাধনা।

পতিত জাতিকে সাহিত্যের ভিতর দিয়াই স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতে হইবে যে, কোন কোন দোষে তাহার পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল জড়াইয়া গিয়াছে, কোন দোষে উন্নতির তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ হইতে তাহাকে অধঃপতনের অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন গুহায়

www.pathagar.org

পতিত হইতে হইয়াছে, অতীতের কোন কোন ভুলে কোন কোন ক্রটিতে কোন কোন বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে।

চরিত্রবল ও ধর্মবল ব্যতীত কোনও জাতি জাতীয় মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং সাহিত্যের আলোচনা ও গবেষণায় জাতির প্রত্যেক লোকের মন যাহাতে চরিত্র ও ধর্মলাভের জন্য সচেষ্ট ও ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যে জাতি যত বড়, যত বিরাট, যাহার ধর্ম যত বিশাল, উদার ও গভীর তাহার সাহিত্যের ভাষা ভাব, রচনা, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তেমনি বিশাল, বিরাট, গভীর ও উদার হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীতে মুসলমানেরা সর্বপ্রধান মহাজাতি। মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, মুসলিম জাতীয়তা ও মুসলিম প্রেম, গিরি-মরু-তরু বা সিন্ধু-সরিতের বাধা বিঘ্ন কিছু মানে না। ইসলামের হামদর্দী ও 'হামিয়তের' কোন সীমা-ছরহদ্দ নাই। মরক্কো হইতে ফিলিপাইন পর্যন্ত বিশ্ব-মোছলেমের প্রাণের সুর ও তান একসূত্রে গ্রথিত। আরব, তুর্কী, ইরানী, তুরানী, আফগানী, মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় বলিয়া মুসলমানের জাতিত্ব ও জ্ঞাতিত্বের নির্দেশ হয় না। যাহাদের খোদা এক, রছুল এক, কোরআন এক, কলেমা এক, কেবলা এক যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক, তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতা ও পার্থক্যের কল্পনা করা মহাপাপ। মুসলমান সকল দেশে, সকল কালে, সকল যুগে মুসলমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুসলমান অগ্রেও মুসলমান, মধ্যেও মুসলমান, শেষেও মুসলমান। আজ যে বিজাতীয় প্রভাবে ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কাটিয়া যাহারা বলিতেছেন আমরা অগ্রে হিন্দুস্থানী বা ভারতীয়, তাহার পর মুসলমান, তাঁহারা ভ্রান্ত। মুসলমানের জন্য এরূপ কথা বলিবার কোনও আবশ্যক করে না। মুসলমানের ধর্ম, মুসলমানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিরকালই মুক্তি। রাষ্ট্রনীতির সহিত ইসলাম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ইসলামে রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্য বা স্বরাজ বলিয়া কোনও আলাহিদা পদার্থ নাই। জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা, প্রভুত্ব লাভের শিক্ষা ও উদ্দীপনা ইসলামের মর্মে মর্মে গাঁথা। সুতরাং মুসলমান যথার্থ মুসলমান হইলে, তাহার মনে পুরুষকারের ও স্বাধীনভাবের বন্যা ছুটিবে, তাহাকে 'ভারতীয়' বলিয়া মাতাইয়া তুলিলে তাহা অপেক্ষা যে ভারত-হিতৈষণা ও ভারত উদ্ধারের উন্মাদনা বেশী জাগিয়া উঠিবে তাহা নহে। মুসলমানের জাতির বোধের ভিতরেই দেশাত্মবোধ ডুবিয়া রহিয়াছে। আসল কথা, মুসলমানের জাতিত্ব ও ধর্মবোধ কোন ক্রমেই দেশাত্মবোধ হইতে ন্যূন হইতে পারে না।

www.pathagar.org

হিন্দুর অভ্যুত্থান হইলে তাহা শুধু ভারত জুড়িয়াই হইবে। কিন্তু মুসলমানের অভ্যুত্থান হইলে প্রায় জগৎ জুড়িয়াই হইবে। ইহা অতি গভীর সত্য যে, ভারতের মুসলমান জগতের মুসলমানকে ত্যাগ করিয়া জাগিতে পারিবে না। কারণ মুসলমানের পতন যেমন জগৎ জোড়া, তাহার অভ্যুত্থানও তেমনই জগৎ ব্যাপিয়া। তাই আজ দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান যখন জাগিতেছে তখন ফিলিপাইন ও চীন হইতে মরক্কো পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়া জুড়িয়া জাগিতেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহা যেমন দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ, এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে অন্য অঙ্গেও তাহার ব্যথা জাগিয়া উঠে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিলেও মুসলমান তাহাদের চিন্তা ও অনুভূতিতে এক। ইহাই ইসলামের বিশেষত্ব ও মহা গৌরব। এই বিশেষত্বই নিখিল অখিলে, বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ ধারা প্রবাহিত করিবে। আর কোনও ধর্মের এ গৌরব ও এ শিক্ষা নাই।

তৎপর বিশেষ কথা হইতেছে এই যে, মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান জাতি বীর্যবান নিষ্ঠাবান ও কর্মশীল। আর হিন্দু জাতি ও ধর্ম রস প্রধান ও ভাব প্রধান, সুতরাং দৌর্ব্বল্যমূলক। হিন্দুর প্রকৃতি বশ্যতামূলক আর মুসলমান প্রকৃতি প্রভুত্বমূলক। হিন্দু ও মুসলমানের খাদ্যাদিও একরূপ নহে। হিন্দু প্রধানতঃ নিরামিষ ভোজী, মুসলমান প্রধানতঃ মাংসভোজী। মুসলমান ঘোরতর একত্ববাদী, হিন্দু মূলতঃ না হইলেও কার্যতঃ বহু দেব ও বহু ঈশ্বরবাদী। হিন্দু ধর্ম ও জাতি, বৈষম্য ও অনৈক্যকারীমূলক। মুসলমান ধর্ম ও জাতি সাম্য ও ঐক্যমূলক। হিন্দুজাতি বহুকাল হইতেই মুসলমান বা মুসলমানদের পূর্ব-পুরুষ ইরানী, তুরানী বা আরবগণ ও আসিরিয়ান প্রভৃতি জাতি দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছেন। আর মুসলমান বা মুসলমানদিগের পূর্ব-পুরুষ আরব, ইরানী, তুর্কী, তুরানী প্রভৃতি জাতি চিরকালই বাদশাহী ও দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছেন।

মুসলমান লেখকদিগের সাহিত্য রচনার সময় এই সব বিষয় বিশেষরূপে ভাবিয়া বুঝিয়া বিচার করিয়া মুসলমান সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। মুসলমান সহিত্য রচনার বেলায় হিন্দু সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করিলে চলিবে না। করিতে গেলে তাহা হিন্দু সাহিত্যই গড়িয়া উঠিবে; কদাপি তাহা মুসলমান সাহিত্যের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। হিন্দু সাহিত্যে, সাহিত্যের যাহা প্রধানতম অঙ্গ ইতিহাস, তাহাই নাই। অতএব হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস চর্চা করিবার কোনও সুবিধা নাই। সুতরাং হিন্দু লেখকেরা যদি নিরুপায় হইয়া রাশি রাশি উপন্যাস রচনা করিয়া জাতীয় জীবনকে কল্পনায় অনুরঞ্জিত করিয়া তাহাদের নবীন দলের নবীন যুবক যাত্রীদিগের সম্মুখে ধরে, তাহা তেমন দোষাবহ নহে। বরং তদ্ব্যতীত হিন্দু লেখকের আর কোন পন্থাই নাই। কিন্তু

www.pathagar.org

মুসলমানের জন্য এ পন্থা গ্রহণীয় নহে। কারণ মুসলমানের জাতীয় জীবনের ইতিহাস অতি বিরাট, বিশাল ও বিপুল। তাহার প্রচার, তাহার অনুশীলন, তাহার গবেষণায়, তাহার আলোচনায় যে জ্ঞান যে শিক্ষা লাভ হইবে, তাহার পঠন পাঠনে ও আন্দোলনে আমরা যে শক্তি, যে সাহস, যে পুরুষকার, যে জোয়ার্মর্দি, যে ত্যাগ স্বীকার, যে শহীদী ভাব, যে গৌরব, যে প্রতিপত্তি, যে প্রভাব লাভ করিব, জিজ্ঞাসা করি সারা দুনিয়ার উপন্যাস পাঠেও তাহার শতাংশের একাংশ পাইব কি? মুসলমানের ইতিহাসের যে গৌরব আছে, পৃথিবীতে তাহা যে আর কাহারও নাই, আমাদের লেখকেরা তাহা ভুলিয়া যান কেন? মুসলমানের উপন্যাস চর্চা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে। তবে হিন্দুরা আক্রমণমূলক ও কুৎসাসূচক যে সমস্ত উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহার জওয়াব মূলক উপন্যাস লেখা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য ও প্রকাশমূলক। কারণ ইহাতে একদিকে মুসলমান পাঠকগণের অন্তর হইতে দুর্বলতা ও ভিত্তিহীন অলীক ধারণা দূর হইয়া যাইবে, অন্যদিকে হিন্দু লেখকগণ উপযুক্তরূপে বাধা পাইলে তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান যাহাতে হিংসা বিদ্বেষ প্রচারিত হয় সেরূপ পুস্তক লেখার দুঃসাহস ও বৃথা প্রয়াস স্বীকার করিবেন না। তদ্দারা হিন্দু-মুসলমানে একতা স্থাপিত হইবে। বিষে বিষ হজম করে, ইহাই স্বভাব ধর্ম। উপন্যাসের প্রধান মারাত্মক দোষ এই যে, উহা পাঠককে নিতান্ত চঞ্চল, হালকা ও বিলাস পরায়ণ করিয়া তোলে। ইহা সর্ববাদী-সম্মত শুভ্র সত্য যে, তরুণ বয়সে উপন্যাস পাঠে মুগ্ধ হইলে সে আর কাব্য ইতিহাস বা দর্শন বিজ্ঞান পাঠ করিতে পারে না, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু যেমন দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না। উপন্যাসখোরও তেমনি সাহিত্যের আর কোন বিষয়ই উপভোগ করিতে পারে না। একজন সুশিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতা উপন্যাস পাঠে তাহার অনিষ্ট হইয়াছে তাহা এমন করিয়া বলিতেছিলেন যে তাহা শ্রবণে আমার আঁখি ছলছল করিয়া উঠিয়াছিল! ভদ্রলোকটি এম, এ, ডিগ্রি ধারী। তিনি বলিলেন, কি কুক্ষণেই আমি উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার মস্তিষ্ক এমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, একটা চিন্তামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিবারও ধৈর্য নাই। আমার আশা ছিল, পৃথিবীতে নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিব, কিন্তু উপন্যাসের আফিমী নেশা আমার সর্বনাশ করিয়াছে।

উপন্যাসের কল্পনা ও লক্ষ্য যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, উহা পাঠকের হৃদয়ে কোন স্থায়ী ভাবের ও আবেগের সৃষ্টি করিতে পারে না। কারণ পাঠক যখনি চিন্তা করে যে, উহা মিথ্যা এবং গাঁজাখুরী কল্পনাপ্রসূত, তখনই উহা প্রভাতের রঙ্গীন মেঘের ন্যায় কোথায় উড়িয়া যায়! আধুনিক উপন্যাসের পাঠে

www.pathagar.org

যুবকেরা ব্রহ্মচর্য বিহীন, কামিনী ও কাম চিন্তায় বিভোর হইয়া জাতির মহা সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

যে জাতির ভেতরে যত রঙ্গরস, যত উপন্যাস-নবন্যাস, যত নাটক, যাত্রা, থিয়েটার ও কাম-সঙ্গীতের বাড়াবাড়ি হইবে, তাহারা ততই পুরুষকার বিহীন কামোদর পরায়ণ কমিনা ও কমবখ্‌ত কওমে পরিণত হইবে। ইসলাম এই জন্যই এসব বিষয় সমর্থন করে নাই। দেশের ও লোকের শরীর ও মনের অবস্থা যেরূপ দুর্বল, তাহাতে এদেশে এখন ঘোড় দৌড়, নৌকা বাইচ, মল্লক্রীড়া, কুস্তি, যুযুৎসু, তরবারী চালনা, বন্দুকের লক্ষ্যভেদ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু শিকার, পদব্রজে গিরি-ভ্রমণ, দেশভ্রমণ, দৌড়, সন্তরণ, কৃত্রিম-যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে মাতিয়া উঠা কর্তব্য ছিল। যাত্রা থিয়েটারের পরিবর্তে কোরআনের ও গীতার ব্যাখ্যান সভা, "ফতুহশ্‌ শাম", "ফতুহল মেছের", "ফতুহল আজম", "রামায়ণ" ও "মহাভারত" চর্চা সভার অধিবেশন হওয়া কর্তব্য ছিল। খালেদ, ওমর, আমর এবনে আছ, সাআদ, তারেক মুছা, ওকবি, হানজালা, আবদুর রহমান, তাইমুর, বাবর, শেরশাহ, ছালাহুদ্দীন, মুহাম্মদ ফাহেত, খায়ের উদ্দিন বারবারোসা, টীপু, মুহাম্মদ আলী, হায়দার আলী, চাঁদ সুলতানা প্রভৃতি শত শত মহাবীরের বীর্যময় জীবনীর আলোচনায় জাতির জড়দেহে নব চৈতন্যের সঞ্চার করা কর্তব্য ছিল। পুরুষকার ও মর্দামীর ভাবে জাতিকে উন্মত্ত করিয়া তোলা একান্ত দরকার ছিল। কিন্তু হায়! প্রেম সঙ্গীত, প্রেম গান, প্রেম কাহিনী এবং যাত্রা থিয়েটারের রঙ্গরসে কামুকতা ও বিলাসিতায় বালক-যুবকের দল একেবারে দাড়ি-মোচ চাঁচিয়া, লম্বা চুলে টেড়ি কাটিয়া, নারীর ন্যায় মিহিসুরে কথা বলিয়া, পাতলা, ফিনফিনে কাপড় পরিয়া, চোখে চশমা এবং হাতে নারীর ভঙ্গিমায় ব্রেসলেটের স্থলে রিস্টওয়াচ বাঁধিয়া নিতান্ত কান্ত-কোমল, ক্ষীণ-দুর্বল, প্রেম-বিহ্বল সাজিয়া ভবের বাজার গুলজার করিতেছে। আর জাতীয় মুক্তি ও কল্যাণের আশা ভরসা অগাধ জলধিতলে নিমজ্জিত হইতেছে। ব্যাপার এমনি দাঁড়াইয়াছে যে, ছোক্‌রাদিগের পক্ষে ছুকরী হইবার জন্য যদি এখন কোনও ঔষধ বা প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হয়, তাহা হইলে বোধ হয় শতকরা আশিজন যুবক পুরুষত্ব ত্যাগ করিয়া নারী সাজিয়া জীবন ধন্য করিবে।

অহো! কি ভীষণ ও সাংঘাতিক অধঃপতন! কি ভয়াবহ অবস্থা!! ফলতঃ যুবকদের মুখের দিকে তাকাইলে রাষ্ট্রীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার কথা আর উচ্চারণ করিবারও সাহস হয় না। ব্যাপার দিন দিন আরও গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। আজকার যে সমস্ত উপন্যাস ও মাসিকে নারীর অর্ধউলঙ্গ কিম্বা প্রায় উলঙ্গ ছবি না থাকে, "সদ্য-স্নাতা", "অভিসারিকা", "মায়াবিনী", "বিরহিনী" "আলিঙ্গনাবদ্ধা", "স্বৈরিণী", "বন পথে" (নাউজুবিল্লাহ) প্রভৃতি জঘন্য ও

www.pathagar.org

কুৎসিত কামোদ্দীপক চিত্র না থাকে, তাহা যুবকেরা স্পর্শ করিতেও চায় না!! প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা সকল নারীচিত্রের নেশায় ছোকরাদিগকে আরও পাগল করিয়া তুলিতেছে। অনেক ছাত্র কেবল চিত্র ও গল্পের জন্যই ঐ সমস্ত কাগজ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকে আর্টের উৎকর্ষ বলিয়া অনেক অর্বাচীন বক্তৃতা করিতেও লজ্জা বোধ করে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, মুসলমান সাহিত্যিকগণ এ সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন? সাহিত্যের এ প্রকার উদ্ভট উচ্ছৃঙ্খল কামুকতার বিলাস-বিলসিত পাপ ধারার ভিতর দিয়াই কি জাতীয় জীবন-রজনীর প্রভাত সূচিত হইবে?

দিন আসিয়াছে, এখন মুসলমান লেখক ও সাহিত্যিকদিগকে প্রাণপাত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার কুৎসিৎ বিলাসিতা ও কামুকতার অতি জঘন্য হীনতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। হিন্দু ইহার বাধা জন্মাইতে পারিবে না। তাহার ধর্ম ও লঘু প্রকৃতি বিশেষ করিয়া ইহার প্রতিকূলতা করিতে পারিবে না। আমার মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে জাতীয় জীবন গঠন কুশল করিয়া তুলিতে হইলে প্রায় সমস্ত উপন্যাস ও নাটক-নভেল ভস্মসাৎ করিতে হইবে। নারীর চিত্র আঁকা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এখন ব্যাপার এমনি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সিগারেট বিড়ি ও তেলের শিশিতে সুন্দরী নারীর বিলাসিনী মূর্তি না দিলে, তাহা বিক্রয় হয় না। এমন দেশের লোক যদি স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলে তৃণগুচ্ছও একদিন শালবনে পরিণত হইবে।

তাহার পর ভাষার কথা। আমরা বিষয় বিশেষে সরল সহজ ভাষার পক্ষপাতী। কিন্তু চঞ্চল ও মেরুদণ্ড বিহীন হাল্কা ভাষার পক্ষে নহি। বীর ভাষা আরবী, ফারসীর রচনা কত মধুর! অথচ কত গম্ভীর!!

রবীন্দ্রপন্থীরা ভাষাকে যেমন কোমল করিতে যাইয়া কমজোর ও রুগ্ন করিয়া তুলিয়াছেন, মুসলমানের তাহা অনুকরণযোগ্য নহে। পাতলা ফিন্‌ফিনে কাপড় হিন্দুর পক্ষেই বেশী শোভা পায়, খাঁটি মুসলমানের জন্য কখনই নহে। মুসলমানের যেমন ধুতি-চাদর পরিলেও মানায় না– আছকান পায়জামা, আমামা, চোগাতেই তাহাকে মানায় ভাল; তেমনি পাত্‌লা ফিনফিনে "ধূতি চাদুরে ভাষাও" মুসলমান-রচনা ও ভাবের অনুকূল নহে। মুসলমানের ভাষা ঠিক সেই আচ্‌কান পায়জামা আমামা, তাজ, চোগা, ছদরিয়া শোভিত বেশ সজ্জিত ও ভাব-গম্ভীর শাহানা চালের হওয়া আবশ্যক। উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহার সমীচীন। বাঙ্গালার "বাবা" যদি আমরা হই, বাঙ্গালার লেংটী ধড়া-চূড়া খুলিয়া আমরা যদি তাহাকে "পোষাক" "লেবাছে" সাজাইয়া থাকি, আমরাই যদি উহার মাথায় "টুপী" বা "তাজ" ও পায়ে "জুতা" "মোজা" পরাইয়া গায়ে "আতর", "গোলাব" মাখাইয়া "আদব", "কায়দা", তাহজিব", "তমুদ্দুন"

www.pathagar.org

শিখাইয়া "ময়দানে", "বাজারে", "মহলে", "দরবারে" হাজির করিয়া থাকি, তাহা হইলে এখন তাহার যৌবনের "খানা", "পিনা", "আলিম", "তাজিম", "তক্‌রিম" এবং "ইজ্জত", "হুরমতের" দিকে আমাদিগকেই নেক নজর দিতে হইবে। আমরা যদি বাঙ্গালা ভাষাকে বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ট ও বীর ভাষা করিতে চাই, তাহা হইলে তাহাকে আরবী তাজী ঘোড়ায় চড়াইয়া শমশের হাতে দিয়া জঙ্গের ময়দানে কুচ কাওয়াজ (মূল শব্দ কুচ কওয়াজ...) পাঁয়তারা ভাজা শিখাইতে হইবে। তাহাকে যদি তখ্‌তে বসাইবার মর্জী হয় তাহা হইলে কুটির ভাঙ্গিয়া বালাখানায় তাহার মস্‌নদ বিছাইয়া দিতে হইবে। আর বালাখানার চারি- দিকে বাগ-বাগিচার পত্তন করিয়া ফুলের বাসর রচনা করিয়া গুলজার করিতে হইবে। তাহার খানার জন্য মাছ ভাজি, চচ্চরী ডাল্‌না ও অম্বলের পরিবর্তে পোলাও-কোর্মা-কোফ্‌তা-কাবাব-শির্ণী ও ফির্ণীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। নতুবা তাহার নূরানী চেহারা, বাদশাহী মেজাজ, পাহ্‌লোয়ানী তাকত কিছুতেই পয়দা হইবে না। তাহা না হইলে আমাদের দুঃখ-জিল্লতিও খতম হইবে না এবং দুনিয়া আবাদ ও রওশন হইবে না। ভরসা করি, মুসলমান লেখকগণ অতঃপর বিশেষ বিবেচনা করতঃ মুসলমানের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া হুঁশিয়ারী ও জাতীয় দাবীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কলম চালাইবেন।

ফল কথা, মুসলমান সাহিত্য জাতীয় উদ্দীপনার আবহাওয়াতে সজীব সরস ও শ্রীসম্পন্ন করিতে হইবে। ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের কুসুম দানে উহাকে রমণীয় ও শোভনীয় করিতে হইবে। নিখিল বিশ্বের নবমন্ত্রের মহাসুরে উহার সুর বাঁধিতে হইবে। তৌহিদের মহাতেজে ইসলামের বীর্য-গরিমায় উহাকে প্রভাবশালী করিয়া তুলিতে হইবে। কর্মবীর, ধর্মবীর এবং জ্ঞানবীরদিগের জীবনীতে সাহিত্য কুঞ্জ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গালী জীবনের নীচতা রুগ্নতা, হীনতা ও কাপুরুষতা হইতে তাহাকে বিশেষ যত্নে বাঁচাইতে হইবে। সুচিন্তা, প্রেরণামূলক প্রবন্ধে সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতে হইবে। বাঙ্গালায় মুসলমান আমলের ইতিহাসের বিপুল চর্চা করিতে হইবে। আরব, তুর্কী, তাতারী, আফগানী, ইরানী, মিশরী, সোমালয়ী, চৈনিক এবং বোর্ণিও, যাভা, সুমাত্রা ও ফিলিপাইন প্রভৃতি সারা দুনিয়ার ভিন্ন দেশ, দ্বীপবাসী মুসলমানদিগের ইতিহাস বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। মৌলভী জাকাউল্লা সাহেবের "তারিখে হেন্দের" ন্যায় অন্ততঃ একখানি ভারতের ইতিবৃত্ত বাঙ্গালায় রচিত হওয়া উচিত। তৎপর খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদিগের বিস্তারিত ইতিহাস চাই। আরব ও তুর্কী জাতির দিগ্বিজয়ের বিশদ বৃত্তান্ত চাই। মহাপয়গাম্বরের একখানি বৃহৎ জীবনী প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। মওলানা শিবলী নোমানী প্রণীত "ছিরতন্নবী", "আল ফারুক", "আল মামুন", "রছায়েলে শিবলী"

www.pathagar.org

প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সৈয়দ আলী বেলগ্রামীর "তমদ্দুনে আরবের" এবং মৌলভী ইন্‌শাআল্লাহ খাঁ প্রণীত উর্দু তুরস্কের ইতিহাস ইত্যাদির অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। ফ্রান্স হইতে পণ্ডিতসঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত Life of Mohammad, The Prophet of Allah (আল্লাহর পয়গাম্বর মুহাম্মদের জীবনী) যে রূপ গবেষণামূলক জীবনী বিরাট ও বিপুল আকারে বাহির হইয়াছে; অন্ততঃ উহার অনুবাদ বাহির করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

আধুনিক ইংরাজ ও জার্মান পণ্ডিতগণ বিশেষ করিয়া কতিপয় মনীষা সম্পন্ন ফরাসী পণ্ডিত ইসলাম সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশংসনীয় আলোচনা করিয়াছেন তাহার তর্জমা হওয়া আবশ্যক।

জার্মান হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam নামক যে বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইতেছে তাহার বঙ্গানুবাদ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আরবী-ফারসী তুর্কী ও উর্দু শিখিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ এবং বৃহৎ বৃহৎ অভিধান বাঙ্গালায় রচনা করা আবশ্যক। উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ এবং অভিধানের অভাবে বাঙ্গালার মুসলমানদের পক্ষে আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করা নিতান্ত আয়াস সাধ্য হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও জাপানী ভাষা হইতে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, ধর্ম-বিজ্ঞান, দর্শন, বিস্তারিত ভূগোল ভ্রমণ বৃত্তান্ত, উদ্ভিদ-তত্ত্ব, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ অনুবাদ করা নিতান্ত প্রয়োজন। আধুনিক নৌ-বাণিজ্য ও শিল্পজাত সংক্রান্ত গ্রন্থ লেখাও নিতান্ত আবশ্যক

আধুনিক তুর্কী, নব্য ইরানী, নব্য মিশরী, নব্য আফগানদিগের নূতন শিক্ষা-দীক্ষা, নূতন আলোচনা, গবেষণা এবং তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি লেখা একান্ত আবশ্যক। একদল শিক্ষিত চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান যুবকের কর্তব্য বর্তমান মুসলমান জগত সম্যকরূপে পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করিয়া গ্রন্থাদি প্রচার করা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ও গোলামগিরিতে ব্যস্ত না হইয়া অন্ততঃ ৪/৫ বৎসরের জন্য এই মহান ব্রতে ব্রতী হইবার জন্য বাঙ্গালার মুসলিম যুবকদিগের মধ্যে অন্ততঃ দশ-পাঁচ জনেরও কি মাতিয়া উঠিবার হৃদয় নাই? হে অন্ধ যুবকের দল! বাহির হও! বাহির হও!! ছুটিয়া পড় বিশাল মুসলিম জগতে। তোমাদের আফগান, তুর্কী, ইরানী, তাতারী, মিশরী, মরক্কীয় ভ্রাতারা জগতে নবযুগ সূচনার জন্য আবার কি মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইসলামের প্রভাবে কুল আলমের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনায় কি মন্ত্র তাঁহারা প্রচার করিতেছেন? কোন্ ভাবে তাঁহারা ভাবিতেছেন, কোন্ পানে তাঁহারা ছুটিয়াছেন, এবার বিশ্ব রঙ্গ-মঞ্চে ইসলামের কি অভিনয় হইবে, তাহা

www.pathagar.org

জানিবার জন্য তোমাদের কাহারও মনে কি আকাঙ্ক্ষা জাগিবে না? পাঞ্জাবের বহু মুসলমান যুবক এবং কয়েকটি হিন্দু যুবকও আফগানিস্তানে ও পারস্যে গিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালার মুসলমান যুবকগণ কোথায়? বৎসর বৎসর দুনিয়ার নানা দেশ হইতে পর্যটকগণ বাঙ্গালায় আসিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালার যুবকেরা কেহই ত ভিন্ন দেশে পর্যটনে বাহির হইতেছেন না। আজকাল ভিন্ন দেশ হইতে সে দেশের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলে অনেক সংবাদপত্র হইতেও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। তারপর মুসলমানের জন্য নিখিল দুনিয়ায় মুসলমানের মেহমানদারীর দরওয়াজা চিরদিনই খোলা আছে। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহোদয় এ বিষয়ে বাঙ্গালীর মুখ অনেকটা উত্তোলন করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানের মুখের কালিমা দূর করিবার জন্য কেহ কি অগ্রসর হইবেন না।

ক্ষুদ্র আফগানিস্তানের ৬০/৭০ ষাট সত্তর লক্ষ মুসলমান, বৃহত্তর আফগান রাজ্য ও আফগান জাতিকে ক্ষমতাশালী করিয়া গঠন করিবার জন্য কি উন্মত্তই না হইয়া উঠিয়াছে!! সারা আফগানিস্তানে আজ সকল বিভাগে কি উদ্যম ও উৎসাহের স্রোত ছুটিয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীর রাজনীতির দরবারে এবং জঙ্গের ময়দানেও অচিরেই নিজদের বাহাদুরী দেখাইবার আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। আর বাঙ্গালার আড়াই কোটি মুসলমান এবং হাজার হাজার মোল্লা মৌলভী ও ইংরাজি জানা নওজোয়ানেরা জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি চেষ্টা ও প্রচারের মত নিরীহ শান্ত ও নীরব কাজেও কেমন অলস ও মূঢ়!!! ইহারা লেখাপড়া শিখিয়া যেন আরও নির্জীব, আরও অলস, আরও উদাসীন, আরও বেওকুফ সাজিতেছে!!!

হা খোদা! কবে আমাদের যুবকদের মতিগতি উন্নত ও উৎসাহশীল হইবে? হায়! সিংহের সন্তানগণ কি এমনি করিয়া মেষপালে পরিণত হইল! নূতন আলোকে কোথায় ইহাদের চোখ ফুটিবে, না চোখের দৃষ্টিশক্তি যেন হারাইয়া ফেলিতেছে!

হা খোদা! ইহারা এমনি অসাড় ও নির্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায়ই কি জীবনাতিবাহিত করিবে? তোমার আশীর্ব্বাদের রহমতের ধারায় ইহাদের চক্ষু উন্মিলিত করিয়া কর্তব্যের প্রেরণা দান কর। জাতীয়-সাহিত্যের জাঞ্জাবিল ও ছান্‌ছাবিলের পুণ্য পূত ধারায় জাতীয় জীবনে বাসন্তী-সৌন্দর্যের আবির্ভাব হউক। প্রতিভার অকৃণিমায় চতুর্দ্দিক নব নব গরিমায় এবং মহিমায় পূর্ণ হউক। জাতির মর্মে মর্মে নবীন উৎসাহ, নবীন উদ্দীপনা, নবীন শক্তি স্ফূর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠুক। ইসলামের পুণ্যালোকে নিখিল জাহানের অন্ধকার সকল দূরীভূত হউক। আমিন।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা ঃ ২৫শে আষাঢ় ১৩৩০ (১০ই আগস্ট ১৯২৩)

www.pathagar.org

শিক্ষার পরিণাম

মানবের উন্নতি ও সভ্যতার পতন হইতেছে শিক্ষা হইতে। শিক্ষার আলোচনা ও গবেষণার প্রভাবেই আজ পশুতুল্য অশিক্ষিত-মানব আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ও সভ্যতা-ভব্যতায় ফেরেশতার প্রকৃতি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। শিক্ষার ফলেই মানব-সমাজ, নানা অবস্থার পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ নানা প্রকারের ঐশ্বর্য বলবীর্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের, অদ্ভুত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনায় শক্তিশালী হইয়া দিনদিন অতুল মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইতেছে, মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্রবৃত্তিগুলিকে পরিস্ফুটিত করিয়া তোলা। আধুনিক শিক্ষা ইহা ছাড়াও আরও একটি গুরুতর বিষয়ের দিকে বিশেষ করিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। তাহা হইতেছে, জীবন-সংগ্রাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত হইয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য করিয়া তোলা। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, পাশ্চাত্য ভাবে ইহাই হইতেছে জীবন ধারণের এবং জীবন বিকাশের (Persistent force of life) শক্তি লাভের ক্ষমতা অর্জন। সোজা কথায় ইহাই হইতেছে, জীবন সংগ্রাম (Struggle of existence)। আসল কথা, শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে চরিত্রে মহৎ এবং কার্যে মহৎ হওয়া; কিন্তু একথা হইতেছে স্বাধীন ও মুক্ত জাতিদিগের সম্বন্ধে।

সুতরাং পতিত পরাধীন এবং সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী জাতির শিক্ষার উদ্দেশ্য যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ও গভীর হওয়া আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। পরাধীন ও পতিত জাতির শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে তাহাকে ধ্বংস-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া নব জীবনের সৈকত ভূমিতে উপস্থাপিত করা। যে জাতি হীনতা ও দীনতার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে– যাহারা পুরুষকারের হৈমকিরীট হারাইয়া গোলামীর শৃঙ্খলে পা জড়াইয়াছে– যাহারা ধর্মের আলোক হারাইয়া পাপের অন্ধতমসায় দিগভ্রান্ত হইয়া ফিরিতেছে– যাহারা দৈনন্দিন জীবনের নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্র ও শিল্পজাত সম্বন্ধে পরদেশবাসীদিগের করুণার উপর নির্ভর করিয়া জগতের বক্ষে সকল জাতির নিকট হেয় ও অবজ্ঞাত হইয়াছে যাহারা জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ সাক্ষাৎ পুণ্য ও শক্তি স্বরূপিনী নারী

www.pathagar.org

জাতির শিক্ষা, সম্মান ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে– যাহারা স্বজাতির প্রতিভাশালী কর্মীপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও আনুগত্য স্বীকার না করিয়া ভিন্ন দেশীয়দিগের পদলেহন বৃত্তিতে পটুতা লাভ করিয়াছে– যে জাতি সাহস ও শৌর্যবীর্য সূচক কুস্তি, ব্যায়াম ও অস্ত্র চর্চা পরিহার করিয়া, যাত্রা-থিয়েটার ও অপেরায় মত্ত হইয়াছে– ফল কথা যে জাতি চরম দীন-হীন এবং পরম দাস ও ক্লীব সাজিয়া, নিখিল দুনিয়ায় শৃগাল-কুক্কুরবৎ পরিগণিত হইতেছে, তাহাদের শিক্ষা কত তেজস্বিনী, কত আত্মবিশ্বাস-দায়িনী, কত শক্তিশালিনী, কত প্রচণ্ড জ্বালাময়ী, কত সংহতি সাধিকা, কত কঠোর ও রুদ্র এবং কত অবস্থা বিবর্তন-কারিণী প্রলয়ঙ্কর, বজ্রবহ্নি, বিদ্যুৎ সঙ্কুল ঝটিকা-সূচিকা ও হৃদয়-উন্মাদিনী এবং অন্যদিকে উহা কত শান্ত-স্তব্ধ, ললিত-মধুর, কান্ত-কোমল হওয়া আবশ্যক, তাহা শুধু জাতীয় হিত-চিন্তা নিমগ্ন মনীষাসম্পন্ন মহাজনদিগের পক্ষেই চিন্তার বিষয়।

বর্তমানে আমরা মাদ্রাসা, মক্তব ও স্কুল কলেজের ভিতর দিয়া যে শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছি, সেই স্রোতে নবজীবন লাভের অমৃতধারা কতটুকু প্রবাহিত হইতেছে? সেই শিক্ষায় যুবকদিগের মেরুদণ্ড কতটুকু মজবুত হইতেছে? এই শিক্ষায় যুবকদিগের মনে "মরদানা খেয়াল" ও "আলী হিম্মত" কি আন্দাজ পয়দা হইতেছে? নব নব চিন্তায় ও গবেষণায় যুবকদিগের হৃদয় কি পরিমাণে মাতিয়া উঠিতেছে? তরুণদিগের নবীন হৃদয়ে কি পরিমাণ জোয়ামর্দ্দি ও পুরুষকার জাগিতেছে? এই শিক্ষার ফলে যুবকদিগের নৈতিক, দৈহিক ও চারিত্রিক বল অন্যান্য জাতির তুলনায় কি পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে? শিক্ষার্থীদিগের মনে জাতীয় প্রেম, জাতীয় মঙ্গল কামনা কিরূপ তীক্ষ্ণ ও তীব্র প্রভাব বিস্তার করিতেছে? যাহারা শিক্ষার মন্দির হইতে নির্গত হইয়াছে— তাহারা সামাজিক জীবনে কত সহিষ্ণু, কত উদার, কত ক্ষমাশীল ও সেবা পরায়ণ হইতেছে? জীবন সংগ্রামে তাহারা কতটুকু সাফল্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে? এই শিক্ষার ফলে দেশের লোক কতটা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সৎসাহসী হইতে সমর্থ হইয়াছে? জগতের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা দূরে থাকুক– উহার কল্পনা দূরে থাকুক,– শিক্ষিত যুবকেরা যেরূপ অকর্মণ্য ও অলস, এমনকি জীবন-সংগ্রামে তাহারা যেরূপ করুণার পাত্র সাজিতেছে এবং আচার ব্যবহারে যেরূপ কুটিল ও দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন হইতেছে, তাহাতে নির্জনে বসিয়া নীরবে চিন্তা করিলে দুই চক্ষের অশ্রু ধারায় বুক ভাসিয়া যায়।

শিক্ষার এই শোচনীয় ও ভয়াবহ পরিণাম আমাদিগকে যারপর নাই হতাশ ও নিরাশ করিয়া তুলিয়াছে। আমরা সমাজ-সেবায়, ধর্ম-সেবায় এবং দেশের নানা

www.pathagar.org

প্রকার কার্যে অশিক্ষিত লোকদিগের নিকট হইতে যে সাড়া, সাহায্য ও সহানুভূতি এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক সময় তাহা শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই নাই। আমাদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আজ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে বাধ্য করিতেছে যে, আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যতটা কুটিল ও জটিল এবং যতটা স্বার্থপর ও ফাঁকিবাজ, অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোকেরা নিশ্চয়ই সেরূপ নহে। ধর্মজীবনের কথা তুলিলে, শিক্ষিত লোকেরা অধিকাংশ এক প্রকার ধর্মহীন। কর্মজীবনের সংগ্রামে প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহারা বিশেষ কোনও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মুর্খ মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটী এবং দিল্লীওয়ালারা— বাঙ্গালার সাহা, তিলি, পাল ও কুণ্ডুরা ব্যবসায়-বাণিজ্য কারবার ও তেজারতে বিপুল অর্থোপার্জনে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে, তাঁহাদের তুলনায় আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা নিতান্তই অপদার্থ ও নগণ্য।

আবার এই শিক্ষায় বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ যে সামান্য কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, মুসলমানেরা তাহার তুলনায় আরও নগণ্য। বাঙ্গালার হিন্দুরা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি এবং তাঁহার আলোচনা ও গবেষণায় যে বিপুল সাফল্য লাভ করিয়াছেন, বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজে আজও তাহার সূচনা হয় নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রতি মুসলমান সমাজে খেলাফৎ ও স্বরাজ আন্দোলনের যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত লোকদের কৃতিত্ব ও সাধনা আশানুরূপ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

ফল কথা, বর্তমান শিক্ষার পরিণাম ও পরিণতি দেখিয়া জাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশাই করা যায় না। মুসলমান যুবকদের মনে যে অসাধ্য-সাধনা প্রয়াসিনী শক্তির উদ্দীপনা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যে বিরাট অভিব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠা আবশ্যক ছিল— তাহার কিছুই হইতেছে না। দেশের কথা, জাতির কথা এবং ইসলামের কথা ভাবিবার লোকও অতি বিরল। যে আত্মবিশ্বাস, যে ত্যাগ-স্বীকার, যে ধীশক্তি এবং যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে জাতিকে সৌভাগ্যের পথে এবং দেশকে মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে পারা যায়, নব্য যুবকদের মধ্যে তেমন একজন লোকও আবির্ভূত হইয়াছে কি? বাঙ্গালার যে ২/৩ জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি গভীর অন্ধকারের মধ্যে বহু সাধনায় কিঞ্চিৎ আলোক ছড়াইয়া জাতিকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন এবং বহু ত্যাগ স্বীকার, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া বাগ্মিতা, কবিত্ব, সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনে অবিশ্রান্ত লেখনী ও রসনা পরিচালনা করিয়া অসাড় দেহে নবজীবনের স্পন্দন সূচিত করিয়াছেন— তাঁহাদের পরে তাঁহাদের স্থান আর পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়! শিক্ষার সম্প্রসারণের

www.pathagar.org

সঙ্গে সঙ্গে যে পরিমাণ কবি, সাহিত্যিক, বাগ্মী, ঐতিহাসিক এবং লেখকের আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক ছিল, তাহার কিছুই হইতেছে না। মৌলভী মির্জা ইউছুফ আলী, মৌলভী রেয়াজ উদ্দিন মাশহাদী, মুন্সি মেহের উল্লাহ, বগুড়ার মৌলভী হামিদ আলী মরহুম মগফুর, মৌলভী নইমুদ্দীন, মীর মশাররফ হোসেন, আব্দুল হামিদ খাঁ ইউছুফজয়ী প্রভৃতি যে সমস্ত প্রতিভাশালী প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ পরলোকগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের অভাব সর্বতোভাবে পূর্ণ হইতেছে কি? তরুণদের মধ্যে যে দু'একজনকে সাহিত্য বা কবিত্বের আসরে নামিতে দেখিয়া হৃদয় উৎফুল্ল হয়, তাহাদের মধ্যে আবার এক আধজন ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করা অপেক্ষা কলঙ্ক কালিমা অধিক পরিমাণে লেপন করিয়া দিতেছেন। ফলতঃ বর্তমান শিক্ষা আমাদের অন্ধকার সমাজ গগনে আশার আলোক-তরঙ্গ সৃষ্টি করা অপেক্ষা নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারই বেশীরভাগ ঢালিয়া দিতেছে।

যে শিক্ষার সঞ্জীবনী বংশীধ্বনিতে জাতির মৃতদেহে নবজীবনের সঞ্চার হইবে– যে শিক্ষার আলোক-তরঙ্গে জাতীয় জীবন দেহে পুলক স্পন্দন সূচিত হইবে– যে শিক্ষা দারুণ দৈন্য দশায় নিপতিত জাতিকে ঐশ্বর্য-গৌরবে মহীয়ান এবং বুদ্ধি-পরাক্রমে বলীয়ান করিয়া তুলিব, পরিতাপের বিষয় তাহার কিছুই সূচিত হইতেছে না।

শুধু লেখাপড়া শিখিয়া যুবকেরা আত্মমর্যাদা-লাভের নামে এমন করিয়া আত্মমর্যাদা হারাইতেছে যে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। শিক্ষার ফলে পূর্বপুরুষের ব্যবসায় বা জীবিকার প্রতি তাহাদের ঘৃণা সঞ্চিত হইতেছে। কৃষকের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া, আর কৃষি-কার্যকে সম্মানের চক্ষে দেখে না। যাহার চৌদ্দপুরুষ নানাবিধ শস্যের আবাদ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহার ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া দুইটি বেগুন-মরিচের গাছ রোপণ করিতেও লজ্জাবোধ করে। গরীবের ছেলে ধোপার পয়সা জোটে না, এদিকে নিজের হাতে সাবান দিয়া কাপড় পরিষ্কার করিতেও মরমে মরিয়া যায়। যাহার বাপ-দাদা কখনও জুতা পায় দেয় নাই, তাহার ছেলে দুদিন Bat-Cat, donkey-monkey পড়িয়া গরীব আত্মীয়ের বাড়ীতেও বিনা ছাতি-জুতায় চলিতে পারিবে না। পিতা যাহার রৌদ্রে পুড়িয়া মাঠে চাষ করিয়াছে, তাহার ছেলে দু'হরফ পড়িয়া শীতের ভোর বেলাতেও বিনা ছাতায় চলিতে পারে না। লেখাপড়া শিক্ষার ফলে নামাজ ও রোজা লোপ পাইতেছে। মূর্খদের যেখানে সকালে ঘুম ভাঙ্গে এবং তাহারা যখন ওজু করিয়া নামাজ পড়ে, অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক তখন নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকে। তারপর ঘুম হইতে উঠিয়া

www.pathagar.org

খোদা-রছুলের নাম করা দূরে থাকুক– অন্য কাজ কাম ফেলিয়া এবং পড়াশুনা বন্ধ করিয়া অগ্রে ক্ষুর লইয়া দাড়ির সঙ্গে মহা সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ছেলেদের নামাজ পড়িবার ফোরছত জোটে না, অথচ দাড়ি চাঁচা, টেরি কাটা, সাবান মাখা এবং আয়নায় পুনঃপুনঃ মুখ দেখায় অনেকেরই ২/৩ ঘন্টা সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। কি শোচনীয় দুর্গতি এবং ভীষণ পরিণতি!! শিক্ষার ফলে রাজত্বের চিত্ত গৌরবের চিহ্ন রাজমুকুটের চিহ্ন টুপি পর্যন্ত উঠিয়া যাইতেছে। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে এমন কি খাস কলিকাতা শহরে সহস্র সহস্র শিক্ষিত মুসলমান ছাত্র ও যুবককে দেখিলে কিছুতে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না যে, তাহারা বিশ্বগৌরব মোগল-পাঠান ও শেখের সন্তান কিম্বা মুচি-মেথর বা বাগ্‌দির বাচ্চা! এমন শিক্ষাকে যদি কেহ পদাঘাত করিতে চায়, তবে কি তাহার অপরাধ হইবে?

এই কুশিক্ষার ফলে মুসলমানদের চির আচরিত চির ব্যবহৃত আরবী ও ফারসী ভাষার পবিত্র শব্দগুলি পর্যন্ত উঠিয়া যাইতেছে। বাড়ীতে পারিবারিক কথাবার্ত্তায় এবং সামাজিক আলাপ-প্রলাপে ভাষার যে সনাতন পবিত্র ভাবভঙ্গী ও ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল তাহারও লজ্জাজনক ও হীনতাসূচক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। পানির পরিবর্তে জল, গোস্তের পরিবর্তে মাংস, মেহেরবানীর স্থানে অনুগ্রহ, খানার পরিবর্তে খাদ্য, বাপজানের পরিবর্তে বাবা, আম্মার স্থলে মা, মিঞাভাইয়ের স্থানে দাদা, বুবুজানের পরিবর্তে দিদি, খালামার পরিবর্তে মাসি, তাআম তানাওয়ালের পরিবর্তে ভাত খাওয়া, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ঈশ্বর ও সাহেবের পরিবর্তে বাবু প্রভৃতি হীনতা-সূচক পরিবর্তন দ্রুতবেগে সংঘটিত হইতেছে। এই পরিবর্তনের ফলে হিন্দু ভ্রাতারা প্রকট প্রমাণ করিবার সুবিধা পাইবেন যে, সমস্ত মুসলমান হিন্দু বংশজাত। কারণ, পাঠান, মোগল ও সৈয়দ প্রভৃতি আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহার বরাবরই বেশী ছিল। আর নলুয়া, নিকারী, পাটুয়া, ঘরামী, কুলু, আবদাল, জিওনী ও ঢুলি প্রভৃতি সম্প্রদায় যাহারা হিন্দুবংশ হইতে মুসলমান হইয়াছে– তাহাদের মধ্যে আরবী উর্দু ও ফারসী শব্দের ব্যবহার খুব কম ছিল। তাহাদের মধ্যে এখনও বহুস্থলে কাকা, খুড়া, জ্যেঠা, জল, মামা ও মাংস প্রভৃতি হিন্দুয়ানী শব্দের ব্যবহার অনেক বেশী। তাহাদের মধ্যে এখনও রামলাল, প্রহলাদ, গোপাল, মধু, যদু ও সোনা প্রভৃতি হিন্দুত্ব সূচক নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

এমন কি বর্তমান শিক্ষার ফলে ইসলামী আদব-কায়দা, চাল-চলন, রীতি-নীতি যাহা অত্যন্ত লোভীয় ও মোহনীয় বিষয় তাহারও ঘোরতর ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। বর্তমান শিক্ষায় হিন্দুয়ানী প্রভাব এতই মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেক ছাত্র ও যুবক চালচলন, আচার-ব্যবহারে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় হিন্দু

www.pathagar.org

সাজিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক নীচ বংশের যুবক লেখাপড়া শিখিয়া এমন ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, তাহার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ভাবভঙ্গিতে সে যেন মুসলমান বলিয়া ধরা না পড়ে। ইহা ইসলাম ও জাতির পক্ষে কিরূপ মারাত্মক ব্যাপার তাহা চিন্তা করিলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে হয়।

কোথায় শিক্ষার আবেহায়াতের সিঞ্চনে জাতি জাগ্রত, জীবন্ত ও পরাক্রান্ত এবং মহিমান্বিত হইয়া, অন্যান্য জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুদ্ধি-কৌশলে, শৌর্যবীর্যে পরাভূত ও ম্লান করিয়া সৌভাগ্যের বিজয়পতাকা নীল আকাশে উড়াইয়া দিবে, তাহার পরিবর্তে শিক্ষার ফলেই দিন দিন রুগ্ন, জীর্ণ-শীর্ণ হিংসুক কাপুরুষ এবং চরিত্রহীন হইয়া ধরণীর ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে! ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, মার্কিন, তুর্কী, জাপান ও আফগান প্রভৃতি জাতির শিক্ষিত লোকেরা কোন "ফলকুল আফ্লাকে" বিচরণ করিতেছে, আর আমরা দিনদিন কোন "তাহাতাচ্ছারায়" ডুবিয়া মরিতেছি! যেখানে অন্য জাতীয় যুবকেরা বিশ্ব বিজয়-কারিণী শক্তি ও প্রতিভা লইয়া চরিত্রের বলে এবং মনের তেজে তেজস্বী ও বলীয়ান হইয়া বসুধার বুকে বিজয়-কেতন তুলিয়া বীরদর্পে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে আমাদের যুবকেরা কোন মহাকার্যে ব্যস্ত আছে– কেহ বলিয়া দিবেন কি? যে জাতির বালকেরা অতি অপদার্থ ও অসার এবং সকল ক্রীড়া হইতে নিকৃষ্ট ও হেয় ফুটবল খেলিয়া বাহবা লইতে ও 'গোল' জিতিয়া ব্যান্ড বাজাইয়া গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের শিক্ষাকে ধিক্কার না দিয়া থাকা যায় কি? তুমুল ও বিরাট আন্দোলনের মধ্যেও পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া হুজুগের অট্টকোলাহলে আকাশ ফাটাইয়া সহস্র সহস্র লোককে কারাগারে পাঠাইয়া– যাহারা বিলাতী বস্ত্র পরিয়া এখনও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, দুনিয়ার লোক যদি তাহাদিগকে শৃগাল-কুকুরের বাচ্চা জ্ঞান করে, তাহাতে তাহাদের অপরাধ কি? আর যে শিক্ষায় মানুষকে এত দুর্বল, এত হীনচেতা, এত কাপুরুষ, এত অধম করিয়া তুলে– সে শিক্ষা পরিহার করা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার পরিবর্তন করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করা কি কর্তব্য নহে?

আমরা শিক্ষার বিরোধী নহি। কিন্তু শিক্ষার ধারা, তাহার প্রণালী, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার লক্ষ্য, তাহার ভাব-ভাষা, তাহার কায়দা-কানুন, তাহার গতি ও পরিণতি, তাহার ধরন ও গঠন এরূপ হইয়া চাই যাহাতে যুবকেরা চরিত্রবান, তেজস্বী, উচ্চ চিন্তাশীল এবং ত্যাগী ও মহৎ হইতে পারে। আমরা সেই শিক্ষা চাই যে শিক্ষার পূত-জীবন ধারা এই রসাল ভূমিতে প্রবাহিত হইয়া চিতাভস্মের

www.pathagar.org

ভিতরেও নবজীবনের সঞ্চার করিবে। আমরা চাই সেই শিক্ষা, যে শিক্ষার শৃঙ্গ ধ্বনিতে "খাব ও গাফলাতের' কবর হইতে মোরদা মুসলমান নব জিন্দেগি লাভ করিয়া নবীন জগতের রচনা করিবে। আমরা চাই সেই শিক্ষা, যে শিক্ষার প্রভাবে মস্তিষ্ক হইতে নব নব তত্ত্ব, নব নব সত্য, নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানে 'জাঞ্জাবিল' ও 'ছানছাবিলের' ধারায় দুনিয়াকে 'গোলেস্তান' ও 'বোস্তানে' পরিণত করিবে। আমরা চাই সেই শিক্ষা যে শিক্ষার শক্তি প্রভাবে ইসলামের স্বর্গীয় কিরণজাল বিকীর্ণ হইয়া, নিখিল জগতের শেরক্ ও কোফরের ভ্রান্ত তিমির বিদূরিত করিয়া আল্লাহ্ তাআলার আশীর্বাদ সঞ্জাত বিশ্বজোড়া এক মহা আলোক রাজ্য ও পুলক প্রবাহ সৃষ্টি করিবে। এই মহতী কল্পনা এবং উচ্চ উদার লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আমরা গিরি-কানন-কুন্তলা প্রকৃতির রম্য উদ্যান ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রামে নিখিল বঙ্গের জন্য এক মহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। সকলে আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা সঙ্কল্পে জয়যুক্ত হইতে পারি। আমিন।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ঃ ১৮ই শ্রাবণ ১৩৩০ (৩রা আগস্ট ১৯২৩)

www.pathagar.org

জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন

এক বৃক্ষের নিম্নে যেমন অন্য বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তেমনি এক জাতির পরাধীনতার আওতায় অন্য জাতি জ্ঞানে, ধর্মে, শৌর্যে, বীর্যে, কখনও বাড়িয়া উঠিতে পারে না। গাছের নিচে বীজ পড়িয়া চারা জন্মিলেও তাহা যেমন অন্যত্র তুলিয়া লইয়া মুক্ত আকাশের নিচে মুক্ত বাতাসে রোপণ না করিলে অচিরেই মরিয়া যায়, তেমনি পরাধীনতার অন্ধ-ছায়ায় কোনও জাতি দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে বাঁচা ও বাড়া দূরে থাকুক অচিরেই তাহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রাচীন জগতের বড় বড় জাতির ইতিহাস এই সত্যের বাণী উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করিতেছে। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে যে সমস্ত ক্ষমতাশালী জাতির কথা পাঠ করি, তাহাদের অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় জীবনের স্বাধীনতা হারাইয়া অনন্ত কাল-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রাচীন জগতের সেই বাণিজ্যশীল, গৌরবশালী ফিনিশিয়ান জাতি আজ কোথায়? যাহারা একদিন পৃথিবীতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রচলন করিয়াছিল এবং সেই সুদূর অতীত কালে নৌযান ও নৌবহর গড়িয়া দুনিয়াকে বিস্মিত করিয়াছিল, আজ তাহাদের কোন চিহ্ন আছে কি? আজ কোথায় সেই ক্যালডিয়ান জাতি যাঁহারা প্রখর ধীশক্তিবলে রাশিচক্রের আবিষ্কার করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের সূচনা করিয়াছিল, যাঁহাদের বীর্যশালী বাহুর প্রতাপে নানা জাতি চরণে অবনমিত হইয়াছিল? হায়! আজ এই বিশাল বসুধা-বক্ষে তাঁহাদের কোনও অস্তিত্ব আছে কি? কোথায় সেই মহাপরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান মিশরীগণ যাঁহারা আকাশ-ছোঁওয়া পিরামিড প্রস্তুত করিয়া দুনিয়া জোড়া গৌরবের তাজ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, আজ তাহাদের সেই গৌরব ও অস্তিত্ব কোথায়? এইরূপ প্রাচীন দুনিয়ার মিডিয়া, জোড়িয়া, ট্রয়, আসিরিয়ান প্রভৃতি বিখ্যাত জাতি সকল অন্য জাতির দ্বারা বিজিত হইয়া বিজয়ী জাতির ধর্ম, সভ্যতা এবং প্রভুত্ব পরাক্রমের কাছে নিজেদের ধর্ম, সভ্যতা ও স্বাতন্ত্র হারাইয়া দিন দিন দীন-হীন ও ক্লীব হইতে হইতে অবশেষে পৃথিবীর ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে। এই পরাধীনতা ও পর বশ্যতার ফলে আরও যে কত কত গরিমা ও মহিমাশালী জাতি এই শ্যাম বসুন্ধরার বক্ষ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে?

www.pathagar.org

ইতিহাসও ততদূরের কথা বলিতে পারে না, অনন্তকালের তুলনায় ইতিহাসের জন্ম ত সেই দিন মাত্র।

বৃহৎ বৃক্ষ যেমন নিজে সমস্ত আলো, তাপ, রস ও খাদ্য গ্রহণ করিয়া আকাশে মাথা উঁচু করিয়া এবং চারিদিকে দিগন্ত-প্রসারী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া কেবল নিজের মহত্ত্ব ও বৃহত্ব ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু তাহার পায়ের নিচে যে ক্ষুদ্র চারা বা ক্ষুদ্র বৃক্ষটি যৎকিঞ্চিৎ আলো ও খাদ্যের অভাবে জীর্ণ-শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে, তাহা যেমন সে মোটেই লক্ষ্য করে না এবং করিতে পারে না তেমনি বিজয়ী প্রভু জাতি, বিজিত দাস জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল আপনাদিগকেই ঐশ্বর্য-গৌরবে ও বীর্য-বৈভবে গণ্যমান্য ও পরাক্রান্ত করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে। অথবা ছাগ, মেষ, গো, মহিষ প্রভৃতি তৃণগুল্মভোজী জীব-সকল যেমন তৃণ-গুল্মের মাথা মুড়িয়াই উদর পূর্ণ করে, তেমনি প্রভু-জাতিও কেবল দাস-জাতির সুখ-সুবিধা নিজেরা হরণ করিয়া এবং অন্যদিকে তাঁহাদের বল, বীর্য ও জ্ঞান বুদ্ধির মাথা মুড়িয়াই জবরদস্ত হইয়া উঠে। গো, মেষ যেমন ইচ্ছা করিলেও এবং প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইলেও তৃণকুলের মস্তক না মুড়িয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না, তেমনি প্রভু-জাতিও হাজার সদিচ্ছা ও সমবেদনা থাকা সত্ত্বেও, দাসজাতিকে সর্বতোভাবে গ্রাস করিয়া ও তাহাদিগকে লুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত, বঞ্চিত না করিয়া থাকিতে পারে না। যিনি যাহাই বলুন না কেন পৃথিবীতে অন্যের মাথা না মুড়াইলে, অন্যকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিতে না পারিলে, নিজেকে কেহ ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বড় করিয়া তুলিতে পারে না। সাড়ে তিন হাত লম্বা মানুষ যদি নিজেকে আরও উঁচু করিয়া দাঁড় করাইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে যেমন উচ্চ পদার্থের ওপর দাঁড়ান আবশ্যক হয়, তেমনি এক জাতি যদি অন্য জাতি অপেক্ষা উচ্চ হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে আর এক জাতির কাঁধের উপর চড়িয়া দাঁড়াইতে হইবে। উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া অল্পকালের জন্য নিজকে উচ্চ বলিয়া প্রতিভাত করা যায়, কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ সঞ্চরণশীল, ক্রিয়াশীল এবং অফুরন্ত ভোগ পরায়ণ স্বভাব-বিশিষ্ট মানুষ যদি দীর্ঘকালের জন্য ভোগ-বিলাসে আরাম-আয়াসে বড় হতে চায়, তাহা হইলে সে যেমন অন্য মানুষের কাঁধে চড়িয়া রাত-দিন খাটাইয়া এবং সেই অধম জীবের পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যে নিজের উপর উদর পূর্তি করিয়া, সেই অধমকেই বাহন করিয়া স্ফূর্তিভর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তেমনি বিজয়ী জাতিও গোলাম জাতির স্কন্ধে আরোহণ পূর্বক তাহাদিগের শ্রমজাত সুখ-সৌভাগ্য গ্রাস করতঃ নিজেরা মাথা উঁচু করিয়া পৃথিবীর বুকের উপরে আপনাদের দম্ভ ও প্রতাপ জাহির করিয়া থাকে। গোয়ালা যতই দয়ালু হোক না কেন এবং

www.pathagar.org

গাভী যতই দুগ্ধবতী হোক না কেন, গোয়ালার দুগ্ধের প্রয়োজন যতই সামান্য হোক না কেন এবং গাভীর বাছুর যতই দুগ্ধপিপাসু হোক না কেন, গোয়ালা ভায়া সম্যকরূপে গাভীর দুগ্ধ দোহন করিতে কিছুতেই কসুর করিবে না। বিধাতা গাভীর বাঁটে গাভীর বাছুরের জন্যই দুগ্ধের সঞ্চার করিয়াছেন, মানুষের উদর পূর্তির জন্য কখনই নহে। এই পরমতত্ত্ব এবং চরম সত্য জানা সত্ত্বেও দুনিয়ার লোকে এমন কি বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসী এবং দরবেশ-ফকির পর্যন্ত গাভীর ক্ষুধার্ত বৎসকে বাঁধিয়া রাখিয়া নিজের বৎস এবং নিজের রসনা পূজার জন্য গাভীর দুগ্ধ নিষ্ঠুরভাবে দোহন করিয়া লয় তেমনি প্রভু-জাতি, যতই দরবেশ-ফকির বা সেন্ট (Saint) ও মঙ্কের (Monk) বংশধর বা শিষ্য হউক না কেন– তাহারা যতই মহাবৈরাগী যীশু খৃস্টের শিষ্য কিংবা মহাসন্ন্যাসী বুদ্ধের চেলা হউক না কেন, দাস জাতিরূপ গাভীকুলের ধন-সম্পত্তি, শ্রী ও বৈভবরূপ দুগ্ধ দোহন করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারে না। কুণ্ঠিত হওয়া খোদাতাআলার বিধানের বিরুদ্ধ (Against the Law of Nature)। এই জন্যই পরাধীনতার ভিতর দিয়া ধ্বংস ও সর্বনাশ ব্যতীত কল্যাণ ও মঙ্গলের আশা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং করুণাময় আল্লাহ তাআলার রচিত এই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা-পুষ্পকুন্তলা চিরউদ্ভিন্ন যৌবনা দুনিয়ার বুকে যদি আমরা বাঁচিতে চাই এবং বড় হইতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে সর্বতোভাবে, সর্ব প্রযত্নে এবং সর্ব সাফল্যে পরাধীনতার এই মরণবেড়ি এবং দাসত্বের এই হাতকড়ি ভাঙিয়া ফেলিতেই হইবে। পায়ে বেড়ি এবং হাতে হাতকড়ি থাকা পর্যন্ত তোমার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিলেও এবং তোমার কটিদেশে তরবারি ঝুলাইয়া দিলেও তুমি যেমন কয়েদী ও গোলাম ব্যতীত কিছুই নহ, অধিকন্তু ঐ শোচনীয়তম কয়েদীর অবস্থায় তোমার মাথায় রাজমুকুট এবং কোমরে দোলায়মান তরবারী যেমন তোমার অধমত্ব এবং হীনত্ব আরও সহস্রগুণে ফুটাইয়া তোলে, সেই প্রকার পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া প্রভু জাতির করুণা প্রদত্ত খান-বাহাদুর, রায়বাহাদুর, নবাব বা মহারাজ, কমিশনার বা লাট যাহাই তুমি হও না কেন, তাহাতে গৌরবের "কিরণ' ও প্রভুত্বের "সিংহ" কিছুই প্রকাশ না পাইয়া বরং নীচতার কালিমা এবং হীনতার ম্লানিমাই প্রকাশ পায়। অসতী স্ত্রীলোকদিগের কপালে সিন্দুর বিন্দু এবং তাহার হস্তের লৌহ-আয়তি যেমন কলঙ্ক-পাতিত্যকেই সিঁদুরের ন্যায় উজ্জ্বল এবং আয়তির ন্যায় অক্ষয়ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে তাহাকে অতীব ঘৃণিত এবং ধিক্কৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তেমনি তোমাদের পরাধীনতার লাটগিরি, মন্ত্রীগিরি এবং মেম্বরগিরির পোশাক-পরিচ্ছদ যতই জমকাল হউক না কেন, বেতন যতই বেশী হউক না কেন, তাহাতে কেবল গোলামীর হীনতাই

www.pathagar.org

সূচিত হইতেছে। রূপজীবিনী বেশ্যা যতই মূল্যবান বসন-ভূষণ পরিধান করে, ততই তাহার ঘৃণিত বেশ্যাত্ব বেশী রকমে ফুটিয়া উঠে। তেমনি তোমাদের উচ্চ উচ্চ পদ এবং বড় বড় নাইট উপাধির ভিতর কেবল মাত্র তোমাদের পতনত্ব ও নীচত্বই সূচিত হইতেছে। সুতরাং দেশের দুই দশজন লোকের লাটগিরি বা মন্ত্রীগিরির ফাঁপা-গৌরবে আমরা যেন আমাদের অধীনতার দুঃসহ যন্ত্রণা এবং অপরিসীম ঘৃণার কথা ভুলিয়া না যাই। আমাদের ত্যাগী ও কর্মী মাতৃভক্ত দেশসেবকগণ, যাঁহারা দেশের জন্য– জাতির জন্য– এবং জগতের কল্যাণের জন্য নানা দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করিয়া দ্বারে দ্বারে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে ফকিরের বেশে শোকার্ত অবস্থায় ক্ষুব্ধচিত্তে দেশের সেবা করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা যেন এই দাসসুলভ পদগৌরবের মোহে অভিভূত হইয়া না পড়েন।

সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোক শাকান্ন ভোজন করিয়া এবং কম দামের মলিন বস্ত্র পরিয়াও রাজভোগে পালিতা এবং মূল্যবান ভোজন-ভূষণে সজ্জিতা-অসতী রাজরাণী অপেক্ষাও সতীত্বের গরিমায় এবং স্বামীর পদ পল্লব সেবায় যেমন দৃপ্ত, একনিষ্ঠ ও মুগ্ধ হইয়া রহে, তেমনি দেশসেবক মহাজনগণও দেশের সেবায় এবং জাতি উদ্ধারের পবিত্র চিন্তায় সর্বদা দৃপ্ত, মহান এবং মুগ্ধ হইয়া রহিবেন।

অনেক লোকেই বলিয়া থাকে এবং কখনও বড় বড় লোকের মুখ হইতেও শোনা যায় যে, আগে তোমরা জ্ঞানে, ধর্মে, বুদ্ধিতে, বিদ্যাতে, সাহসে এবং শক্তিতে বড় হও, তাহার পরে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিও। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত, অযৌক্তিক কথা। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে মন কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। জাতি স্বাধীন না হইলে তাহার চিন্তাশক্তিও স্বাধীন এবং বলবতী হইতে পারে না। জাতি স্বাধীন-স্বাবলম্বী না হইলে বড় বড় কাজের এবং বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারের কল্পনা ও জল্পনা তাহার মস্তিষ্কে স্থান পাইতে পারে না। কূপের ভিতর পদ্মফুল ফোটা যেমন বিড়ম্বনা, মরুতে জল-প্রাপ্তির আশা যেমন বৃথা কল্পনা, অমাবস্যায় চন্দ্রোদয়ের কল্পনা যেমন অসম্ভব, জ্বর থাকিতে মুখের রুচির আশা করা যেমন বৃথা, সেইরূপ পরাধীন-জাতির পক্ষে বিশ্ব হিতৈষণা, উচ্চ সভ্যতার অভিব্যঞ্জনা কিংবা আধ্যাত্মিকতার প্রদ্যোতনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল অনুশীলন কদাপি সম্ভবপর নহে।

যে নদীর জলের স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা যতই বৃহৎ ও বিস্তৃত হউক না কেন, তাহার জল যতই নির্মল হউক না কেন, সেই নদীতে যেমন বাণিজ্যতরণী ও স্টীমার চলাচল করিতে পারে না, তেমনি যে জাতির স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে জাতির মনের দরিয়াতেও বড় বড় কাজ করিবার এবং আকাশ-ছোঁওয়া কীর্তি রাখিবার কিংবা গৌরব করিবার মত বড় বড় খেয়ালের নৌকা

www.pathagar.org

সঞ্চরণ করিতে পারে না। সেই জন্য আগে জাতির মুক্তি চাই, তাহার পরে গৌরব ও প্রভাব বিস্তারের আয়োজন। ফুল আগে ফুটিবে, তাহার পরে গন্ধ ছুটিবে এবং সৌন্দর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করিবে। আগে বসন্তকাল আসিবে, তাহার পরে কোকিলের কণ্ঠে কুহুধ্বনি স্ফুরিত হইবে। আগে চাঁদ উঠিবে তাহার পরে তাহার অমল-ধবল কৌমুদীজালে নিখিল-ভুবন পুলকিত হইবে। আগে বীণা বাজিবে, তাহার পরে তাহার স্বরলহরী শ্রবণ-বিবরে সুধা ঢালিবে। আগে নদীতে স্রোত বহুক, তাহার পরে সেই স্রোত বহিয়া বিশ্ব-প্রেমের মহাসমুদ্রে জাতীয় জীবন-তরণীকে বহিয়া লইয়া যাইবে। আগে বৃষ্টির শীতল ধারায় দগ্ধ পৃথিবী শীতল ও সরল হউক, তাহার পরে গাছপালা আপনা আপনি শ্যামল ও সতেজ হইয়া উঠিবে। তেমনি আগে হাত-পা বাঁধা কয়েদীর জাতি– গোলাম-জাতি হস্ত পদের বন্ধন ছিন্ন করুক, কাঁটাওয়ালা লাগাম দূর করুক, মুক্তির অমৃতরসে তাহার অবসাদগ্রস্ত দেহে ও মনে নব বসন্তের সমাগম হউক, তাহার পর প্রাণের কাণায় কাণায় বিশ্ব ভুবনের সকল সৌন্দর্য্য এবং অধ্যাত্ম-জগতের সকল রস ভরিয়া উঠিবে। ভারতবর্ষ যদি মুক্ত হইতে না পারে, অন্যান্য জাতির ন্যায় মুক্ত গগনের মুক্ত ভুবনের মুক্ত বাতাসে স্বাধীনতার উদ্দীপ্ত মহিমায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত দর্শন, সমস্ত কবিত্ব এবং সমস্ত আধ্যাত্মিকতা বৃথা। মহাযশা ঠাকুর-কবি যাহাই বলুন না কেন, আমাদিগকে এখন বাহিরের চারিদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। পরের ঘর-জোড়া জওয়াহরাতের দিকে নজর দিবার এখন আর সময় নাই। আমার নিজের ঘরের মণি যে সব লুঠ হইয়া গিয়াছে এবং আরও লুঠ হইতেছে! সুতরাং দরজা খোলা রাখিলে আর চলিবে না। জাগো, আমার প্রাণের ভাইবোন সকল! দরজায় দাও দৃঢ় অর্গল। চোর-ডাকাত যেন আর ঘরে ঢুকিতে না পারে। ঘরের দরজা-জানালা সবই মুক্ত করিয়া রাখা ভাল। আলো-বাতাস যতই খেলে, স্বাস্থ্য ততই ভাল ফলে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, আমার শরীর রুগ্ন, গায়েও কাপড় নাই। এই অবস্থায় যদি উত্তর হইতে হাড়-কাঁপানো শীতের বায়ু হু-হু করিয়া প্রবাহিত হয় এবং তাহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়ে, বুকের রক্ত জমাট হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্ততঃ উত্তরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া কি অসঙ্গত হইবে? আমরা ত ছোটবেলা হইতেই ঝড়োহাওয়া, ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহিত হইলেই দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দেই। সুতরাং যে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদিগকে দিনের পর দিন জীর্ণ ও মলিন করিয়া তুলিতেছে, যে সভ্যতার ফলে মাকড়সার ন্যায় আমরা আইনের কুটিলজাল রচনা করিতে শিখিতেছি এবং অন্য দিকে কূটবুদ্ধি দ্বারা রেশম কীটের ন্যায় আইনের

www.pathagar.org

অষ্টবন্ধনকে কাটিবার ফন্দি খুঁজিতেছি, যে সভ্যতার ফলে আমরা বিলাসীবাবু হইয়া কার্যক্ষেত্রে কাবু হইয়া পড়িতেছি– যে শিক্ষা-সভ্যতার ফলে আমরা অল্পায়ু, ক্ষীণজীবী এবং দুর্বলদেহী হইয়া পড়িতেছি– যে সভ্যতার ফলে আমরা দুধের বাটি ত্যাগ করিয়া মদের পেয়ালায় চুম্বন দিতে এবং সিগারেটের ধুমে ভারতের বাতাসটুকু দূষিত করিতে শিখিতেছি, যে সভ্যতার ফলে দিন দিন মামলা-মোকদ্দমা বৃদ্ধি হইতেছে– যে সভ্যতার ফলে অতিথি সেবা ও আশ্রিত-বাৎসল্য দূরীভূত হইয়া শ্বেতাঙ্গ-পূজায় এবং যাত্রা ও থিয়েটারের নেশায় আমাদের মন মাতিয়া উঠিতেছে, যে শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে পুরুষকার স্বাবলম্বন এবং শারীরিক শ্রম দুর্লভ ও অবজ্ঞাত হইয়া পড়িতেছে, সেই শিক্ষা ও সভ্যতা হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে, দুর্বল আমরা মুক্তির জন্য কেমন করিয়া বল সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইব? যে নিজে ডুবিতেছে সে অন্যকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? যাহার নিজের চোখে পাথরের কুচি পড়িয়াছে, অন্যের চোখের বালি কণা সে কেমন করিয়া তুলিবে? যে নিজের দেহভার বহনে অক্ষম সে অন্যের বোঝা কেমন করিয়া বহন করিবে? সুতরাং ভারতের সমস্ত লোকের ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, বুদ্ধি, সাধনা ও প্রয়াসকে মুক্তি-পথগামী স্বরাজ্য কেন্দ্রাভিমুখী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন তাহার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া, পায়ের শিকল কাটিয়া, তাহার সেই জীবনানন্দ পরমসুখকর শ্যামল অরণ্যে উড়িয়া যাইবার জন্য আকুল-ব্যাকুল চঞ্চল-প্রাণে চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু বনে যাইয়া কোন গাছের ফল সে আগে ভক্ষণ করিবে তাহা লইয়া সে বিচার বিতর্ক করে না, আমরাও তেমনি নিজের মুক্তির লাভের পূর্বে বিশ্বের হিতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি নর-নারীর একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় হউক। আমাদের কথার ভিতর দিয়া, আমাদের কবিত্বের ভিতর দিয়া, আমাদের দর্শনের ভিতর দিয়া, আমাদের ধর্মের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-সূর্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত হউক, বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হউক, বায়ুর ন্যায় সঞ্চরণশীল হউক, করুণার ন্যায় চিত্ত-দ্রাবক হউক, যৌবনের ন্যায় উদ্দাম হউক, ভোগের ন্যায় আকাঙ্ক্ষিত হউক, জীবনের ন্যায় প্রিয় হউক, সুখের ন্যায় কাম্য হউক, ধনের ন্যায় লোভনীয় হউক, ধর্মের ন্যায় শ্রদ্ধাভাজন হউক, গৌরবের ন্যায় মোহনীয় হউক। সর্বমঙ্গল-কারণ দীনজন-শরণ আল্লাহ্ তাআলার নিখিল-বরেণ্য চরণতলে এই আকিঞ্চন।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা ঃ ১৪ই ভাদ্র ১৩৩০ (৩১শে আগস্ট ১৯২৩)

www.pathagar.org

ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানদের কর্তব্য

দূর আকাশের কোণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত শান্ত-স্নিগ্ধ ভারত-গগনে প্রলয়-ঝঞ্ঝার সঞ্চার হইতেছে। আশ্চর্য ব্যাপার! মুসলিম-বাঙ্গালা আজও এই ভীষণ প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার দিকে দৃকপাত করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না।

পাঞ্জাবের আর্য সমাজের অশুদ্ধি-আন্দোলনের প্রভাবে সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজেও এক মহা-সংগঠন ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে উহার প্রভাব মুসলিম-বঙ্গে হিন্দুদিগের মধ্যেও চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স ছাড়িয়া নূতন করিয়া হিন্দু-মহাসভার পত্তন করিতেছেন। মালব্যজী ইতিমধ্যেই উত্তর পশ্চিম দেশের হিন্দু-সমাজে কুস্তি ও লাঠি খেলার মহা ধুম লাগাইয়া দিয়াছেন। এবার এলাহাবাদ, মীরাট, পানিপথ ও বেরিলী প্রভৃতি স্থানে গো-কোরবাণী উপলক্ষে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুরাই সর্বত্র আক্রমণকারী, মুসলমানেরাই খুন-জখম বেশী হইয়াছে; আজমীরের মত হিন্দু-মুসলমানের সম্মানিত তীর্থস্থানেও এবার হিন্দু ভ্রাতারা মসজিদ ও দর্গার সম্মুখে বাজনা বাজাইতে সাহসী হইয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপার মহাঝটিকার পূর্ব লক্ষণ মাত্র।

মহাসভার উদ্দেশ্যই হইতেছে মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া হিন্দুদিগের শারীরিক বল বিধান করা এবং হিন্দুদিগকে স্বতন্ত্রভাবে ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধ করা যাহারা এতদিন হিন্দু-মুসলমানের একতা বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকের মুখে এখন শুধু যাবতীয় হিন্দুদিগকে ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কথাই শুনা যাইতেছে। হিন্দুদিগের পরিচালিত হিন্দু, উর্দু এমন কি বাঙ্গালা "আনন্দ বাজার", "বসুমতী", ইংরাজি "অমৃত বাজার" প্রভৃতি পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা যদিও সাবধানতা এবং চালাকির সঙ্গে লেখা হইতেছে, তবুও তাহার অনেক স্থলেই মুসলিম বিদ্বেষ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। ভারতবর্ষে মুসলমান অভ্যুদয় চূর্ণ করিবার জন্যই

www.pathagar.org

যে এই ভীষণ আন্দোলনের সূত্রপাত করা হইয়াছে তাহা খুলিয়া না বলিলেও নানাভাবে ও ছন্দে-গন্ধে উহা তীব্রভাবেই প্রকাশ পাইতেছে।

এতদিন ধরিয়া ভারতীয় হিন্দু-সাহিত্যের ভিতর দিয়া হিন্দুদিগকে একটি জাতীয় মহাভাবে মাতাইয়া তোলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুর এক-জাতিত্ব বোধ কিছুতেই তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই; কিন্তু মহাবীর গাজী মোস্তফা কামাল পাশার অসাধারণ বিজয় লাভ, বাড়ীর নিকট আফগানিস্তানের মহা জাগরণ, তুর্কী, আফগান, ইরান, আজারবাইজান ও বোখারার সম্মিলন, ভারতীয় মুসলমানদিগের কর্ম প্রবণতা ও নবজীবনের খর চাঞ্চল্য দর্শনে হিন্দু ভ্রাতাদিগের মধ্যে এক মহাচাঞ্চল্য ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে। পাছে ভারতীয় মুসলমানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে আফগান ও তুর্কী যোগ দিয়া ভারতে মুসলমান-রাজত্ব ও মুসলিম-প্রভুত্ব স্থাপন করে, পাছে মুসলিম-প্রাধান্যের ফলে হিন্দু-ধর্ম লুপ্ত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় এক দল হিন্দু প্রকাশ্যেই এবং আর এক দল অপ্রকাশ্যেই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।... তাহারা স্থির হইতে পারিতেছেন না। সত্য কথা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি যে, ভারতের মুসলিম রাজত্বের ভয়েই অধিকাংশ হিন্দু ভারতের পূর্ণ-স্বরাজের বিরোধী। আসল কথা হিন্দুরা অধিকাংশই মুসলমানদিগকে হিন্দু জাতি তথা ভারতের শনি বলিয়া মনে করেন। এই জন্য ভারতের যে সমস্ত জাতীয় বা গৌরব-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহাতে অতীব সাবধানে মুসলমানদিগকে– খাস করিয়া মুসলমান গৌরবকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কবি হেমচন্দ্র তাঁহার বীরবাহু কাব্যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দ মঠে", এবং রঙ্গলাল তাঁহার "পদ্মিনীতে" মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার বা নির্মূল করিয়া দিবার যে উদ্বোধন ও উত্তেজনা হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা পরবর্তী সাহিত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, থিয়েটারে শতধারে এমনি ব্যাপক করিয়া, গভীর করিয়া, তুমুল করিয়া হিন্দু-সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করান হইয়াছে যে, তাহার আদর্শ অনুকরণে ও অনুসরণে হিন্দু-সাহিত্যে মুসলমান-হিংসার বান ডাকিয়াছে। কথায় বলে "আসল অপেক্ষা কলমের গাছ শীঘ্র ফলে" ইহা খুবই সত্য। বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়াই বাঙ্গালায় সর্বপ্রথমে মুসলিম-হিংসার সূত্রপাত হয়। কিন্তু হিন্দী-সাহিত্যে উহার জোয়ার বহিতেছে। হিন্দী ভাষায় দশ আনা আল্‌ফাজ বা শব্দই হইতেছে আরবী, ফারসী বা তুর্কী। ফলতঃ হিন্দী ও উর্দু ভাষা কেবল লেখার অক্ষরেই বিভিন্ন ছিল। হিন্দী সংস্কৃতমূলক অক্ষরে, আর উর্দু আরবীমূলক অক্ষরে লেখা হইত। কিন্তু স্বরাজ-

www.pathagar.org

আন্দোলনের পর হইতে হিন্দীভাষা হইতে অতি সাবধানে আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দ সমূলে বিতাড়িত করিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিতাড়নের ফলে নূতন হিন্দী সাধারণের নিকট নিতান্ত দুর্বোধ্য হইলেও লেখক ও সম্পাদকগণ জোর করিয়া তাহাই চালাইতেছেন এবং সাধারণের অসুবিধা হইলেও তাঁহারা তাহা সমর্থন করিতেছেন না। হিন্দী ভাষা হইতে মুসলমানী শব্দ নির্বাসন করিবার প্রবৃত্তি যেমন তীব্র, নানা প্রমাণসহকারে এবং জেলখানায় জাতীয়দলের (National Party) সঙ্গে অবস্থান সময়ে নানাসূত্রে অবগত যে একদল হিন্দুও তেমনি হিন্দুস্থান হইতে মুসলমানগণকে নির্মূল করিবার কাল্পনিক চেষ্টায় সদা উৎকণ্ঠিত। "মুসলমান থাকিতে ভারতের কল্যাণ নাই" এমন কথাও অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুর মুখে শুনিয়াছি। এখানে একটি রহস্যের প্রকটন করিতেছি।

ঢাকার "অনুশীলন-সমিতির" নাম অনেকেই অবগত আছেন। বাবু পুলিন চন্দ্র দাসের নাম এই সমিতির জন্যই রটিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালার বোমা-বিভ্রাটের বহু পূর্ব হইতেই ব্যায়াম-চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন, লাঠি খেলায় এবং অস্ত্র চালনায় ইহাদের বেশ খ্যাতি ছিল। আমি যখন প্রথম ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বক্তৃতা করিতে যাই, তখন এই অনুশীলন সমিতির কথা বিশেষ করিয়া জানিতে পারি। অনুসন্ধানে জানিলাম এই সমিতির সমস্ত মেম্বরই হিন্দু। মুসলমান একজনও নাই। আমি চিরকালই ব্যায়াম-চর্চার পক্ষে। বাহুবলের উপরে আর কোনও বল নাই, ইহাই ছোটবেলা হইতে আমার হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল। আমি একদিন সভায় মুসলমান ছাত্রদিগকে ব্যায়াম চর্চার সুবিধার জন্য অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিতে অনুরোধ ও আদেশ করি। আমার উপদেশে দুইটি বলিষ্ঠ পাঠান যুবক মাতিয়া উঠে। তাহারা অনুশীলন সমিতিতে ভর্তি হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই। আমি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। লাঠি-ব্যায়াম চর্চার সমিতিতে মুসলমান যুবক কেন ভর্তি হইতে পারিবে না, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহা আমাদের নিকট অনেক দিন প্রহেলিকার মত থাকিয়া যায়। পরে ইহার রহস্য উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলে ঘটনাক্রমে ঐ সমিতির জনৈক সভ্য আমার নিকটে কোনও বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হওয়ায় আমার নিকট নিতান্ত কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা স্বীকার করে এবং আমি সেই সুযোগে সমিতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের রহস্যের জন্য তাহাকে ধরিয়া বসি। তাহাতে তাহার কাছে জানিতে পারিলাম দরকার হইলে উহার শক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে সঞ্চলিত হইবে, সেই জন্যই মুসলমানকে সভ্য করা একেবারেই নিষিদ্ধ।

www.pathagar.org

বঙ্গ-বিভাগের সময় কলিকাতা ও ঢাকায় কৃত্রিম-যুদ্ধ (mock-fight) শিক্ষার সময়েও মুসলমানকে দলে লওয়া হইয়াছিল না।

আসল কথা এই যে, মদন মোহন মালবীয়ার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য মুসলমানকে জব্দ করা বা নির্মূল করা, নতুবা "হিন্দু-সংগঠনে" অস্ত্র-চর্চা ও বল বিন্যাসের কোনও আবশ্যকতা নাই। আর যদি ভারতীয় জনসাধারণের শারীরিক বল বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মুসলমানকে বাদ দিবার কারণ কি? বরং বীরজাতি মুসলমানকে শৌর্য্যে মাতাইয়া তোলাই ছিল আবশ্যক। ফলতঃ হিন্দু সংগঠনের সমস্ত কাণ্ডকারখানা এবং হাবভাব দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে যে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। লাঠির জোরে গো-হত্যা বন্ধ করা।

২। মুসলমানদিগকে নানা কায়দা, অসুবিধা ও নির্যাতনে ফেলিয়া হিন্দু করা বা নির্জীব করা।

৩। স্বরাজলাভ করিলেও মুসলমানদিগকে পদানত করিয়া রাখা।

৪। আফগান, তুর্কী যাহাতে ভারতবর্ষে আসিয়া ইসলাম প্রাধান্য স্থাপন করিতে না পারে, তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া।

৫। মুসলমানদিগের সহিত কালে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কুমারিল ভট্টের সময়ে যেমন সাত কোটি বৌদ্ধকে মারিয়া, পোড়াইয়া এবং তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে নির্মূল করা হইয়াছিল তাহার পুনরাভিনয় করা। হিন্দুদিগের দ্বারা যে এই ব্যাপার সংঘটিত হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে, তাহা যাহারা আরা-শাহাবাদের ঘটনা ও কাটারপুরের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড অবগত আছেন, তাঁহারা সহজেই বিশ্বাস করিবেন।

৬। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে; হিন্দুরা কি এতই প্রবল হইবে যে, মুসলমানদিগের উপর ভবিষ্যতে অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা দলবদ্ধভাবে বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশ, কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতে সর্বত্রই বল প্রকাশ করিতে পারিবে। কারণ এই সমস্ত প্রদেশ ব্যতীত মুসলমানের সংখ্যা সর্বত্রই মুষ্টিমেয়। মাদ্রাজে মুসলমান সংখ্যা কোন কোন স্থানে শতকরা ৬ জন, বিহার ও উড়িষ্যায় মুসলমান সংখ্যা ৯ জন। যুক্তপ্রদেশে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ২৫ জন মাত্র। আরা, শাহ্বাদ ও কাটারপুরে হিন্দুরা যে নৃশংস অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বর্তমান যুগে বর্বর গ্রীকদিগের দ্বারাই শুধু সম্ভবপর। বাঙ্গালা ব্যতীত হিন্দুদিগের নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সর্বত্রই অসভ্য প্রকৃতির। তাহারা উন্নত ও পরিমার্জিত নহে। তৎপর হিন্দুসমাজের মধ্যে নরবলি, বামাচার, তান্ত্রিকতা ও শবসাধনা

www.pathagar.org

প্রভৃতির বিধি থাকায় তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিলে ভীষণতম ও নৃশংসতম অত্যাচার পর্যন্ত খুবই করিতে পারে। বৌদ্ধদিগকে হত্যা করিবার পর তাহাদের মাথা পর্যন্ত হিন্দু-রমণীরা ঢেঁকিতে কুটিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিল। যাহাদের উপাস্য কালিকা-মূর্তি নরমুণ্ডমালা-ধারিণী, তাহাদের রমণীদিগের পক্ষে এরূপ নৃশংস কাণ্ড করা কদাপি অসম্ভব নহে।

এক্ষণে আমাদিগের কর্তব্য কি? ইহাই ভারতীয় মুসলমানদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয়। বিপদ আসিবার পূর্বে যাহারা সাবধান হয়, তাহারা বিপদগ্রস্ত হয় না। হইলেও সে বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বিপদ যখন ঘাড়ে হুড়মুড় করিয়া চাপিয়া পড়ে, তখন তাহার প্রতিকার করা অসম্ভব। মুসলমান ভ্রাতারা যাহারা আমার কথায় হাস্য বা উপেক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া ইটালীর দক্ষিণাংশ, স্পেন-পর্তুগাল, সিসিলি দ্বীপ, অষ্ট্রাখান ও কাজানের মুসলমানদের পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখেন। যাহা এক জায়গায় ঘটিতে পারে তাহা অন্য জায়গায়ও ঘটিতে পারে। সুতরাং দিন থাকিতে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

প্রতিকারের উপায়

১। প্রত্যেক মুসলমান বালক-বালিকাকে লাঠিখেলা, অস্ত্রচালনা ও ব্যায়াম চর্চায় বাধ্য করা। এই উদ্দেশ্যে মহর্‌রম উৎসবের "শেরক-বেদআৎ" অংশ বাদ দিয়া তাহার লাক্‌ড়ির খেলায় জোর দেওয়া।

২। মুসলমানদিগকে বিশেষভাবে সাইকেল, নৌকা বাইচ দেওয়া, ঘোড়দৌড়, দৌড়াইয়া চলা ও আত্মরক্ষার অন্যান্য কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া।

৩। আফগানিস্তান, তুরস্ক ও পারস্য প্রভৃতি স্বাধীন দেশ ভ্রমণ পূর্বক স্বাধীন জাতির আচার-ব্যবহার পরিদর্শন পূর্বক তাহাদের আদর্শ দৃষ্টান্তসমূহের অনুকরণ চেষ্টা।

৪। যেখানে মুসলমান সংখ্যা কম সেখানে নানা উপায়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা।

৫। যে সমস্ত ব্যবসা বা শিল্পকর্ম আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই, সে সমস্ত শিক্ষা করা। প্রত্যেক স্থানের মুসলমানেরা যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণ করা। বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকস্থলেই স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, ময়রা, গোয়ালা, ছুতার, নাপিত, ধোপা, বারুই, মহাজন প্রভৃতি শ্রেণীর লোক নাই, এজন্য এই সমস্ত শিল্পী ও ব্যবসায় সংগঠন করা।

www.pathagar.org

৬। মুসলমান যাহাতে অ-মুসলমানকে একটা পয়সাও সুদ না দেয়, তাহার জন্য তুমুল আন্দোলন করিতে হইবে। সর্বত্র মুসলমানদের জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হিন্দু-সংগঠনের একটি বড় উদ্দেশ্য হইতেছে হিন্দুদিগের দরিদ্রতা দূর করা। মুসলমানদের দরিদ্রতা হিন্দুদিগের তিনগুণ বেশী। সুতরাং মুসলমানদের দরিদ্র সমস্যার সমাধানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। মুসলমানেরা যাহাতে মুসলমানদের নিকট হইতে টাকা কর্জ পায় সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। পশ্চিম-অঞ্চলে আর্যহিন্দুগণ সুদী কর্জ্জ দিয়াই মালেকানা রাজপুতদিগকে হিন্দু করিবার কায়দা করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশেও এই বিপদ ঘটা খুবই স্বাভাবিক। বাঙ্গালায় বিশেষতঃ মধ্য ও উত্তর-বঙ্গের হিন্দু জাত মুসলমানদিগের মধ্যে এক কারিগর শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যেই হিন্দুয়ানী প্রভাব নিতান্ত কম নহে। অনেক স্থলে কালীর কাছে মুসলমানেরা মানত করিয়া থাকে। লক্ষ্মীপূজার দিনে বহু মুসলমান বাড়ীতে মূর্তি ব্যতীত লক্ষ্মীপূজার সমস্ত আয়োজনই হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের হিন্দুয়ানী আচার-ব্যবহার খুবই বেশী। তৎপর নদীয়া, যশোহর এবং পাবনা জেলার নানা স্থানে 'নেড়ার' দল বলিয়া যে সমস্ত মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারা কর্তাভজা ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাদের এক দল তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বামাচারী দলভুক্ত। ইহাদের ধর্মমত ও কার্যকলাপ ইসলামের ঘোর বিরোধী। ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। হিন্দুরা যদি এক্ষণে ইহাদিগকে জাতিতে তুলিয়া লয় এবং ইহাদের সহিত আহার-বিহার ও আদান-প্রদান করে, তবে ইহাদের হিন্দু হইতে একদিনও দেরী লাগিবে না। ইহার মধ্যেই ইহারা কোনও কোনও স্থলে হিন্দুদিগের হরিসঙ্কীর্তনে পূর্ণভাবে যোগ দিয়াছে। আমাদের "নায়েবে নবী" আলেম ও প্রচারকগণ এই ভীষণ অনর্থপাতেও বেহুঁশ রহিয়াছেন। তৎপর বহুস্থানে হিন্দুজাত মুসলমানগণ যেরূপভাবে হিন্দুয়ানী সংস্কারের বশীভূত এবং হিন্দু মহাজনদের নিকট ঋণগ্রস্ত, তাহাতে হিন্দুরা যদি সুদ মাফ দিয়া তাহাদিগকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লয়, তাহা হইলে অন্ততঃ মধ্য বঙ্গে ইসলামের মহামারী কাণ্ড আরম্ভ হইবে। অর্থের প্রলোভন বিষম প্রলোভন। পাদরীদিগের সামান্য অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া শত শত হিন্দু ও মুসলমান যখন খৃস্টান হইয়াছে, তখন ঋণ হইতে মুক্তি পাওয়া এবং অন্যান্য অনেক সাহায্যের প্রলোভন পাইলে এবং তাহাদের ধারণানুযায়ী হিন্দুর ন্যায় উন্নত ও ভদ্রজাতির সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইবার প্রলোভন পাইলে দলে দলে মুসলমান যে হিন্দু হইয়া যাইবে, এ সত্য গোপন করা কর্তব্য নহে।

www.pathagar.org

মুসলমানদের দরিদ্রতা মুসলমানের সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি যেরূপ ভাবে বিনষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা ভাবিবার লোক আমাদিগের মধ্যে নিতান্ত বিরল। তারপর যাহারা ঢাকা-কলিকাতায় বাস করেন, তাহারা মফস্বলের অবস্থা কিছুই জ্ঞাত নহেন। আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি একবার ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার কোন সভায় বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া যাই। মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ রাজা জগৎ কিশোর আচার্য মহাশয় তাঁহার নিজের জুড়িগাড়ি আমার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। আমি রেলস্টেশনে নামিয়া সেই গাড়িতে উঠি। রাজার গাড়িতে মুসলমান যাইতেছে ইহা দেখিয়া শহরের লোকেরা কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া আমার যাইবার পথে দুই ধারে জনতা সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্রুতগতির মধ্যেও আমি মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইতেছিলাম "আরে! রাজার গাড়িতে মুসলমান!! এরূপ হইবে না কেন? অতবড় টাউনে কোনও মুসলমানের বেড়াইবার জন্য একখানি গাড়িও নাই। আর একটি ঘটনা বলিতেছি। আমি একবার বঙ্গ বিচ্ছেদের সময়ে টাঙ্গাইল যাই। সন্তোষের রাণী বিন্দুবাসিনীর ম্যানেজার যোগেশ বাবু আমাকে টাঙ্গাইল হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া হাতীতে করিয়া সযত্নে সন্তোষে লইয়া যান। রাজবাড়ীতে জামাতাদিগের বসিবার জন্য একটি সজ্জিত ঘর ছিল; আমাকে সেইখানেই বাসা দেওয়া হয়। যোগেশবাবু নিজে বিশেষভাবে আমার তত্ত্বাবধান করেন। মুসলমানেরা আমাকে দেখিতে আসিয়া এমন বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়াছিল যে, আমাদের বাড়ীতে জায়গীর থাকিয়া সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসায় কিছুদিন লেখাপড়া শিখিয়া সেখানে যে একটা লোক মুন্সী হইয়াছিল, সে পর্যন্ত আমি হাত বাড়াইলেও ভয় ও বিস্ময়ে মোছাফা করিবার জন্য হাত বাড়াইতে পারিতেছিল না। দুঃখে আমার যারপর নাই মর্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমানদের মূর্খতা ও দরিদ্রতার জন্য, পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের ধনাঢ্যতা, নাগরিকতা ও শিক্ষার প্রাচুর্য্যের জন্য মুসলমানের মান-ইজ্জত বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থলেই একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে।

দরিদ্রতা ও মূর্খতা মুসলমানদিগকে এতদূর আত্মসম্মানবিহীন করিয়াছে যে, অনেক স্থলে ভদ্রলোক বলিলে কেবল হিন্দুকেই বুঝায়। বিগত ফাল্গুন মাসে একজন এম, এ পাশ ব্রাহ্মণ— গভর্নমেন্টের অডিটর, স্টীমারে আমার সম্মুখেই মুসলমানদিগকে "পাতিনেড়ে" বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ এবং আরও নানাপ্রকার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া আমাকে এরূপ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, আমি তাহাকে মারিয়া দরিয়াতে ফেলিয়া দিবার জন্য উপস্থিত মুসলমানদিগকে আদেশ

www.pathagar.org

করিতে বাধ্য হই। পরে অন্যান্য হিন্দুরা আসিয়া বিনয় স্বীকার করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করি। কিছুদিন পূর্বে পাবনা জেলার একজন কোনও মাদ্রাসার হেড মৌলভী সাহেব এক হিন্দু-জমিদারের নিকট পত্রসহ উপস্থিত হন। জমিদার মহাশয় মৌলভী সাহেবের পত্রখানি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন। পাঠান্তে মৌলভী সাহেবের সাক্ষাতেই দুই হাত ধুইয়া ফেলেন। ইহাতেও মৌলভী সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। আমার কাছে সংবাদ আসিলে আমি যখন ইহার প্রতিকারকল্পে কিছু আন্দোলন করিতে চাই, তখন মৌলভী সাহেব জমিদার কর্তৃক আরও অনিষ্টের ভয়ে আমাকে নিরস্ত হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এমনকি তাঁহার পীড়াপীড়ির জন্য কাগজে পর্যন্ত সংবাদ প্রদান করা হয় না। এখানে মুসলমানের নির্জীবতা এবং হিন্দু-ভ্রাতাদিগের মুসলমান-বিদ্বেষ ও ঘৃণার বিষয় চিন্তা করিলে মনের অবস্থা কতদূর বিষণ্ন অথচ রুদ্র হইয়া উঠে, তাহা চিন্তার বিষয়।

অনেক মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "অমুক সভায় বা অমুক গানের মজলিসে কত লোক হইয়াছিল?" তাহা হইলে তাহার জবাবে শুনিবেন যে, এত ভদ্রলোক আর এত মুসলমান হইয়াছিল। মুসলমানের এই আত্মসম্মান-বিশ্বাসের আর একটি প্রধানতম কারণ হইতেছে মুসলমান রাজকর্মচারীর অভাব। চাকুরী করাকে তুমি আমি যতই জঘন্য মনে করি না কেন, জনসাধারণের কাছে উহার গৌরব ও প্রভাব অপরিসীম। মফস্বলে সাধারণের নিকট একজন দারোগার যে সম্মান ও গৌরব আছে, একজন জমিদার বা আলেমেরও সেই সম্মান নাই। ৩০ টাকা বেতনের একজন স্টেশন মাস্টারের যে প্রভাব বা প্রতিপত্তি, ৩ হাজার টাকার আয়ের জোতদারের সে সম্মান নাই। ফল কথা, আতরাফ্ শ্রেণীর মুসলমানদিগের আত্মসম্মান যেরূপ হীন এবং পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের প্রতি তাহারা যেরূপ সম্ভ্রমশীল, তাহাতে হিন্দুরা উদারতা ও সাম্যের পরিচয় দিলে, বিশেষতঃ টাকা খরচ করিলে তাহাদিগের পক্ষে হিন্দু হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

এক্ষণে ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি? বাঙ্গালায় অশুদ্ধি আন্দোলন প্রচলনের পূর্বেই ইসলাম প্রচারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা। অন্যদিকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে ইসলামের সভ্যতা, নির্মলতা ও সরলতা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে দলে দলে মুসলমান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। তজ্জন্য "জমিয়তে ওলামা"র ফান্ডে যথেষ্ট অর্থ চাই। প্রচারক গঠন করিবার জন্য মিশন কলেজও চাই। মিশন কলেজ ব্যতীত উপযুক্ত প্রচারক গঠন করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর নহে। আমরা চট্টগ্রামে যে জাতীয়

www.pathagar.org

মহাবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চাহিতেছি, উপযুক্ত মিশনারী বা প্রচারক গঠন করাও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মুসলমানেরা অনেকে ভাবিতে পারেন যে, ইংরাজ-রাজত্ব থাকিতে হিন্দুদিগের পক্ষে এইরূপ ব্যূহবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ এবং ভারতবর্ষে এক জাতীয়ত্বের বিধান কিছুতেই বিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা ভুল। খোদার রাজত্ব ব্যতীত আর কাহারও রাজত্ব যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন ইংরাজ-রাজত্ব লোপ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। মুসলমান রাজত্বের মধ্যন্দিন সময়ে বাদশাহকুল আফতাব শাহান্‌শাহ্‌ আওরঙ্গজেবের সময়ই শিবাজীর ন্যায় নগণ্য জায়গীরদার পুত্রের নেতৃত্বে মারাঠীদিগের অভ্যুত্থান হয়। কালে এই মারাঠীরা প্রবল প্রতাপশালী হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা ৫০ বৎসর পূর্বে দিল্লীর দরবারে স্থান পাইবার আশাও করিত না তাহারা দিল্লী পর্যন্ত অধিকার করিয়া বসে। ভাগ্যে মহাবীর আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী দোর্‌রাণী আসিয়া পানিপথের ৩য় যুদ্ধে মারাঠীদিগকে চূর্ণ করিয়া দেন, নতুবা সমগ্র ভারতবর্ষ মারাঠীর পদতলে এতদিন চূর্ণিত ও লুণ্ঠিত হইত। ইসলামের যে কি দুর্দশা হইত তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তেগ বাহাদুরের অধিনায়কত্বে মুষ্টিমেয় দুর্বল প্রকৃতি শিখ শক্তি লাভ করিয়া রণজিৎ সিংহের সময়ে মুসলিম-রক্তে পাঞ্জাব প্রদেশ অভিষিক্ত করিয়াছিল। ইংরাজের বলের নিকট রণজিতের বল পরাস্ত না হইলে পাঞ্জাবে আজ মুসলমান থাকিত কি না, কে বলিবে।

আর এবার সমস্ত হিন্দুজাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। আসমুদ্রহিমাচল জুড়িয়া ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। ২২/২৩ কোটি হিন্দু যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে এবং নব্য যুবকদিগের মনে সামরিক স্পৃহা ও মুসলিম হিংসা রুদ্রভাবে জাগাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মুসলমানের মহাবিপদ অনিবার্য। আফ্‌গান কিম্বা তুর্কী পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও ভারতীয় মুসলমানদিগকে বিষম বেগ পাইতে হইবে। কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে, হিন্দুদিগের মধ্যে ঐরূপ দুরাকাঙ্ক্ষার বিকাশ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা শক্তি মাতোয়ারা জাতির উন্মাদনা ও বিজয়-বাসনার সংবাদ অবগত আছেন, তাঁহারা কদাপি অসম্ভব মনে করিবেন না। স্পেনীয় মুসলমানেরা এবং তুর্কীদিগের পূর্বপুরুষেরা, স্পেনীয় ও বল্কানী খৃস্টানদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। সেই ধারণার ফলেই ইউরোপের মুসলিম গুলেস্তান স্পেন আজি মুসলমানের মহাসমাধিতে পরিণত হইয়াছে। হাঙ্গেরী ও বল্কান রাজ্যগুলি আজ সম্পূর্ণরূপে তুর্কীশূন্য হইয়াছে।

www.pathagar.org

ভারতের মুসলমানদিগের বড়ই দুঃসময় উপস্থিত। স্বরাজ-সংগ্রামে হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কিরূপভাবে গঠন করিবেন তাহা ভাবিবার বিষয়। হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলিম-বিদ্বেষ এতই বেশী হইয়াছে যে, এখন যদি ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য কোনও বিপ্লব উপস্থিত হয়, আর ভারতের স্বাধীনতার সহায়তাকল্পে আফগানিস্তান সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেও বৃটিশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও হিন্দুভ্রাতারা সকলেই সেই মুহূর্তেই ইংরাজের পতাকাতলে সম্মিলিত হইবেন, আমার অনেক হিন্দু বন্ধু মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ ভারতবর্ষ যে তাহার নিজ শক্তি বলে পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে সে আশাও তাঁহারা করেন না। তৎপর ভারতবর্ষ যদি হিন্দু-মুসলমানের সমবেত শক্তিতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করে, তাহা হইলেও উদীয়মান হিন্দু সঙ্ঘের ফলে মুসলমানকে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু মুসলমান সেরূপ সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবার পাত্র নহে। তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ভারতীয় মুসলমানেরা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, আত্মরক্ষার জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। ফলতঃ বর্তমান শুদ্ধি-আন্দোলন এবং হিন্দু-সংগঠনের প্রভাবে ভারতের স্বরাজ সাধনার পথ নিতান্ত জটিল, কুটিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিয়া স্বরাজ সাধনায় কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা সকলেরই ধীরভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভ করা যেমন গৌরবজনক, তেমনি স্বাধীনতা লাভ করিতে যাইয়া স্বজাতির ও ইসলামের সর্বনাশ করা ঘোরতর অগৌরব ও অকল্যাণজনক। দুই দিক রক্ষা করিতে হইলে অতি সাবধানে অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া পদবিক্ষেপ করা আবশ্যক। কঠিন সাধনার আবশ্যক।

হিন্দু-সঙ্ঘ ও অশুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাব যেমন দ্রুতবেগে গড়িয়া উঠিতেছে এবং এই সঙ্ঘ যেমন করিয়া শিখ এবং বৌদ্ধদিগকে পর্যন্ত দলে টানিয়া হিন্দু-অভ্যুত্থানের সূচনা করিতেছে, তাহাতে মুসলমানদিগকে এই মুহূর্তেই আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে স্বরাজের পথ কণ্টকিত না হয়, মুক্তির পথ আত্মকলহের কণ্টকে অবরুদ্ধ হইয়া না পড়ে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমি এই অন্ধতমসার মধ্যে মুসলিমের ভাবী বিজয়-সৌভাগ্যের তরুণ অরুণেরই সমুদয় লক্ষণ দেখিতেছি। ভারতের এই হিন্দু সংগঠনের বিক্ষোভ আফগান হইতে তুর্কী পর্যন্ত অনুভূত হইতেছে। এই অনুভূতিই আমাদের চির আশার আলোক। ইউরোপের দানবীর ও বিশ্বগ্রাসী কবল হইতে ইসলাম যদি

www.pathagar.org

আত্মরক্ষা করিয়া আবার বীরদর্পে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতীয় মুসলিমগণও বিপক্ষের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুক্তি ও কল্যাণের পথে নিশ্চয়ই ছুটিতে পারিবে। কিন্তু চাই সাধনা, চাই পুরুষকার এবং চাই অধ্যবসায় ও ত্যাগ স্বীকার। মুষ্টিমেয় মুসলমান যদি ভারত জয় করিয়া দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আজ ভারতের আট কোটি মুসলমান হিন্দু ও আর্য ষড়যন্ত্র ও কৌশল-কুহেলিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মহাসূর্যের ন্যায় আবার ভারত গগনে স্বরাজের প্রভাব কিরণ নিশ্চয়ই বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে, 'হিম্মত মর্দান, মদদে খোদা'।

বিশেষ কথা-- আমার নিজের মত এই যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রভাবেই ভারতের স্বরাজ সাধন করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সঞ্চার করাই হইতেছে আমাদের প্রাণের সুখ ও আনন্দময়ী কামনা। বিগত ৩০ বৎসর কাল হিন্দু-মুসলমানের একতা স্থাপনের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। বাঙ্গালার সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমানের একতার জন্য শত শত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছি, এখনও করিতেছি এবং আরও করিব। আমরা হিন্দুদিগকে বাদ দিয়া নির্যাতন বা লাঞ্ছনা করিয়া ভারতে ইসলামের প্রভাব বিস্তার করিব, অতএব প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত বা নিগৃহীত করিব ইহা কখনও কল্পনা করি না। আমরা যখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছি তখনও হিন্দুদিগকে লইয়াই বাদশাহী করিয়াছি। মন্ত্রী, সেনাপতি ও শাসনকর্তার পদে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। ব্রাহ্মণের সম্মান আমাদের রাজত্বে অক্ষুণ্ন ছিল। হিন্দু আইনকেও অগ্রাহ্য করি নাই। আমাদের বিচারালয়ে হিন্দুদিগের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিচারের জন্য হিন্দু-আইন ও দায়ভাগের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য হিন্দুপণ্ডিত পর্যন্ত নিযুক্ত থাকিতেন। আমরা ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দিতেও কিছু মাত্র কার্পণ্য করি নাই। এমন কি হিন্দুদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেও কলঙ্ক ও অগৌরব বোধ করি নাই। ফলতঃ ভারতীয় মুসলমানদিগের রাজত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, উহা হিন্দু এবং মুসলমানদিগের সম্মিলিত রাজত্ব ছিল। বাদশাহদের হেরেমের ভিতরে পর্যন্ত হিন্দুরাণীর পূজার সুবিধার জন্য মন্দির গঠন করিয়া দিতেও কুণ্ঠা বোধ করি নাই। হিন্দুর ধর্মরক্ষা এবং মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের বহু বাদশাহ ও নবাব গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বিজয়ী জাতির পক্ষে বিজিত জাতির প্রতি সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সাহচর্যের ইহা অপেক্ষা গৌরবজনক দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। অতীতের ব্যাপার যখন এই, তখন বর্তমানে ভারতীয় মুসলমান যখন

www.pathagar.org

সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা হিন্দুদিগের সহিত বাহুতে বাহু মিলিত করিয়া সমভাবে যখন স্বরাজ সাধনায় দণ্ডায়মান হইতে চাহিতেছেন, তখন তাহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস স্থাপন করাও যে যারপর নাই অগৌরব ও মহাপাপ জনক ব্যাপার; তাহা কি হিন্দুভ্রাতাদিগের মধ্যে বুঝিবার লোক একজনও নাই? এই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ভারতের স্বরাজ সাধনার পক্ষে মহা অকল্যাণ সাধন করিবে। কারণ এক পক্ষের সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ফলে অন্য পক্ষও সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ভাব প্রবলভাবে বাড়াইয়া তুলিবে। সুতরাং আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যে সমস্ত হিন্দুভ্রাতা যথার্থভাবে ভারত উদ্ধারের কল্পনা করেন; তাঁহারা এই অশুদ্ধি আন্দোলন এবং হিন্দু সংগঠন বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করুন। হিন্দুরা সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া এক ধর্ম এবং এক জাতিতে পরিণত হউন, তাঁহারা অস্পৃশ্যতা দূর করুন, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই; বরং যথেষ্ট আনন্দ এবং অনুরাগ আছে। তজ্জন্য তাঁহাদের ভারত মহামণ্ডল সভাই যথেষ্ট। আর যদি ব্যায়াম চর্চা ও দারিদ্র সমস্যা নিবারণকল্পে এই মহাসভা স্থাপন করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া এই সভা গড়িবার কি উদ্দেশ্য? আমরা এই সভার উদ্যোগীদিগের নিকট ইহার স্পষ্ট জবাব চাই।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবর্তিত, অশুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মপীড়া ও গুরুতর আপত্তির কারণ এই যে, যে রাজপুতনা, আগ্রা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য; সেই প্রদেশটা মুসলমান শূন্য করিবার জন্য তাঁহাদের উদ্যম ও জেদ কেন? মুসলমানের প্রতি তাঁহাদের যদি বিন্দুমাত্র প্রীতির ভাব থাকিত; তাহা হইলে মুষ্টিমেয় মুসলমানের বিলোপ সাধন করিবার জন্য তাঁহারা কখনও বদ্ধপরিকর হইতেন না।

আজ আমরা যদি উত্তর বা পূর্ববঙ্গ বা সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের মুষ্টিমেয় হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগি, তাহা হইলে হিন্দু ভ্রাতাদের মনের ভাব আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিবে, তাহা কি তাঁহারা কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ভারতে মুসলমানের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় মুসলমানের সংখ্যাও যদি হিন্দু ভ্রাতাদের চোখে অসহ্য হইয়া উঠে এবং তাহাদিগকে হিন্দু করিবার জন্য হিন্দু ভ্রাতারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, তাহা হইলে আমরা যদি আমাদের গৌরব ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ, ব্যূহবদ্ধ এবং শক্তিশালী হইবার জন্য মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করি এবং ভাবী অনর্থ এবং ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিহিত উপায়সমূহ অবলম্বনের দিকে হস্ত প্রসারণ করি, তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে? এই সমস্ত কুটিল ও

www.pathagar.org

কঠোর বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য ভারতবর্ষে কি কোন বুদ্ধিমান, দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ শক্তিশালী হিন্দু নাই? দীর্ঘকালের অধঃপতনের পরে হিন্দু জাতির মধ্যে যখন নবজাগরণের স্ফূরণ হইতেছে, ভারতবর্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন ললাটে যখন উষার আলোক ফুটিয়া উঠিতেছে, মুসলমানদিগের মধ্যেও যখন পৃথিবীব্যাপী নবজীবনের স্পন্দন জাগিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে এই নিদারুণ ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদকর আন্দোলন, এই ভীষণ সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ভারতবর্ষের দগ্ধ ভাগ্যকে আরও বিদগ্ধ করিবার উদ্যোগ করা কোন্ বুদ্ধি ও প্রতিভার লক্ষণ? হিন্দুরা নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখুন যে, মুসলমানদিগকে অবিশ্বাস করিলে এবং তাহাদের সংখ্যা কমাইয়া দুর্বল করিবার চেষ্টা করিলে, হিন্দুদিগেরও মহা সর্বনাশ সাধিত হইবে। আমরা ভরসা করি অতঃপর বুদ্ধিমান ও ভারতহিতৈষী ভ্রাতৃবর্গ ভারতের সাক্ষাৎ অমঙ্গলরূপী স্বরাজ সাধনার যুগলশনি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং স্বামী মালব্যজীর অশুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র ও মহা-আন্দোলনের সূত্রপাত করিবেন।

ইহা যদি না হয় তাহা হইলে আমরাও বাধ্য হইয়া কঠোর আন্দোলন করিতে এবং রাজনৈতিক চাল চালিতে বাধ্য হইব। আশা করি তেমন কোন কুদিন যেন ভারতবর্ষে কখনও না আসে। আমরা সর্বতোভাবে প্রার্থনা করি যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া যুগল হস্তে পতাকা বহন করুক। আমরা চাই, ভারত মাতার হিন্দু-মুসলমানের উভয় চরণ মুক্তি শৈলের তুঙ্গশৃঙ্গে ছুটিয়া চলুক। ধর্ম সংঘ ব্যতীত রাজনৈতিক, শারীরিক বলবিধানের বা অর্থনৈতিক সমস্ত সংঘ ও সভা-সমিতি এক হইয়া যাক।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা ঃ ২১শে ভাদ্র ১৩৩০ (৭ই মে ১৯২৩)।

www.pathagar.org

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ

বাঙ্গালা প্রদেশে যত মুসলমানের সংখ্যা, এত মুসলমান পৃথিবীর কোন দেশের কোন একটা অংশে পরিলক্ষিত হয় না। বাঙ্গালার মুসলমান-সংখ্যা আফগান-রাজ্যের ৫ গুণ, মিশরের ৩ গুণ, পারস্যের ৩ গুণ, তুরস্কের ৪ গুণ, আফ্রিকার ত্রিপলি, টিউনিস, আলজিরিয়া ও মরক্কো এই কয়টি রাজ্যের সমষ্টিরও অধিক। আফগানিস্তানের লোকসংখ্যা বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীগণের দেড় গুণের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে বাঙ্গালাদেশ এত জনপূর্ণ– যেখানে মুসলমানের এত আধিক্য– সেই সমাজ এ যাবৎ উন্নতি ক্ষেত্রে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। পৃথিবীর আশ্চর্য পদার্থ সমূহের গণনার মধ্যে আমাদের মতে বাঙ্গালার মুসলমানগণের ঈদৃশ অধঃপতন ও অবনতি জনিত রহস্য বিশেষ স্থান লাভের অধিকারী।

আমরা আজ ২৫ বৎসর হইতে বঙ্গীয় মুসলমানগণের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া আসিতেছি, নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে, ধর্ম প্রচার, একতা বন্ধন, রাজনীতিক-চর্চা, সমাজ-সংস্কার, ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ, কৃষির উন্নতির বিধান, সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন, ইতিহাস চর্চা ও জাতীয় জীবন গঠন-চেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপারে কাজ করিয়া আসিতেছি। এই ২৫ বৎসরের মধ্যে একটা বৎসর, একটা মাস, মাসের ১০টা দিনও সামাজিক চিন্তা ছাড়া অন্য কাজে ব্যয়িত হইয়াছে কিনা জানি না। সমাজের হিত-চিন্তায় বাঙ্গালাদেশের এমন কোন জেলা নাই যেখানকার পল্লীগ্রাম পর্যন্ত আমাদের যাতায়াত হয় নাই। এ সকল খাটুনি ও আজীবন, পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের অবস্থা জানিবার যথেষ্ট সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে "ছোলতান"-এর পরিচালকদ্বয় এবং অন্য ২/১ জন প্রচারক ব্যতীত বোধহয় বাঙ্গালার মুসলমানগণের অবস্থার বিষয় অন্য কাহারো তেমন সাক্ষাৎভাবে অভিজ্ঞতা নাই। ২৫/৩০ বৎসর ব্যাপিয়া সাধনায় ও প্রাণপণ চেষ্টায়ও যখন এযাবৎ সমাজের কোনই উপকার সাধন করিতে পারিলাম না, সমাজে বিশেষ কোন পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হইলাম না তখন নিজ

www.pathagar.org

জীবনের প্রতি, নিজদের কর্মশক্তির প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে এবং নিজকে ধিক্কার দিবার প্রবৃত্তি অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছে। আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে সমাজের যে অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা বিশেষ কোন পরিবর্তন বা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি না। আজ সমাজের একটা মোটামোটি চিত্র পাঠকবর্গের সম্মুখে পেশ করিতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষার ব্যবস্থা

আজ হইতে ২৫/৩০ বৎসর পূর্বের তুলনায় মুসলিম-সমাজে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার ৩/৪ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। শিক্ষা বিষয় পূর্ববঙ্গের মুসলমান, সংখ্যার দিক দিয়া বেশ উন্নতি দেখাইয়াছেন। উত্তরবঙ্গের অবস্থাও মন্দ নহে। পূর্বের তুলনায় ২/৩ গুণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আশাজনক নহে। এই ২৫/৩০ বৎসর মধ্যে উকিল, মোক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুর তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও কর্মচারীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। ডেপুটি, সাবডেপুটী ও সাবরেজিস্টার এই হইল মুসলমান বড় চাকুরে, এই কয়টি পদেই মুসলমান কিছু দেখা যায়। কিন্তু যাহাকে উন্নতি বলা যায়, সেদিকে সমাজ এক পদও অগ্রসর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। স্কুল পাঠশালার সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে, কিন্তু উন্নতি বলিতে যাহা বুঝায় সে বিষয়ে আমরা বিশেষ কোনই পরিবর্তন দেখিতেছি না। সে আলোচনা অপ্রীতিকর হইলেও কর্তব্যের অনুরোধে সমাজসংস্কারের আশায় তাহা করিতে হইবে।

শিক্ষালাভের বাহ্যিক বা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন, সম্মানে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা, দুনিয়াতে ক্ষমতা প্রতিপত্তির সহিত বাস করা। আর আভ্যন্তরীণ বা প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে মনুষ্যত্ব লাভ করা, নৈতিক বল, ধর্ম বল, জাতীয় একতা ও সমবেত শক্তির সঞ্চয়ে দেশের, দশের এবং ধর্মের সেবা করা। কিন্তু আমাদিগকে নিতান্ত পরিতাপের সহিত একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আধুনিক শিক্ষা দ্বারা মুসলমানগণের দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনটাই সফল হয় নাই।

আর্থিক হিসাবে ওকালতী, ব্যারিস্টারী বা চাকুরী করিয়া অগাধ ধন সঞ্চয় বা সম্পত্তি অর্জন করা বাঙ্গালাদেশের কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা হাইকোর্টের ক'একজন হিন্দু উকিল, ব্যারিস্টার এবং মফস্বলের প্রায় প্রত্যেক জেলায় ২/৪ জন আইন ব্যবসায়ী যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিয়া জমিদারী, জোৎদারী এবং জুড়ি গাড়ি অনেক যশঃসম্পদ অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা

www.pathagar.org

বাঙ্গালাদেশে বিগত ৫০ বৎসর কালের ইতিহাসে এমন কোন মুসলমানকে দেখিতে পাইতেছি না। যিনি আইন-ব্যবসার দ্বারা জমিদারী ও গাড়ি-বাড়ী করিয়া লইয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণীর সম্পত্তি ও দু'একখানি ঝোপড়ী যে না করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাহা তুলনায় কিছুই নহে। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ব্যারিস্টারগণের মধ্যে উকিল সিরাজুল ইসলাম, উকিল শামছুল হুদা, উকিল ইউছুফ ও ব্যারিস্টার আমীর আলী– ইঁহারাই অগ্রণী; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যিনি ঋণমুক্ত আছেন ও দু'একটা ছেলের পেটে ইংরাজি বিদ্যা ঢুকাইয়া সরকারের খায়েরখাহীর পার্শ্বে দাঁড় করাইতে পারিয়াছেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান। মফস্বরের ২৭টি জেলার মধ্যে একজন আইন-ব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারীকে এরূপ দেখিতেছি না, যিনি স্বোপার্জিত অর্থদ্বারা একখানি উল্লেখযোগ্য বাড়ী বা গাড়ি-জুড়ি কিম্বা জমিদারী-জোৎদারী করিতে পারিয়াছেন। যিনি যেন তেন প্রকারে একটুক বৈঠকখানা নির্মাণ করিতে ও দু'দশ বিঘা জমি কিনিতে সমর্থ হইয়াছেন অথবা যেনতেন একখানা কানাখোঁড়া গাড়ি করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী ব্যবহারজীবী। অতএব আর্থিক হিসাবে পেটে-ভাতে ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় নাই। অনেক নামজাদা উকিল-ব্যারিস্টার ঋণমুক্ত হইয়া মরিতে পারেন নাই এবং এমন অনেক আছেন যে মাথা গুঁজিবার মত নিজস্ব একটা বাসাবাড়ী পর্যন্ত করিতে সক্ষম হন নাই। এই ত গেল পার্থিব ও আর্থিক উন্নতির কথা। এখন মূল উন্নতির কথা কিছু আলোচনা করা হউক।

অন্যান্য প্রদেশে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারা সামাজিক ও রাজনীতিক বিষয় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে, বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে ইহার বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার ইংরাজি-নবিছ রাজনীতিকগণের মধ্যে মৌলভী আবুল কাছেম বি, এ ও মিঃ এ, রছুলের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা বহুকাল হইতে রাজনীতি চর্চা বা কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শেষ জীবনে মৌলভী আবুল কাশেম সাহেবের যে শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তিনি অতীত-জীবনে যাহা কিছু দেশের ও সমাজের নামে কাজ করিয়াছিলেন, শেষ জীবনে সমস্তই বরবাদ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে বাদ দিয়া দিলে এক মিঃ এ, রছুল মরহুম থাকিয়া যান। তিনি তাঁহার ক'এক বৎসর জীবনে দেশের ও দশের জন্য যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান ও নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন লোক আমরা জীবনে খুবই কমই দেখিয়াছি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ও তাহা কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন কিনা জানিনা।

www.pathagar.org

কিন্তু বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে হাজার হাজার ইংরাজি শিক্ষিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে একা প্রাণ মিঃ এ, রছুল যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মহত্ত্বের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে কি আমাদের জাতীয়-কলঙ্ক মোচিত হইবে?

আজকাল প্রত্যেক জেলায় ১০/২০/৩০ জন আইন ব্যবসায়ী উকিল আছেন। মোক্তারগণের সংখ্যাও কম নহে, কিন্তু আমরা তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও এ যাবৎ কংগ্রেসম্যান হিসাবে রাজনীতিক-চর্চায় আত্মনিয়োগ করিতে দেখিতে পাইলাম না। আমাদের জীবনে ত্রিপলি যুদ্ধ, বলকান যুদ্ধ, বর্তমান খেলাফৎ-আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন, কানপুরের ঘটনা, নানা প্রকার গো-কোরবাণীর ঘটনা, কত বড় বড় আন্দোলন-স্রোত ভারতের বুকে বহিয়া গেল, কিন্তু আমাদের উকিল মোক্তার ও উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ সে সকল ক্ষেত্রে আশানুরূপ ভাবে আদৌ দেখিতে পাই নাই। বিলাতে মিঃ আমীর আলী সাহেব যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ, কিন্তু বিলাতে বসিয়া কেবল চাঁদায় আপিল প্রেরণ করা সমাজসেবার জন্য যথেষ্ট নহে। অবশ্য তিনি সময় সময় বিলাতের কাগজ পত্রে, আড়ে আড়ে তুর্কীর অনুকূলে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে আমরা কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ নহি, কিন্তু এটুকু কাজ দ্বারা তাঁহাকে রাজনীতিক হিসাবে প্রশংসা করিতে পারি না। মিঃ সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের প্রশংসা করি আমরা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে। তিনি ইংরাজি সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইসলাম ও মুসলমান-জাতির যে সেবা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তজ্জন্য সমস্ত সমাজ গৌরবান্বিত। বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষিত সমাজে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন দুইজন লোক। রাজনীতিক হিসাবে মিঃ এ, রছুল মরহুম, আর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে মিঃ সৈয়দ আমীর আলী। এই দুইজনকে বাদ দিলে আর ইংরাজি শিক্ষার সুফলের দৃষ্টান্ত দিবার লোক সমাজে দৃষ্ট হয় না। ইংরেজ আমলের দেড়শত ঘর্ষের মধ্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফল আমরা হাতে কলমে যাহা পাইয়াছি তাহা এই দু'একটি প্রাণী। এই শিক্ষার ফলে আমাদের মধ্যে যে নাস্তিকতা, ধর্মকর্মে উদাসীনতা আসিয়াছে, জাতীয়-সহানুভূতি, স্বদেশ-প্রেম ও ধর্মানুরাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল অপ্রীতিকর আলোচনা আর আজ করিব না। দান খয়রাৎ, জাকাৎ হাছনাত, আতিথ্য-সেবা, ছাত্রদিগকে জায়গীরদান, জাতীয়-সংবাদপত্র পরিচালন, জাতীয় কাগজের ও বই পুস্তকাদির গ্রাহক হওয়া এ সকল অধিকাংশ শিক্ষিত লোক আজকাল যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের জনৈক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, সমাজসেবক বন্ধু সামাজিক কার্যোপলক্ষে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি টাউন ভ্রমণ করিয়া টাউনের উকিল-মোক্তার ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ বহু মুসলমানের সহিত মিলামিশা করিয়া জাতীয় কাজে

www.pathagar.org

তাঁহাদের নিষ্ঠুর ব্যবহার, হৃদয়হীনতা ও জাতীয় সহানুভূতি-শূন্যতার পরিচয় পাইয়া মর্মাহত হইয়া লিখিয়াছেন– "আজীবন সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়া, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে স্বাস্থ্য হারাইয়া চির দুঃখদৈন্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিয়া তাহার ফল যাহা দেখিতেছি তাহাতে নিজ জীবনকে ধিক্কার দেওয়া ব্যতীত আর কোন পথ পাইতেছি না। ইংরাজি শিক্ষা জাতীয়তা ও স্বজাতি এবং স্বদেশ বাৎসল্যকে মুসলমান সমাজ হইতে ক্রমেই তিরোহিত করিয়া দিতেছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিতেছে। শত চেষ্টা করিয়াও একজন উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে জাতীয়-সংবাদপত্রের দিকে, সামাজিক কাজে আকর্ষণ করিতে পারা যায় না, অথচ অশিক্ষিত বা সামান্য শিক্ষিত লোক যে কোন সমাজ ও দেশহিতকর এবং ধর্মবিষয়ক কাজে সহজেই আকর্ষিত হয়, প্রাণ খুলিয়া যোগদান করে।"

বৎসর বৎসর কংগ্রেস হয়, আপনারা বাঙ্গালার জেলা হইতে কোন উকিল মোখতারকে কখনও ডেলিগেট হইয়া কোন দূর স্থানে যাইতে দেখিয়াছেন কি? আমাদের বিশেষ বন্ধু মালদহের মৌঃ আব্দুল গণি মোখতার সাহেব যতদিন শেখ ছিলেন ততদিন তাঁহাকে মাত্র সভা-সমিতিতে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু ইংরাজের অনুগ্রহে 'খাঁ' হইয়াছেন পর্যন্ত আর তাঁহারও দর্শন সৌভাগ্য আমাদের ঘটে না, অবশ্য যাঁহারা অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। এতবড় জগৎব্যাপী খেলাফৎ আন্দোলনে আমাদের কয়জন উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল? ২/৪ জন লোক যে জাতীয় আন্দোলনে আদৌ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই তাহা নহে, কিন্তু তাই কি যথেষ্ট?

আরবী শিক্ষা

বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে আরবী-শিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে আরবী শিক্ষার চর্চা নাই বলিলেও চলে। হুগলি ও কলিকাতা মাদ্রাসার তেরো আনা ছাত্র পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টবাসী। মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসংখ্যা এক আনার অধিক হইবে কিনা সন্দেহ। স্থানে স্থানে নিউ-স্কিমের যে সকল জুনিয়র মাদ্রাসা আছে তাহাকে ইস্কুলও বলা চলে না, আরবী মাদ্রাসাও বলিতে পারি না। সে এক অপূর্ব খিচুড়ি, তাহাতে কোনটাই ভালরূপ শিক্ষা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমান ও ২৪ পরগণা জেলার কিছু কিছু লোক আরবী শিক্ষা করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার হানিফী জামাতের লোক খুব কম। উত্তরবঙ্গের মধ্যে রংপুর, পাবনা ও রাজশাহীতে কিছু আরবীর চর্চা আছে। বগুড়া বানিয়াপাড়া ও দিনাজপুরের দু'এক স্থানে আরবী

www.pathagar.org

মাদ্রাসায় কিছু কিছু আরবী শিক্ষার প্রচলন আছে, কিন্তু মোটের উপর আরবী-শিক্ষার কোনরূপ উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না। পূর্বে বর্ধমানে, হুগলিতে, মুর্শিদাবাদে ও ২৪ পরগণাতে যেরূপ পারদর্শী আলেম ছিলেন এবং এখনও দু'একজন প্রাচীন বয়স্ক আলেম জীবিত আছেন তাঁহাদের সমতুল্য বা নিকটবর্তী হইতে পারেন এরূপ আলেম দৃষ্ট হয় না। হুগলির মওলানা রাশেদ, মওলানা দেলওয়ার হোসেন, মওলানা গোলাম ছলমানী, বর্ধমানের মওলানা লুৎফর রহমান, মওলানা নেয়ামতুল্লাহ; মঙ্গলকোটের মওলানা মুহাম্মদ সাহেব প্রভৃতির সমতুল্য একজন আলেমও নব্য ওলামা সমাজে দৃষ্ট হয় না। দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে কিছুকাল পূর্বে মওলানা আব্দুল হাদি মরহুম এবং প্রাচীন বয়স্ক ২/৪ জন আলেম যাঁহারা এখন জীবিত আছে, তাঁহাদের ন্যায় আলেম আজকালকার নব্য দলে দৃষ্ট হয় না।

পূর্ববঙ্গের মধ্যে আরবী চর্চার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগ এবং তন্মধ্যে চট্টগ্রাম জেলা অগ্রগণ্য, উক্ত জেলায় বর্তমানে প্রায় ৭/৮ হাজার আলেম বিদ্যমান আছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত একথা স্বীকার করিতে হইবে, পূর্বের আলেমগণের তুলনায় বর্তমানে একজন আলেমকেও উপস্থিত করার মত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মওলানা এমামুদ্দীন, মওলানা আনওয়ারুল্লাহ, মওলানা মোখলেছুর রহমান, মওলানা আব্দুল আলী (এই নামে ৩ জন) মওলানা আব্দুল ওদুদ, মওলানা আবুল হোসেন, মওলানা খলিলুর রহমান, মওলানা আব্দুল কাদের ছোলতানপুরী, মওলানা মফজ্জল রহমান, মওলানা ওবায়দুল হক, মওলানা মুহাম্মদ এয়াকুব প্রভৃতির সমকক্ষ বর্তমানে একজন আলেমের নামও করা অসম্ভব। আবার বর্তমানে যে ২/৪ জন অধিক বয়স্ক আলেম মওজুদ আছেন তাঁহাদের সমতুল্য লোক নব্য আলেম সমাজে দৃষ্ট হয় না। নোয়াখালী সন্দীপের মওলানা ওজিউল্লাহ সাহেব প্রভৃতির ন্যায় লায়েক লোক শত শত নব্য আলেমদের মধ্যে একজনও দৃষ্ট হয় না। ঢাকা ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট সম্বন্ধেও একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অতএব বুঝিতেছি, আরবী-শিক্ষার দিন দিন অধঃপতন হইতেছে ব্যতীত উন্নতির কোন লক্ষণ আমরা পাইতেছি না।

এই ত গেল বিদ্যা, বুদ্ধি ও পারদর্শিতার দিক দিয়া আলোচনা। কিন্তু 'আমল' ও কর্মশক্তির দিক দিয়া আলোচনা করিলেও হৃদয়ে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। পূর্বে মওলানা কেরামত আলী মরহুম, মওলানা শরিয়তুল্লাহ, মওলানা এমামুদ্দীন প্রভৃতি এক একজন আলেম যেরূপ লক্ষ লক্ষ লোককে হেদায়েৎ করিয়া গিয়াছেন এবং দ্বীনি-এলেম বিস্তারে সফলতার পরিচয় দিয়াছেন বর্তমান যুগে সেরূপ একটি দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয় না। নীতির দিক দিয়া তুলনার কথা

www.pathagar.org

ত মুখেই আনিতে পারিব না। ত্যাগের বেলায়ও নির্বাক হইয়া থাকিতে হয়। পূর্বে পীরী-মুরিদির ব্যবসা জনসমাজকে হেদায়েৎ করার জন্যই অবলম্বন করা হইত, তাই ফলও সেরূপ আশাজনক ফলিয়াছে, কিন্তু বর্তমান যুগের অধিকাংশ পীরী-মুরিদি ব্যবসায়ীগণ এই পবিত্র কাজটিকে অর্থোপার্জনের একটি বিশেষ অবলম্বন বলিয়া ধারণ করিয়া লইয়াছেন। তাই তদ্বারা ফলও বিশেষ কিছু হইতেছে না। আবার কতকগুলি ভণ্ড পীর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহারা সমাজে শের্ক-বেদআতের সৃষ্টি করিয়া সমাজটাকে একেবারে গোল্লায় দিতেছে। নামাজ, রোজা, তাহারা তুলিয়া দিতেছে, পীর-পোরস্তি, গোর-গোরস্তি, দর্গা-পোরস্তি অর্থাৎ পীরই সর্বস্ব, নেজাত ও মুক্তির কুঁজি-কুলুপ তাহাদেরই হস্তে, এই সর্বনাশী বেদআতী ফকির বা পীরগণের কবর হইতে সমাজকে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

অবশ্য আলেম ও পীর সমাজের মধ্যে যাঁহারা প্রচার, সমাজ-সংস্কার ও শের্ক বেদআৎ দূরকরণ কার্যে তৎপর এবং বর্তমান খেলাফৎ ও দেশের মঙ্গলজনক আন্দোলনের সফলতার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ক্লেশ-স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা যেমন পরকালে খোদাতালার প্রীতিভাজন হইবেন, ইহলোকেও তাঁহারা জনসমাজে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ; পীর ও আলেম সমাজের মধ্যে বহু স্বার্থপর লোক আছে যাহারা ইসলামের স্বার্থের বিরুদ্ধে, খেলাফতের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে ও ফতোয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহে। তাহারা ইসলাম ও মুসলমানের তথা খোদা ও রছুলের মহা শত্রু। তাহারা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

বর্তমান যুগে যাহারা আরবী পড়িতেছে, তাঁহাদের মধ্যে হাদিসে-কোরআনে পারদর্শী আলেম দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালাদেশে আরবী বিদ্যালয় সমূহে হাদিস কোরআন শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত নাই। আলীয়া মাদরাসাতে কিছুকাল হইতে যেটুকু বন্দোবস্ত হইয়াছে "নাই মামা অপেক্ষা কানা মামা ভাল" হিসাবে তাহার প্রশংসা করি বটে, কিন্তু যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন তাহা আলীয়াতে নাই এবং কোন সরকারী বিদ্যালয়ে কখনও তাহা হইবে না, হইতে পারে না। ইতিহাস ভূগোল ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের সহিত তেমন কার্যকরী কোন সম্বন্ধ আজকালকার মাদরাসা সমূহের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিউ-স্কিমের মাদরাসা সকল আমাদের মতে আরবী শিক্ষার মূলোৎপাটনের প্রধান সহায়। এ সকল বিদ্যালয় হইতে সরকারী গোলাম হওয়ার আকাঙ্ক্ষীদল তৈয়ার হওয়া ব্যতীত তদ্বারা আর কোন স্বার্থোদ্ধারের আশা নাই। গোলামীর আকাঙ্ক্ষী দলমাত্র সৃষ্টি হইবে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার কোন সুযোগ তাহারা পাইবে কিনা

www.pathagar.org

সন্দেহ। খিচুড়ি বিদ্যাধারীরা খাঁটি ইংরাজি বিদ্বানদের নিকট চিরকাল মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে ইহা নিশ্চিত।

মোটের উপর কি ইংরাজি শিক্ষা, কি আরবী শিক্ষা কোন দিকে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে উন্নতি পরিদৃষ্ট হইতেছে না। সারাটা বাঙ্গালাদেশে, মিঃ সৈয়দ আমীর আলী, সৈয়দ শামছুল হুদা, উকিল ইউসুফ ও মিঃ রছুলের সমকক্ষ একটি লোক এখন দৃষ্ট হইতেছে না, আলেম শ্রেণীর মধ্যে পূর্বের ন্যায় পারদর্শী ও ত্যাগী আলেম এবং কামেল নির্লোভ মোর্শেদ-পীর দেখিতে পাই নাই। আমাদের মতে শেষোক্ত অভাব পূর্ণ করার একমাত্র উপায় জাতীয় আরবী-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বন্ধুগণ! আমরা যদি নিজ জীবনে এই মহৎ সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর ও পরবর্তী যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এই সংকল্প কার্যে পরিণত করা তাঁহাদের এ সমস্ত প্রধান সামাজিক কর্তব্য হইবে।

২

গতবারে আমরা বঙ্গীয় মুসলিম-সমাজের শিক্ষার অবস্থা ও পরিণামের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে আমরা দেখাইয়াছি, কি পাশ্চাত্য শিক্ষায় আর কি আরবী শিক্ষায় কোন দিকেই আমাদের অবনতি ও অধঃপতন ব্যতীত উন্নতির কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে না। আজ সমাজের অন্যান্য স্তরের কথা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জমিদার শ্রেণী

ভারতের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালাই সমতল প্রদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশের ন্যায় শস্য-শ্যামল স্থান ভারতবর্ষে ত নাই-ই, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে আছে কিনা তাহাও সন্দেহ। সিরিয়া রাজ্য বিশেষতঃ দামস্কাসের ঐ অংশটা শ্যামল উদ্যানরাজিতে পরিশোভিত এবং তাহার প্রাকৃতিক শ্যামলশোভা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও উপরিউক্ত স্থান ফল-ফুলের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন তাহার খ্যাতি ও সৌন্দর্য চিরপ্রসিদ্ধ বটে। কিন্তু নানাবিধ শস্যোৎপাদনের দিক দিয়া, ভূমির উর্বরা শক্তির দিক দিয়া, মৎস্য ও নানা প্রকার সব্জি ও তরিতরকারির দিক দিয়া, অসংখ্য নদ-নদী ও খাল বিলের দিক দিয়া, নাতি-গ্রীষ্ম, নাতি-শীত জলবায়ুর হিসাবে, যথেষ্ট শস্যোৎপাদনের অনুকূল বৃষ্টিপাতের তুলনায়, বাঙ্গালাদেশের সমতুল্য দেশ পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

www.pathagar.org

এই কারণেই মুসলমান আমলে বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রের দিকে সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে দলে দলে লোকেরা বাঙ্গালায় আগমন করিয়া উপযুক্ত স্থান সকল অধিকার করিয়া বাসস্থান নির্দেশ করেন। মুসলমানগণ রাজপুরুষ হিসাবে, দেশের শাসন ও বিচার বিভাগের কর্মচারী হিসাবে যেমন বাঙ্গালার জেলায় জেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন আবার প্রজা হিসাবেও সমস্ত পল্লীগ্রাম ব্যাপিয়া তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ জুড়িয়া বসবাস করিতেছিলেন। এই উপলক্ষে জায়গা-জমিদারী, তালুক-তরফ, আয়মা-ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি ইত্যাদি নানা প্রকার সম্পদে তাঁহারা অত্যন্ত সুখী ও সম্পদশালী ছিলেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ ভূ-সম্পত্তি বা জমিদারী তাঁহাদেরই হাতে ছিল, রাজপুরুষ ও রাজ্যের মালিক হিসাবে তাঁহাদের হাতে ভূসম্পত্তির সিংহভাগ থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল।

মুসলমান আমলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শাসন ও বিচার কার্য চলিতেছিল এবং মুসলমান বাদশাহগণ ইসলাম-ধর্মবিধি অনুসারে অত্যন্ত উদার-নৈতিক শাসন-প্রণালী প্রবর্তন করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু প্রজা-সাধারণের পক্ষেও জায়গা-জমিদারী অর্জন এবং রাজপদ অধিকারে কোন বাধা ছিল না। তাই তাঁহারাও যথেষ্ট জমিদারী ও বিষয়-সম্পত্তি অর্জন করেন। বাঙ্গালাদেশ জুড়িয়া একদিকে যেমন মুসলমানগণের মসজিদ, দর্গা, মাজার ও মাদরাসার জন্য ভূসম্পত্তি ওয়াক্‌ফ কৃত ছিল সেরূপ হিন্দু দেবমন্দির ও তীর্থস্থান সমূহের জন্যও যথেষ্ট ভূসম্পত্তি নিষ্কর দান স্বরূপ দরবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। মুসলমান আমলের পূর্বে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজার সময় হিন্দু তীর্থস্থান ও হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নামে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর এবং সেবায়েৎ ও পণ্ডিতগণের নামে কোনরূপ সম্পত্তি দান স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল কিনা তাহার কিছুই প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের সমুদয় দেবস্থানের দেবোত্তর সম্পত্তির ও বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও রাজভক্ত হিন্দু কর্মচারীগণের দান সম্পত্তির দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধান করিলে মুসলমান আমলের পূর্বের দলিলপত্রের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না। কাশীর ন্যায় প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থানের সম্পত্তির দানপত্র তথাকথিত হিন্দু বৈরী সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

ফল কথা, বাঙ্গালাদেশে মুসলমানগণ রাজপুরুষ হিসাবে, স্বজাতীয় রাজ্য হিসাবে, জায়গা-জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তি অর্জন করার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। সে জন্য বাঙ্গালাদেশে অধিকাংশ জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তি তাঁহাদেরই হস্তগত ছিল। পক্ষান্তরে উদারনৈতিক শাসনবিধি প্রচলিত ছিল, বিধায় এবং রাজাধিকারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না বলিয়া

www.pathagar.org

হিন্দু রাজকর্মচারী ও হিন্দু প্রজা-সাধারণও বিষয় সম্পত্তি অর্জনে বঞ্চিত হন নাই। তবে তুলনায় মুসলমানের প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক থাকায় এবং শাসিত-জাতির তুলনায় শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা-প্রতাপ অধিক থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বাঙ্গালায় সর্বপ্রথম ইংরাজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, রাষ্ট্র-পরিবর্তনে মুসলমানদের অবস্থার ঘোর পরিবর্তন ঘটে। ইংরাজ মুসলমানের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া নিয়াছিলেন বলিয়া মুসলমানগণই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মুসলমানের সঙ্গেই ইংরাজের সর্বত্র সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয়, বিজয়ী জাতির নিকট অবাধ্য বিজিত জাতির চিরকাল যেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়া থাকে এখানেও তাহাই হইল। মুসলমানের জায়গা-জমিদারী, আয়মা-তালুকদারী অনেক ছিনিয়া গেল ও বাজেয়াপ্ত হইল। হিন্দুগণ পূর্বে মুসলমানের প্রজা ছিলেন, রাষ্ট্র পরিবর্তনে তাহাদের অবস্থার বিশেষ কোনই তারতম্য ঘটিল না, বরং রাজনীতির খাতিরে বিরোধী মুসলমানদিগকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে হিন্দু প্রজা সাধারণকে ইংরাজগণ নিজেদের অনুকূল করিবার জন্য মুসলমানগণের বহু বিষয় সম্পত্তি ও জায়গা জমিদারী হস্তান্তর করিয়া তাহাদের হস্তে দিলেন। হিন্দুগণকে বশীভূত করিতে কোনই বেগ পাইতে হইল না, তাহারা অবস্থার পরিবর্তন দেখিয়া রাজভক্তির স্রোত ফিরাইয়া দিলেন, মুসলমানগণ রাজ্যহারা হইয়া সহজে বশ্যতা স্বীকার করিতে পারিল না, সুতরাং তাহাদের বিষয় সম্পত্তিও বশীভূত, অনুগত হিন্দুদিগের হস্তগত হইল। বলা বাহুল্য যে, বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ নূতন হিন্দু জমিদার-বংশের সৃষ্টি ইংরাজ আমলে।

ইংরাজ আমলে মুসলমানের হাতে যে সকল জমিদারী ছিল তাহাও বৎসর বৎসর নিলাম বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর হইতে লাগিল। কারণ মুসলমানের নওয়াবী গেলেও তাঁহারা সহজে নওয়াবী মেজাজ ছাড়িতে পারিলেন না। তাহারা নিয়মিত ও ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব পরিশোধ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। চিরকাল বেপরওয়াভাবেই জীবন কাটিয়া আসিয়াছেন, আজ হঠাৎ ইংরাজ আমলের ২/৪ বৎসর মধ্যে প্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল না, সুতরাং ইংরাজগণ যেই কিস্তির নির্দিষ্ট তারিখে রাজস্ব উসুল পাইলেন না তখনই সম্পত্তি নিলাম করিয়া ভক্ত-অনুরক্ত হিন্দু আমলা ও সাহায্যকারীদের হস্তে তাহা দিয়া দিলেন। এরূপে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালাদেশের মুসলমানগণের তালুক-মুলুক আর লাখেরাজ বাহিনী সম্পত্তি ও জমিদারী হস্তান্তর হইয়া প্রতিবেশী হিন্দুর হাতে চলিয়া গেল।

মুসলমান আমলে বার আনা জমিদারী মুসলমানের হাতে ছিল, বর্তমানে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছে। মুসলমানের হাতে বর্তমান যে।০ আনা

www.pathagar.org

পরিমাণ জমিদারী আছে, সেই জমিদারবর্গের মধ্যে অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত, হিন্দু মহাজনগণের নিকট তাঁহাদের জমিদারী রেহেন আবদ্ধ। অধিকাংশ জমিদার অলস ও বিলাসী। তাঁহারা হিন্দু নায়েব বা ম্যানেজার মহাশয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অন্দরমহলে সুখস্বপ্নে প্রমত্ত। এদিকে হুহু করিয়া ঋণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, ২/১ বৎসর পর সুদে আসলে ঋণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়া মহাজনের দেনার দায়ে অথবা রাজস্ব অনাদায় হেতু জমিদারী হস্তান্তর হইয়া প্রতিবেশীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালাদেশে এমন কোন পুরাতন জমিদার কেহ আছেন কিনা জানি না, যাঁহারা ন্যূনাধিক ঋণগ্রস্ত নহেন। মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে একজনও ব্যবসায়ী পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। জমিদারীর বাঁধা আয় দ্বারা সংসারের গুরুভার পরিচালন বর্তমান যুগে সম্ভবপর নহে। হিন্দু জমিদারগণের মধ্যে কেহ লগ্নির কারবার, কেহ যথাদস্তুর ব্যবসায় করিয়া থাকেন। তাহাতে যথেষ্ট অর্থোপার্জিত হয়, তদ্দারা তাঁহারা সংসারের অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মুসলমানগণের ন্যায় যে সকল হিন্দু জমিদারের কোন প্রকার ব্যবসায় নাই, অথবা যাঁহারা অত্যন্ত সাহেব-ঘেঁষা, সর্বদাই শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণের মনস্তুষ্টির জন্য ডালিতে-ডিনারে, নাচে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, তাঁহারাও ঋণগ্রস্ত। তাই আজকালকার উপাধিধারী রাজা-মহারাজা প্রায় অধিকাংশের এই শোচনীয় অবস্থা। কাশেমবাজারের ঋণের পরিমাণ এক কোটির উপর। অবশ্য তাঁহার অর্থ সমস্ত সাহেব-পূজাতে ব্যয়িত হয় নাই, তিনি দেশ ও দশের হিতার্থে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত আর যাঁহারা হিন্দু জমিদার মধ্যে ঋণী তাঁহারা অধিকাংশ বিলাস ব্যসন ও শ্বেতাঙ্গ-পূজায় নিরত।

মুসলমান জমিদারের কথা বলিতে ছিলাম। ধ্বংসাবশিষ্ট।০ আনা পরিমাণ জমিদারী যাহা এখন আছে তাহাও ঋণদায়ে আবদ্ধ। তাঁহাদের ঋণের প্রধান কারণ বিলাস-ব্যসন, গৃহবিবাদ উপলক্ষে মামলা মোকদ্দমা, ৩/৪টা অনাবশ্যক বিবাহ বন্ধন, সর্বোপরি জমিদারী শাসনে উদাসীনতা।

এই ত গেল আর্থিক ও পার্থিব অবস্থার কথা, নৈতিক-জীবনের কথা বলিলে অনেকেই মানহানির মোকদ্দমা রুজু করিতে ক্ষেপিয়া উঠিবেন। তবে কারো নাম করা হইবে না ইহাই যাহা নিষ্কৃতির ভরসা। মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে চারি আনা পরিমাণ লোকের মধ্যে ধর্মজ্ঞান অর্থাৎ নামাজ-রোজা ও সামান্যরূপ দান-ধ্যানের প্রতি সুদৃষ্টি আছে। আর বার আনা গণ্ডীর বাহিরে। সারাটা বাঙ্গালাদেশে জমিদার শ্রেণীর মধ্যে খেলাফৎ ও স্বরাজ ব্যাপারে মাতিয়াছিলেন একমাত্র

www.pathagar.org

করটিয়ার জমিদার পন্নী সাহেব, আর অবশিষ্টের ভাগ্যে শূন্য। তবে মধ্যে মধ্যে ২/৪ জন যে দু'একশত টাকা অতি গোপনে খেলাফৎ ফান্ডে না দিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমরা বিগত ৩০ বৎসর কালে মুসলমান জমিদার শ্রেণীর মধ্যে এমন কোন একজনকে দেখিতে পাইলাম না যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য, সমাজের হিতার্থে কোন একটি মহৎ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। স্থানীয় হাইস্কুলে বা মক্তব-মাদরাসা বা মসজিদ নির্মাণে দু'দশ হাজার খরচ করিয়াছেন। স্থানীয় এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু জাতীয় মুসলমান কলেজের জন্য, ইসলাম মিশনের জন্য, সাহিত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতীয় আরবী-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, জাতীয় প্রেস ও জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য, সম্পূর্ণ কোরান শরিফ অনুবাদের জন্য, মাতৃভাষায় জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য, মুসলমান শিক্ষা-তহবিল জন্য, কত কাল হইতে কত চীৎকার করা হইল, কত আবেদন নিবেদন কত আন্দোলন-আলোচনা হইল। কিন্তু এ যাবৎ বিশাল বাঙ্গালাদেশের প্রায় তিনকোটি মুসলমানের মধ্যে শত শত জমিদার ও অর্থশালী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি প্রাণীও কোন একটি সদনুষ্ঠানে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। অবশ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও লাট সাহেবের সন্তুষ্টির জন্য; অথবা স্থানীয় লোকের অনুরোধে বা উপদেশে বাড়ীর সম্মুখের হাই স্কুলটি বা হস্পিটালের জন্য দশ-পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দানের কথা আমরা গণনা করিতেছি না।

আমাদের অধিকাংশ জমিদার-তালুকদারের বাড়ীতে জাতীয় খবরের কাগজ বা জাতীয় বই-পুস্তকের অস্তিত্ব দেখিতে পাইবেন না। তবে নায়েব মহাশয় বা তহশিল মোহরের বাবুর চেষ্টায় যদি বঙ্গবাসী, হিতবাদী কিম্বা প্রবাসী, ভারতবর্ষ মুসলমান জমিদার কাছারীতে কোথাও নেওয়া হয় তাহা জমিদার সাহেবের বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহা যেমন আমলাবাবুদের চিত্ত বিনোদনের জন্যই গ্রহণ করা হইয়া থাকে কাজেও সেরূপেই ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক কাজে আমরা ২৫ বৎসর হইতে জমিদার তালুকদারের ও অন্যান্য ধনী মুসলমানগণের ধাত পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও কোন মহৎ কাজে আজ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে দেখিলাম না।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পাঞ্জাবে কত মহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। আলিগড় মুসলিম-বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় জাতীয় মুসলিম-বিশ্ববিদ্যলয়, লক্ষ্ণৌর নদ্ওতল-ওলমার দারুল-উলুম, দেওবন্দের আরবী-বিশ্ববিদ্যালয়, আজমগড়ের সাহিত্য পরিষদ, লাহোরের হেমায়েতুল

www.pathagar.org

ইসলাম কলেজ, দিল্লীর জমইয়তে-ওলামা, দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজ, কলিকাতার এতিমখানা, মোছাফেরখানা, বোম্বাইর মোছাফেরখানা ও বিরাট মসজিদ সকল এরূপ একটি কীর্তিও বাঙ্গালী মুসলমান জমিদারগণের সাহায্যে কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ঢাকার স্বর্গীয় নওয়াব বাহাদুর খাজা আহছানুল্লাহ্ ও খাজা আব্দুল গণি মরহুম ঢাকায় ক'একটি সাধারণ কাজে মোটা অর্থ দান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা সরকারী দানের মধ্যেই গণ্য। জাতীয় কাজের হিসাবে তাঁহাদের কোন অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যায় না। অবৈতনিক হাইস্কুলটাও তাঁহাদের রক্ষা পাইল না। হায়! বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের পরিণাম চিন্তা করিয়া আকুল ও ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছি!!

বিশাল সমাজে একখানি দৈনিক কাগজ, একটি উল্লেখযোগ্য জাতীয় প্রেস কোথাও নাই। একখানা জাতীয় কাগজের জন্য এককালীন দশ-পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন বা দান করার প্রবৃত্তি আছে, এরূপ একজন মুসলমান জমিদার বা ধনী দৃষ্টিগোচর হয় না। সহযোগী "মোহাম্মদী"র জীবনের প্রধান ও প্রথম সম্বল ৬/৭ হাজার টাকা মূল্যের মেশিনটিও বাঙ্গালী মুসলমানের দান নহে, তাহাও অবাঙ্গালী একজন মুসলমানের দান। বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় জীবনের কথা আলোচনা করিতে গেলে লজ্জায় ও ক্ষোভে অধঃমুখ হইয়া থাকিতে হয়।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই জানেন, রাজা সুবোধ মল্লিক "বন্দেমাতরম" ইংরাজি কাগজের জন্য এককালীন একলক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। বর্তমানে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত একনখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক হিন্দু কাগজের জন্য বিহারের একজন নামজাদা মহারাজা লক্ষাধিক টাকা দিয়াছিলেন। "বেঙ্গলি" কাগজ কাশেমফজায় মহারাজার অর্থানুকূল্যে পরিচালিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাড়ী। মহারাজা ও অন্যান্য কতিপয় রাজা-মহারাজা ও জমিদারগণের মোটা চাঁদা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। "ভারতবর্ষ" সর্বাপেক্ষা বড় পুস্তকব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত। "হিতবাদী" কবিরাজ মহাশয়গণের অর্থে অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত। এইরূপে হিন্দু সমাজের আরও ৮/১০ খানি সাময়িক ও সংবাদপত্রের নাম করিতে পারা যায় যাহার পরিচালক এক একজন প্রসিদ্ধ রাজা-মহারাজা বা জমিদার। কিন্তু আমাদের সমাজের জমিদারগণ এত নির্জীব যে তাঁহারা কোন সমাজ হিতকর মহৎনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। বিগত ২৫/৩০ বৎসর মধ্যে সংবাদপত্র বা সাহিত্যিকগণের প্রতি এক সময় এককালীন সর্বাপেক্ষা মোটা চাঁদা পাওয়ার সৌভাগ্য বোধ হয় "ছোলতানে"র ভাগ্যেই ঘটিয়াছে অর্থাৎ জলপাইগুড়ির সৎকর্মে দানশীল আমিরুল মুল্ক মুনশী ছানাউল্লাহ সাহেবের প্রদত্ত

www.pathagar.org

এক হাজার টাকার দান। এইত সমাজের দৃশ্য। এই সমাজের উন্নতির আশা কিরূপে করিতে পারা যায়।

জোৎদার তালুকদার

বাঙ্গালাদেশে জোৎদার তালুকদার শ্রেণীর লোকদের অবস্থা এক প্রকার ভাল, তাঁহারা বেশ ফরাগতে চলিতেছেন, তাঁহাদের ধার-কর্জও তেমন বেশী কিছু নাই। তবে তাঁহারা কৃষক বেচারাদের কিছুমত লুটিয়া খাইতেছেন। অধিকাংশ জোৎদার তাঁহারা নিজেরা চাষ আবাদ করেন; প্রচুর শস্য উৎপাদন করেন, গরীব-কৃষকেরা তাঁহাদের সহিত পাল্লা দিতে পারে না। আবার অনেকস্থলে এক একজন জোৎদার এত অধিক জমি আবাদ করেন যে বেচারা বর্গাদার কৃষকদের ভাগ্যে জমি জুটে না, তেলির মাথায় তেল পড়ে। তবে জোৎদার ও তালুকদারের আর্থিক অবস্থা ভাল, ইহাই সুখের বিষয়। তাঁহারা স্থানীয়ভাবে ছোট খাট ব্যাপারে দান খয়রাতও মন্দ করেন না, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র দানে কি সমাজের কোন মঙ্গল সাধিত হইবে? এই শ্রেণীর মধ্যে এখনও বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই ইহাও সুখের বিষয়, অনেকেই হাতে কলমে কাজ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। ইহারা এক আধটুক খবরের কাগজও পড়েন এবং জাতীয় বই পুস্তকও ২/৪ খানা ক্রয় করেন। বলিতে গেলে কৃষক সমাজ ও জোৎদারগণই যাহা কিছু এখন সামাজিক জীবনের সম্বল, আর হইতেছেন বেচারা ৪/৫ টাকা মাহিনায় স্কুল মক্তবের শিক্ষক এবং ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের ছাত্র। বাঙ্গালাদেশে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষীণ-জীবন ইহাদের দ্বারা আজও রক্ষিত আছে। উচ্চশিক্ষা, উচ্চপদ ও পুরাতন জমিদার পরিবার ইহারাই সমাজের কাল হইয়াছেন। জাতীয় সহানুভূতি, স্বদেশ-প্রেম, ধর্মানুরাগ, ইহাদের মধ্যে খুব কম লোকের দৃষ্ট হয়। সমাজের অন্যান্য স্তরের আলোচনা পরে করা হইবে।

৩

গত দুই সংখ্যায় বাঙ্গালাদেশের আধুনিক ও আরবী শিক্ষার অবস্থা এবং পরিণাম এবং বঙ্গীয় মুসলমান জমিদার ও তালুকদার-জোতদারগণের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আজ অন্যান্য ক'একটি বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

ব্যবসায়-বাণিজ্য বর্তমান যুগে জাতীয় জীবনের প্রধান সম্বল। যে জাতির ব্যবসায় সম্বল নাই, সে জাতি জীবনহীন। দুনিয়াতে তাহার কোনই গুরুত্ব ও সম্মান নাই, এমন কি সে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা পাওয়াও মুশকিল।

www.pathagar.org

ইউরোপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাবে আজ সমস্ত পৃথিবীতে আধিপত্য ও রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এশিয়া ব্যবসায় বিমুখ বলিয়া ইউরোপের পদানত হইয়া রহিয়াছে, এবং দিন দিন আরও অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে। এশিয়ার মধ্যে জাপান ব্যবসায়-বাণিজ্যে অগ্রসর ও উদ্যমশীল বলিয়া একমাত্র এই জাপানই ইউরোপের সমকক্ষ হইয়া পৃথিবীতে স্বপদে দণ্ডায়মান আছে। এমন কি রুষিয়ার ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিতেও সমর্থ হইয়াছে। আমেরিকা পৃথিবীর পরপৃষ্ঠায় থাকিয়াও স্বীয় বাণিজ্য প্রভাবে পৃথিবীতে আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া লইয়াছে। আমেরিকা আজ ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের উত্তমর্ণরূপে তাহাদিগকে স্বমতে পরিচালনা করিতেছে। আমেরিকার মতের বিরুদ্ধে শক্তিপুঞ্জের কিছুই করিবার উপায় নাই। বাণিজ্য ও অর্থসম্পদই আমেরিকাকে এই উচ্চ সম্মান দান করিয়াছে।

পৃথিবীতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে বর্তমানে মুসলমান সমাজ সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবসায় বিমুখ। আবার তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালার মুসলমান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বে আমরা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি, বাঙ্গালার সমতুল্য মুসলমান সংখ্যা পৃথিবীর কোন প্রদেশেই নাই। কিন্তু ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানের তুলনায় বাঙ্গালার মুসলমানগণ ব্যবসাক্ষেত্রে একেবারে পশ্চাৎপদ, এমনকি বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে ব্যবসায়ী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বোম্বাই, ছুরাত* ও গুজরাটের মুসলমানগণ সমস্ত ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশে ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার নেটাল প্রভৃতি স্থানেও ব্যবসায় উপলক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালার কলিকাতায় ও চট্টগ্রামে, বোম্বাই এবং ছুরাতের মুসলমান ব্যবসায়ীগণের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি। আসাম ও বাঙ্গালার মস্বলের স্থানে স্থানে তাহাদের ব্যবসা চলিতেছে।

বরিশালের পল্লীবন্দরেও আমরা বোম্বাইর ছুরাতের মুসলমানদিগকে তামাক, সুপারি ইত্যাদি নানা দ্রব্যের কারবার করিতে দেখিয়াছি। সমগ্র ব্রহ্মদেশে ময়মনসিংহ ও ছুরাতী মুসলমান ব্যবসায়ীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দিল্লীর মুসলমানদিগকে ভারতের প্রায় প্রত্যেক শহরেই বেসাতীর দোকান করিতে দেখা যায়। কলিকাতায়ও দিল্লীওয়ালাদের প্রভাব সামান্য নহে। পাঞ্জাবীরাও চামড়া ও জুতার ব্যবসায়ে খুব অগ্রসর হইয়াছে। মাদ্রাজের চুলিয়া মুসলমানগণ অত্যন্ত বাণিজ্যপ্রিয়। ব্রহ্মদেশে ইহারা কাঁইয়াদের স্থানাধিকার করিয়াছে, কিন্তু প্রায় তিন কোটি বাঙ্গালী

---

* বর্তমানে ভারতের গুজরাট রাজ্যের সুরাট। — সম্পাদক

www.pathagar.org

মুসলমানের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে ক্ষোভে-দুঃখে মুহ্যমান হইয়া থাকিতে হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহিত যেন এ জাতির কোন সম্বন্ধই নাই।

বিশাল কলিকাতায় বাঙ্গালী মুসলমান ব্যবসায়ীর অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হয় না। চাঁদনী ও নিউ মার্কেটের হুগলী, হাওড়া ও ময়মনসিংহ জেলার কয়েক ঘর দোকান বাদ দিলে আর দ্বাদশ লক্ষ অধিবাসীপূর্ণ বিরাট কলিকাতা ও শহরতলীতে বাঙ্গালী মুসলমানের নিজস্ব বলিতে আর উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। লোয়ার চিৎপুরে চট্টগ্রামের ২ ঘর লুঙ্গির এবং মেছুয়াবাজার অঞ্চলে ২/৩ ঘর ঢাকার আড়তদার— এই ত বাঙ্গালার রাজধানীতে বাঙ্গালী মুসলমান ব্যবসায়ীদের সম্বল। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের লোকের কয়েক ঘর পাটের আড়তের কথা না বলিলেও চলে। কলিকাতা বাদ দিয়া সারাটা বাঙ্গালার জেলা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঢাকা জেলার কিছু লোককে উত্তরবঙ্গ ও আসামের জেলা সমূহের ব্যবসায়ীরূপে দেখিতে পাইবেন। তাহাদিগকে বাদ দিলে মুসলমান ব্যবসায়ী বলিতে আর কোথাও তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইবেন কিনা সন্দেহ। চট্টগ্রামের মুসলমানগণ ব্যবসায়-প্রিয় বটে, কিন্তু তাহাদের ব্যবসায় বাঙ্গালার মধ্যে কেবল নিজ জেলাতেই সীমাবদ্ধ, আর আছে কিছু ব্রহ্মদেশে।

বাঙ্গালাদেশই ভারতের মধ্যে ব্যবসায় উপকরণের প্রধান স্থান। এই বাঙ্গালাদেশে আসিয়া কত বিদেশী, কত ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা ব্যবসায় উপলক্ষে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের চক্ষু থাকিলেও তাহাতে যেন জ্যোতি নাই। পাট আমাদের বাঙ্গালার একচেটিয়া সম্পদ। পাটের চাষ ব্যতীত পাটের ব্যবসা বলিতে আমাদের হাতে কিছুই নাই।

কৃষক বেচারা এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া ৫/৬ টাকা তাহার দাম পায়, কিন্তু তাহার কৃষি খরচ বাদ দিলে মণ প্রতি ২ টাকাও লাভ থাকে কিনা সন্দেহ। এক একজন কৃষক পাট উৎপন্ন করিয়া হদ্দ বৎসরে ৪০/৫০ হইতে ১০০/২০০ টাকা লাভ করে। কিন্তু এক একজন পাটের মহাজন ও আড়তদার বৎসরে ৫ লাখ টাকা উপার্জন করিতেছে। মাড়ওয়ারীরা আমাদের দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে। বন্যার স্রোতের ন্যায় মুসলমানের ও বাঙ্গালার ধন সম্পদ বিদেশী ও বিজাতির নিকট চলিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী মুসলমান দিনদিন পথের ভিখারী সাজিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? নারিকেল ও সুপারী বাঙ্গালা ও মালাবার প্রদেশ ব্যতীত অন্য প্রদেশে হয় না, কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের হাতে এই ব্যবসা কিছুই নাই বলিলেও চলে। আমরা বরিশালে—

www.pathagar.org

দেখিয়া আসিয়াছি, বোম্বাই, ছুরাতের মুসলমান অথবা ব্রহ্মদেশের মগ এই হইল সুপারির প্রধান ব্যবসায়ী, মাড়ওয়ারী ত সর্বত্র আছেই। ইহারা দুনিয়ার কোন ব্যবসায় বাদ দেয় নাই। ইহারাই বিশ্বগ্রাসী এয়াজুজ-মাজুজের জাতি।

বাঙ্গালাদেশে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে চামড়া উৎপন্ন হয় সেরূপ অন্যত্র হয় না। চামড়ার ব্যবসায়ে ঢাকা জেলার এবং কলিকাতার আশেপাশের কয়েক ঘর ব্যবসায়ী আছেন বটে, কিন্তু বর্তমানে তাহাদের মধ্যে অনেক ঘর ভবাহ হইয়া গিয়াছে। ঢাকার হাফেজ সাহেবকে বাদ দিলে আর উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবসায়ী বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে নাই। চট্টগ্রামের মুসলমানগণ ব্যবসায় প্রিয় বটে, নিজ শহরে ও ব্রহ্মদেশে তাহাদের হাজার হাজার দোকান আছে তাহাও সত্য, কিন্তু এ সকল ব্যবসায়ীদের মধ্যে এরূপ একজন লোকও দৃষ্ট হয় না– যিনি ১০/২০ লক্ষ টাকাও নগদ বাহির করিয়া দিতে পারেন। দেনা-পাওনার হিসাব ধরিলে ঘর সামলানই মুশকিল। অথচ কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী এবং রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে এক একজন অ-বাঙ্গালী মুসলমান ব্যবসায় করিয়া ১০/২০/৫০ লক্ষ এবং তদপেক্ষাও অধিক টাকা কেবল দাতব্য কাজেই ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু সারাটা বাঙ্গালাদেশে একজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর কথা আমরা এ যাবৎ শুনি নাই যিনি এককালীন এক লক্ষ টাকা কোন সৎকার্যে দান করিয়াছেন। সামর্থ্যই বা কোথায়?

এই ব্যবসায়-বিমুখতার ফলে বাঙ্গালী মুসলমান ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। শহরে দৃষ্টিপাত করিলে যেখানে পূর্বে জায়গা-জমি মুসলমানের একচেটিয়া ছিল, এখন সেখানে তাহাদের মাথা লুকাইবার স্থান নাই। মুসলমানের বাসাবাড়ী নাই। সমস্ত জায়গা-জমি অ-মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত। কোন হিন্দুর বাসাবাড়ী যে মুসলমান ভাড়া করিবে তাহারও উপায় নাই। কলিকাতায় কোন হিন্দু মুসলমানকে বাড়ি ভাড়া দিতে রাজী হয় না, মফস্বলে টাউনেও এই অবস্থা। মুসলমান ডেপুটি ও উচ্চ রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত বাসা ভাড়া পান না। মুসলমান অর্থাভাবে এত হেয় ও ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রতিবেশীরা উচিত ভাড়া লইয়াও মুসলমানদিগকে বাড়ী ভাড়া দিতে নারাজ।

মুসলমান! এখনও কি তোমরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিবে না? অর্থের জন্য ব্যবসায় করিতে পারা যায় না ইহা প্রবঞ্চনা মাত্র। মানুষ পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হইলে মূলধনের ঠেকা হয় না। প্রথমেই যে দশ বিশ হাজার বা হাজার পাঁচশত টাকা লইয়া ব্যবসায়ে হাত দিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। নূতন ব্যবসায়ী প্রথমাবস্থায় মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে হাত দিলে তাহার

www.pathagar.org

মূলধন রক্ষা পাওয়া দায় আছে। সুতরাং ব্যবসায় করার ইচ্ছা থাকিলে দশ পাঁচ টাকা মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়। পানের, বিড়ির, তরি-তরকারীর ব্যবসায় করিতে অথবা নিলামী মাল ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতে কিম্বা দোকানদারের নিকট হাওলাত করিয়া কাপড়, গেঞ্জি ইত্যাদি বাড়ী ফেরি করিয়া বিক্রয় করিত বেশী মূলধন লাগে না। "লোকে কি বলিবে" একথা ভুলিতে বা অগ্রাহ্য করিতে পারিলে অশিক্ষিত লোক ও শিক্ষিত যুবকগণ যেকোন হালাল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। তবে ব্যবসায়ে কৃতকার্যতা লাভ করার জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।

আমাদের প্রস্তাব, প্রত্যেক পল্লীতে মুসলমান মুদীর দোকান করিতে চেষ্টা করুন, তাহাতে প্রথমাবস্থায় শতেক টাকা মূলধন হইলেই চলিবে। কিন্তু সাবধান! প্রথম হইতে কোন লোককে তিনি যতই বড়লোক ও আত্মীয় বন্ধু হউন না কেন, ধারে একটি পয়সারও জিনিস যেন দেওয়া না হয় এবং দোকানের আয় হইতে খরচ করার সময় লাভের অর্ধেকের বেশী যেন কোন অবস্থাতেই খরচ করা না হয়। মূলধনের অভাব হইলে যৌথ বাণিজ্য-নীতি অবলম্বনে গ্রামের লোক হইতে ১ হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত অংশ লইয়া প্রথমতঃ কেবল খাদ্য-বস্তুর, তৎপর উন্নতি দেখিলে ক্রমে পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবসায় আরম্ভ করিবে। তৎপর মূলধন বাড়িয়া উঠিলে পাটের, ধানের, চাউলের ও অন্যান্য মোটা মালের পাইকারী ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারা যায়।

এখন যদি মুসলমানগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ না করে, মুসলমানের অস্তিত্ব রক্ষা হইবে না। আমাদের পুরাতন জমিদার ঘরগুলি যদি এখনও সাবেক নবাবীর মোহ কাটাইয়া তাহাদের নিজস্ব হাটে বা বন্দরে তাঁহাদের পরিবার ভুক্ত নব্য শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যুবকগণকে ব্যবসায়ে লাগাইয়া দেন তাহা হইলে হয় ত তাঁহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট বিষয় সম্পত্তিগুলি রক্ষা পাইত। অন্যথায় যাহা আছে তাহাও দেনার সুদের দায়ে ক'এক বৎসর মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। স্থানে স্থানে সমবায় সমিতি গড়িয়া তদ্বারাও ছোট ছোট ব্যবসায়ে হাত দেওয়া যাইতে পারে।

কৃষি ও শিল্প

বাঙ্গালাদেশে কৃষিকার্য যেভাবে চলিতেছে তাহা যথেষ্ট ও সন্তোষজনক না হইলেও তাহার উন্নতি সাধন করা কৃষকগণের পক্ষে সহজ নহে। বাঙ্গালাদেশে খাল-খনন-প্রথা প্রবর্তন ব্যতীত কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা

www.pathagar.org

নাই। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে প্রত্যেক বৎসর কৃষককুলের মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হয়। অথচ প্রাদেশিক সমিতি ও গভর্নমেন্ট এ যাবৎ এ দিকে আদৌ মনোযোগ দিলেন না। তবে বাঙ্গালাদেশে এমন অনেক স্থান ও গ্রাম আছে, যেখানে কেবল ২/১ মাইল বা তদপেক্ষাও অল্প স্থানে খাল খনন করিয়া দিলে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামের কৃষি ও স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। এই কার্য গ্রামবাসীরা নিজেরা চাঁদা করিয়া অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। স্থানীয় জমিদারকে এই কাজের দিকে অগ্রসর করিলে কাজ অতি সহজেই হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ জল-বায়ুর দোষে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। সেখানে একে মুসলমান সংখ্যা কম, তাহাতে ম্যালেরিয়া ও নানা রোগে-শোকে তাহারা আরও উজাড় হইয়া পড়িতেছে। উত্তরবঙ্গের ক'একটি জেলারও স্বাস্থ্য নিতান্ত খারাপ। ইহার প্রতিকারের প্রশস্ত উপায় খাল খনন, তদ্দারা স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতি আরও অধিক হইবার আশা।

প্রজা-সমিতি

বাঙ্গালার কৃষক ও কৃষির উন্নতি বিধান এবং আবশ্যক মতে তাহাদের রাজনীতিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য একটি "প্রাদেশিক রায়ত-সমিতি" গঠিত হওয়া আবশ্যক। এ যাবৎ বাঙ্গালাদেশে নানা স্থানে বহু রায়ত-সভা গঠিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু তদ্দারা রায়তদের কোনরূপ উপকার সাধিত হইয়াছে কি না এবং হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না জানি না। আমরা ঐরূপ রায়ত সভাদ্বারা কোন প্রকার লাভের ও উপকারের আশা করি না। কারণ, আমরা জানি, ঐ সকল রায়ত সমিতির গোড়ায় যাঁহারা কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। এই শ্রেণীর লোক তাঁহারা রায়ত হিতৈষী সাজিয়া রায়তের ভোট লইয়া কাউন্সিলে যাইতে পারিলে, লাট গোষ্ঠির সহিত হাত মিলাইতে পারিলেই জীবন সার্থক মনে করেন। মুসলমানের মধ্যে ২/৩ জন ব্যারিস্টারকে আমরা জানি, তাঁহারা ভোটের মৌসুমে প্রায়ই রায়ত-হিতৈষী সাজিয়া বসেন এবং কাউন্সিলের বেড়া পার হইলে আর রায়তদের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাঁহারা রায়ত-হিতৈষী খবরের কাগজ চালাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কাগজ দ্বারা আত্মপ্রকাশ করার যথেষ্ট সুবিধা। কিন্তু যখন স্বার্থের টান না থাকে, তখন কাগজ চালান আর তাঁহারা দরকার মনে করেন না। আর একদল প্রজা-হিতৈষী আছেন তাঁহারা স্বয়ং জমিদার। জমিদার হইয়া প্রজার স্বার্থ-চিন্তা ও হিতকামনা বিচিত্র নহে এবং অত্যন্ত উদারতার ও মহৎ অন্তকরণের পরিচায়ক, কিন্তু সেরূপ

www.pathagar.org

লোক বঙ্গদেশে এ যাবৎ জন্মিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। এরূপ লোক দ্বারা পরিচালিত রায়ত-সভার উদ্দেশ্যে রায়তের নামে রায়তদের স্বার্থ দরুন এবং তাহাদিগকে প্রতারিত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এতদসঙ্গে আমরা ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, রায়ত-সভাগুলির গোড়ার প্রজাহিতৈষী উকিল, ব্যারিস্টার ও জমিদার শ্রেণীর লোককে বাদ দিলে মধ্যস্থলে এমন কতকগুলি মফস্বলের লোকের নাম পাওয়া যায় যাহারা বাস্তবিক সরলভাবে সমিতির উদ্দেশ্যের জন্য প্রাণপণে খাটিয়াছেন, তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। গোড়ার কর্তারা রায়ত-সমিতিকে বাহন করিয়া সমাজে, দেশে এবং সর্বোপরি সরকারের নিকট পরিচিত হইবার জন্য যে সকল কৌশল জাল বিস্তার করেন, মধ্যস্থ সরলচিত্র কর্মী লোকেরা তাহা বুঝিতে পারেন না। এই সকল সমিতির গোড়ায় গলদ আছে বলিয়া এ যাবৎ কোন প্রজা সমিতিই সফলকাম হইল না।

বাঙ্গালাদেশে প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতিই বল, জম্ইয়ৎ ও আঞ্জমনই বল আর "মুসলিম লিগই" বল, বাস্তব প্রজা-সমিতি স্থাপিত হইলে তাহার শক্তি ও প্রভাব সকলকে পরাভূত করিবে নিশ্চিত। ইউরোপে শ্রমজীবীদের যে শক্তি-সামর্থ্য আছে, এই প্রজা-সমিতির শক্তি তদপেক্ষা অধিক হইবে। কিন্তু সরল ও নিষ্কামভাবে এই প্রজা-সমিতির ভার লইবার লোক বাঙ্গালাদেশে নাই। এই সমিতি পরিচালনার জন্য একখানি শক্তিশালী বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রয়োজন এবং নাম যশের প্রত্যাশী ও স্বার্থান্বেষী নহে এরূপ উপযুক্ত পরিচালকের দরকার। মফঃস্বলে প্রজা-হিতৈষীরূপে খাটিবার লোকের অভাব নাই, কিন্তু গোড়ায় হাল ধরিবার লোকাভাব। উকিল-ব্যারিস্টার দলের মধ্যে একটি প্রাণী নাই যিনি কেবল প্রজার হিতের জন্য নিজের সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত। যাহারা প্রজা-হিতৈষী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহারা অধিকাংশই পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া কোষ খাওয়ার যম। কেশব বাবুকে আমরা প্রজা-হিতৈষী বলিয়া জানি, কিন্তু তিনি সর্বদা জমিদার শ্রেণীর ও বিলাত ফেরতাদের লেজ ধরিয়া প্রজার হিতসাধনের চেষ্টায় থাকেন। ইহা অসম্ভব কল্পনা। দু'কূল রক্ষাকারীর কোন কূল হয় না। তাঁহার কৃষক সভার বয়স বোধ হয় ১০ বৎসরের কম নহে। এযাবৎ কেশব বাবু তদ্বারা কতটা কি করিতে পারিয়াছেন জানিনা। কৃষক ও প্রজার সহিত গভর্নমেন্টের সম্বন্ধ বড় একটা কিছুই নাই। জমিদারের সহিতই প্রধানতঃ তাহাদের স্বার্থ সংঘর্ষ, সুতরাং জমিদারের সাহায্যে বা জমিদার ঘেঁষা উকিল ব্যারিস্টারের দ্বারা প্রজা-সভার কাজ চলিবে না।

www.pathagar.org

আমরা "জম্‌ইয়তে-ওলামা"ও আরবী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমরা শরিয়ৎ ও অন্যান্য রাজনীতিক সভা-সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলিয়া প্রজা-সমিতির সংশ্রবে সাক্ষাৎকারে যাইতে পারিব না। বিশাল বাঙ্গালার মধ্যে তিনজন রওশন-খেয়াল আলেম ও তিনজন আধুনিক শিক্ষিত কর্মী প্রজা-সমিতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে দণ্ডায়মান হইলে অথবা খোদার বান্দা কোন জমিদার নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া প্রজাহিতে আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলে আমরা পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিব এবং "ছোলতানে"র ২ পৃষ্ঠা সর্বদা কেবল প্রজা-সাধারণের স্বার্থালোচনা এবং তাহাদের অভাব অভিযোগ প্রকাশের জন্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। প্রজা-সমিতির পরিচালকদিগকে কলিকাতায় কেন্দ্র করিয়া থাকিতে হইবে এবং আবশ্যক মতে মফস্বল-ভ্রমণে যাইতে হইবে। এক বৎসর মধ্যে সমিতি এত প্রবল ও শক্তিশালী হইবে সে সমস্ত সমিতিকে তাহার নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে।

বিশাল বঙ্গে কি এমন ৬ জন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, যাঁহারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য-বিদ্যা-বুদ্ধি-সমস্ত সম্বল লইয়া, দুনিয়ার সমস্ত কাজ ছাড়িয়া প্রাদেশিক প্রজা সমিতি গঠন করিতে জেলায় জেলায় তাহারা জেলা-সমিতি, মহকুমায় মহকুমায় মহকুমা-সমিতি এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়ন-সমিতি গড়িয়া বাঙ্গালার কৃষককুলকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইবেন? ইঁহাদের মধ্যে লেখক, বক্তা, হিসাবরক্ষক ও অফিস-শৃঙ্খলায় কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ এরূপ লোকের দরকার। পরিবার-চিন্তার ভার যাহার মাথায় চাপা আছে তিনি এই গুরুভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তবে নিজের পেটের ভাতের ভাবনা করিতে হইবে না। ২/১ বৎসর পর পারিবারিক সাহায্যও চলিতে পারিবে।

বাঙ্গালার কৃষকদিগকে যাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ শিক্ষা দিতে ব্যাকুল আমরা তাহাদের পক্ষপাতী নহি। গভর্নমেন্টের কৃষি-বিভাগ এ চেষ্টায় সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হইয়াছে। বৎসর বৎসর কয়েক লক্ষ টাকা অনর্থক ইহাতে বরবাদ করা হইতেছে। তদ্দারা এক কপর্দকের উপকার হইতেছে না। ঐ টাকা দ্বারা বৎসর বৎসর এক এক জেলায় খালখনন ও গোচারণের মাঠের ব্যবস্থা করিলে এবং সেই মাঠে বড় বড় ষাঁড় ও পাঁঠা ছাড়িয়া রাখিবার এন্তেজাম হইলে কৃষকের কৃষি কার্যের ও স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। কেহ কি গভর্নমেন্টের ঘাড় হইতে এই কৃষি-বিভাগের ভূত নামাইতে চেষ্টা করিবেন না? নূতন লাঙ্গলের, সারের ও কর্ষণ কৌশলের উপদেশ, এ দেশের জন্য কার্যকরী নহে। সরকারী 'মডেল-ফারম' অপেক্ষা আমাদের মূর্খ কৃষকেরা ভাল কৃষিকার্য জানে, তাহাদের

www.pathagar.org

অভাব হইতেছে গোচারণের মাঠের ও নিষ্কর বন-জঙ্গলের যেখানে তাহারা অনায়াসে গো-রক্ষা করিতে পারে।

তাহাদের প্রধান কন্টক হইতেছে অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি। ইহার প্রতিকারের দুইটি সহজ উপায়– গভর্নমেন্ট কৃষি-বিভাগ তুলিয়া দিয়া সেই টাকাগুলি একদিকে খালখনন ও অন্যদিকে গ্রামে গ্রামে গোচারণের মাঠ স্থাপনে ব্যয় করুন। গো-পূজক ও গো-রক্ষার দাবীদার মাড়ওয়ারী ও হিন্দু জমিদারগণকে গো-রক্ষার উদ্দেশ্যে নিষ্কর জমিদানের জন্য চাপ দেওয়া হউক। মুসলমান জমিদারগণকেও বাদ দেওয়া হইবে না।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আরও বহু বিভাগের আবশ্যকীয় আলোচনা করার বিষয় থাকিল, তাহা আপাততঃ পাঠকগণের রুচি-বিকারের ভয়ে স্থগিত রাখিলাম। তিন সপ্তাহ হইতে পাঠকগণ এক ঘেয়ে নিরস আলোচনা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া থাকিবেন, তাই ক্ষান্ত হইতেছি, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবেন, ডাক্তার রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইতে বাধ্য হয়।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ২৪, ২৫ ও ২৬শ সংখ্যা ঃ ১৬, ২৩ ও ৩০শে কার্তিক ১৩৩০, ২, ৯ ও ১৬ই নভেম্বর ১৯২৩)

www.pathagar.org

স্বজাতি-প্রেম

স্বাজাতি-প্রেম, জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তরু-লতার বৃদ্ধির পক্ষে ভূমির রস যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, জাতির শক্তিবৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য জাতীয়-প্রেমও সেইরূপ আবশ্যক। যে জাতির মধ্যে জাতীয়-প্রেম নাই, সে জাতি এক ধর্মাবলম্বী হইলেও দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন।

যে জাতির জাতীয়-প্রেম নাই, সে জাতি কদাপি সজ্ঘবদ্ধ হইতে পারে না। তাহারা কি ব্যবসায়-বাণিজ্যে, কি শিল্পে, কোন বিষয়েই উন্নত হইতে পারে না। জাতীয় অনুরাগ ও জাতীয়-টান বিহীন জাতি অন্য জাতির সাহায্যে বা নিজের বাহুবলে স্বাধীনতা লাভ করিলেও সে স্বাধীনতার সুফল তাহারা ভোগ করিতে পার না। পক্ষান্তরে সজ্ঘবদ্ধ জাতি পরাধীনতার মধ্যেও অনেকটা সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারে। মাড়োয়ারী ও পার্শী সম্প্রদায় সংখ্যায় নিতান্ত মুষ্টিমেয় হইলেও তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও স্বজাতি-প্রেমের ফলে ইংরাজের অধীনে থাকিয়াও সুখ-স্বাচ্ছন্দে এবং জাঁক-জমকের সহিত দিন গুজরান করিতেছে। আর মুসলমানের বিশেষতঃ যে বাঙ্গালার মুসলমানের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা অধিক, সেখানে তাহারা স্বজাতি-প্রেম না থাকায় দিন দিন দীন-হীন ও ফকির-মিছ্‌কিন সাজিতেছে। তাহাদের আত্ম-সম্মান ও আত্মবিশ্বাস কর্পুর যেমন বাতাসে দ্রুতগতিতে মিলাইয়া যায় সেইরূপভাবে বিলুপ্ত হইতেছে! তাহাদের জমিদারী, তারুল, আয়মা লাখেরাজ জোত-জমি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প সমস্তই অন্য জাতির হস্তগত হওয়ায় তাহারা মুটিয়া-মজুর কাঙ্গালের জাতিতে পরিণত হইতেছে। একই ইংরাজ শাসনে বাস করিয়া হিন্দু ভ্রাতারা প্রবল জাতীয়-প্রেমের আকর্ষণে দিন দিন উন্নত এবং পরাক্রান্ত হইতেছে, আর অন্য দিকে জাতীয়-প্রেমের অভাব বশতঃ মুসলমানেরা দরিদ্র এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে।

বহু মুসলমানের ধারণা যে, হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানের একতা বেশী। কিন্তু নিপুণ-দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা যে নিতান্ত ভ্রান্তি-বিজড়িত সিদ্ধান্ত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

www.pathagar.org

১। হিন্দু জমিদারেরা নিজ নিজ এস্টটে কখনও মুসলমান আমলা নিযুক্ত করেন না। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কেহ কোথাও এক-আধজনকে নিযুক্ত করিয়া থাকিলে তাহা আলাহিদা কথা। কারণ হিন্দুর ঘরের পয়সা যাহাতে মুসলমানের ঘরে না যায় এবং মুসলমান যাহাতে কোনক্রমেই প্রবল না হইতে পারে, ইহা হিন্দু-সাধারণের একটি ধর্ম এবং ব্রত হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য স্বজাতি-প্রেম হইতেই ইহার উৎপত্তি। হিন্দু এই মহাগুণেই মুসলমান অপেক্ষা প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে পরম প্রশংসার বিষয়। কিন্তু মুসলমান জমিদারগুলি এমন স্বজাতিদ্রোহী যে, তাহাদের এস্টটে উপযুক্ত মুসলমান পাইলেও কেবলমাত্র অতিরিক্ত সালাম এবং চাটুকতার লোভেই হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে যদি হিন্দু ভ্রাতাদের ন্যায় স্বজাতি-প্রেম থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনও স্বজাতিকে এরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেন না। একটি মুসলমান জমিদারের কথা অবগত আছি। তিনি মফঃস্বল কাছারীতে যাইয়া কলেরায় আক্রান্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে কলেমা, সূরা ইয়াছিন শুনাইবার জন্যও কোন মুসলমান ছিল না। হিন্দু কর্মচারীরা মৃত্যুর সময় পুনঃপুনঃ হরিধ্বনি করিয়াছিল। আর একটি জমিদার মফঃস্বল কাছারীতে যাইয়া পীড়িত হন। কাছারীটা হিন্দু গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। নায়েবটা ভণ্ড ব্রাহ্মণ ছিলেন। জমিদার সাহেব প্রায় অন্তিম অবস্থায় পড়িয়া পানি পান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। নায়েবটি তাহার বাড়ির কালীমাতার চরণামৃত অর্থাৎ পা-ধোয়ান পানি আনিয়া তাহাক পান করিতে দেন। জমিদার সাহেব তখন বেঁহোশ। তাঁর সঙ্গে খানসামা ও বরকন্দাজ আপত্তি করিলেও নায়েব বাবু চৌধুরী সাহেবকে কালীমাতার চরণামৃত পান করান। আর একটি জমিদার তাঁহার কাছারীবাড়িতে যাইয়া অসুস্থ হন। হিন্দু কর্মচারীরা অবশ্য প্রাণপণে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকেন। কিন্তু চৌধুরী সাহেব যখন ক্লান্ত, মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন, তখন একজন সন্ন্যাসীর উপদেশে কর্মচারীগণ ও বৈষ্ণবের দল জমিদার সাহেবকে ঘিরিয়া খুব সঙ্কীর্তন আরম্ভ করেন। সঙ্কীর্তনের ফলে জমিদার সাহেবের আরোগ্য লাভ হইল না। কিন্তু তিনি মউতকালে কলেমার পরিবর্তে হরিনাম এবং রাধাকৃষ্ণের নাম দ্রুত শুনিতে শুনিতে কোফরের মউত এখতেয়ার করেন। তৎপর বাঙ্গালার মুসলমানদের বড় বড় স্টেট আর ছোট ছোট এস্টটগুলি কিরূপভাবে হিন্দুদিগের দ্বারা আত্মসাৎ হইয়াছে, তাহার খবর হতভাগ্য মুসলমান জমিদারগুলি কিছু কি অবগত আছেন? কবিবর কায়কোবাদ সাহেবের সত্য-ঘটনামূলক 'শিবমন্দির' পাঠ করিলে তাহারা একটি ভীষণ লোমহর্ষক ঘটনা

www.pathagar.org

জানিতে পারিবেন। মুসলমান জমিদারদিগের ঐ কাব্যখানি পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। এই যে হিন্দু আমলাদিগের মুসলমান স্টেট ধ্বংস করার প্রবৃত্তি, ইহার গোড়াতেও তাহাদের স্বজাতি-প্রেমের আতিশয্য। ক্লাইবকে যতই বিশ্বাসঘাতক বলুন না কেন, কিন্তু তিনি যে স্বজাতি-প্রেমিক পুরুষ, তাহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ক্লাইবের বিশ্বাসঘাতকতা আজ ইংরাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিয়াছে। ক্লাইব বিজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে আজ ইংরাজের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব কোথায় থাকিত?

২। হিন্দুদিগের মহাজনী কারবারে তাঁহারা মুসলমানদিগকে কদাপি গ্রহণ করেন না। আমাদের একটা সম্ভ্রান্ত আত্মীয় তাঁহার ছেলেকে মহাজনী কারবার শিখাইবার জন্য হিন্দুদিগের গদীতে শিক্ষা-নবিছরূপে রাখিতে চান। কিন্তু বহুচেষ্টা করিয়া এবং ৩০/৩৫ টি আড়তে অনুরোধ-উপরোধ করিয়াও সফল কাম হইতে পারেন নাই। সমস্ত ঘরের একই উত্তর। "আমাদের অনেক রকম অসুবিধা হইবে।' মুসলমান ভ্রাতারা আমার এই অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বাঙ্গালা বা বাঙ্গালার বাহিরে কোথায়ও হিন্দুদিগের গদীতে, আড়তে বা ফার্মে এজন মুসলমানকে ঢুকাইবার যেন চেষ্টা করিয়া দেখেন। হিন্দুদিগের স্বজাতি-প্রেমের প্রবলতা দেখিয়া মুসলমানকে স্তম্ভিত হইতে হইবে। পক্ষান্তরে মুসলমান এমনই স্বজাতি-প্রেমহীন বেওকুফ ও অর্বাচীন যে তাহাদের আড়তে, ফার্মে বা দোকানে সর্বদাই হিন্দু কর্মচারীর বাহুল্য দেখা যায়। হিন্দুদিগের কাছে এই সমস্ত মুসলমানের স্বজাতি-প্রেম শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুভ্রাতাদিগের স্বজাতি-প্রেমের সহস্র মুখে তারিফ করা কর্তব্য। তাহারা দীর্ঘকাল পরাধীন হইলেও কেবল এই স্বজাতি-প্রেমের অনুরাগেই এখন পর্যন্ত প্রবলভাবে টিকিয়া আছে।

শিক্ষার ফলে হিন্দু-ভ্রাতাদিগের মধ্যে এই স্বজাতি-প্রেম দিন দিন পরিবর্ধিত হইতেছে। আজ কাল সর্বত্রই লক্ষ্য করিলে মুসলমান ভ্রাতারা দেখিতে পাইবেন যে, শিক্ষিত হিন্দুরা হিন্দুর দোকান থাকিতে এবং হিন্দু দোকানে জিনিস পাইতে, কিছুতেই মুসলমানের দোকান হইতে জিনিস ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহেন। কেহ যদি বলেন, ইহা তাঁহাদের মুসলমান বিদ্বেষ, তাহা হইলে আমি বলিব তাহা নহে। ইহা তাঁহাদের জাতীয় সহানুভূতি ও ঐক্যের প্রবল নিদর্শন। এইরূপ কাজে-কর্মে হাতে-কলমে স্বজাতি-প্রেম দেখাইতে না পারিলে, কেবল এক সঙ্গে নামাজ পড়া আর একসঙ্গে এক ফরাশে আহার করাইতেই যাঁহাদের স্বজাতি-প্রেম পর্যবসিত হয়, তাঁহারা চিরকাল ধরণীর ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে।

www.pathagar.org

শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ভ্রাতারা দিন দিন যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয় প্রেমে আকৃষ্ট হইতেছেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। মুসলমান যতই উৎকৃষ্ট বই লিখুন না কেন, যতই উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র বাহির করুন না কেন, হিন্দু-ভ্রাতা কিছুতেই পয়সা দিয়া তাহার গ্রাহক হইবেন না, তাহারা কিছুতেই ঘরের পয়সা মুসলমানকে দিতে রাজি নহেন। তোমার তুল্য লেখক যদি হিন্দুদিগের ভিতর নাও থাকে তথাপি তোমার গ্রন্থ হিন্দু স্পর্শ করিবে না, দুই একজন যদি করেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম। তুমি "বোম্বে ক্রনিকেল" "কমরেড্" বা "ছোলতানের" ন্যায় যতই উচ্চাঙ্গের কাগজ বাহির কর না কেন, হিন্দু ভ্রাতা তাহা কখনও স্পর্শ করিবেন না। "ছোলতানের" প্রথম কয়েক সংখ্যায় স্বদেশ-প্রেম ও হিন্দু মুসলমানের একতা সম্বন্ধে যখন প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তখন আমার বিশিষ্ট হিন্দু বন্ধুদিগকে পুনঃ পুনঃ কাগজ পাঠাইয়াও গ্রাহক করিতে পারি নাই। ধন্য হিন্দুর স্বজাতি-প্রেম। কিন্তু পক্ষান্তরে মুসলমানেরা বহু আপত্তিকর বিষয়ের অনুকূল আলোচনা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণে কুণ্ঠিত নহেন। বর্তমানে মুসলমানদিগের সাপ্তাহিক পত্রিকার কোন অভাব নাই, তত্রাচ স্বজাতিদ্রোহী অর্বাচীন ও বেওকুফ মুসলমানেরা হাজারে হাজারে বিজাতীয় পত্রিকা গ্রহণে অনুরক্ত। বহু মুসলমান এরূপ বিজাতীয় প্রেমে মুগ্ধ ও লুব্ধ যে, তাঁহারা ভ্রমেও জাতীয় পত্রিকা গ্রহণের আবশ্যকতাই উপলব্ধি করেন না। বাঙ্গালার বহু মুসলমান এইরূপ নির্বোধ ও স্বজাতি-দ্রোহী। ইহাদের উচিত যে হিন্দু ভ্রাতাদিগের নিকট স্বজাতির প্রতি আন্তরিক মমতা ও সহানুভূতি, তাহাদের জুতার নিচে বসিয়া শিক্ষা করে। এই সমস্ত অজ্ঞ ও কমবখ্ত মুসলমানদিগকে কঠোর সামাজিক দণ্ড প্রদান করা কর্তব্য। যে জাতি পার্শ্ববর্তী জাতির প্রবল সঙ্ঘবদ্ধভাব এবং জাতীয় একতা ও সংযমশীলতা দিনরাত দেখিয়াও কিছুমাত্র হুঁশিয়ার ও খবরদার হয় না, কিছুতেই স্বজাতি-বাৎসল্য এবং জাতীয় সহানুভূতির দিকে আকৃষ্ট হয় না, তাহারা স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করিলেও কদাচ দুর্গতি ও হীনতার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

বাঙ্গালী মুসলমানগণ স্বজাতির এমন প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। হিন্দু-মুসলমানে যদি কোন মোকদ্দমা হয়, তাহা হইলে একটা হিন্দুকেও মুসলমান পক্ষের সহায়তাকর্মে যোগ দিতে দেখা যায় না, কিন্তু মুসলমানেরা সামান্য অর্থ-লোভে বা বাবুদিগের প্রীতি-লাভের নিমিত্ত মুসলমানের বিরুদ্ধাচারণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

আমরা বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে গো-কোরবাণী সংক্রান্ত ঘটনায় বহু উৎপীড়িত মুসলমানের কথা অবগত আছি যাহাদের মোকদ্দমায় হিন্দু উকিল ও

www.pathagar.org

মোক্তার কিছুতেই বায়না গ্রহণ করে নাই। ইহাতে হিন্দুর স্বজাতি-প্রেম যেমন ফুটিয়া উঠে পক্ষান্তরে ধর্মভাবের প্রবলতাও পরিলক্ষিত হয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দুদিগের ধর্মভাবের প্রবলতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ

হিন্দুদিগের পক্ষে গো-বধ যেমন আপত্তিজনক, মুসলমানদিগের পক্ষে প্রতিমা পূজাও তদপেক্ষা বিষম আপত্তিজনক। অথচ হিন্দু-ভ্রাতারা হাটে ঘাটে-মাঠে, পল্লী-প্রান্তরে, রাস্তার ধারে মসজিদের ধারে, মুসলমান-পল্লীর মাঝে যত্র-তত্র এবং মুসলমান জমিদারের এলাকায় যেখানে সেখানে অবাধে ও অবলীলাক্রমে নানাপ্রকার মূর্তির এমন কি উলঙ্গ কালী মূর্তির পূজা করিতেছে। মুসলমানেরা ভ্রমেও তাহাতে কদাপি আপত্তি করেন না। কিন্তু মুসলমান নিজ বাড়ীতে অন্যের অগোচরে গো জবেহ করিলেও হিন্দু অধীর ও আকুল হইয়া পড়েন। হিন্দু জমিদারেরা এখন বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রতাপ ও শাসন অগ্রাহ্য করিয়া দ্বিপ্রহরেই জুতা ও গুঁতার জোরে মুসলমানদের গো-কোরবাণী বন্ধ করিয়া দিতেছে। অথচ 'বোৎক্ৰ' সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে কোন আন্দোলন নাই। কিন্তু গো-হত্যা বন্ধ করিবার জন্য হিন্দুরা ভারত-জোড়া সভা করিয়া আইনের বলে গো জবেহ বন্ধ করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন ও আয়োজন করিতেছেন। মুসলমান সংবাদপত্রগুলি মধ্যে মধ্যে সে সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিলেও, তাহা শূন্যেই মিলাইয়া যায়। অথচ মুসলমানেরা ইহাদের পল্লী বা রাস্তার ধারে উলঙ্গ ও লজ্জাজনক মূর্তি-পূজা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আপত্তি উত্থাপন করেন না। কিন্তু মুসলমান যদি বোত পোরস্তি সম্বন্ধে তাহার শুধু শাস্ত্রীয় আপত্তি উত্থাপন করে, তাহা হইলে হিন্দু গো-বধের আপত্তিও কোন সাগরে কবে কোথায় ভাসিয়া যাইত। হায়! এ সকল দুঃখের কথা এবং মুসলমানদিগের মূর্খতা ও বেওকুফীর বিষয় ভাবিবার লোক বঙ্গে কয়জন আছে?

উপসংহারে আমার বিশেষ কথা এই যে, বাঙ্গালার মুসলমানগণ হিন্দুগণকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে না দেখিয়া তাঁহাদের নিকট বিনত-মস্তকে যেন স্বজাতি-প্রেম ও জাতীয় সহানুভূতি শিক্ষা করেন। হিন্দু ভ্রাতাদিগের মত মুসলমানেরাও যতদিন প্রবল সজ্ঘবদ্ধ এবং স্বজাতি-প্রেমিক না হইতে পারিবেন, ততদিন কিছুতেই মুসলমানের মঙ্গল নাই। মুসলমানদিগকে হিন্দুদিগের ন্যায় স্বজাতি বৎসল করিয়া তুলিবার জন্য এক দল প্রচারকের নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলির এদিকে দৃকপাত করা নিতান্ত কর্তব্য। ফলকথা মুসলমানেরা যদি অতি সত্বর হিন্দু ভ্রাতাদিগের ন্যায় প্রবলভাবে সজ্ঘবদ্ধ, ঐক্যশীল এবং অর্থনীতির দিক দিয়া একান্ত স্বজাতি-প্রেমিক না হইতে পারেন,

www.pathagar.org

তাহা হইলে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের অবস্থা যেরূপ ভীষণতম, শোচনীয় ও নিরুপায় হইয়া পড়িবে, তাহা স্মরণ করিতেও প্রাণে আতঙ্ক বোধ হয়।

হিন্দু সমাজ শিক্ষায়, চিন্তায়, অর্থে-সামর্থে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে নানাদিক দিয়া মুসলমানের তুলনায় উন্নত। উন্নত জাতির নিকট অবনত জাতির অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। হিন্দু যে মহৎ গুণের ও বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে আজ উন্নত ও সম্মানিত, তাহার মূলভিত্তি স্বজাতি-প্রেম ও জাতীয় টান। এই জাতীয় টান থাকিলে তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষায় কোনই লাভ হইত না। উন্নত হিন্দু জাতির নিকট– প্রতিবেশীর নিকট– মুসলমানগণ যদি তাহাদের মহৎগুণ এই স্বজাতি-প্রেমটুকু শিক্ষা করিতে পারে, জাতীয় টানের আদর্শ অর্জন করিতে পারে, তাহা হইলে হিন্দু জাতি গত দেড়শত বৎসরের ইংরেজ আমলে যে উন্নতি লাভ করিয়াছে, মুসলমান ২০ বৎসরের মধ্যে তাহা করিতে সমর্থ হইবে। প্রতিবেশী ও প্রবল ও উন্নত হিন্দু জাতির নিকট মুসলমান জাতি, স্বজাতি-প্রেম শিক্ষালাভ করুক ইহাই এই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। হিন্দুর সহিত কোনরূপ হিংসা পোষণ বা তাহাদের সহিত অপ্রীতিকর ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রবন্ধের এরূপ আপত্তিজনক অর্থ যেন কেহ গ্রহণ না করেন। বাঙ্গালাদেশে আজ ২০/২৫ বৎসর হইতে হিন্দু-মুসলমানে একতা-প্রয়াসী মুসলমানের মধ্যে আমরাই অগ্রণী। আমরাই সর্বাগ্রে মুসলমানদিগকে হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছি এবং এ যাবৎ সেই নীতি পালন করিয়া চলিতেছি।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা ঃ ১৬ই কার্তিক ১৩৩০ (২রা নভেম্বর ১৯২৩)।

www.pathagar.org

বাঙ্গালী মুসলমানদের আত্মপরিচয়

ছোটবেলা হইতে অ-মুসলমান শিক্ষক এবং গ্রন্থকারদিগের মুখে ও পুস্তকে আমাদের ছেলেরা অনবরত শুনিয়া এবং গড়িয়া থাকে যে,– বাঙ্গালার মুসলমানেরা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্য হিন্দুদিগের বংশধর। চণ্ডাল, বাগ্‌দী, পোদ, জেলে এবং মালী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছে। আজও একথা সর্বদাই অবাধে হিন্দুদিগের মুখে উচ্চারিত এবং পরিকীর্তিত হইতেছ। কথাটা এমনি ব্যাপক, গভীর এবং বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে, বহুসংখ্যক মুসলমান ভ্রাতাও একথা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অনেক অর্ধশিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত মুসলমান যুবক পর্যন্ত বলিয়া থাকেন যে, "আহা! এ দেশের মুসলমানদের আর উন্নতি হইবে কি, ইহারা ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-বংশজ। প্রতিভা ইহাদের মধ্যে খেলিবে কিরূপে?" একবার কোচবিহার কলেজের একটি মুসলমান যুবক নিজমুখে বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের আর উন্নতি হইবে কেন? আমরা কোচদিগের বংশজ।" আমি তাহার মুখ-চোখের গঠন দেখিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলাম– "ইহা কে বলিল? তোমার নাক, গণ্ড এবং চক্ষুর গঠন ত আফগানদের মত।" অনুসন্ধানে জানিলাম, কলেজের জনৈক হিন্দু প্রফেসার ক্লাশে পড়াইবার সময় মধ্যে মধ্যে কোচবিহারের মুসলমানদের পূর্বপুরুষ যে কোচ এবং ভুটিয়া ছিল, এ সম্বন্ধে নানা যুক্তি-তর্ক সমন্বিত মন্তব্য জাহির করিয়া ছেলেটির মনে এই মারাত্মক কুসংস্কার গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশের অ-মুসলমান ভ্রাতারা, মুসলমানদিগের মনে যত প্রকার উপায়ে নীচ ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে তাহার মধ্যে "মুসলমানেরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-বংশজ" এই কথাটা সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ক্ষতিকর। এই সাংঘাতিক বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিজয়ী আরব, ইরানী, তুর্কী এবং পাঠানের সন্তান ও অপরদিকে চিরদাস, চিরনগণ্য, অর্ধসভ্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-বংশজ বলিয়া প্রাণের ভিতরে কোনও প্রকার জাতীয় গৌরব বা শ্রেষ্ঠত্বের উদ্বোধন বোধ করে না। এই হীনধারণা যতদিন পর্যন্ত দূরীভূত না হইবে, সে পর্যন্ত

www.pathagar.org

আমাদের ছাত্র ও যুবকদিগের মনে উচ্চ ধারণা প্রভুত্ব পরাক্রমের কল্পনার কিছুতেই সঞ্চার হইবে না। এই ধারণা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে কিরূপ মহামারী কাণ্ডের সূচনা করিয়াছে, পাঠক পাঠিকা তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ

বিগত ১৩২৪ সন ১৯শে অগ্রহায়ণ রাজশাহীতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক কাশী চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় বক্তৃতা করিতে করিতে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া ফেলেন যে, "পূর্ববঙ্গের মুসলমান-সংখ্যার আধিক্যের কারণ এই যে, পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ, হিন্দুধর্মের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিল।" এই সভায় কলেজের কতকগুলি মুসলমান ছাত্রও উপস্থিত ছিলেন। আর তাঁহারা প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন। কিন্তু কি গভীর পরিতাপ, লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় যে তাঁহারা ব্রাহ্ম-প্রচারক কর্তৃক তাঁহাদের জগদ্বিজয়ী পূর্বপুরুষদিগের মস্তকে হীনতার এই দারুণ পদাঘাত নীরবে অম্লানবদনে সহ্য করিয়া লইয়াছিলেন। কি ভয়ানক অধঃপতন! কি নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা! চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে! পৃথিবীতে কোনও জাতির এরূপ অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া, ইতিহাসে দেখিতে পাই না! বেশ্যা, চোর, দস্যু এবং মুচি-চামারের অশিক্ষিত গণ্ডমূর্খ সন্তান সন্ততি পর্যন্ত পূর্বপুরুষের বা স্বীয় জনক-জননীর নীচতার উল্লেখ শ্রবণে বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। মৃত্যুর কথা ভুলিয়া গিয়া এইরূপ নিন্দাকারী হইতে প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে! কিন্তু হায়! হায়!! আমাদের কলেজের সোনার চাঁদগুলি– সমাজের আশা-ভরসাগুলি একটি টু শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করে নাই। কি বলিয়া ইহাদিগকে অভিহিত করিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। পরে ঐ সভার শ্রোতা জনৈক ছাত্রবন্ধু দুঃখ করিয়া আমাকে সমস্ত ঘটনা পত্রযোগে অবগত করেন। এই ঘটনার পত্র পাঠে আমি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি নাই এবং সেই পত্রই আমাকে এই প্রবন্ধ রচনায় আশুলিপ্ত করিয়াছে।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! রাজশাহীর ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই "নীচ বংশ-জাত" হইবার ধারণা কিরূপ গভীরভাবে মুসলমান যুবকদিগের মনে সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে। বাল্যকাল হইতে নানা বহি-পুস্তকে এবং বেভারিজ সাহেবের আদম শুমারীর রিপোর্টে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের সম্বন্ধে এই প্রকার নিদারুণ কলঙ্কের কথা শুনিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। বিগত পঞ্চদশ বৎসর ধর্ম-প্রচারোপলক্ষে বাঙ্গালার নানা স্থান– জনপদ ও পল্লী পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ঘটিয়াছে। তৎসঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানদের ভাষা, অক্ষরের উচ্চারণ, শারীরিক গঠন, নাসিকা, চক্ষু, চিবুক ও মস্তকের গঠন বর্ণ ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে

www.pathagar.org

আলোচনা করিয়াছি। কোন্ দেশ হইতে আসিয়া মুসলমানেরা উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহার প্রাচীনতত্ত্ব অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে।

আপাততঃ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে বাঙ্গালী মুসলমানের আত্মপরিচয় আলোচনা করিব। বাঙ্গালার মুসলমান সংখ্যা কেন এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই আলোচনার পূর্বে হিন্দুদিগের আরোপিত— বাঙ্গালার মুসলমানেরা প্রধানতঃ নীচ শ্রেণীর হিন্দু বংশোদ্ভব— এ কথার আলোচনা করা আবশ্যক। আমার মতে এই হেতু একেবারেই ভিত্তিহীন। নিম্নে তাহার কয়েকটি কারণ বর্ণিত হইল ঃ

১। সকল দেশের, সকল ধর্মের, সকল সময়ের এবং সকল জাতির নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত গোঁড়া বা অন্ধ-বিশ্বাসী হয়। মানুষ যত শিক্ষিত— যত অভিজ্ঞ হয়, ততই উদার হইয়া পড়ে। পরধর্ম ও পর-জাতি বিদ্বেষ ততই কমিয়া যায়। হিন্দুসমাজের কথা লইয়া আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা বুঝা যাইবে। হিন্দু ভদ্র-সন্তানের অনেকেই প্রকাশ্যে বা লুকাইয়া মুসলমানের বাড়ী মুর্গী, খাসী এবং আরও বড় কিছু খাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু সেই স্থলে একটি নমঃশুদ্র, বাগ্দী, মাঝি বা কৈবর্তের ছেলে এক গ্লাস জল খাইতেও কদাপি সম্মত হইবে না। এজন্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের পক্ষে ধর্মান্তর গ্রহণ করা যত সহজ, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে তত সহজ নহে।

২। উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ শিক্ষিত এবং উচ্চ-চিন্তাশীল। এ জন্য তাহারা নতুন ধর্মমতের বিশেষত্ব বা সারবত্বা যেমন সহজে ধারণ করিতে পারে, নিম্নশ্রেণীর লোক কদাপি তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা মূর্খ এবং কুসংস্কারান্ধ বলিয়া সহসা অন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে এ জন্যও মুসলমান হওয়া কঠিন।

৩। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সকল দেশেই সঙ্ঘবদ্ধ, তাহাদের সামাজিকতা অত্যন্ত বেশী। এ জন্য ইহারা সমাজ ছাড়িয়া চলিতে পারে না। মোছলমান হইলে, দল বাঁধিয়াই মুসলমান হইত। ফিরোজশাহ তোগলকের সময় বাঙ্গালাদেশের নিকারী, পাটুয়া এবং কলু এই তিন শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান হয়। বাঙ্গালার এই তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে হিন্দু অতি বিরল। অধিকাংশই মুসলমান। নিম্নশ্রেণীর ধারাই এই। যদি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণই মুসলমান বেশী হইত, তাহা হইলে হিন্দুদিগের মধ্যে ধোপা, নাপিত, তেলী, মালী, মুচী, বাগ্দী, চাঁড়াল, ডোম, ছুতার, তাঁতি, যোগী, কৈবর্ত, জেলে, পাটনী, পোদ, গোয়ালা প্রভৃতি এত অধিক দেখা যাইত না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐ ঐ শ্রেণীর সমস্ত লোকই হিন্দু-সমাজভুক্ত রহিয়াছে।

www.pathagar.org

৪। কোনও শ্রেণীর দুই একজন, জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অবশ্যই নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে বটে; কিন্তু সমস্ত লোকের পক্ষে সেরূপ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুই যদি মুসলমান বেশী হইত তাহা হইলে মুসলমান সমাজে নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায় ভুক্ত মুসলমান অনেক বেশী দেখা যাইত। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মধ্যে দুই একটি নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কোন প্রকারের হীন ব্যবসায়ী বা নীচ-জীবী মুসলমান একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কামার, কুমার, মালী, যুগী, ডোম, চাঁড়াল, বাগ্‌দী, পোদ, পাটনী, ধোপা, নাপিত, মেথর, শুঁড়ি, বেহারা প্রভৃতি শ্রেণীর লোক মুসলমান মধ্যে নাই বলিলেই হয়। সুতরাং এই শ্রেণীর হিন্দুরা যে মুসলমান হয় নাই, ইহা জ্বলন্ত সত্য। এই শ্রেণীর যে তিন সম্প্রদায়ের লোক মুসলমান হইয়াছে, সেই তিন শ্রেণী— পাটুয়া, নিকারী, কলু মুসলমান হইয়াও তাহাদের পূর্ব-ব্যবসায়ের কোনও পরিবর্তন করে নাই।

৫। নিম্নশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান হইয়া গেল; অথচ আশ্চর্য ব্যাপার এখনও হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকসংখ্যা উচ্চশ্রেণীর পাঁচ গুণেরও বেশী। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বৈশ্য, কায়স্থের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ইহাতে কি ইহাই উপলব্ধি হইতেছে না যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণই খুব বেশী সংখ্যায় মুসলমান হইয়া গিয়াছিল. তাই তাহাদের সংখ্যা এত হ্রাস পাইয়াছে? বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাবল্য যুগেও দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরাই সর্বপ্রথম বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। পরে আবার কুমারিল ভট্টের সমর ঘোষণায় তাঁহারাই পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্গে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল বলিয়াই মহারাজ আদিশূর কনৌজ হইতে বিশুদ্ধ বংশীয় পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে যজ্ঞের জন্য আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সব অকাট্য কারণ বিদ্যমান থাকিতে যাঁহারা বাঙ্গালার মুসলমান-প্রাচুর্য দেখিয়া মনে করেন যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই মুসলমান হইয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছে, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত ও বিদ্বেষপরায়ণ, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালাদেশে মুসলিম সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা আপেক্ষিক বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বঙ্গে মুসলমান সংখ্যার আধিক্যের কারণ

১। বাঙ্গালা অতি বৃহৎ প্রদেশ। মুসলমানী আমলেও বাঙ্গালার লোকসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা বেশী ছিল। সুতরাং অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা হিন্দু হইতে দীক্ষিত মুসলমানের সংখ্যাও বেশী ছিল।

www.pathagar.org

২। বাঙ্গালার ন্যায় শস্য-শ্যামলা এবং সুজলা-সুফলা ভূমি ভারতে আর নাই বলিলেও হয়। এখানে জীবন-সংগ্রাম যারপর নাই সহজ ও সরল ছিল। এজন্য স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে নিরুদ্বেগে জীবিকা-নির্বাহের সুবিধার জন্য দলে দলে মুসলমান– যাহারা আরব-তুরস্ক-পারস্য ও আফগানিস্তান হইতে ভাগ্যান্বেষণে জন্য হিন্দুস্থানে আসিতেন তাঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালাদেশে চলিয়া আসিতেন। দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি রাজধানীর নিকটবর্তী স্থান লোকপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া পশ্চিমদিক হইতে নবাগত মুসলমানগণ সেখানে স্থানাভাব দেখিয়া বাঙ্গালার দিকে উপনিবেশ-অন্বেষণে চলিয়া আসিত। বর্তমান ব্রহ্মদেশ ও আসাম তাহার দৃষ্টান্ত স্থান।

৩। বাঙ্গালাদেশে অনেক বড় বড় রাজা ও জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের সকলেই যুদ্ধকালে নবাবকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সৈন্য যোগাইতে বাধ্য ছিলেন।

তৎপর তাঁহাদের স্ব স্ব জমিদারী রক্ষার জন্য প্রচুর সৈন্যের আবশ্যক হইত। এজন্য দলে দলে মুসলমানগণ বাঙ্গালায় আসিয়া সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। পরে প্রৌঢ় বয়সে সৈনিক-বৃত্তি পরিহার করিয়া কৃষি-কার্যে মনোনিবেশ করিতেন।

৪। বাণিজ্য-প্রিয় আরবীয় মুসলমানগণ তদানীন্তন জগতের সমস্ত বন্দর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশের চট্টগ্রাম দীর্ঘকাল হইতেই সামুদ্রিক বন্দর রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চীন দেশের সঙ্গে আরবীয় মুসলমানদিগের বিস্তৃত নৌবাণিজ্য ছিল। এই সূত্রে চট্টগ্রাম আরব ও চীনের নৌপথের মধ্যবর্তী এবং বাঙ্গালাদেশেরও প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া খলিফা হারুণ ও মামুনের সময় হইতেই দলে দলে আরবীয় বণিক ও লস্করগণ চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বাস্থ্যজনক ও মনোহর বলিয়া ক্রমশঃ এখানে আরবদিগের দলপুষ্টি হইতে থাকে। চট্টগ্রামের শতকরা ৯০ জন মুসলমানই আরব-বংশজ, একথা বহু হিন্দু এবং ইংরেজ পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। চট্টগ্রামের ভাষায় আরবী শব্দের প্রাচুর্যও তাহার এক অকাট্য প্রমাণ। তদ্ব্যতীত আহার-বিহার এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে আরবের সহিত চট্টগ্রামের মুসলমানগণের অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটি বৃহৎ পাত্রে একাধিক লোকের একত্রে আহার চট্টগ্রাম ব্যতীত বঙ্গের অন্যত্র অল্পই দৃষ্ট হয়। কেহ কাহাকে ডাকিলে "লব্বয়"বলিয়া উত্তর দেওয়ার প্রথাও অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। আরবেরা "লাব্বায়েক" বলে। এরূপ আরও বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

www.pathagar.org

পরে এই সমস্ত আরব ঔপনিবেশিকদিগের বংশধরগণ নোয়াখালী জেলারও অনেক অংশ দখল করিয়া বসিয়াছেন। অথচ চট্টগ্রামে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপনের কাল মহাবীর বখ্‌তিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ন্যূনাধিক দুইশত বৎসর পূর্ববর্তী।

৫। পশ্চিম এশিয়া হইতে বাঙ্গালায় যত ফকির-দরবেশ এবং তাপসের সমাগম হইয়াছিল; পৃথিবীর আর কোনও দেশে এত তাপস ও দরবেশের সমাগম হইয়াছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখনও প্রবাদ আছে যে, বাঙ্গালাদেশে ৩৬০ জন আউলিয়ার সমাগম হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর ফকির-দরবেশের সংখ্যা-বাহুল্যও অনেক ছিল।

বাঙ্গালার এমন কোন প্রাচীন গ্রাম নাই, যেখানে দুই একজন তাপসের কবর নাই। এই সমস্ত তাপস-ফকিরদের সঙ্গে ২০০/৩০০ শত করিয়া যোদ্ধা-বোদ্ধা এবং ফকির-শিষ্য থাকিত। ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁহারা অসাধারণ তপশ্চর্যা অপরিসীম জ্ঞান এবং অজেয় ধর্ম-বিশ্বাস লইয়া বাঙ্গালায় আসিতেন। ধর্ম-প্রচারের সঙ্গে তাঁহারা সকলেই লোকজন সহ এক একটি স্থান পছন্দ করিয়া এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন।

৬। এই সমস্ত ফকির-দরবেশদিগের কৃপা ও সহানুভূতি লাভ করিয়া স্ব স্ব ভাগ্যকে দরিদ্রতার মেঘাবরণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য দলে দলে মুসলমান বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন।

৭। বাঙ্গালার ন্যায় কোনও দেশের নবাবদিগের এমন ঘন ঘন বংশ পরিবর্ধন হয় নাই। বংশ পরিবর্ধনের জন্য যেমন নূতন নূতন বংশের লোক নবাব হইয়াছেন; অমনি সেই বংশের লোক চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে। এই জন্য বাঙ্গালায় খিলিজী, তুগলক, লোদী, সুর, শেখ, সৈয়দ, মির্জা, বেগ, খান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর তুর্কী, আরব, আফগান এবং ইরান দেশীয় বংশসমূহের লোক দেখা যায়।

৮। বাঙ্গালাদেশের ন্যায় পৃথিবীর কোনও দেশেই ঘন ঘন এত রাজধানীর পত্তন হয় নাই। এক বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়, পাণ্ডুয়া, চাণ্ডা ছোট পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, সোনারগাঁও, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, দেবকোট [ঘোড়াঘাট] এবং দশটি শহর। এই সমস্ত রাজধানীর নূতন শহরপত্তন করিবার সময় সর্বশ্রেণীর বহু সংখ্যক শিল্পী, ব্যবসায়ী, সৈনিক, পণ্ডিত, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির দরকার হইত। পুরাতন রাজধানী হইতে সর্বশ্রেণীর লোকের অভাব পূর্ণ হইত না। কারণ,

www.pathagar.org

পুরাতন রাজধানী ত্যাগ করিয়া কোনও সময়েই সর্বশ্রেণীর সর্বলোকের নূতন রাজধানীতে আগমন করা কদাপি সম্ভবপর হয় না। এজন্য নূতন রাজধানীতে ইরান, তুরান, আরব, আফগানিস্তানের সহস্র সহস্র শিল্পী, ব্যবসায়ী, যোদ্ধা এবং বোদ্ধার সমাবেশ হইত।

৯। বাঙ্গালাদেশ নদী-বহুল বলিয়া এখানে বাণিজ্য করা সুগম ছিল। বাণিজ্যের জন্য বহু নগর ও বন্দর প্রসিদ্ধ ছিল।

হুগলী, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, গৌড়, ফতেহবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি নগর বিখ্যাত ছিল। বাণিজ্যপ্রিয় আরব ও মোগল সওদাগরগণ এজন্য দলে দলে আসিয়া এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আজও চট্টগ্রাম ও ঢাকার বণিক সমাজে মুসলমান-প্রাধান্য বিশেষরূপে বিরাজমান।

১০। মুসলমানদের সন্তান-জন্মশক্তি সাধারণতঃ হিন্দুগণের অপেক্ষা অনেক বেশী। পূর্বে আরও অনেক বেশী ছিল। পুষ্টিকর খাদ্য এবং শারীরিক পরিশ্রমই ইহার প্রধান কারণ। আজও যে কোন সমসংখ্যক অধিবাসী বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান গ্রামের শিশু-সংখ্যার শুমার করিলেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। সেনসাস রিপোর্টও আমদের অনুকূল।

১১। মুসলমান বিধবা রমণীদের পুনর্বিবাহ হয়। এজন্য তাহারা প্রায় সকলেই পুত্রবতী। কিন্তু হিন্দু বিধবাদিগের সে সুবিধা নাই।

১২। নূতন কোনও স্থানে বৃক্ষাদি রোপণ করিলে যেমন তাহা অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি করে তেমনি কোনও জাতি নুতন দেশে যাইয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিলে, তাহাদের বংশও দ্রুত বিস্তৃত হয়। মৃত্যুসংখ্যা তাহাদের মধ্যে কম হয়।

১৩। প্রভু জাতি অপেক্ষা পরাধীন জাতির জননশক্তি নানা কারণে হ্রাস হয়। অনেক বন্য স্বাধীন জন্তু আবদ্ধ করিয়া গৃহে পালন করিলে তাহাদের শাবকাদি হয় না।

সেন্‌সাস্‌ রিপোর্টেও দেখা যায়, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ইংরাজের সন্তান সংখ্যা বেশী। যে জাতি যত দীর্ঘকাল অধীন থাকে, তাহাদের জীবনী শক্তিও ততই কম হইবে। প্রজনন-বিদ্যাবিদগণ ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

১৪। হিন্দুদিগের মধ্যে মোহান্ত, গোসাই, গিরি, সন্ন্যাসী প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর লোক চিরকাল দারপরিগ্রহ করিতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদিগের সর্বশ্রেণীর লোকই দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকেন।

www.pathagar.org

১৫। হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রথা অনেক বেশী ছিল এবং এখনও আছে; এজন্য তাহাদের সন্তান সংখ্যা হিন্দুদিগের অপেক্ষা খুব বেশী হইত এবং এখনও হয়।

১৬। বাঙ্গালাদেশের ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, গঙ্গা, পদ্মা, ধলেশ্বরী, তিস্তা প্রভৃতি বহুসংখ্যক নদ-নদীতে যে সমস্ত নূতন চরের পত্তন হয়, তাহাতে শুধু মুসলমানেরাই উপনিবেশ স্থাপন করেন। এ সমস্ত চরের লোকজনের স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া মৃত্যু সংখ্যা অতি সামান্য। অতি অল্পদিনেই এই সমস্ত চর মুসলমানদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়।

১৭। আজও আরব, আফগানিস্তান এবং হিন্দুস্থান হইতে দলে দলে মুসলমান আসিয়া বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে মিশিয়া যাইতেছে। প্রতিবৎসর এইরূপে বাঙ্গালায় দশ হাজার করিয়া ভিন্ন দেশীয় মুসলমানের আমদানী হইতেছে। ইহারা এক-পুরুষ পরেই বাঙ্গালী বনিয়া আসিতেছে।

১৮। আজও বাঙ্গালার সর্বত্রই প্রতিবৎসর বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিতেছে। সমগ্র বঙ্গে এইরূপ হিন্দু হইতে মুসলমান হওয়ার লোকসংখ্যা দুই সহস্রের ন্যূন হইবে না। এক ময়মনসিংহ জেলাতেই প্রতিবৎসর তিনশত হিন্দু বিধবা গড়ে মুসলমানের গৃহে আশ্রয় লইতেছে।

১৯। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে বেশ্যার সংখ্যা তিনগুণ বেশী। সাধারণতঃ বেশ্যাদিগের প্রায়ই সন্তানাদি হয় না।

২০। প্রতিবৎসরেই অনেক হিন্দু যুবক এবং যুবতী খৃস্টান বা ব্রাহ্ম হইয়া যাইতেছে।

২১। মুসলমান-প্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য, কৃষি শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য হীন ও সামান্য। অবস্থার শোচনীয়তা এবং জলবায়ুর নিকৃষ্টতাও সংখ্যা হীনতার একটি প্রধান কারণ। পশ্চিমবঙ্গের যশোহর, নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার লোকসংখ্যা সেন্‌সাস রিপোর্ট অনুযায়ী কমিয়া যাইতেছে। অন্যদিকে মুসলমান-প্রধান পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! এক্ষণে উপরিউক্ত কারণাবলীর বিষয়ে মনোনিবেশপূর্বক চিন্তা করিলে বাঙ্গালার মুসলমান সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া আর কিছুমাত্র বিস্মিত হইতে হইবে না, বরং হিন্দুদিগের সংখ্যা যে আরও কেন কমিয়া যায় নাই তাহাই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইবে।

www.pathagar.org

উপসংহার

আমরা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিলাম যে, বাঙ্গালাদেশের মুসলমানগণ কোনও রূপেই নীচকুলোদ্ভব নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্য হিন্দুদিগের বংশধর নহে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজ মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য। আমরা যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে মুসলিম-বিদ্বেষী কোন মহাপণ্ডিত আর বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে সহজে নীচবংশ বলিয়া অভিহিত করিতে সাহসী হইবেন না। আমাদের নব্য-যুবক এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রাণের সহিত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন যে তাঁহারা সেই সমস্ত জগদ্বিজয়ী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশারদ, মহাপরাক্রান্ত বিশ্ব ধন্য আরব, তুর্কী ও পাঠানদিগের বংশধর। তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষগণ বীর্যে-শৌর্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমস্ত পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষগণই হিন্দুদিগকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শাসন করিয়াছিলেন। উন্নত সভ্যতা এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের জাতীয় নাম "হিন্দু" শব্দটি পর্যন্ত মুসলমানেরই প্রদত্ত। তাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি চরিত্র এবং শৌর্য-বীর্যে হিন্দুদিগের অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং হে বঙ্গের মুসলিম-ছাত্রবৃন্দ এবং যুবকমণ্ডলী! তোমরা যদি আবার জ্ঞানচর্চায় এবং জাতীয় উন্নতিবিধানে গভীরভাবে মনোনিবেশ কর, তাহা হইলে অচিরে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সকল কার্যেই অগ্রবর্তী এবং যশস্বী হইতে পারিবে; কেহই তোমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। এক্ষণে চাই তোমাদের জ্বলন্ত জীবন্ত আত্ম-বিশ্বাস এবং কঠোর ও কঠিন সাধনা।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা ঃ ৩০শে কার্তিক ১৩৩০ (১৬ই নভেম্বর ১৯২৩)।

www.pathagar.org

শিল্প-সংগঠন ও জাতীয়-জীবন

মানবজাতির সভ্যতার প্রাথমিক বিকাশ কৃষিকার্যের পত্তন হইতে। মানুষ যখন শস্যবপন ও বৃক্ষ রোপণ করিতে শিখিল তখন হইতে সভ্যতার আলোক রেখার প্রথম সূত্রপাত হইল। অধিকাংশ মানব সভ্যতার ইতিবৃত্ত লেখক, পণ্ডিত এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া চিন্তা করিলে এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিজনক বলিয়া বোধ হইবে। কারণ কৃষিকার্য করিতে গেলেও প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ শিল্পের আবশ্যক। কৃষির জন্য ভূমি খনন করা একান্ত আবশ্যক। আদিম আদমজাতি প্রথমেই বিস্তৃতভাবে ভূমি খনন করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ বিস্তৃত কৃষি খননের জন্য যে লাঙ্গলের আবশ্যক, তাহা প্রথমেই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হওয়া সম্ভবপর নহে। লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইবার ফলে যখন বনজাত ফলমূল এবং বন্য পশু-পক্ষীর মাংসে উদর-পূর্তি করা অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং অগ্নি-উৎপাদনের প্রথা অভিজ্ঞাত হইল, তখনই মানুষ পূর্বে যে সমস্ত ফলমূল অখাদ্যরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিল, আগুনের সাহায্যে তাহারা এটা ওটা সেটা পোড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া ঝলসাইয়া খাইতে যাইয়া কতকগুলিকে আস্তে আস্তে খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইল। কিন্তু উত্তরোত্তর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সেই সমস্ত খাদ্যও যখন জঠরাগ্নি নির্বাপণের নিমিত্ত নিতান্ত সামান্য হইয়া দাঁড়াইল, তখন অল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত শস্য এবং ফলমূল পয়দা হয়, তাহার উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি পড়িল। সে যুগে মানুষ লৌহ ব্যবহারের উপায় জানিত না। কাষ্ঠ এবং পাথরই ছিল তাহাদের সকল কার্যের উপাদান। শক্ত পাথর বাছিয়া তাহাই ঘর্ষণ করিয়া দা, কুড়ালের কাজ চালান হইত। তাই এই সময়ের অন্যতম নাম প্রস্তর যুগ। সুক্ষ্মা প্রস্তর বা কাঠের দ্বারা মাটি খোঁচাইয়া একই গর্তে একাধিক শস্যের বীজ রোপণ করা হইত। বনচ্ছেদনের জন্য উপযুক্ত অস্ত্র ছিল না বলিয়া গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বনে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। আজও সাঁওতাল, ভিল, খাসিয়া, গারো, কুকি প্রভৃতি জাতি সেই প্রাচীনতম প্রথাতেই বন-জঙ্গল পোড়াইয়া কৃষির 'জুম' করিয়া থাকে। বন পোড়াইয়া চাষ করিবার প্রণালী বোধহয় দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। কারণ লৌহের

www.pathagar.org

ব্যবহার অর্থাৎ লৌহকে পোড়াইয়া ও পিটিয়া কিম্বা তাম্র ইত্যাদি ধাতুর দ্বারা কোদাল, লাঙ্গল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বহু সহস্র বৎসর গত হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং মানুষ যে পর্যন্ত লাঙ্গল, মই, বিদে, কোদাল, কাস্তে প্রভৃতি চাষ-আবাদের যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিতে পারে নাই, ততদিন পর্যন্ত সে যে কৃষি কার্যেও বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল না তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শিল্পের আবির্ভাবের পূর্বে কৃষির অবস্থা যারপর নাই শোচনীয় ছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল কৃষির মূলেও শিল্প। অতএব কৃষিকার্যও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উপরেই নির্ভর করে।

মানবজাতির সভ্যতার প্রথম পত্তন শিল্প হইতে এবং শেষপর্যন্ত শিল্পের ভিতর দিয়াই সভ্যতা, জ্ঞানগৌরব এবং বুদ্ধির বিকাশ।

অবশ্য সভ্যতা ও জ্ঞান-বিকাশের আর একটি অঙ্গ হইতেছে। সাহিত্য চর্চা কিন্তু আজ আমরা শুধু শিল্পের কথাই আলোচনা করিব। সাহিত্যের কথা পূর্বে এক প্রবন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছি।

একবার পাঠক-পাঠিকা! ধ্যান স্তিমিত-নেত্রে শিল্পজাত দ্রব্য-শূন্য পৃথিবীর বিষয় চিন্তা করুন। আপনি মনে করুন জগতে কোনও শিল্পজাত দ্রব্য নাই। আপনার মাথায় টুপি নাই, পরিধানের কাপড় নাই, পায়ের জুতা মোজা নাই, লিখিবার কালি-কলম-কাগজ নাই। বসিবার কোন আসন নাই। আপনি যে রাঁধিয়া খাইবেন, তাহার কোনও পাত্র নাই। নদী পারে নৌকা বা ভেলা নাই। কৃষি-কার্যের কোন যন্ত্র নাই। নিত্যব্যবহার্য দা, কুড়াল, খন্তা, কাটারী, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, করাত, বাইস, পেরেক, হাতুর, বাটাল, সূঁচ– এসব কিছুই নাই। চিন্তা করুন, তাহা হইলে মানুষের অবস্থা পশুর অপেক্ষাও কি ভয়ানক শোচনীয় ও নিরুপায় হইয়া দাঁড়ায় না! সুতরাং শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত মানুষের সভ্যতা কেন, মানুষের জীবন পর্যন্ত বাঁচিতে পারে না।

শিল্পের সংগঠন এবং অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়াই আদিম বর্বর মানবজাতিকে বুদ্ধি ও প্রতিভার পথে ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ বৎসরে বর্তমান অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। মানুষ যতই জীবনধারণের প্রণালীকে স্বচ্ছল, উন্নত, পরিমার্জিত, পরিচ্ছন্ন, সুখময় ও আরামদায়ক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল, শিল্পজাত দ্রব্যাদিও তেমনি ধীরে ধীরে সুন্দর হইতে আরও সুন্দর ও সুখদায়কভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমান মানবগণ দিন-রাত মাথা ঘামাইয়া কিসে তাহার আবিষ্কৃত বা নির্মিত শিল্পদ্রব্য আরও সুন্দর ও মনোরম হয়, আরও কর্মোপযোগী হয়তন্নিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিল। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে করিতে কত কত আদমবংশ গুজরিয়া

www.pathagar.org

গিয়াছে কে বলিবে? কত লক্ষ বৎসরের চিন্তা ও গবেষণায়, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে মানবজাতি বর্তমান সভ্যতার গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কার্পাস হইতে সূতা কাটিবার চরকা এবং বস্ত্র বয়নের তাঁতের দিকে লক্ষ্য করিলে উহা আবিস্কৃত হইতে যে কত যুগ-যুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে কে বলিবে? এই জন্যই কোন কোন হাদীছে উল্লিখিত আছে আল্লাহ্ তাআলা হাজার আদমকে (অসংখ্য আদমকে) পয়দা করিয়াছেন।

বাইবেলে বর্ণিত আদি আদমের উৎপত্তির বয়স মাত্র ৭ হাজার বৎসর। ইহা নিতান্ত হাস্যজনক কথা। ভূগর্ভে লক্ষ বৎসর পূর্বের মানব-কঙ্কালই পাওয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসীপ্রত্ন-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতপ্রবর কুভের জার্মান পণ্ডিত হাকস্‌লি টিণ্ডেল এবং প্রখ্যাত নামা ডারুইন প্রভৃতি মানব জাতির আদিম উৎপত্তির বয়স ১ লক্ষ ২৫ হাজার হইতে ৩ লক্ষ বৎসর অনুমান করিয়াছেন। মুসলিম প্রত্নতত্ত্ববিদ বিখ্যাত পণ্ডিত এব্‌নে মিসকুয়া আলদেম্‌রী প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে মানবের উৎপত্তি বহু সহস্র বৎসর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বিখ্যাত আবু রয়হান আলবেরুণী তাঁহার জ্যোতিষের ইতিহাসে মানব জাতির আদিম উৎপত্তির কথা কালের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু ও চীনাদিগের জ্যোতিষে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির যে বৎসর গণনার সংখ্যা আছে, তাহাও বহু কোটি। চৈনিকদিগের ছয় হাজার বৎসরের লিখিত ইতিহাস এবং তৎপূর্বের ৪ হাজার বৎসরের পৌরাণিক ইতিহাস মোটের উপর ১০ হাজার বৎসরের ইতিহাসই বিদ্যমান আছে।

মিশরের নীল দরিয়ার তীর খুঁড়িয়া এগার হাজার বৎসর পূর্বের নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য ও সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ৭ হাজার বৎসরের মধ্যে মানব জাতি আদিম আদম হইতে বর্তমান সভ্যতায় পৌঁছিয়াছে, ইহা একান্ত কাল্পনিক ও অসম্ভব। বাইবেলের অনুকরণ করিয়া আমাদের কোনও কোনও রাবী ঐরূপ রওয়ায়েত করিয়াছেন বটে, কিন্তু "আছমাউর রেজাল" অবলম্বনে হাদিসের তহকিক্ করিতে গেলে উহা দুর্বল রেওয়ায়েত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। হযরত নূহের (নোয়া বা বৈবস্বত মনু) সময় যে বিশ্বব্যাপী মহা-প্লাবন হইয়াছিল এবং যে প্লাবনে পৃথিবীতে বহু সমুদ্র-হ্রদ এবং পর্বতের উৎপত্তি হইয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ উহাও ২০ হাজার হইতে ২৫ হাজার বৎসরের উর্ধে মনে করেন। উহা মহা প্রলয়ঙ্কর সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ব্যাপৃত ছিল বলিয়া, সকল দেশেই উহার স্মৃতি ও শ্রুতি চলিয়া আসিয়াছিল। পরে তাহাই সকল শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

www.pathagar.org

আসল কথা, আমরা বর্তমানে শিল্প এবং যন্ত্রের যে উৎকর্ষ-সাধন দেখিতে পাইতেছি, ইহা লক্ষ লক্ষ বৎসরের ধারাবাহিক আলোচনা ও বুদ্ধিমত্তার ফল। বিশেষ বিশেষ শিল্প দেখিয়াই জাতির বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধি-কৌশলের বিষয় বুঝিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতা পরলোকগত কোয়ার হার্ডি এবং আরও শত শত ইঙ্গ-আমেরিকান মুসলমান কারিগরদিগের নির্মিত মূল্যবান বেনারসী শাড়ী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। নানা প্রকার জটিল-কুটিল ও কঠিন কারুকার্যের সমন্বয় সরলতা ও সামঞ্জস্য দেখিয়া কোয়ার হার্ডি বলিয়াছিলেন, যে এমন জটিল বিষয়ে যাহারা সামঞ্জস্যের সহিত দক্ষতা দেখাইতে পারে, ভারত-শাসন ব্যাপার যতই জটিল ও কঠিন হউক না কেন, স্বাধীনতা পাইলে তাহারা অতি সুন্দররূপেই তাহা চালাইতে পারিবে। এইরূপ কাশ্মীরের শালের অপূর্ব কারুকার্য দেখিয়াও বড় বড় বিদ্বান ও জ্ঞানী পর্যটক ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাজমহল দেখিয়া একজন আমেরিকান বলিয়াছেন যে, যাঁহারা এইরূপ মন্দির নির্মাণ করিতে পারেন, পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করা তাহাদেরই কার্য।

শিল্প সংগঠনে মানুষের কেবল বুদ্ধি ও সভ্যতারই বিকাশ হয় তাহা নহে। তৎসঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য বাড়িয়া যায়। অবশ্য এক পুরুষেই এরূপ হয় না। বংশ পরম্পরায় সুন্দর শিল্পের সংগঠনে শিল্পীর হৃদয়ে যে সৌন্দর্যানুভূতির সৃষ্টি হয়, সেই সৌন্দর্য মূর্ত ও স্ফূর্ত হইয়া বংশধরদিগের অঙ্গে অঙ্গেও সুবিন্যস্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। এজন্য পুরুষানুক্রমে যাহারা স্বর্ণকার তাহাদের সন্তান-সন্ততি সুন্দর হয়। চীনের পুত্তল নির্মাণকারীদিগের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। বংশ পরম্পরায় যাহারা চিত্রাঙ্কন করে, তাহাদের সন্তান সন্ততিও রূপবান হয়। পারস্যের দামী গালিচা যে সমস্ত বংশ প্রস্তুত করে, তাহারা খুব সুন্দর হয়। দিল্লীর সুন্দর সোরাহী নির্মাতাদের হাতের ডিমের গঠন ঠিক যেন সোরাহীর সুন্দর গলারই ন্যায়। সৌন্দর্য কথা যাহাই হউক, শিল্প সংগঠন ব্যতীত কোনও জাতির জীবন অর্থ-সম্পদে সুখময় এবং গৌরবময় হইয়া উঠিতে পারে না। শিল্পজাত ব্যতীত ব্যবসায়-বাণিজ্যের পত্তনই হইতে পারে না। ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যতীত কোন জাতি পৃথিবীতে কখনও সম্পদশালী হয় নাই।

কৃষিকার্য মানুষের অপরিহার্য আবশ্যকীয় বটে। "জন্তুনাং জীবনম্ কৃষি" ইহা খুবই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কোন দেশের সমস্ত লোক যদি শিল্প ও বাণিজ্যবিমুখ হইয়া কেবল কৃষিতেই সংলিপ্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা অন্যান্য জাতির অপেক্ষা তুলনায় দরিদ্র এবং স্থূলবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া পড়িবে। কৃষক অপেক্ষা শিল্পী চালাক চতুর এবং বুদ্ধিমান হয়, শিল্পী অপেক্ষা দোকানদার এবং ব্যবসায়ী অধিক বুদ্ধিমান এবং চতুর হয়। আবার ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে

www.pathagar.org

নানা দেশে নানা জাতির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, সমুদ্র পারে, নানা দেশে যাতায়াত করে, তাহারা আরও বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, চতুর ও অভিজ্ঞ হয়। নানা দেশজাত অভিজ্ঞতা, নানা প্রকার ব্যাপার, দুনিয়ার নানা প্রকার কল-কারখানা, কলাকৌশল দর্শনে বুদ্ধি মার্জিত, বিশেষ তীক্ষ্ণ, জ্ঞান প্রখর হয়। আসল কথা, নানা দেশ, নানা জাতি, নানা কলাকৌশল, নানা প্রকার আচার-ব্যবহার, নানা প্রকার দৃশ্য না দেখিলে মানুষ খোদার কুদরত, মানবীয় সভ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কোথায় লাভ করিবে? এজন্য খোদাতাআলা কোরআন শরিফে ফরমাইয়াছেন যে, "ছিরু ফিল্ আরজ" অর্থাৎ "তোমরা পৃথিবী পর্যটন কর।"

এখন বাঙ্গালার মুসলমানদের শিল্প সংগঠন কথা লইয়া আলোচনা করা যাউক। বাঙ্গালার মুসলমানেরা প্রধানত কৃষিজীবী। এক বস্ত্রশিল্প ব্যতীত অন্য কোন শিল্পে তাহাদের গৌরব বেশী নাই। কিন্তু তাহার মধ্যেও কারিগর অপেক্ষা তাঁতিরাই সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে সিদ্ধহস্ত। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরাসডাঙ্গার প্রভৃতি স্থানের তাঁতিরা এখনও সূক্ষ্ম ও দামী বস্ত্র নির্মাণে পটু।

তাহার পর কাশীতে যেমন মূল্যবান বেনারসী শাড়ী, কিংখাপ ও শাটিন প্রস্তুত হয়, বাঙ্গালার কোথাও তেমন হয় না। কারিগর ভাইরা আজকাল অনেক স্থলে শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সভা-সমিতিও স্থাপিত হইতেছে। তাঁহারা শিক্ষার জন্য খুব জোর দিতেছেন ইহা খুব ভাল কথা; কিন্তু তাঁহাদের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তেমন বিশেষ কিছু হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। কিছু দিন হইল ইহাদের মধ্যে ফ্লাইশাটল বা ঠকঠকি তাঁতের প্রচলন হইয়াছে বটে এবং বস্ত্র নির্মাণে কিছু পারিপাট্যও দেখা যাইতেছে। কিন্তু অধিকাংশের ঠকামি বুদ্ধি এখনও দূর হয় নাই। এখন কাপড়ের মধ্যভাগের বূনট খারাপ করিবার কু-প্রবৃত্তি দূর হয় নাই। এই দোষের জন্যই ইহাদের কাপড় অপেক্ষা নূতন যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য ও শেখ, সৈয়দ বস্ত্র বয়ন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, বাজারে তাঁহাদের বস্ত্রের কাটতি বেশী। সিরাজগঞ্জ স্থলের পাকড়াশী জমিদার পরিবারের শিক্ষিত যুবকগণ তাঁত বসাইয়া যে কাপড় প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা অতি কম সময়ের মধ্যেই সিরাজগঞ্জের বাজারে বেশ সমাদৃত হইয়াছে। কারিগর ভাইদিগের এই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। তৎপর বড় কথা হইতেছে যে, সম্প্রতি স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে ইহাদের ব্যবসায় একটু জোরে চলিতেছে। কিন্তু আন্দোলন যেমন হ্রাস পাইতেছে, বিলাতী কাপড়ের কাটতি তেমনি বাড়িতেছে। সুতরাং স্বদেশী কাপড় সেই হারে কমিতেছে। সূতার জন্য ইহাদিগকে ম্যাঞ্চেস্টারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। বিলাতী সূতার দাম চড়িলে ইহাদের ব্যবসায়ের আয় যে কোনও মুহূর্তে কমিয়া যাইতে পারে।

www.pathagar.org

ইহারা ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা দূরে থাক, শুধু যদি টিকিয়া থাকিতে চাহে, তাহা হইলে কোম্পানী খুলিয়া একটি সূতার বৃহৎ কারখানা বসান আবশ্যক। তারপর কার্পাসের আবাদ একচেটিয়া করিবার জন্য পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রামে বা আসাম এবং বাঙ্গালার যে সমস্ত জায়গায় কার্পাস ভাল জন্মিতে পারে, সেই সমস্ত স্থানে প্রচুর জমি গ্রহণ করিয়া খুব বিস্তৃত ভাবে কার্পাস চাষের বন্দোবস্ত করা উচিত। অন্ততঃ দৈনিক সরু ও মোটা দুই শত মণ সূতা প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ একটি কল স্থাপন করা এখনি কর্তব্য। তাহার পর কার্পাস নিজের হাতে না রাখিলে চলিবে না। পরের হাতে কার্পাস থাকিলে রফতানীর চোটে যে কোনও সময়ে ইহার দাম চড়িতে পারে এবং সমুদ্রপারে বেশী পরিমাণে চলিয়া যাইতে পারে। জাপানে বস্ত্রশিল্পের যেরূপ উন্নতি হইতেছে এবং ভারতের বাজার দখল করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের আদরের বস্ত্র ও ব্যবসায়ী ভাইদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

তুমি যতই আন্দোলন কর না কেন সস্তা মাল বাজারে ঠেকাইয়া রাখা দীর্ঘকালের জন্য সম্ভবপর নহে। আপাততঃ ৪০/৮০ হাজার বিঘা জমিতে যদি কার্পাস চাষের বন্দোবস্ত করিতে পারা যায় তাহা হইলে আমাদের কারিগর ভাইরা জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতাতেও টিকিয়া থাকিতে পারিত। কিন্তু কারিগর তাঁতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাহারও দৃষ্টি নাই। "বিদেশী বস্ত্র বর্জন কর" এই সম্বন্ধে যত চিৎকার আন্দোলন হইয়াছে; চরকার উপর যত জোর দেওয়া হইয়াছে, সেই আন্দোলন ও জোর সূতার কল এবং কার্পাস আবাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে দেশে স্বদেশী বস্ত্র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

যাহা হউক, আপাততঃ কারিগর ভাইরা শুধু একতায় আবদ্ধ হইলেই কোম্পানী খুলিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতেই শেয়ারে ১৫/২০ লক্ষ টাকা আদায় হইতে পারে। এই টাকায় আপাততঃ একটি উৎকৃষ্ট সূতার কল স্থাপিত এবং কার্পাস চাষের জমির বন্দোবস্ত হইতে পারে। আশা করি, "আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে কওম" সভার কর্তৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। চেষ্টা করিবার এই সময়। নতুবা বিলাতী যন্ত্রের টক্করে কারিগর ভাইদিগের অবস্থা ৩-৪ বৎসরের মধ্যে শোচনীয় হইয়া পড়িবে। তখন আর চেষ্টা করিয়া কোনও কূলই রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। কারিগর ভ্রাতাদের মধ্যে এখন তুমুল আন্দোলন করিলে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া খুবই সম্ভবপর। তাহাদের আঞ্জুমান শুনিতে চাহিলে আমি এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিতে পারিব। কারিগর ভাইগণ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ব্যবসায় স্থায়ী উন্নতির দিকে বেশীরূপে মনোনিবেশ করুন। নতুবা শিক্ষার

www.pathagar.org

পরিণাম গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ এবং শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

মৃৎশিল্প

গৃহস্থালি করিতে হইলে মাটির নানা প্রকার জিনিসের সর্বদাই দরকার। একদিনের জন্যও হাঁড়ি, পাতিল, কলসী, সোরাহী, চাটী প্রভৃতি ছাড়া চলিতে পারে না। বাঙ্গালার কুম্ভকার সমাজের একটি প্রধানতম অঙ্গ। কুম্ভকারদের অবস্থাও সর্বত্রই সচ্ছল। ইহাদের মধ্যে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিও আছে। কিন্তু বোধহয় এক চট্টগ্রাম ব্যতীত আর কোথাও মুসলমানদের মধ্যে কুম্ভকার নাই। ইহা জাতীয়দেহের পক্ষে অঙ্গহানি বিশেষ। মাটি ছানিয়া পয়সা উপার্জন, এমন ব্যবসা আর দুনিয়ায় নাই। মুসলমান সমাজের আঞ্জুমানগুলির শিক্ষিত লোক ও আলেমদিগের এ বিষয়ে কোন দৃষ্টি নাই। শিক্ষিত যুবকেরা অল্প মূলধনেই অনায়াসেই এ ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারে। উত্তর পশ্চিম এবং পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই কুম্ভকারদের ভৃত্য প্রায় মুসলমান। ইহারা মাটি ছানা, হাঁড়ি-পাতিল তৈয়ার সমস্ত ই করে, কিন্তু কুসংস্কারবশতঃ আগুনে পোড়ায় না। শিক্ষিত যুবকেরা এ কার্যে না নামিলে, এ কুসংস্কার দূর করা সম্ভব নহে।

আমাদের আঞ্জুমানগুলি যদি কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অন্ততঃ মুসলমান সমাজে এ সমস্ত শিল্প সংগঠন ও প্রচারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে, তাহা হইলে অনেক কার্য হয়। আশ্চর্য ব্যাপার, এ সকল ব্যবসায় সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত লোকদিগের কোন উদ্বোধন ও উদ্যোগ নাই। কৃষ্ণনগরের হিন্দু যুবকেরা নানা প্রকারের কৃত্রিম ফলমূল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহের এক প্রশস্ত পথ আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এদিকে মুসলমান যুবকদিগের সে চৈতন্য ও বুদ্ধি কোথায়?

এইরূপ লৌহশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, বাঁশ ও বেতের শিল্প এবং অন্যান্য ধাতব শিল্প সম্বন্ধে মুসলমান সমাজ একেবারেই উদাসীন। শুধু চাকরী এবং লাঙ্গলের ফালে এত বড় জাতির উদর পূর্তি এবং জাতীয় জীবনের স্ফূর্তি লাভ করা সম্ভবপর নহে। একদল শিক্ষিত ও কর্মঠ যুবক যদি কোমর বাঁধিয়া এই পথে নামিয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জন্য কল্যাণ ও মুক্তির নব নব ধারা খুলিয়া যাইতে পারে।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০, ২৩ নভেম্বর, ১৯২৩।

www.pathagar.org

ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা

ঘোর অন্ধকারে নিপতিত পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সহসা আলোকশিখা দেখিলে তাহার নিরাশ ও ব্যাকুল প্রাণে যেমন আশার সঞ্চার হয়, হিমসম্পাত সঙ্কুচিত অবসাদ-গ্রস্ত তরুলতা বসন্তের মলয় হাওয়ার নব জীবনপ্রদ স্পর্শে যেমন সর্বাঙ্গে নব পুলক ও নব জাগরণের স্ফূর্তি অনুভব করে, ভূপতিতা আশ্রয়বিহীনা লতা সহসা একটা বৃহৎ বৃক্ষের আশ্রয় পাইলে সে যেমন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠে, অধঃপতিত, আশ্রয়বিহীন সহস্র দুর্দশাগ্রস্ত জাতিও তেমনি অতীত যুগের প্রাণময়ী গৌরব-কাহিনী পাঠ ও আলোচনা করিয়া হতাশ, নিরাশ ও অবসন্ন প্রাণে নব আনন্দ ও নব আবেগ লাভ করে। পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার অপূর্ব অধ্যবসায়, অসাধারণ স্বজাতি-প্রেমিকতা, উন্নতির অদমনীয় স্পৃহা, লোকচমকিত শৌর্য-বীর্য, অটল আত্মবিশ্বাস, অবিচল আত্মসম্মান প্রভৃতি মনুষ্যত্ব, প্রভুত্ব, উন্নতি ও মর্যাদার বিভিন্ন গুণের বিশদ কাহিনী পাঠ করিয়া আড়ষ্ট ও দুর্বল, ভীত এবং সঙ্কুচিত প্রাণের মধ্যেও একটা দুর্জয় বৈদ্যুতিক শক্তির বিক্রম লাভ করে। যে কূপের সহিত প্রাকৃতিক উৎসের সংযোগ আছে, তাহার পানি কমিতে পারে বটে, কিন্তু কিছুতেই শুষ্ক হইতে পারে না; ঠিক সেইরূপ যে জাতির ইতিহাস অতীতের সহস্র গৌরব-কাহিনীতে পরিপূর্ণ সে জাতির যদি ইতিহাসের সহিত পরিচয় থাকে, সে জাতিও অধঃপতিত এবং পরপ্রত্যাশী হইতে পারে বটে, কিন্তু সে জাতি কখনও মরিতে পারে না। তাহার জাতীয় প্রাণ হইতে মনুষ্যত্ব ও প্রভুত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারে সম্পূর্ণভাবে কখনও তিরোহিত হইতে পারে না।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন আত্মবিশ্বাসসহ (Self confidence) একমাত্র উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভের কারণ, জাতিগত জীবনেও তেমনি আত্মবিশ্বাসই জাতিকে অধঃপতন ও শোচনীয়তার গভীর গহ্বর হইতে কল্যাণ ও আনন্দের উন্নত ও আলোকপ্রদীপ্ত স্ফূর্তির রাজ্যে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। জাতীয় গৌরবের ইতিহাস এই আত্মবিশ্বাস জন্মাইবার এবং আত্ম আকিঞ্চন-জ্ঞান দূর করিবার পক্ষে অমোঘ ঔষধ।

www.pathagar.org

মুসলমানদের যেমন ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাস যেমন বিরাট ও বিপুল এবং তাহাতে গৌরবের কথা, জ্ঞান-গরিমার ও প্রতিভা-গরিমার বাণী, বীরত্বের জ্বলন্ত কাহিনী যে পরিমাণে বিদ্যমান আছে, পৃথিবীর আর কোনও জাতির তাহা নাই। মুসলমান কোনও স্থান-কাল-পাত্রের ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ নহে বলিয়া জগতের সমস্ত মুসলমানের গৌরব ও যশঃ জগতের প্রত্যেক মুসলমানেরই প্রাপ্য ও ভোগ্য।

আরবীয় মুসলমানের গৌরব যেমন চীন ও ভারতীয় মুসলমানের ভোগ্য ও প্রাপ্য, ভারত ও চীনের মুসলমানের গৌরবও তেমনি আরবীয় মুসলমানের প্রাপ্য ও ভোগ্য। গঙ্গার পানিরাশি নানা দেশ-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বহমান হইলেও উহা যেমন সর্বত্র একই গঙ্গার পানি, প্রয়াগের গঙ্গার পানি এবং শান্তিপুরের গঙ্গার পানি যেমন পরস্পরকে পৃথক বলিয়া কখনই মনে করিতে পারে না, তেমনি ভাষা, বর্ণ, আকৃতি ও জন্মস্থানের পার্থক্য থাকিলেও পূর্বের মুসলমান পশ্চিমের মুসলমান হইতে, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ হইতে, গোলাম বাদশাহ্ হইতে কখনই নিজকে পৃথক মনে করিতে পারে না। বস্তুতঃ তাহারা ভাবের রাজ্যে, ধর্মের রাজ্যে, কর্তব্য ও কর্মের রাজ্যে পরস্পর এক। শিকলের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ, সমস্ত জগতের মুসলমানগণও তেমনি পরস্পর একক সম্বন্ধযুক্ত। এই জন্য আফ্রিকা বা আমেরিকার কোনও মুসলমানের মৃত্যু হইলে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালার মুসলমানের কণ্ঠ হইতে "ইন্নালিল্লাহ্ ...." আপনা আপনি বাজিয়া ওঠে। এই জন্যই বাদশাহ গোলামকে কন্যা দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। মসজিদে সম্রাট গোলামের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার পদসম্মুখে মস্তক রাখিয়া আল্লাহকে ছেজদা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা কুণ্ঠাবোধ করেন না। এই মহা ঐক্যের বন্ধনের জন্যই নিখিল জগতের সমস্ত দেশের, সমস্ত বর্ণের ও সমস্ত বংশের মুসলমানের গৌরব, উন্নতি বা কল্যাণের সৌরভ, পৃথিবীর যে কোন দেশের, যে কোন বর্ণের মুসলমানেরই উপভোগ্য। এই জন্যই মুসলমানের ইতিহাস বিপুল, বিরাট ও বিশাল হইয়া পড়িয়াছে। আর সেই অনন্ত ইতিহাসের পত্রে-পত্রে, ছত্রে-ছত্রে গৌরবের ছটা বিকীর্ণ হইতেছে। যে জাতির এমন বিপুল গৌরব কাহিনীর অসীম আলোক-ভাণ্ডার আছে, তাহাদের সম্মুখে যদি সেই ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া একবার আলোকের রাজ্য প্রদর্শন করিতে পার, তবে তাহাদিগকে কেহই অন্ধকারে রাখিতে পারিবে না। তবে মুসলমান এমন গভীর অন্ধকারে পড়িয়া আছে কেন? ইতিহাস ত তাহার খুবই আছে। কথা হইতেছে, ইতিহাস থাকিলে কি হইবে? ইতিহাসের সহিত পরিচয় আছে কয়জনের? গৃহে লক্ষ লক্ষ মণ ইস্পাত থাকিলেই শত্রু জয় করা যায় না।

www.pathagar.org

সেই ইস্পাত দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা চাই এবং যথারীতি তাহার ব্যবহার করিলে তবে ত যুদ্ধে জয়লাভ হয়! ইতিহাসের এই অনন্ত গৌরব-কাহিনীকে যদি রসের মত, আনন্দের মত, পানির মত, হাওয়ার মত সমস্তটা জাতি ভোগ করিতে পারে, তবেই মুসলমানের পক্ষে এই মৃত্যু-সমাধি হইতে, অন্ধকার গোর হইতে, "খাবে গাফলাতে"র মোহ হইতে নূতন জগতের, নূতন জীবনের, নূতন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে ধাবিত হওয়া সম্ভবপর।

প্রত্যেক জাতির বালকেরাই সেই জাতির ভবিষ্যনিয়ন্তা। বালকের কোমল হৃদয়ে মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মাতৃঅঙ্কে, মাতৃঅঞ্চলে, পল্লীর পাঠশালে এবং শহরের স্কুল-কলেজে, মক্তব ও মাদরাসায় পুস্তক ও প্রবন্ধে স্বজাতির যেরূপ বর্ণনা শ্রবণ ও পাঠ করে: স্বজাতির যেরূপ মূর্তি ইতিহাসে, উপন্যাসে, কাব্য ও আখ্যানে দেখিতে পায়, তাহারা সেইরূপভাবেই আপনাদের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে সমর্থ হয়। শৈশবকাল হইতে সন্তানদিগের প্রাণে জাতীয় উচ্চ আদর্শ এবং উচ্চ ভাব প্রবেশ করাইয়া দিতে না পারিলে, শত শিক্ষা দ্বারা কখনো জাতীয় উন্নতি সাধন বা অধঃপতনের গতিরোধ হইতে পারে না! অন্তরের মধ্যে বাল্যকাল হইতে যে ভাব ও কল্পনা বা চিন্তা জমাট বাঁধিয়া যায়, কার্যক্ষেত্রেও মানুষের জীবন তদনুরূপ অভিব্যক্ত ও ক্ষমতাশালী হইয়া পড়ে। পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের শিক্ষার মূলে এই জাতীয়তার উচ্চ আদর্শের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সন্তানদিগের প্রাণে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য সহস্রবিধ আয়োজন-উদ্যোগ ও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই তাহাদের সন্তানেরা শিক্ষা পায় যে, "পৃথিবীতে তাহারা বড় হইবার জন্য শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি।" প্রমাণস্বরূপ গৌরবান্বিত বৃটিশ জাতির "রুল ব্রিটানিয়া" সঙ্গীতটি মনে করুন ঃ

"Rule Britania! Britania rule the waves,
The Britons never shall be slaves."
"শাসক ব্রিটনগণ! উর্মিরাশি সমুদ্রের,
ব্রিটন হবে না কভু পরাধীন অপরের।"

শৈশবকাল হইতে যে জাতির শিশুরা ঃ এইরূপ সর্বভীতিনাশক বরাভয়প্রদ তেজঃ-সঞ্চারণী বাণীর অমৃতধারা পান করিয়াছে, তাহারা যে অখণ্ড জগতের উপরে আপনাদের প্রভুত্বের সিংহাসন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তারপর তাহাদের জাতীয় বীরপুরুষদিগের, কর্মীদিগের, "শহীদ"দিগের শৌর্য-বীর্য-প্রভুত্ব-পরাক্রম এবং গৌরব ও প্রতাপের কথা সহস্র

www.pathagar.org

বর্ণে, সহস্রভাবে রঞ্জিত এবং উজ্জ্বল করিয়া কবিতার ছন্দে, কাব্যের চিত্রে, ইতিহাসের বর্ণনায়, উপন্যাসের রস বিন্যাসে মর্মে মর্মে, প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে একেবারে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয়। ফলতঃ আজকাল সকল দেশেই–বাল্যকাল হইতেই স্বদেশের স্বজাতির গৌরব-কাহিনী, ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপ ও বীর্য-শৌর্যের স্মৃতি দ্বারা বালক-বালিকাদিগের হৃদয়কে মহিমা-স্পৃহ, সবল ও তেজঃপূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে।

আমার ইউরোপ-প্রবাসকালীন তুর্কীদিগের শিক্ষাপ্রণালী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। তাহাদিগের গৃহশিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদিগের অপেক্ষা কত উন্নত, মার্জিত, সবল এবং তীক্ষ্ণ, তাহা আমি পুস্ত কাকারে বর্ণনা করিয়াছি। এখানে মাত্র তাহাদিগের ইতিহাস শিক্ষা-প্রণালীর উল্লেখ করিতেছি। তুর্কী-বালকদিগকে নিম্নশ্রেণী হইতেই তুর্কীজাতির ইতিহাস ভালরূপে শিখান হয়; বাল্যপাঠ্য ইতিহাসে গৌরবের কথাই বিশেষরূপে বর্ণিত হয়। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ তুর্কী জাতি, সুলতান, বীর পুরুষ, জ্ঞানাচার্য ও ধর্মবীরদিগের গৌরবের কথা, দিগ্বিজয়ের গাঁথা, জ্ঞানচর্চার কাহিনী ও মহিমার বাণী মুখে মুখে বিশেষ করিয়া গল্পের আকারে শুনাইয়া দেন। ব্যক্তিগত চরিত্রের কলঙ্ক ও অগৌরবের কথা যতদূর সম্ভব ছাত্রদিগের নিকট উল্লিখিত হয় না। পৃথিবীর সর্বত্রই আজকাল এই পদ্ধতিতেই সভ্যদেশ সমূহে ছাত্রদিগকে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও ক্রমশঃ ছোট ছেলেদিগকে নিম্নশ্রেণীতে মুখে মুখে ইতিহাস শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার সুফল মুসলমান ছাত্রগণ কতটা ভোগ করিতেছে, তাহা কেহ খবর রাখেন কি? আমাদের সন্তানেরা প্রায়শঃ মুসলমান-বিদ্বেষী বিজাতীয় লেখকদিগের লিখিত ইতিহাস মুসলমানদ্বেষী শিক্ষকদিগের নিকট পাঠ করিয়া থাকে। এই সমস্ত ইতিহাসের যে কোনও খানি খুলিয়া পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত মুসলিম আমলদারীর অংশ হইতে গৌরবের কথাগুলি চাঁছিয়া, মুছিয়া একেবারে ধুইয়া ফেলা হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয়, পুণ্যবান, প্রজাপালক ও কীর্তিমান বাদশাহদিগকেও যারপর নাই অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, পিশাচ প্রকৃতি, আলস্যপরায়ণ ও ইন্দ্রিয় দাসরূপে সাজান হইয়াছে; গৌরবের কথা, সুশাসনের কথা যেখানে একেবারে উল্লেখ না করিলেই নয়, সেখানেও এমন কৌশলে, এত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ছাত্রদের দৃষ্টি ও মনোযোগ তৎপ্রতি আকৃষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। ফলতঃ স্কুলপাঠ্য ইতিহাস পাঠে, মুসলমান ছাত্রদিগের হিতের পরিবর্তে নিদারুণ বিপরীত ফলই লাভ হইতেছে। বাল্যকাল হইতেই কোমলমতি বালকগণ জাতীয় সম্মান জাতীয় গৌরববোধের স্থানে স্বজাতির প্রতি দারুণ ঘৃণা

www.pathagar.org

ও অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করে। তৎপর তাহারা হিন্দুদিগের রচিত অন্যান্য বহি-পুস্তকে এবং নাটক-নভেলে মুসলমানের যে চিত্র দেখে, তাহা আরও বীভৎস ও পৈশাচিক। রঙ্গমঞ্চে মুসলমানের যে মূর্তি দেখে তাহাতে কিছুমাত্র আত্মসম্মান-বোধ বিশিষ্ট ছাত্রের পক্ষেও মৃত্যু কামনা করাই স্বাভাবিক। হায়! যে জাতির সুকুমারমতি বালকগণ জীবনের প্রথম হইতেই স্বজাতি সম্বন্ধে এইরূপ অতি নীচ ও জঘন্য ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হয় ও শিক্ষা পায়, সে জাতির বালকদিগের উত্তম জীবনের মনুষ্যত্ব, জাতীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানের বিকাশ হওয়া কি নিতান্তই আকাশ কুসুম নহে? ফলেও কি আমরা তাহাই দেখিতেছি না?

আবার অন্যদিকে আমাদের স্বদেশীয় প্রতিবেশীদের কাণ্ড-কারখানা, কৌশল ও অধ্যবসায়ের প্রতি দৃক্‌পাত করুন। একমাত্র কাশ্মীরের 'রাজ তরঙ্গিণী' খানা ব্যতীত হিন্দুর ইতিহাস বলিতে আর একখানি বহিও নাই। তাহাও পৌরাণিক গালগল্প হইতে মুক্ত নহে। অথচ গোটা হিন্দুজাতিটাই আজকাল রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে নানাশ্রেণীর অলীক, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য গল্প এবং কেচ্ছাকাহিনীগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া মাজিয়া ঘষিয়া কৃত্রিম ঐতিহাসিক আকার দান করতঃ সহস্রধা বিচ্ছিন্ন এবং সহস্র সহস্র বৎসরের পতিত হিন্দুজাতির বালক-বালিকার মনে আত্মসম্মান, স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব-প্রতিপত্তির ধারণা দৃঢ় বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য কি বিপুল আয়োজন ও অর্থব্যয় স্বীকার করিতেছে!

রাজনীতি ক্ষেত্রে চিরপ্রতিষ্ঠাহীন ও চির প্রভুত্বশূন্য হিন্দুকে প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই আর্যজাতির কড়াক্রান্তি পরিমিত গৌরবকেও এমন করিয়া বিপুল ও বিরাটভাবে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তোলা হইতেছে যে, তাহা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়!

দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাসের' যে বৃহৎ বৃহৎ কয় খণ্ড বাহির হইয়াছে, তাহার প্রথম দুই খণ্ড বিরাট বহিতে ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের গৌরবকাহিনীকে ফেনাইতে যাইয়া মুসলমানের জ্ঞানগৌরবের প্রতি কঠোর আঘাত করা হইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়! আমাদের কতিপয় রাজ্যশূন্য তথাকথিত নবাব এই কেতাবের তারিফ করিতে যাইয়া বেশ 'জবান দারাজী' শেখাইয়াছেন। এ অধম কয়েক বৎসর পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসের কতিপয় মারাত্মক মিথ্যা রচনা ও অপবাদ অপহ্নুতির যে প্রতিবাদ করিয়াছিল, আজও কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ এই সময় 'গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল' নবাবপুত্রদিগের হিন্দু আমলারা ইতিহাসের যে প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিয়াছে, তাহারা চক্ষু মুদিয়া তাহাতেই নাম দস্তখত করিয়া দিয়াছেন মাত্র। মুসলমানের জন্য যে 'লানতের তওফ' রচিত হইয়াছে, এই সমস্ত

www.pathagar.org

মহাত্মারা তাহার গৌরব ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই! খোদাতায়ালা ইহাদের প্রভাব সংস্রব হইতে মুসলমানকে রক্ষা করুন। ফলতঃ মুসলমানের অতুলনীয় বিপুল ও বিশাল বীর্য-শৌর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অভ্রভেদী স্তম্ভকেও কেমন করিয়া হিন্দু লেখকেরা কলঙ্ক কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য কি কূটকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে যুগপৎ দুঃখে ও ক্ষোভে হৃদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

যাবতীয় দিগ্বিজয়ী মহাবীরদিগের দিগ্বিজয়ের কাহিনীর মধ্যে বঙ্গবিজয়ের কাহিনী মুসলমানের পক্ষে যেমন গৌরবের হিন্দুর পক্ষে উহা তেমনি কলঙ্কের কারণ। সপ্তদশ জন অশ্বারোহী মাত্র সম্বল করিয়া বাঙ্গালার ন্যায় বিশাল রাজ্য অধিকারের কাহিনী দুনিয়ার ইতিহাসে আর দুটি নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহীর ভয়ে বিনাযুদ্ধে রাজ্যত্যাগ করতঃ খিড়কিদ্বার দিয়া রাজার পলায়নের এমন কাপুরুষতা ব্যঞ্জক কাহিনীও পৃথিবীতে আর দু'টি নাই। জাতীয় অভ্যুত্থানের খেয়ালের পথে হিন্দুর পক্ষে এই ঘটনা তীব্র কণ্টকস্বরূপ। তাই আজ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই ঘটনাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়াছেন। উপযুক্ত জবাব দিবার লোক মুসলিম-সমাজে নাই মনে করিয়াই বোধহয় তিনি প্রসিদ্ধ ইতিহাস-বেত্তা কাজী মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ জারজানী মহোদয়কে মিথ্যাবাদী বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। শূন্য ময়দানে জয়-পতাকা উড়াইয়া দিবার মত এমন সুযোগ ও সুবিধা আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! একজন মুসলমান ছাত্রকে একজন বীর পুরুষের নাম করিতে বলুন। সে নিশ্চয়ই অম্লানবদনে নেলসন, নেপোলিয়ান, গ্যারিবল্ডী, ওয়াশিংটন এবং ভীম-অর্জুনের কথা এমন কি দস্যুদলপতি শিবাজীর কথা পর্যন্ত বলিয়া ফেলিবে। কিন্তু হায়! সে ভ্রমেও ওমর, আলী, খালেদ-এব্‌নে-অলিদ, আম্‌র, শুরহাবিল, সাআদ, আবু ওবায়দা, জেরার, মোসন্না, হাঞ্জালা, সুলতান ছালাহ্‌উদ্দীন, ওকবা, মুছা, আয়াজ, তারেক প্রভৃতি বীরপুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক, স্বদেশের অক্লান্ততেজাঃ, দৃপ্তবীর্য মহাবীর আকবর, আওরঙ্গজেব, মীরজুম্‌লা, আবদুর রাজ্জাক লরী, হোসেন গঙ্গু, শায়েস্তখান, ইব্রাহীম শার্কী, শেরশাহ, আলাউদ্দীন, নিজাম-উল-মূলক, হায়দর আলী (সিন্ধু-প্রদেশের শেষ অধিপতি) চাঁদ সুলতানা, রাজিয়া সুলতানা, আলীবর্দী, তাকীখান, আবুল ফজল, শুজা উদ্দৌলা, ফিরোজশাহ্‌ বাহ্‌মনি প্রভৃতি শত শত মহা তেজস্বী ও রাজ্যবিজয়ী বীরপুরুষদিগের নামও সে উচ্চারণ করিতে পারিবে না। সে হয়ত ইঁহাদের কাহারও কাহারও নাম জানিতে পারে বটে; কিন্তু তাহারা যে পরাক্রান্ত বীর

www.pathagar.org

ছিলেন, সে বিষয়ে সে কিছুই জানে না। তাহাকে যাহা বুঝান হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে গৌরবের ধারা খুঁজিয়া বাহির করিবার কোনও সূত্র দেওয়া হয় নাই। যে দিগ্বিজয়ের জন্য বালকের হৃদয়ে গৌরবের ভাব উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল, তৎপরিবর্তে এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও বীরত্ব কাহিনীকে নৃশংস, নিষ্ঠুর, দানবীয় ও পৈশাচিক কার্যরূপে বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি অভক্তি ও বিরক্তির ভাবকে সজাগ করিয়া তোলা হইয়াছে।

ভারতের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস অনন্ত গৌরবের ভাণ্ডার। তাহা হইতে মুসলমানের অনন্ত মহিমা ও গরিমার জ্যোতি নির্গত হইতেছে। কোন দেশে শেরশাহ, আকবর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব, ফিরোজ, জালালউদ্দিন, আলাউদ্দিন, হুমায়ুন প্রভৃতির ন্যায় মহাবীর ভূ-পালগণ এত অধিক সংখ্যক আবির্ভূত হইয়াছিলেন? কোন্ দেশে নাছিরউদ্দিন তুগলক, বোলবন এবং আওরঙ্গজেবের ন্যায় ঋষিপ্রতিম সম্রাট এত অধিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? যে দিল্লীর বাদশাহী হারেম অনন্ত নারী-প্রতিভা এবং নারীজ্ঞানের অনন্ত মহিমার আকর, আজ তাহা আর্কফলাধারী "ক্ষৌরিতচিকুর" চট্টোপাধ্যায় হইতে নথ-কৃন্তি -কাধারী শীলের লেখনী চালনায় পাপের আকর এবং শয়তানী ও দানবীর উৎপত্তিস্থান বলিয়া অভিহিত হইতেছে। অবশ্য এ সকল অলীক ও কল্পিত কলঙ্ককাহিনী মূলে সূত্রপাত করিয়াছেন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এল্‌ফিনস্টোন প্রভৃতি। ইংরেজি বিদ্যার অধিকারী প্রতিবেশীগণ সে সকল চর্বিতচর্বণ বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে অলিতে-গলিতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যে উদ্দেশ্যে এ সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

দম্ভের সহিত বলিতে পারি, দিল্লীর হারেম যত মনস্বিনী ও প্রতিষ্ঠাশালিনী, যত ব্রহ্মবাদিনী ও তপস্বিনীর জন্মদান করিয়াছে, বাগ্‌দাদ, কায়রো, দামেস্ক বা কর্ডোভাতেও তাহার তুলনা নাই। নূরজাহান, মমতাজ মহল, রোকাইয়া বেগম, গুল্‌বদন বেগম, দৌলতুন্নেচ্ছা, জাহানারা, জেবুন্নেছা, রওশন আরা কুদ্‌সিয়া, রাজিয়া সুলতানা, হামিদা বেগমের ন্যায় এমন নারী-রত্নহার আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। রাজনৈতিক প্রতিভায় এক নূরজাহানই সারাজাহানের নূর। রাজিয়া সুলতানারই বা তুলনা কোথায়? এমন বিশাল সাম্রাজ্য, কোন্ দেশে আর কোন্ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা এমনভাবে সুশাসিত এবং সুরক্ষিত হইয়াছিল? বাগ্‌দাদের মহামতি খলিফা হারুণের বিবি জোবেদা খাতুন এবং মামুনের স্ত্রী খেদিজা বা বুরান বিদুষী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন; স্পেনের সম্রাট তৃতীয় আবদুর রহমানের স্ত্রী জোহরাও বিদুষী ও জ্ঞানবতী ছিলেন বটে; কিন্তু নূরজাহান ও

www.pathagar.org

রাজিয়ার সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। কিন্তু সে নূরজাহান ও রাজিয়ার জন্য আমরা কতটুকু গৌরব অনুভব করি? জাহানারা ও জেবুন্নেছার ন্যায় আজন্ম তপস্বিনী, আজন্ম ব্রহ্মচারিণী, আজন্ম জ্ঞানচর্চানুরাগিনী, স্পেনের খলিফা মুস্ত াক্‌ফি বিল্লাহের কন্যা "ওয়ালেদা খাতুন" এবং জগদ্বিজয়ী 'সাহেবকেস্কন" তৈমুর লঙ্গের রাজ্ঞী বিবি খানমের ন্যায় কয়জন, ধর্মশীল, গৌরবময়ী প্রতিভাশালিনী দেখিতে পাই। হায়! আজ সেই, দিল্লীর বেগম মহলের প্রতি মোশ্‌রেক বা বেদ্বীন লেখকগণ যেরূপ ভাবে কলঙ্কের লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা স্মরণেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এক নরসুন্দর সন্তান, পুণ্যবতী ও যশশ্বিনী মমতাজ মহলকে বাঙ্গালী হিন্দু-কন্যারূপে পরিচিত করিবার জন্যও বিরাট গ্রন্থ্ লিখিতে কসুর করেন নাই। ইহাপেক্ষা অসহ্য ধৃষ্টতা এবং জাতীয় অবমাননার কথা আর কি হইতে পারে?

হায়! যে জাতির ধুতি-চাদর মাত্র পরিধেয় ব্যতীত কোনও পোশাক ছিল না– আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যাঁহারা আজও সভ্যসমাজে যাইতে বাধ্য হন, আমাদের আদব-কায়দা ব্যতীত যাঁহাদের নিজস্ব বলিতে কোনও আদব-কায়দাই নাই, আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁহাদের লেখকেরা শত সহস্র পুস্ত কে লিখিতেছেন যে, "মুসলমানেরা অসভ্য, অর্ধ সভ্য ছিল, ভারতে আসিয়া হিন্দুদের নিকট সভ্যতা শিখিয়াছে।" আর এই সমস্ত পুস্তক আমাদের সন্তানেরা পাঠ করিতেছে এবং বিশ্বাস করিতেছে। বিরাট সমাজে এই মহা সর্বনাশকর স্রোত রোধ করার জন্য কাহারও কণ্ঠে কোনও চিৎকার শ্রুত হইতেছে না। সমস্ত মুসলমান-গৌরবকে কুক্ষিগত করিয়া লইবার জন্য কিরূপ প্রবঞ্চনা ও বাগ্‌জাল বিস্তার করা হইতেছে, তাহার একটা সত্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

গৌড়ের অধিকাংশ মসজিদই এনামেল বা "মিনা" দ্বারা মণ্ডিত ছিল। মুসলমানেরাই যে এনামেলের আবিষ্কর্তা, হিন্দুর চক্ষে এ গৌরব অসহ্য। একজন তথাকথিত ঐতিহাসিক হিন্দু পণ্ডিত উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের এক মহতী সভায় এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি একখানি মিনামণ্ডিত ইষ্টক দেখাইয়া বলিলেন— "এনামেল বা মিনার কার্য যে মুসলমানেরা ভারতে প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। তাহার প্রমাণ এই ইষ্টকখণ্ড। ইহা মালদহের অমুক শেঠের পুকুরে পাওয়া গিয়াছে।" অমনি অসংখ্য হিন্দুশ্রোতা হাততালি দিয়া "হিয়ার, হিয়ার" (Hear, Hear) বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি ত যুক্তি ও প্রমাণ দেখিয়া আশ্চার্যান্বিত! দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম যে, ঐ ইষ্টকখণ্ড লোষ্ট্রের ন্যায় বোধ হইতেছে। সুতরাং উহা যে লোটন মসজিদ বা তাঁতি পাড়ার মসজিদের ইট, রাখালদের দ্বারা লোষ্ট্ররূপে পুকুরে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? আর ঐ পুকুর কি মুসলমান আগমনের পূর্বে খনিত? পুকুরের তলায় কত ইট

www.pathagar.org

পাওয়া গিয়াছে? আর সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে যে, "মিনা" যদি হিন্দুদিগের আবির্ভূত হইত, তবে তাহার সংস্কৃত নাম কি? বক্তার মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন যে, এ অধম সেখানে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, তিনি আর কোন উত্তর দিতে পারেন নাই।

পণ্ডিত রজনীকান্ত চন্দ্র,[১] গৌড়ের ইতিহাস লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। উহার পত্রে পত্রে মুসলিম-কলঙ্ক কাহিনী ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুরাজা কংসের মুসলমানদিগের প্রতি ভীষণ ও নৃশংস হত্যা ও অত্যাচার কাহিনী একেবারেই গোপন করা হইয়াছে। অথচ এই বইখানি জনৈক মুসলমান ভ্রাতা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়নগরী একদিন সুরম্য সৌধমালা, বিরাটাকার মসজিদসমূহ, অসংখ্য উদ্যান এবং বেশুমার তালাবের জন্য দিল্লীর গৌরব-স্পর্দ্ধিনী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা দুর্গ ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইহার বিরাট জামে মসজিদ (যাহাকে হিন্দুরা অনর্থক বারদুয়ারী নাম দিয়াছেন) দিল্লীর শাহজাহান নির্মিত মসজিদ অপেক্ষা কোন অংশেই ক্ষুদ্র নহে। আমরা স্বচক্ষে গৌড়ের বিশালায়তন এবং কীর্তিকলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সুতরাং গৌড়ের এই গৌরবের কিয়দংশ চুরি-চামারী বা যেমন করিয়া হউক, হিন্দুর প্রাপ্য কহিতেই হইবে। সুতরাং চন্দ্র মহাশয় আর কিছু লিখিতে না পারিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে লিখিয়াছেন যে, "আরবদেশ মরুভূমিতে পূর্ণ; সেখানে দীঘি-পুস্করিণী নাই। সুতরাং মুসলমানেরা তাহার আবশ্যকতা বোধ করিতেন না। অতএব গৌড়ের সমস্ত দীঘি-পুস্করিণী মুসলমানদের নহে, হিন্দুদের খনিত।" বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা, এমন চমৎকার যুক্তি আর কখনও শুনিয়াছেন কি?

ডন পাস্‌ক্যল, লেনপুল, ডোজী প্রভৃতি খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আরবেরা মরুবাসী ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা উদ্যান, দীঘি, পুকুর এবং নহর ও উৎসের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্যই ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার সমস্ত আরব রাজধানী ও আরব নগরে উদ্যান, তালাব ও নহরের প্রাচুর্য্য দেখা যাইত। আর সাধারণ জ্ঞানে একজন আহ্‌মকও বুঝিতে পারে যে, যাহার যে বিষয়ে অভাব থাকে সে সেই অভাব পূরণের দিকেই বেশী দৃষ্টি করে। অথচ চন্দ্র মহাশয়ের বুদ্ধি ইহার বিপরীত। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গৌড়ের সুলতানদিগের মধ্যে কেহ আরব হইতে আসেন নাই। সুলতান ও আমীরগণ সকলেই ভারতবর্ষীয় ছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ আফগানিস্তান এবং তুর্কীস্তানের শ্যামল উপত্যকা ও পর্বত পরিপূর্ণ সুজলা সুফলা দেশ হইতেই

---

১. প্রকৃত নাম রজনীকান্ত চক্রবর্তী— সম্পাদক।

www.pathagar.org

আসিয়াছিলেন; আরবের মরুভূমির সহিত তাঁহাদের সংশ্রব ত কিছুই ছিল না। এমন অবস্থায় আরবের মরুভূমির কথা উল্লেখ করা নিতান্তই গাঁজাখুরী নহে কি? তারপর আরবের সর্বত্রই যে মরুভূমি ইহাই বা কে বলিল? আরবের ইরাক, ইয়েমেন ও তায়েফের ন্যায় এমন শস্যশ্যামলা, পুষ্পকুন্তলা, সুজলা-সুফলা ভূমি আর কয়টি আছে? দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার ইয়েমেনের অত্যুৎকৃষ্ট জলবায়ু, চিত্তবিনোদক প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং প্রচুর ফল-শস্যের জন্যই তাঁহার দিগন্তবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী ইয়েমেনেই স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অকালমৃত্যু তাহাকে এই বাসনা পূর্ণ করিতে দেয় নাই। সুতরাং পাঠক পাঠিকা, দেখিতেছেন, চন্দ্র মহাশয়ের যুক্তির সারবত্তা কয় ক্রান্তি, কয় ধুল? এই শ্রেণীর যুক্তি কেবল যে চন্দ্র মহাশয়ই প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কেহ মনে করিবেন না। মুসলিম গৌরব, মুসলমান-মহিমা এবং মুসলিম বীর্য-শৌর্যে ধূলি নিক্ষেপের জন্য, একমাত্র পারসী ভাষাভিজ্ঞ বাবু যদুনাথ সরকার ব্যতীত আর সকল লেখক, ঐতিহাসিক (?) ও আলোচনাকারীদিগের যুক্তিতর্ক এবং গবেষণা চন্দ্র মহাশয়ের পদানুসারী। অথচ এই সমস্ত লেখকগণ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার নিকট ঐতিহাসিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন। আর এই সমস্ত অস্পৃশ্য পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের বালক ও যুবকগণ "সর্বনাশের পথে" যাইতেছে। অথচ ৩/৪ জন লেখক উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই এই সমস্ত ঐতিহাসিক পণ্ডিতদিগের মিথ্যাবাদিতার কাচের কেল্লা সত্যের দুই এক কষাঘাতে একেবারে চুরমার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়! আমাদের লেখকগণ ও গোটা সমাজটাই এখনও যে খাব গাফলতের কবরে শায়িত রহিয়াছে!!

আরও দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। পাণ্ডুয়ার মহামতি সেকেন্দার শাহ নির্ম্মিত জগদ্বিখ্যাত আদিনা মসজিদ অতি বিরাট ও বিশাল। প্রাঙ্গণ শুদ্ধ ইহার ভিতরে অর্ধলক্ষ লোক নামাজ পড়িতে পারে। শাহী আমলে প্রবাদ ছিল—

"আগে দেখ আদিনা
পরে যাও মদিনা।"

আদিনার ন্যায় বিরাট ৩৬০ গম্বুজ বিশিষ্ট মহাগ্রন্থ কোরআনের সমস্ত রচনাবলী উৎকীর্ণ বিরাট মসজিদ পৃথিবীতে আর মাত্র দুইটি প্রস্তুত হইয়াছিল। একটি কর্ডোভার জামে মসজিদ, ইহা খলিফা আবদুর রহমানের দ্বারা নির্ম্মিত এবং ক্রমাগত যাবতীয় সুলতান এবং আমীরদিগের দ্বারা সজ্জিত ও বর্ধিত হয়; অপরটি দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের দ্বারা নির্ম্মিত সমরকন্দের জামে মসজিদ। কর্ডোভার মসজিদ এক্ষণে খৃস্টানদিগের গির্জায় পরিণত। আর সমরকন্দের

www.pathagar.org

মসজিদে আজও জুমা-জামাত হয়। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্যশালী এই বিরাটকায় মসজিদের অধিকাংশই ১৮৭৬ খৃঃ রুশ সেনাপতি জেনারেল স্কোবেলাফ্ কর্তৃক কামানের গোলায় ভগ্ন ও বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। কনস্টান্টিনোপলের মহা মসজিদ "জামে-আয়া-ছোফিয়া"ও আদিনার নিকট দাঁড়াইবার উপযুক্ত নহে। আমি জামে-আয়া-ছোফিয়া দেখিয়া আনন্দিত ও পুলকিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আদিনা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। আদিনা যদি আজ অক্ষুণ্ন কলেবরে বজায় থাকিত তবে পৃথিবীর চারিকোণ হইতে দলে দলে লোক ইহার সোপান তলে সমাগত হইত। তাজমহল ভাস্কর্যের সুন্দর কীর্তি; কিন্তু আদিনা, ভাস্কর্যের বিপুল ও বিরাট কীর্তি। কিন্তু হায়! বাঙ্গালার কয়টি নব্যশিক্ষিত মুসলিম যুবক আদিনার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছেন? মুসলমান যুবকেরা দেখেন নাই; কিন্তু হিন্দুরা দেখিতেছেন। এই মহাকীর্তি যে দেশের মাটিতে এখনও দাঁড়াইয়া আছে, সে দেশের মুসলমানেরা ইহার সন্ধান পাইলে আত্মগৌরব দৃপ্ত হইয়া উঠিবে। তাই হিন্দু লেখকগণ লেখনী ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে আদিনাকে হিন্দুর মন্দির বলিয়া অভিহিত করিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন। আদিনার বহিঃপ্রাচীরের পাদমূলে কতিপয় হিন্দু দেবতার মূর্তি আছে। মূর্তিগুলির অকিঞ্চনতা এবং জড়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া সাধারণ হিন্দুদিগের মূর্তির ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধীয় ধারণা দূর করিবার জন্যই প্রাচীরের পাদমূলে হীনস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। একটি গণেশ মূর্তি বিশিষ্ট দ্বারের চৌকাঠের উপরের খণ্ড মহিলাদিগের উপরের তলায় উপাসনা মঞ্চে প্রবেশ দ্বারের উপরে লাগান আছে। মূর্তিটি নাক, কান কাটা। রাজ অন্তঃপুরে এবং আমীরদিগের গৃহে ইসলামে নবদীক্ষিতা অনেক হিন্দু মহিলা ছিলেন। কারণ তৎকালে উচ্চশ্রেণীর জমিদার ও করদ-রাজগণ সুন্দরী কন্যা বাদশাহ্ ও আমীরদিগকে উপহার স্বরূপ দান করিতেন। মোহনলাল এইরূপে মহামতি সিরাজ উদ্দৌলাকে নিজের ভগ্নী ফৈজীকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বীরপুরুষ ও রাজদিগকে কন্যাদান করা ভারতের অতীব প্রাচীন প্রথা; মহাভারতেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গণেশ হিন্দুদিগের নিত্য নমস্য দেবতা, গণেশ সর্বসিদ্ধিদাতা। অন্য দেবতার আগে গণেশের পূজা করিতে হয়। সুতরাং গণেশের প্রভাব ও গণেশের প্রতি ভক্তি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের মনে অপরিসীম। ইসলামে নবদীক্ষিতা হিন্দুবংশজাত মহিলাদিগের মন হইতে গণেশের প্রতি এই অহেতুক ভক্তি ও শ্রদ্ধা দূর করিবার জন্য দরজার উপরে নাক, কান কাটা গণেশমূর্তি রক্ষিত হইয়াছিল। আশ্চর্য ব্যাপার! এই মূর্তির যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আদিনা মসজিদকে হিন্দুর মন্দিররূপে প্রমাণ করিবার জন্য

www.pathagar.org

অক্ষয় বাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ তাজমহলও হিন্দু কারিগরদিগের মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া ঘোষণা ও দাবী করিবার চেষ্টা হইতেছে। ৩/৪ বৎসর পূর্বে জনৈক হিন্দু লেখক এ বিষয়ে খুব জোরেশোরে "প্রবাসী" পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অবশ্য এ অধম তাহার প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আশা করি, "মোহাম্মদীর" পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। ফলতঃ বাঙ্গালী হিন্দুদিগের সহস্র লেখনী এরূপভাবে রচনা জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, তাহার ফলে মুসলিম-ভারতের আকাশস্পর্শী মিনার, মসজিদ, রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কোনও কোনও হিন্দু লেখক এইরূপে দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত কুতুব মিনারকেও পৃথ্বিরাজ কন্যার সূর্য দর্শনের স্তম্ভ বলিয়া রটনা করিতে কালি-কলমের ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু উক্ত মিনার যে সুলতান কুতুবউদ্দীন কর্ত্তৃক ভারত-বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নির্ম্মিত "কুওত-অল-ইসলাম" মসজিদের মিনারযুগলের অন্যতম, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছি। উহার সঙ্গে উত্তরদিকস্থ মিনারটি প্রায় একতলা পর্যন্ত গ্রথিত হইয়াছিল। কুতুবউদ্দীন এই মসজিদ ও মিনার সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবার পূর্বেই পরলোকগমন করেন। আজও উহা সেইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পতিত রহিয়াছে। এইরূপে আরও ভাস্কর্য-গৌরবের বহু মুসলিম-কীর্তিকে হিন্দু লেখকগণ কল্পনাবলে নিতান্ত অন্যায়ভাবে আপনাদের কুক্ষিগত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মুসলমান পক্ষ হইতে কিছু মাত্র বাধা না পাওয়ায় প্রতিবাদ না হওয়ায় তাঁহাদের দুঃসাহস ও স্পর্ধা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অন্যদিকে 'পার্বত্য মুষিক" শিরাজী এবং রাণা প্রতাপ সিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা কংস, রঘু ডাকাত, তাঁতিয়া ভীল, সুরেশ বিশ্বাস এমন কি হারু নাপিত ও রমা কৈবর্তের পর্যন্ত জীবনী বাহির হইতেছে। সেই সমস্ত জীবনীর পাতায় পাতায় হিন্দু গৌরব, হিন্দু বীর্য-শৌর্যের কাহিনী বেশ করিয়া কল্পনার আঁচে ফুটাইয়া তোলা হইতেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের কাপুরুষতা, অকর্মণ্যতা এবং হীনতার চিত্র যতদূর সম্ভব জাঁকাল করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। ইহার ফলে হিন্দুজাতীয় বালকদের মনে ক্রমশঃ তেজঃ; সাহস এবং উচ্চকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে, আর মুসলমান বালকদের মন নীচতা ও হীনতার অবসাদে দমিয়া যাইতেছে।

আমাদের ছেলেদের হাতে দিবার জন্য এ পর্যন্ত কয়খানি মহাপুরুষ-জীবনী আমরা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি? বগুড়ার গৌরব স্তম্ভ, অকৃত্রিম সমাজহিতৈষী সুলেখক মৌলভী হামিদ আলী মরহুম সাহেব এ বিষয়ে "মোহসেন চরিত" এবং

www.pathagar.org

"মুসলিম কর্মবীর চরিতমালা" প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই পুস্তক দুইখানির নূতন সংস্করণ বাহির করিবার লোকও বগুড়ায় নাই। বগুড়ার মুসলমানেরা সেই মহাপ্রাণ পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষার পর্যন্ত চেষ্টা করেন নাই। এমন সমাজ যদি দিন দিন "গোল্লায়" না যায়, তবে আর কে যাইবে?

হিন্দুরা শিবাজীর ন্যায় দস্যুপতি মারাঠির সম্বন্ধে গণ্ডায় গণ্ডায় বহি লিখিয়া এবং চিত্র বাহির করিয়া হিন্দু বালকদিগের প্রাণে বীরত্ব ও সাহস সঞ্চারের জন্য কি বিপুল চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! এই বাঙ্গালাদেশে কত মুসলমান বীরের জন্ম হইয়াছিল, মুসলমান সমাজ তাহার সংবাদও রাখেন না। উত্তরবঙ্গ বিজয়ী মহাবীর গাজী ইসমাইল, ত্রিপুরা বিজয়ী শমশের গাজী, নোয়াখালী ও বাখরগঞ্জ বিজয়ী কালুগাজী, হুগলী-পাণ্ডুয়া বিজয়ী শাহ্ সুলতান, শাহ্জাদপুর ও পাবনা বিজয়ী শাহ্ মখদুম ইয়েমেনী, বগুড়া বিজয়ী শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার, শ্রীহট্ট বিজয়ী শাহ্ জালাল, ত্রিহুত বিজয়ী নছরত শাহ্, চট্টগ্রাম বিজয়ী গাজী ইসলাম খাঁ ও পরাগল খাঁ, কামরূপ বিজয়ী হোসেন শাহ্, আসাম বিজয়ী মীরজুমলা, বিক্রমপুর তথা সমতট বিজয়ী বাবা আদম প্রভৃতি বীরপুরুষ গাজী, দরবেশ ও শহীদদিগের কয়খানি জীবন-চরিত রচিত হইয়াছে? আমাদের সন্তানদের মধ্যে কয়জনই বা এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদিগের নাম ও কীর্তিকলাপ অবগত আছে? আর আমরাই বা কয়জন স্বজাতি ও স্বদেশের ইতিবৃত্ত লইয়া আলোচনা করিয়া থাকি? আমরা যদি বাঙ্গালার অতীত গৌরবের কাহিনী এবং স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় কর্মী ও বীরপুরুষদিগের জীবনের গৌরবজনক ঘটনার গল্প ও আলোচনা করিতাম, তাহা হইলে আজ এই ভীষণ আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও জাতীয় জীবনের ভাবি কল্যাণ ও মঙ্গলের সহস্র বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখিতে পাইতাম।

প্রাতঃস্মরণীয় কাজী সিরাজউদ্দীনের ন্যায় এমন নির্ভীক এবং কঠোর ন্যায়বিচারক যে বাঙ্গালার বিচারকদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন হায়! আজ সেই বাঙ্গালার মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলি কথায় কথায় সেই কাজীর বিচারকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না! আর সর্বাপেক্ষা গভীর দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই উপহাস ও বিদ্রূপের বাক্যবাণে আমাদের মর্মের আত্মগৌরবের ভাবটি কিছুমাত্র বিদ্ধ হয় না। আর সুলতান গিয়াসউদ্দিনের ন্যায় এমন ন্যায়পরায়ণ নরপতিই বা পৃথিবীতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? পৃথিবীর আর কোনও দেশে শায়েস্তা খাঁর ন্যায় শাসনকর্তা আর একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি? যিনি খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্য সম্পাদনের জন্য ভবিষ্যৎ শাসনকর্তাদের কর্তব্যবোধকে উদ্বুদ্ধকরণার্থ এমন তোরণ নির্ম্মাণ

www.pathagar.org

করিয়াছেন। প্রায় আড়াইশত বৎসর গত হইতে চলিল, কিন্তু হায়! আজও সে দ্বার কাহারও খুলিবার মুরোদ হইল না।* প্রজা হিতৈষণার ইহা অপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কিছু আছে কি? শায়েস্তা খাঁর এই ক্ষুদ্র তোরণের নিকট পৃথিবীর যাবতীয় কীর্তি হীন ও নগণ্য। কিন্তু হায়! আমরা সে গৌরব কতটা অনুভব করি? আমরা যদি মানুষ হইতাম, তাহা হইলে এই নিরন্ন ও নিত্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে শায়েস্তা খাঁর জন্মোৎসব সম্পন্ন হইত। শায়েস্তা খাঁ যদি হিন্দু হইতেন, তাহা হইলে হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে আজ তাঁহার পূজা হইত।

ব্যভিচার দোষের জন্য একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিতে যে মহামতি নবাব মোরশেদ কুলি খাঁ কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না, তাঁহার এই পুণ্য-কথা আমরা কয়জন মনে করিয়া থাকি? মহাবীর আলীবর্দী খাঁ যেরূপ অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্জয় বিক্রমে, অক্লান্ত পরিশ্রমে বিধাতার অভিসম্পাত স্বরূপ, বিপুল মহারাষ্ট্র দস্যুদিগের করাল কবল হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিয়া ছিলেন, তাহা লইয়া আমরা কতটুকু আলোচনা করিয়া থাকি। পাষণ্ড রাজা কংসের অত্যাচার হইতে স্বজাতিকে রক্ষা করার জন্য, যে মহাতপাঃ দরবেশ শেখ নূর কুতুবুল আলম নিজ পুত্রকেও আধ্যাত্মিকভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, সে আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগের কথা আমরা কখনও আলোচনা করি কি? বাঙ্গালার যে দ্বাদশ ভৌমিকের স্বাধীনতা ও প্রতাপের কথায় বাঙ্গালার ইতিহাসের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই দ্বাদশ ভৌমিক বা বার ভূঞার মধ্যে তিনজন মাত্র হিন্দু এবং নয়জন মুসলমান ছিলেন। হিন্দুরা তাহাদের এই তিন ভৌমিকের সম্বন্ধে কতই না কবিতা, গাঁথা, জীবনী, উপন্যাস ও গল্প লিখিয়াছেন, আর ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে। কিন্তু হায়! আমাদের নয়জন মুসলমান ভূঞার স্বাধীনতা ও অদ্ভুত কীর্তিকলাপের বিষয় আমাদের সন্তানদিগকে অবগত করাইবার জন্য, একটি অক্ষরও রচিত হইয়াছে কি?

বাঙ্গালী মুসলমানের অতীত গৌরবের কথা কত বলিব? বার ভূঞার দলপতি ঈসা খাঁ মসনদ আলী প্রবলপ্রতাপ সেনাপতি মানসিংহের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধের সময় মানসিংহের তরবারী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় মানসিংহ প্রাণভয়ে আকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু মহাবীর ঈসা খাঁ স্বকীয় অলোকসামান্য মহানুভবতা প্রভাবে নিজের উৎকৃষ্ট তরবারী মানসিংহকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন। জিজ্ঞাসা

---

* নবাব শুজাউদ্দিনের আমলে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হওয়ায় ঢাকার শাসনকর্তা যশোবন্ত রায় কর্তৃক এই তোরণ একবার মাত্র উন্মুক্ত করা হইয়াছিল। ইংরাজ-রাজত্বে ইহা একবারও উদঘাটিত হয় নাই। এই এক তোরণই ইংরাজ রাজত্বের সমস্ত গৌরবকে মসীমলিন করিয়া দিয়াছে। —লেখক

www.pathagar.org

করি, পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ অসামান্য মহানুভবতার দৃষ্টান্ত আর কয়টি আছে? হায়! পৃথিবীর কোন্ বিজয়ী জাতি, বিজিত ও বিধর্মীকে এত অধিক জায়গীর, জমিদারী ও উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন? বিজিত হিন্দুর চৌধুরী, মুস্তফী, বখশী, মজুমদার, রায়, খাঁ, সরকার, খাস্তগীর, মহলানবিস প্রভৃতি অসংখ্য গৌরবসূচক উপাধিতে মুসলমানের বদান্যতার ও উদারতার স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই কি প্রদর্শিত হইতেছে না? হায়! তথাপি তাঁহারা হিন্দুভায়াদের কর্তৃক অত্যাচারী, অবিচারী, ম্লেচ্ছ ও যবন বলিয়া অভিহিত! ইহা তাঁহাদের ঘোরতর বিদ্বেষ ও কৃতঘ্নতা নহে কি? হায় অধঃপতন! তুমি কি এমন করিয়াই আত্মবিস্মৃত জাতির অতীত গৌরবের আলোকচ্ছটাকেও কালিমাময় ও কলঙ্কিত করিয়া তোল? হায়! আত্মবিস্মৃতি! তুমি কেমন করিয়া সিংহকে শৃগাল, বীরপুরুষকে ভীরু, মহিমান্বিতকে কলঙ্কিত, তেজদৃপ্তকে মলিন, অগ্নিকে ভস্ম, সমুদ্রকে গোষ্পদ এবং পর্বতকে বল্মীকস্তুপে পরিণত কর, বাঙ্গালার মুসলমানই তাহার চরম দৃষ্টান্ত। যে বাঙ্গালার ঢাকা, সপ্তগ্রাম, গৌড়, পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা, দেবকোট (ঘোড়াঘাট) মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, সোনার গাঁ প্রভৃতি বিপুল কীর্তিশালিনী মহানগরীসমূহের অসংখ্য মসজিদ, মিনার, প্রাসাদ, দুর্গ, বিদ্যালয়, পান্থশালা এবং দীঘি-পুস্করিণী মুসলিম গৌরবের অনন্ত কাহিনী আজিও ঘোষণা করিতেছে, হায়! সে দেশের বিরাট সমাজদেহের ভিতরে একটি আত্মাও কি জাতীয়তার মহিমাময়ী স্মৃতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতেছে? হায় বাঙ্গালা! হায় মুসলমান! তোমার গাঁথা গাহিবার জন্য একটি হৃদয়তন্ত্রীও কি বাজিয়া উঠিবে না?

মুসলমান যদিও দেশকালপাত্রে আবদ্ধ নহে, তথাপি "আগে ঘরের কথা, পরে পরের কথা" (Charity begins at Home) এই নীতি অনুসারে প্রথমে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় মহাজনদিগের জীবনকাহিনী এবং কীর্তিকলাপের গৌরবগাঁথার পুলকপ্রদ স্পর্শে ভাবী আশার স্থল সন্তানদিগের কোমল হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতে হইবে। অতীত গৌরব ও মহত্ত্বের স্মৃতিরূপ শরণির সাহায্যেই ভবিষ্যৎ আলোকরাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতে হইবে।

আজকাল হিন্দু লেখকদিগের চেষ্টায় বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জেলার ইতিহাস বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। যেগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা সমস্তই পাঠ করিয়াছি। তাহাতে মুসলমানের কথা যতটা থাকা উচিত ছিল, তাহার কিছুই নাই, আর থাকিতেও পারে না। বিজিত জাতি বিজয়ী জাতির ইতিহাস ও গৌরবগাঁথা কখনও প্রাণ খুলিয়া লিখিতে পারে না। তাহাতে যে তাহার প্রাণে আঘাত লাগে। বিশেষতঃ শৃগালের হস্তে সিংহের চিত্র অঙ্কিত করিতে দিলে সে সিংহ শৃগালের তুলিকায়ই চিত্রিত হইবে। এ জন্য বঙ্গীয় মুসলমানদিগের একটি

www.pathagar.org

সাহিত্য-সভা ও কতিপয় উপযুক্ত লাইব্রেরী বা কুতুবখানা গঠিত হওয়া আবশ্যক। আর সেই সাহিত্য-সভা হইতে একটি ঐতিহাসিক মণ্ডলী নির্বাচন করিয়া সকলের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গদেশের মুসলমানদের বহুখণ্ড বিশিষ্ট একখানি বিরাট ইতিহাস লিখিত হইবে। প্রত্যেক জেলা, পরগণা, মহকুমা ও প্রাচীন পল্লী হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই মালমশলার সহিত সিয়ের-উল-মুত আখখেরিন", "রিয়াজ উছ-ছালাতিন", "ফেরেস্তা", "আইন-ই-আকবরী", "খোরশেদ-ই-জাঁহানামা",* "তাবকাত-ই-আকবরী", "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী", "তবকাতে নাসিরী" এবং "তারিখে-বাঙ্গালা" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইষ্টকাদি পাইয়া বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য এক বিরাট ও মনোহর ইতিহাসের তাজমহল গড়িতে হইবে। সেই ইতিহাসের তাজমহলই বঙ্গীয় মুসলমান সন্তানদের মনে আত্মগৌরব ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব প্রাণের ভিতরে জাগাইয়া তুলিবে।

নিজের সুবৃহৎ প্রাসাদ ও উদ্যানের খবর নিজে না লইলে, নিজে না দেখিলে, অন্যের দ্বারা কখনও সম্যক পর্যবেক্ষিত হইতে পারে না। তেমনি নিজের ইতিহাস অন্যের হাতে সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে কখনও গঠিত হইতে পারে না। এই জন্যই কি হিন্দু, কি ইংরাজ, সকলের লিখিত ইতিহাসেই রাশি রাশি ভুল দৃষ্ট হয়। সমস্ত ভুল দেখাইতে হইলে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। আমরা একটি গুরুতর ও অতি প্রকাণ্ড ভুলের দৃষ্টান্তমাত্র এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করিতেছি। ভারতের যাবতীয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইতিহাসে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্রাটগণকে পাঠান ও মোগল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবি-- পক্ষে ভারতের সম্রাটগণ কেহই পাঠান ছিলেন না। সকলেই মোগল। ভারতের প্রথম সম্রাট কুতুব উদ্দিন আইবেক তুর্কী ছিলেন। এইরূপ বিখ্যাত গজনীবংশের প্রতিষ্ঠাতা আলপ্তগীনও তুর্কী ছিলেন। লোদী, খিলিজী ও শূর উপাধিধারী ভারতীয় বাদশাহগণও মূলতঃ তুর্কী অর্থাৎ মোগল ছিলেন। আলপ্তগীনের সময় হইতে দলে দলে তুর্কী আসিয়া আফগানিস্তানে প্রবেশ করিতে থাকে। আফগানিস্তানের মূল

---

* 'খোরশেদ-ই-জাঁহানামা" আধুনিক অধঃপতিত মোছলমান জাতির এক গৌরব স্তম্ভ। রেয়াজ উছ-ছালাতিনের পরে এরূপ ইতিহাস আর বঙ্গীয় মুসলমানের লেখনী হইতে প্রসূত হয় নাই। ইহা সমস্ত পৃথিবীর বিরাট ইতিহাস। ইহাতে ৪৯২ পৃষ্ঠা পরিমিত ev½vjvর ইতিহাস আছে। এই অংশে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার এমন অনেক কথা আছে যাহা আর কোন ইতিহাসে নাই। মৌলভী সৈয়দ এলাহী বখ্‌শ আল্‌ হোসেনী তাঁহার জীবনব্যাপি চেষ্টায় এই মূল্যবান কেতাবখানি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা আজও মুদ্রিত হয় নাই। মালদহের উকিল মৌলবী আবদুল আজিজ খাঁ সাহেবের নিকট ইহা রক্ষিত আছে। আমরা আশা করি, এই মূল্যবান পুস্তকখানি মুদ্রিত কিম্বা তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য মালদহের শিক্ষাসমিতি চেষ্টিত হইবেন।

www.pathagar.org

অধিবাসীদিগের যথার্থ উপাধি আফগান। তুর্কী অধিবাসীরও উপাধি খান বেগ। তুর্কীগণ প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত— সেলজুক ও চাগ্‌তাই।

সেলজুকদিগের উপাধি সাধারণতঃ বেগ। আর চাগ্‌তাইদিগের উপাধিও খান। আফগানিস্তনের আদিম অধিবাসী আফগানগণ ইহুদী বা ইস্রায়েল বংশীয়। আসিরিয়ার পরাক্রান্ত রাজা নেবুকাদনাজার (বখ্‌ত নাছার) জেরুজালেম দখল করিয়া ৭০ হাজার ইহুদীকে আফগানিস্তানে নির্ব্বাসিত এবং বলপূর্বক তাহাদিগকে জরথ্রুস্তের ধর্মে অর্থাৎ অগ্নিপূজায় দীক্ষিত করেন। ইহারাই হইতেছে যথার্থ পাঠান। ফারসী "আফগান" শব্দ পশ্‌তু ভাষায় "পাঠান" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই পাঠানদিগের আকৃতি গঠন আজও ইহুদিদিগের সহিত অভিন্ন।

আর যাহাদিগকে মোগল বলা হয়, তাহারা "চাগ্‌তাই" বংশজ বিশুদ্ধ তুর্কী। বর্তমান ওসমানলী তুর্কীরাও (Ottoman Turks) এই "চাগ্‌তাই" বংশজ। তুর্কীদিগের আদিম বাসস্থান তুর্কীস্তান। তথা হইতে দিগ্বিজয় ও রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ভারত, আফগানিস্তান, পারস্য ও তুরস্কে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তুর্কীভাষায় ইহাদিগের খাস নাম "তুরুক"। আর ইহাদিগের কথিত ভাষার নাম "তুরুকচা"। ইহাদের প্রাচীন ভাষার নামও ইহাদের নাম অনুসারে "চাখ্‌তাই" ছিল। তাহার অক্ষরও ভিন্ন ছিল। বর্তমানে ইহা আরবীয় অক্ষরে লিখিত হয়। তুর্কীরা ককেশিয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের গঠন সুন্দর, সুশ্রী ও বলিষ্ঠ; নাসিকা উন্নত। তুর্কীরা শ্মশ্রুবহুল এবং রক্তাভ শ্বেতবর্ণ; চক্ষু দীর্ঘাকৃতি এবং বিস্ফারিত। প্রাচীন পারস্য সাহিত্যে এবং শাহনামায় ইহারা 'তুরানী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারত এবং রঘুবংশেও ইহারা "তুরানী" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহারা দীর্ঘকাল হইতেই সভ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন পারস্যের সহিত প্রাচীন তুরান বহু শতাব্দী পর্যন্ত নানা বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। আসল কথা, ভারতীয় মুসলিম সম্রাটগণ সকলেই তুর্কী অর্থাৎ মোগল। পাঠান কেহই নহেন। অথচ তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ খামাখা তাঁহাদের এক দলকে পাঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অথচ এই বিষম ভুল শিশুকাল হইতেই আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা শিখিয়া আসিতেছে। এই জন্যই আবার বলিতেছি, আমাদের নিজের ঘরের খবর নিজে না লইলে কিছুতেই কল্যাণ নাই।

বি. দ্র. এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মুসলমানদিগকে তাহাদের জাতীয় ইতিহাস আলোচনার দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। প্রতিবেশী হিন্দুজাতির প্রতি আক্রমণ করা লেখকের আদৌ অভিপ্রেত নহে। যখন হিন্দু-মুসলমানের একতা-সম্প্রীতির কথা উভয় জাতির গড়া সমাজে নিতান্তই আপত্তিজনক বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল; প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের যুগে হিন্দুদের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ

www.pathagar.org

হওয়ার পক্ষপাতী মুসলমানদিগকে গোঁড়া মুসলমানগণ কাফের ও হিন্দুর ফেনচাটা উপাধিতে ভূষিত করিতেন। অধম লেখক ও "ছোলতানে"র অন্যতম পরিচালক বন্ধুবর মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব আমরা সে যুগ হইতে হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্প্রীতির পরম ভক্ত ও অনুরক্ত এবং বাঙ্গালার বিশাল মুসলমান জনসমাজের মতের বিরুদ্ধে আমরা স্বদেশী আন্দোলনের অনুকূলে এবং রাজনীতিক আন্দোলনে ও কংগ্রেসক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার নীতি বরাবরই সমর্থন ও কার্যতঃ আমল করিয়া আসিতেছি। হিন্দু-মুসলমানের কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, আমরা ইহা আদৌ অনুমোদন করি না। তবে ইহাও সত্য যে, আমরা হিন্দু-মুসলমানে কেবল মৌখিক সখ্যতার পক্ষপাতী নহি। অনেক লোক আছেন মনে গরল, মুখে মধু এই নীতির অনুসরণে সভা-সমিতিতে ও খবরের কাগজে গলাবাজী এবং লেখনী সঞ্চালন-কালীন একতার দোহাই দিয়া থাকেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সমস্ত বিপরীত কাজ করেন। কিন্তু আমরা ঐরূপ কৃত্রিম বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সমর্থন করি না। উভয় জাতির অন্তর পরিষ্কার করিতে হইলে ভিতরের গরল বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে, অন্তর পরিষ্কার করিতে হইবে। এক জাতির অন্তরে অন্য জাতির পক্ষে যে সকল আঘাত লাগিয়াছে সে সকল ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলনের বিশেষ অন্তরায়ের মধ্যে হিন্দু রচিত মুসলমান-বিদ্বেষপূর্ণ ইতিহাস ও নভেল-নাটক অন্যতম। হিন্দু লেখকগণের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া তাহাদের মুসলিম বিদ্বেষজনিত দোষের অংশগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া না দিলে সে সকল সংশোধিত হওয়ার কোন উপায় নাই। মুখে সে সকল ধামাচাপা দিয়া রাখিলে চলিবে না। শরীরের বাগী-ফোঁড়া অস্ত্রাঘাতে কাটিয়া চিড়িয়া তাহার ভিতরের দূষিত রক্তপুঁজ বহির্গত করিয়া ফেলিতে না পারিলে দেহ সুস্থ হইবে না। এরূপে আলোচনা সমালোচনার তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাতে হিন্দু রচিত মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ এবং মুসলিম রচিত হিন্দু বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তকাদির আপত্তিজনক অংশগুলি সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। তবেই সেই খাঁটি একতা ও সম্প্রীতিজনিত বন্ধুত্বের ভিত্তির উপর স্বরাজ-প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারিবে। এই প্রবন্ধে স্থানে স্থানে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু লেখকগণের প্রতি যে কর্কশ ভাষা ও বিশেষণ প্রয়োজিত হইয়াছে, তজ্জন্য লেখক দুঃখিত। কিন্তু উপায়ন্তর ছিল না। সংশোধনের আশাতেই এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। আশা করি, একতাপ্রিয় হিন্দুভ্রাতৃগণ লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিবেন।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৪ই মাঘ, ১৩৩০ (১৬ জানুয়ারি, ১৯২৪)।

www.pathagar.org

স্বরাজ ও হিন্দু-মুসলমান

হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে একদল লোক আছে তাহারা ভারতের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ইহার আকাঙ্ক্ষী নহে। কারণ, তাহারা বর্তমানে যেরূপ সম্পদ ও সুযোগ ভোগ করিতেছে হয়ত স্বরাজ আমলে সেরূপ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না। তাহাদের সুখ সম্পদের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে এরূপ আশঙ্কায় তাহারা রাষ্ট্র পরিবর্তনের সমর্থন করে না। এরূপ সঙ্কীর্ণচেতা, স্বার্থপর, নীচাত্মা লোক চিরকালই দুনিয়াতে থাকে ও থাকিবে। তাহাদের জন্য দুনিয়ার কোন কাজ আটক হইয়া থাকে না। এই সকল দয়াপাত্র, স্বদেশদ্রোহী, সমাজবৈরীগণের কথা আলোচনার বহির্ভূত। দেশের অধিবাসীর মধ্যে আর একদল লোক আছে, তাহারাও স্বার্থান্বেষী। তাহারা মনে করে বর্তমানে তাহারা যতটা স্বার্থ ভোগের সুবিধা পাইতেছে হয়ত স্বরাজ-আমলে এতদপেক্ষা আরও অধিক সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং তাহারা স্বরাজ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য কতকটা চেষ্টাও করিয়া থাকে; কিন্তু সর্বদাই তাহারা দাঁড়িপাল্লা লইয়া লাভ-লোকসান ওজন করিয়া থাকে। যখন লাভের আশা অধিক দেখে তখন পূর্ণ উৎসাহে অগ্রসর হইতেও চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু যেই তৌলে ঘাটি হইবার বা লোকসানের সম্ভাবনা দেখে, তখন পশ্চাৎগামী হইতে– স্বরাজ সাধনার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে প্রস্তুত হয়। পরমুহূর্তে আবার যদি কেহ তাহাদিগকে স্বরাজের উপকারিতা বুঝাইয়া এবং লাভ-লোভের কথা দেখাইয়া দেয়, তখন পুনঃ স্বরাজ ও মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে চাহে। এরূপ দু'দেল-বান্দা ভারতবাসীর সংখ্যা কম নহে। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থালোচনায় চাকুরী ও অধিকারের পরিমাণ নির্ধারণকালে এ সকল স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বিচলিত ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে। একদিকে যেমন লাভ ও লোভ দেখিলে অগ্রসর হয়, অন্যদিকে চোট ও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখিলে তেমনই বা ততোধিক পশ্চাৎপদ ও বিরোধী হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর লোক দ্বারা যে ভারতের স্বরাজ্য রূপ দুর্লভ বস্তু লাভ ঘটিবে তাহার কোন আশা নাই।

www.pathagar.org

দেশে আর একদল দৃঢ়চিত্ত ত্যাগী লোক আছেন তাহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে মাতৃভূমির মহামুক্তি সাধন করিতেই হইবে, জন্মভূমির পায়ের শৃঙ্খল কাটিতেই হইবে। কাহারো পিতামাতা বা ভ্রাতা বন্দী হইলে তাহারা যেমন এই বিচার করে না যে আমার মাতা, পিতা ও ভ্রাতা মুক্তি লাভ করিলে তাহাতে আমার বেশী উপকার হইবে অথবা তাহাতে আমার অপর ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনের উপকার অধিক হইবে। এরূপে ভারত-মাতার বন্ধন ছেদিত হইলে তাহাতে আমার বেশী উপকার বা ক্ষতি হইবে কিম্বা আমার ভ্রাতা ও প্রতিবেশীর বেশী উপকার বা ক্ষতি হইবে। বস্তুতঃ প্রকৃত সাধক ও মাতৃভূমির সুসন্তান কখনও সে বিষয় লক্ষ্য করিবে না। তাহার উপকার হউক বা অনুপকার হউক সকল অবস্থাতেই সে তাহার জন্মভূমির মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। কোন প্রকার প্রলোভন বা ভীতি তাহাকে তাহার সাধনার পথ হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না। এই দলই হইতেছে প্রকৃত দেশমাতৃকার সেবক– দেশের সুসন্তান। এরূপ ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ সন্তানের দ্বারাই মাতৃভূমির বন্ধন ছেদিত হওয়ার আশা।

এখন ভারতে স্বরাজ-আমলে হিন্দু-মুসলমান কিরূপে ও কি পরিমাণে দেশের স্বার্থ ভোগ করিবে সে বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতেছে। একটি নিখিল-ভারত চুক্তিপত্র ও আর একটি বাঙ্গালার চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। বাঙ্গালার চুক্তিপত্রে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থের বিষয় একটু বিস্তৃত আলোচনা হওয়ায় এবং তাহাতে হিন্দুর একচেটিয়া অধিকারে সামান্য আঘাত লাগায় হিন্দু সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণ ইংরাজ আমলের প্রারম্ভ হইতে দেশগত স্বার্থের বিষয় কখনও চিন্তা করেন নাই– এমন কি তাহারা জায়গীর জমিদারী ও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষারও চেষ্টা করেন নাই। তাই বাঙ্গালার মুসলমানের প্রায় দশ আনা জমিদারী-তালুকদারী তাহাদের উদাসীনতা, নিশ্চেষ্টতা ও বিমুখ ভাব নিবন্ধন ক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া প্রতিবেশী হিন্দুগণের হস্তগত হইয়া গিয়াছে, চাকুরী-বাকুরীর ত কথাই নাই। প্রথমাবস্থায় মুসলমানগণ বিজয়ী কাফেরগণের প্রতি ঘৃণার বশীভূত হইয়া তাহাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করা নিতান্ত অপমানজনক মনে করিত বলিয়া ইংরাজ-শাসনে প্রত্যেক বিভাগ হইতে তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুগণ নিজেদের অংশ ও মুসলমানের অংশ, উভয় অংশ একচেটিয়াভাবে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। মুসলমানগণ ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া তাহাদের প্রাপ্ত অংশ লইতে ইচ্ছা করিলেও হিন্দুগণ পূর্ব হইতে সমস্ত বিভাগে জুড়িয়া বসিয়াছেন বলিয়া তাহাদের চেষ্টা কার্যকরী হইতে পারে নাই। এজন্য মুসলমানগণ বিশেষ দুঃখিতও নহে এবং প্রতিবেশী

www.pathagar.org

হিন্দুগণ যে ইংরাজ-আমলে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছে, তজ্জন্য তাহারা হিন্দুদিগকে অভিযুক্ত করিতেও অভিলাষী নহে।

কিন্তু স্বরাজ-আমলে যাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার, শাসন ও বিচার বিভাগে তাহাদের প্রাপ্য তাহারা পাইতে পারে তজ্জন্য বাঙ্গালার চুক্তিপত্রের দু'একটি ধারা নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু সমাজের মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা মনে করিতেছে, ইংরাজ-আমলে আমরা যেমন একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছি, স্বরাজ-আমলে যদি আমরা এরূপ অধিকার লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে স্বরাজ লইয়া আর আমাদের কাজ নাই। তাহারা চিরকাল স্কন্ধে ইংরাজের পাদুকা বহন করিয়া, চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে জড়ীভূত হইয়া থাকিতেও প্রস্তুত, কিন্তু যে সকল অধিকার তাহারা আজকাল ভোগ করিতেছে, তাহার এক কড়াক্রান্তিও প্রতিবেশী মুসলমানকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। যে সকল উদারচেতা হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত তাঁহারা সাধারণ হিন্দু সমাজের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। তাঁহারা মুসলমানগণের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করিয়া যেন একটা মহা অপরাধের কার্য করিয়াছেন। তাই তাহাদের প্রতি যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও ভর্ৎসনাজনিত ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। সাধারণ হিন্দুসমাজ মুসলমানদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করিয়া ন্যায় করিতেছে কিম্বা অন্যায় করিতেছে সে সম্বন্ধে আজ কিছুই বলিব না; বরং এই স্বার্থের ভাগ-বরাত লইয়া যাহাতে কেহ স্বরাজের কথা, জন্মভূমির মুক্তির কথা, মানবজাতির জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার কথা ভুলিয়া না যায়, সেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দু আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবে কিনা জানি না; কিন্তু মুসলমান সমাজকে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন ভাগ-বণ্টনে হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়া স্বরাজ সাধনায় এক পদও পিছাইয়া না যান। স্বরাজ-আমলে আমাদের পরিণাম যাহাই হউক না কেন, আমরা স্বদেশের মুক্তির বিষয়ে কখনও উদাসীন থাকিতে পারিব না, জন্মভূমির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য আমাদিগকে যত প্রকারের ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, যত প্রকারের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, যত প্রকারের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়, সে সকল লাঞ্ছনা ও অপমান অম্লানবদনে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আমরা ধর্মত জন্মভূমির মুক্তি কামনা করিতে বাধ্য। ভারতের সমুদয় হিন্দু সমাজ একমত হইয়াও যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, স্বরাজ-আমলে মুসলমানকে কোনরূপ স্বত্বাধিকার ভোগ করিতে দিবে না, তবুও মুসলমান স্বরাজের কল্পনা এবং তজ্জনিত চেষ্টা হইতে

www.pathagar.org

বিরত থাকিতে পারিবে না। হিন্দু সমাজ যদি স্বরাজ-কামনা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেও মুসলমান কোন অবস্থাতেই এই সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিবে না। মুসলমানকে একাকীই এই সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা চাকুরী বা স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক পদসমূহে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাইব কিনা, সেই সুদূর ভাবনার জন্য কিছুতেই সাধনার পথ হইতে বিরত থাকিতে পারিব না। স্বরাজ আমলে আমাদের ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন, আমাদিগকে এই সাধনার পথে অগ্রসর হইতেই হইবে। তবে আমরা ন্যায় ধর্মানুসারে আমাদের যাহা প্রাপ্য, সে প্রাপ্য লাভ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না, কিন্তু সে চেষ্টায় সফলতা লাভ করিতে পারিব কিনা, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া যে কোন মূল্যে আমাদিগকে মুক্তির পথে, কল্যাণের পথে, মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতেই হইবে।

ভারতবর্ষ হিন্দুর রাজ্য হইলেও তাহারা সহস্রাধিক বৎসর হইতে ভারতবর্ষকে পরহস্তে ন্যস্ত করিয়া থাকিতে থাকিতে স্বদেশকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং জন্মভূমির মায়া-মমতা অনেকটা তাহাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা পররাজ্য কিম্বা স্বরাজ্য, সে বিষয় তাহারা বড় একটা বিচার করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা উপস্থিত স্বার্থ লইয়াই চিন্তা-নিরত থাকে। কিন্তু মুসলমানগণের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দেশ মুসলমানের হাত হইতে ইংরাজ হস্তে গিয়াছে। মুসলমান নিজ বাদশাহী আমলের কথা ভুলিতে পারে নাই এবং পারিবে না; তাহাদিগকে চাকুরী প্রভৃতি কোন মোহ তাহাদের জন্মভূমির কথা ভুলাইতে পারিবে না। মুসলমানগণের পূর্বপুরুষগণের সম্পত্তি তাহাদিগকে পুনঃহস্তগত করিতেই হইবে। হিন্দু মনে করিতে পারে, ভারতবর্ষ পূর্বে মুসলমানের অধীন ছিল, এখন ভাগ্য-বিপর্যয়ে ইংরেজের অধীন হইয়াছে, তাহাদের সমদশায় পতিত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান তাহা ভাবিতে পারে না। হিন্দু ভাবিতে পারে, পররাজ্য পরের হাতে গিয়াছে তাহাতে আমাদের চক্ষুশূল হওয়ার কি আছে? কিন্তু মুসলমানের পক্ষে সেকথা খাটে না। তাহাদের স্বরাজ বিনষ্ট হওয়াতে তাহাদের প্রাণে যেরূপ আঘাত লাগিয়াছে, হিন্দুর প্রাণে সেরূপ গুরুতর আঘাত লাগিবার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব স্বরাজের দায়িত্ব যতটা মুসলমানের উপর, স্বরাজ সম্বন্ধে মুসলমানের কর্তব্য যতটা গুরুতর, হিন্দুর সেরূপ নহে। অতএব মুসলমানকে স্বরাজ সাধনায় হিন্দুর তুলনায় অধিক শক্তি ব্যয় করিতে হইবে, প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের চুক্তিপত্র লইয়া হিন্দু সমাজের পক্ষে প্রতিকূল আন্দোলন উপস্থিত হওয়ার অনেক দেশহিতৈষী মুসলমান স্বরাজের সংকল্প ত্যাগ

www.pathagar.org

করিতে, স্বরাজ-সাধনায় ক্ষান্ত দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা বলিব, ইহা তাঁহাদের দুর্বলতার পরিচায়ক।

ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল ভারতবাসী হিন্দুর উপকার হইতে পারে; কিন্তু মুসলমানের পক্ষে লাভ অসীম– অনন্ত। ভারতের মুক্তি দ্বারা যে কেবল ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসী মুসলমানের উপকার হইবে তাহা নহে, বরং সমগ্র মুসলিম-জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল মুসলমান রাজ্য এখন অমুসলমানের অধীনতাপাশে আবদ্ধ— সে সকল রাজ্যও ভারতের কল্যাণে মুক্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং হিন্দু অপেক্ষাও মুসলমানের লাভ ব্যাপক ও গুরুত্বব্যঞ্জক। পরাধীন হইয়া থাকাতে হিন্দু ধর্মমতে বিশেষ কোন বাধা বা বারণ আছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমান ধর্মতঃ পরাধীন থাকিতে পারে না। ইসলাম ও মুসলমান দুনিয়াতে জয়যুক্ত হইয়া, প্রবল ও প্রতাপান্বিত হইয়া থাকার জন্যই প্রেরিত। পরাধীন বা দুর্বল ও ক্ষমতাহীন হইয়া থাকা ইসলাম ধর্ম-বিধানের ঘোর প্রতিকূল। এমতাবস্থায় স্বরাজ সাধনাক্ষেত্রে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের কর্তব্য অধিক, দায়িত্ব বেশী।

অতএব হিন্দু মুসলমানের গো-কোরবাণীতে বাধা দেয়, মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়া যায়, অথবা তাহারা মুসলমানকে চাকুরীতে প্রবেশ করিতে দিতে নারাজ হয়, ব্যবস্থাপক সভা ও ডিষ্ট্রীক্ট এবং লোকালবোর্ড ইত্যাদিতে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে প্রস্তুত নহে বলিয়া মুসলমান কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িবে, অথবা স্বরাজ-অর্জনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বনীয় সে সকল ত্যাগ করিয়া হতাশ ও নিরাশ হইয়া গোলামীর তওক গর্দানে বহন করিবে, তাহার কোন কারণ নাই। হিন্দুর শত শত্রুতাতেও আমরা সাধনার পথ হইতে একবিন্দুও সরিয়া থাকিতে পারিব না। হিন্দু স্বরাজ প্রার্থী না হইলেও আমাদিগকে স্বরাজ-সাধনায় নিরত থাকিতে হইবে। হিন্দুর প্রতি রাগ করিয়া কেহ বুদ্ধিভ্রষ্ট না হন, নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা না করেন, ইহাই অনুরোধ।

স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না। আমাদের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া না দিয়া কেহ ষোল আনা ভোগ করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত।

ভারতের হিন্দুর সংখ্যা অধিক, তাহারা ধনেজনে ও শিক্ষায় প্রবল। এজন্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই। দুনিয়াতে সংখ্যাধিক্যে কখনও কিছুই হয় নাই। মুসলমানগণের উন্নতিযুগে, তাহাদের দিগ্বিজয় কালে তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত সামান্য এবং অর্থে-সামর্থে, অস্ত্রেশস্ত্রে নগণ্য হইয়াও সর্বদা প্রবল শত্রুবাহিনীকে

www.pathagar.org

পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে। মুহাম্মদ এব্‌নে কাসেম, সুলতান মাহমুদ গজনভী, সুলতান শেহাবদ্দীন ঘোরী সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া সিন্ধু দেশ ও ভারত জয় করিতে সমর্থ হন। সপ্তদশজন অশ্বারোহী মুসলমান বিশাল বাঙ্গালাদেশ জয় করিয়াছিলেন। তিন শত আরব সৈন্য এক সহস্র বিধর্মীকে বদর প্রান্তে পরাজিত করিয়াছিলেন, এরমুক ও কাদেসিয়া যুদ্ধে মুষ্টিমেয় মুসলমান প্রবল রোমান ও ইরানী সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য জাতির ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং স্বরাজ-আমলে ভারতের মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্পতা-নিবন্ধন হিন্দু-কর্তৃক নিষ্পেষিত হইবেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ নাই। বিদেশী জাতির বাধা অতিক্রান্ত হইলে, মুক্তির বাতাস একবার তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিলে জগতের কোন শক্তি তাহাদের গতিরোধ করিতে ও স্বার্থে বাধা দিতে পারিবে না। সুতরাং এখন হইতে হিন্দু সংখ্যাধিক্য ও তাহাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির জন্য ভীতিবিহ্বল হইবার কোনই কারণ নাই এবং ঐরূপ অলীক কারণে স্বরাজলাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকারও কোন কারণ নাই।

অতএব আমাদের অনুরোধ, বাঙ্গালাদেশে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট লইয়া যে অপ্রীতিকর আলোচনা চলিতেছে তজ্জন্য মুসলমানগণের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। মুসলমানদিগের পূর্ণ সাহস ও দৃঢ়তার সহিত স্বরাজ-সাধনায় অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা; ১৮ই মাঘ ১৩৩০ (১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪)।

www.pathagar.org

বেদনা

প্রতি প্রভাতের নবীন তপনের সোনার কিরণে সুপ্ত ধরণীর বুকে যেমন করিয়া নব-চৈতন্যের সাড়া পড়িয়া যায়, নব জীবনের জাগরণে দিকে দিকে যেমন কল-কল্লোল উত্থিত হয়, হে বিধাতঃ! আমার এই জন্মভূমি– এই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা কুসুম-কুন্তলা মাতৃভূমির পরাধীনতা ও গোলামীর সান্দ্রীভূত তিমিরপট বিদূরিত করিয়া তেমনিভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রীয়-জীবনের নব আনন্দ-কোলাহলের সূচনা কবে হইবে? কবে সেদিন আসিবে প্রভো! যে দিন দেশের সন্তানগণের ধমনীতে ধমনীতে স্বরাজের পুলক-তরঙ্গ নাচিয়া উঠিবে; বদনমণ্ডলে নব-মহিমার অরুণ-কিরণ ঝলসিয়া উঠিবে।

প্রভাতের বিহগকণ্ঠে যেমন করিয়া আনন্দ ও স্ফূর্তির কূজন ললিত-মধুরে বাজিয়া উঠে, আমাদের যুবকদিগের বুকের ভিতরে মর্মের বীণায় তেমনি করিয়া স্বরাজের নবীন উল্লাস-গীতি বাজিয়া উঠিবে।

জীবন-প্রভাতে যে আশা উন্মাদনা সারা জীবনকে আকুল, ব্যাকুল ও চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল, যে আনন্দের বংশীধ্বনি আমাকে পাগল করিয়া রাখিয়াছিল, যে বুকভরা আশায়, বুকভরা ব্যথা বুকে চাপিয়া রাখিয়াও তরঙ্গ সন্তাড়িত নদীবক্ষে পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়াছিলাম, হায়! এ জীবন সন্ধ্যায় বেলা যখন ডুবু ডুবু, ধরণীর মুখের উপরে আঁধার যখন আঁচল পাতিতে শুরু করিয়াছে, তখনও যে স্বাধীনতার মরকত-দ্বীপ দৃষ্ট হইতেছে না! পতিত, মথিত, দলিত জাতি একবার পার্শ্ব-পরিবর্তন করে মাত্র। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিয়া ত জাগিয়া উঠে না। তাহার পার্শ্ব-পরিবর্তনের পরমুহূর্তেই সে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। এই প্রভাতের মন্দ মন্দ মলয়ানিলে ফুলের কলি কেমন করিয়া ফুটিতেছে! কিন্তু হায়! কত সহস্র প্রভাত চলিয়া গেল, আমাদের যুবকদিগের আঁখি কলি ত ফুটিল না! তাহারা দেখিল না, এই বিশাল পৃথিবী জুড়িয়া সকল জাতির যুবকেরা– সকল জাতির তরুণেরা তরুণ আশায় বুক বাঁধিয়া তরুণ-তপনের অরুণ আলোকে তরুণ জয়গাঁথা কীর্তন করিয়া, নবীন পতাকা আকাশে তুলিয়া, তরুণ মহিমায় দিক ঝলসাইয়া জয়পথ মুখরিত করিয়া চলিয়াছে! তাহাদের চেহারায় আশার আভা

www.pathagar.org

ফুটিতেছে! ধরাপৃষ্ঠে প্রতি পদবিক্ষেপে দৃঢ়তা সূচিত হইতেছে, পতাকার প্রতি সঞ্চরণে নব-গরিমার কান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এ সুপ্রভাতে আমাদের তরুণ-তরুণীরা কোথায়? এ প্রভাতে তাহাদের জাগরণের কোন সাড়া পাইতেছি না ত!

এই প্রভাতের কিরণ-পুলকে এই ক্ষুদ্র ঝরণা কেমন লম্ফে লম্ফে বাধাবিঘ্ন ডিঙ্গাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার প্রবাহে প্রবাহে কিবা গতির উল্লাস ও পবনের উচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত হইতেছে! কিন্তু আমার জাতির, আমার মাতৃভূমির প্রাণের স্পন্দনে, গমনের ভঙ্গিমায় ত নূতন জীবনের গতিমতি কিছুই সূচিত হইতেছে না।

হে খোদা! এই বিশাল, বিপুল বসুধার বুকে এই বিরাট জাতি এই মহা জাগরণের মহাকোলাহলের মধ্যে কতকাল আর ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া, ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া মরণের মুখে ছুটিয়া চলিবে? কবে ইহাদের চোখের পর্দা সরিয়া যাইবে, কবে ইহারা দেখিতে পাইবে কি ভয়াবহ পরবশতায় তাহাদের অস্থিমজ্জার ভিতরে মরণের বিষ ঢালিয়া দিতেছে। জাতির প্রাণে যদি একবার স্বাধীনতার ভেরী বাজিয়া উঠিত, তাহা হইলে তাহার ভীমভৈরব আরাবে জাতি কখনও এমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে পারিত না। দেশাত্মবোধ জন্মিলে হিন্দু-মুসলমানের মহা মিলনের পরিবর্তে মহা অনৈক্যের সৃষ্টি হইত না। ভারতীয় জাতির মনে স্বাধীনতার যে কনক-কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকের ভিতর দিয়া নামিয়া পড়িতেছিল, তাহার চিত্তোন্মাদিনী মোহিনী শোভায় তরুণদের মন রাঙিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই রাঙ্গা করিবার জন্য যতখানি ভাবুকতার তুলি ব্যবহার করা হইয়াছিল, রঙের ভিতরে প্রাণের খুন তেমন কিছুই ছিল না। প্রাণের খুন থাকিলে, খড়ের আগুনের মত স্বরাজের আন্দোলন-বহ্নি ছাই উড়াইয়া আজ নিভিয়া যাইত না। যেখানে প্রাণের কথা নাই, প্রাণের সেবা নাই, প্রাণের রক্ত নাই, সেখানে প্রাণ লাভ করিবার, প্রাণ ধারণ করিবার এবং প্রাণের মর্মে শক্তি-সৌদামিনীর স্ফুরণ করিবার কথা উঠিতেই পারে না। তাই ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা চরকার ঘর্ঘরের অন্তরেই ডুবিয়া গেল! হীনচেতা কাপুরুষগণ "মুসলমান বাদশাহী প্রতিষ্ঠা"র ভয়ে সাধারণ হিন্দুদিগের মনে এক মহা আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদিগকে আতঙ্কিত এবং স্বরাজ্য সাধনায় কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত করিয়া তুলিল! স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং মদন মোহন মালবীয়া ভারতের এই যুগলশনি ভাবী আফগান-অধিকারের ভয়ে শুদ্ধি (?) আন্দোলন ও হিন্দু-সংগঠন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই আন্দোলনের ফলে নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ-বিসংবাদ ও আত্মদ্রোহিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নানাস্থানে হিন্দুদিগের দলবদ্ধ হওয়া এবং মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দুরা বিরুদ্ধাচরণ করায় মুসলমানেরা, হিন্দুদিগের প্রতি সন্দিগ্ধচেতা হইয়া

www.pathagar.org

পড়িলেন! হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথায় এখন যেখানে সেখানে "তেলে জলে মিশে না" এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আজ হিন্দুদিগের অদূরদর্শিতা, অবিশ্বাস ও সন্দেহের ফলেই স্বাধীনতার যে ভাব-লালিমায় ভারতগগন রাঙিয়া উঠিয়াছিল– যে লালিমাকে নব অভ্যুত্থানের আগ্নেয় লালিমা মনে করিয়া, নিখিল দুনিয়া চকিতে চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল; আজ সে বিপুল লালিমার পরিবর্তে অবসাদ, অনৈক্য ও জড়তার কালিমাই ফুটিয়া উঠিতেছে! হায়! আবাল্য যে স্বাধীনতার আশা আমার হৃদয়কে মুগ্ধ ও লুব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যে স্বাধীনতার স্মরণ ও মননেও প্রাণ-বীণায় মূর্চ্ছনা জাগিত, গমক বাজিত, আজ তাহা বিষাদভারে তার ছিঁড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে!

কিন্তু এই মেঘপুঞ্জের সমুদয় স্বাধীনতার উপাসক স্বরাজের সাধকগণ ভয় পাইলে চলিবে না। পৃথিবীতে বৃহৎ ও মহৎ কাজ মাত্রই বিঘ্নসঙ্কুল ও বিপদবহুল। গতিপথে চিরকালই বাধাবিঘ্ন থাকিবে। নদীর মত এই বাধাবিঘ্ন উৎপাটিত করিয়াই সাধনারূপ স্রোতের তেজে জমি কাটিয়া পথ বাহির করিয়া লইতেই হইবে। বাধাবিঘ্ন বিচূর্ণ করিবার নামই পুরুষকার। বীরপুরুষ যে, যথার্থ সাধক যে, যথার্থ কর্মী যে– তাহার পথে যত বাধাবিঘ্ন পতিত হইবে, তাহার উৎসাহ উদ্যম ততই বৃদ্ধি পাইবে। সাধনার ভিতর দিয়াই শক্তির প্রভাবকে উদ্দাম ও অদম্য করিয়া গড়িয়া তোলা চাই। দুঃখ-কষ্ট বিপদ আপদ বরণ করিয়াই ত মানুষ। দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, লাঞ্ছনা পীড়ন, এ সমস্তই ত মানুষের ভোগের জন্যই মঙ্গলময় খোদাতাআলা পয়দা করিয়াছেন। কাঠপাথরের জন্য ত কোনও বিপদ-আপদ নাই। সুতরাং স্বরাজ্যের সাধকদিগকে হতাশ ও নিরাশ হইলে চলিবে না। কোমর বাঁধিয়া, আকুল ও উদ্দাম হইয়া প্রাণের মর্মে মর্মে আগুন জ্বালাইয়া এ পথে ছুটিতে হইবে।

হে নব্য যুবকের দল! জীবনের সার্থকতা কোথায়? মানব জন্মের গৌরব ও মহিমা কোথায়, শিক্ষা ও চিন্তার বাহাদুরী কিসে, বারেকের তরে কি তাহা তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিবে? যাত্রা-থিয়েটার, টেরির বাহার ও গোঁফের শোভা ভুলিয়া একবার চিন্তা কর– অভিনিবিষ্টভাবে চিন্তা কর, তোমরা জাতির প্রতি, তোমার গরিয়সী জন্মভূমির প্রতি তোমার কি কোন কর্তব্য নাই?

হে যুবকবৃন্দ! ধ্যানস্তিমিত আঁখিতে চিন্তা করিয়া দেখ এ পৃথিবীতে তোমাদের স্থান কোথায়? তোমরা সংখ্যায় কোটি কোটি বটে, কিন্তু তোমাদের জাতীয় সম্মান একবিন্দুও আছে কি? নিখিল দুনিয়ায় তোমরা কি 'গোলাম জাতি' বা 'গোলাম বাচ্চা' বলিয়া অভিহিত নহ? তোমাদের ধর্মে, তোমাদের চিন্তায়, তোমাদের ভাবের অভিব্যঞ্জনায়, তোমাদের জীবনের প্রেরণায় কোনো স্বাধীনতা

www.pathagar.org

আছে কি? উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে তুমি কি তোমাকে আত্মস্থ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পার? তোমার শিল্পে, তোমার বাণিজ্যে তোমার কতটুকু অধিকার আছে? তোমার দেশের শাসন-পালনে তোমার কতটুকু হাত আছে?

এই ধরিত্রীর বুকে ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান, মার্কিন, তুর্কী, আফগান যেমন করিয়া বিচরণ করিতেছে, যেমন করিয়া হাতে কলমে নিজের দেশকে, নিজের জাতিকে গড়িয়া তুলিতেছে, তোমাদের কি তেমন আকাঙ্ক্ষা হয় না?

আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন– "আমরা ত সর্বোৎকৃষ্ট গভর্নমেন্ট (Best Government) তোমাদিগকে দিয়াছি, তবুও তোমরা বিরক্তি প্রকাশ করিতেছ কেন?"

ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম 'সাহেব! ঠিক কথা, তোমরা (Best Government) দিয়াছ, মানিয়া লইলাম। মনে কর, আমরা স্বাধীন ও পরাক্রান্ত হইয়া ৫/৭ শত রণতরী নির্ম্মাণ করিয়া ইংল্যাণ্ড অধিকার করিব, আর তোমাদিগকে তোমাদের গভর্নমেন্ট অপেক্ষা Best Government প্রদান করিব, তোমরা কি তাহা কখনও পছন্দ করিবে? আমি বেশ বুঝিতেছি যে আমার এ কথাতেও তোমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখ, কাল্পনিক পরাধীনতার কথাতেই যদি তোমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে যথার্থ গোলামীর কঠোর পেষণে আমাদের পক্ষে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হওয়াটা কি অন্যায় হইতেছে? মানবপ্রকৃতি ত সর্বত্রই সমান।"

সাহেব হতভম্ব হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর চক্ষু নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। হে তরুণের দল! পৃথিবীর যে কোনো একজন ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান বা জাপানী, এমন কি একজন আফগানকে বিজাতীয় শাসনের কথা, তাহার দেশ বা জাতির জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া দেখ, তাহাতেও সে কিরূপ ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়।

আসল কথা, স্বাধীনতার প্রাণ-মাতানো ভাবে মাতোয়ারা হইতে না পারিলে, মাতৃভূমির মুক্তি কখনও মূর্ত ও স্ফূর্ত হইয়া দেল-দরিয়ায় ভাসিয়া উঠে না। আর তাহা না হইলে দেল-দরিয়ায় সাধনার শক্তিলীলার মহা ঝটিকারও সঞ্চার হয় না।

জাগ হে নব্য যুবকের দল! অতি প্রাচীন, অতি ভাবুক ও অতি পণ্ডিতের আশা পরিত্যাগ কর। মানবীয় নেতৃত্বের ঘট-পট পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেল। সকল রাজার রাজা, সকল নেতার নেতা, বিশ্ব-পিতার মুখপানে চাহিয়া কঠিন ও কঠোর সাধনায় লাগিয়া যাও। বৃদ্ধদের পানে চাহিয়া বক্তৃতা শুনিয়া হাততালি দিলে স্বরাজ হইবে না। স্বরাজ সাধনায় লিপ্ত হইলে সমস্ত বক্তৃতা থামাইয়া দিতে

www.pathagar.org

হইবে। এই অট্ট-কোলাহল নিবারণ করিতে হইবে। 'বন্দেমাতরম্' 'আল্লাহু আকবর' রব একেবারেই বন্ধ করিতে হইবে। আসল সাধক যাঁহারা তাঁহারা এ সমস্তের মধ্যে কখনও থাকিবেন না। তাঁহারা নীরবে, নির্জনে গোপনে সাধনায় লিপ্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহাদের মূক ও বধির হওয়া চাই। তাঁহাদের সাধনায় বায়ু স্তম্ভিত এবং সমস্ত হৈ চৈ স্তব্ধ হইয়া যাইবে। তাঁহাদের বাহিরের উত্তেজনা প্রাণ-বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইবে। তাঁহারা আত্মবিশ্বাসে ও সাধনমন্ত্রে বজ্রের ন্যায় ভীষণ ও বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও হালকামীর লেশগন্ধ থাকিবে না। তাঁহারা ধ্যানপরায়ণ, গম্ভীর অথচ মহাকর্মী হইবেন। তাঁহাদেরই কর্ম-ঝটিকায় সমস্ত জলদজাল উড়িয়া যাইবে। তাঁহাদেরই সাধনার বজ্র-বহ্নি—বিদ্যুৎ-সঙ্কুল বাত্যাবর্তে ভারতের গগন-পবন বিশুদ্ধ ও পুণ্যপূত হইবে। তাঁহারা হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া সমস্ত কলঙ্ক বিধৌত করিবেন। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও কোলাহল হইতে দূরে থাকিবেন। তাঁহারা মহাবীর এবং মহা উদার হইবেন।

হায়! কবে সেদিন আসিবে, যেদিন আমাদের নবীনেরা তরুণ আঁখি মেলিয়া মাতা জন্মভূমির অগৌরবের কলঙ্ক মুছিয়া আঁধার মস্তকে মহাগৌরবের ভাস্বর মুকুট পরাইয়া দিবে। কবে আবার ভারতের জয়পতাকা পত্‌পত্‌ করিয়া গগন চুম্বন করিয়া উড্ডীয়মান হইবে। আমার মৃত্যুর পূর্বে সে গৌরব-দিবসের প্রভাত আলো দেখিয়া যদি মরিতে পারি, তবেই আমার জীবন ও জন্ম সফল মনে করিব। আর যদি সেই সাধনায়ই এ জীবন-কলিকা একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় কিংবা তাহার জন্যই আগুনে পুড়িয়া, ফাঁসে ঝুলিয়া বা তরবারীতে ছিন্নশির হইয়া পৃথিবী ত্যাগ করিতে হয়, হে বিধাতা তাহাই আমার জন্য চরম ও পরমভাবে প্রার্থনীয় হউক, তোমার মহা আশীর্বাদরূপেই তাহা আমার জন্য মঞ্জুর হউক।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা : ১৮ই মাঘ ১৩৩০, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪।

www.pathagar.org

ইসলাম ও ধনবল

পৃথিবীতে ধনবল ব্যতীত কোন কার্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। শিল্প বল, ব্যবসা বল, বাণিজ্য বল সকল বিষয়েই ধনের আবশ্যক। পৃথিবীর মান-মর্যাদা, কৌলিন্য এবং সম্ভ্রম ধনের উপরেই বেশী নির্ভর করে। যে বিদ্যা বা জ্ঞান পৃথিবীতে পরের দান বলিয়া কথিত, সেই বিদ্যা ও ধনের সাহায্য ব্যতীত গৌরব লাভ করিতে পারে না। কত কত মহা পণ্ডিত মহা বৈজ্ঞানিক কেবল অর্থাভাবেই স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদানে অক্ষম রহিয়াছেন। এই পতিত বঙ্গীয় মুসলিম সমাজেই কত কত প্রতিভা অর্থাভাবে চির অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়া যাইতেছে। বায়ুর প্রবাহ যেমন অগ্নিকে প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত ও বিপুল করিয়া তোলে, ধনবলও তেমনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানকে সমুজ্জল ও বিশাল করিয়া তোলে।

(ক) পৃথিবীতে ধনের চেয়ে আর কোন বস্তুই এমন নিত্য আবশ্যক নহে। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থাতেই ধন চাই। পৃথিবীর রাজা, বাদশাহ হইতে ফকির তাপস, ছুফী ও দরবেশ সকলের জন্যই ধনের আবশ্যক। ধন ব্যতীত মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব। পৃথিবীতে মানুষকে বাঁচিতে হইলে খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের জন্যও ধন চাই। ধন না হইলে কিছুই হইবে না। যিনি যতই বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের কথা বলুন না কেন, যিনি যতই ধর্মের আস্ফালন করুন না কেন, ধনের অভাবে সকল আস্ফালন, সকল বৈরাগ্য ও সকল সন্ন্যাসই বৃথা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা পৃথিবীতে ধনের অনেক দুর্নাম করিয়াছেন, ধনের প্রতি লোকদিগকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহারাই আত্মসম্মানের মাথা খাইয়া পরের নিকট ধনপ্রার্থী হইয়া, পরের দ্বারে ভিখারী হইয়া মনুষ্যত্বের মস্তক চর্বণ করিয়াছেন। পরান্নে প্রতিপালিত ছুফী ও দরবেশ অপেক্ষা স্বোপার্জিত অর্থে প্রতিপালিত মূর্খ ও নগণ্য লোকও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এই জন্য যিনি সংসারে থাকিয়া নিজের বাহুবলে অর্থোপার্জন করতঃ গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করিয়া ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, ফকির-দরবেশ তাঁহার 'দামন' স্পর্শ করিবার অযোগ্য। ফলতঃ সুস্থ ও কার্যক্ষম দেহ লইয়া যে পরান্ন ভোজনে জীবন ধারণ করে, সে পাপী এবং ঘৃণার পাত্র। কর্মঠ দেহ ধারণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা অপেক্ষা গলায় ছুরি দিয়া মরাও শ্রেয়ঃ।

www.pathagar.org

পৃথিবীতে দরিদ্র ব্যক্তির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হওয়া সহজ নহে। জাতীয় জীবনে যেমন ধনের আবশ্যকতা অপরিহার্য, ব্যক্তিগত জীবনেও সেইরূপ। ধনবল ব্যতীত কোনও জাতি উন্নতি লাভে সমর্থ নহে। ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে, দরিদ্র ব্যক্তিকে যেমন আপনা আপনি সঙ্কুচিত বিবর্তক হইতে হয়, দরিদ্র জাতিও তেমনি ধনাঢ্য জাতিকে সর্বদাই ভয় ও সম্মান করিয়া থাকে। বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে বাঙ্গালী মুসলমানকে ধনের জন্যই প্রতি বৎসরই লুণ্ঠিত ও কুণ্ঠিত হইতে হইতেছে। ধনের অভাবেই বাঙ্গালী মুসলমান সর্বোৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক পাইয়াও বিদ্যা-বুদ্ধিতে হিন্দুদিগের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। জ্ঞান জাতির মস্তিষ্কস্বরূপ, আর ধন জাতির প্রাণস্বরূপ। প্রাণহীন মস্তিষ্ক দ্বারা যেমন কোন কার্য হওয়া অসম্ভব, তেমনই ধনবিহীন বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষেও কোন কার্য করা সম্ভব নহে।

আধুনিক মুসলমানদিগের মধ্যে মূর্খতা এবং অজ্ঞতা নিবন্ধন ধনের প্রতি একটা তাচ্ছিল্য ও ঔদাস্যের ভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয়ে জ্ঞানহীন, অল্পশিক্ষিত, অদূরদর্শী মোল্লা, মৌলভী ও পীরগণ নিজেরা সর্বদা পরের অর্থ লুণ্ঠনে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও, দরিদ্র মুসলমান জাতিকে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জনে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করিতে একেবারেই নারাজ। তাঁহারা মূর্খতাবশতঃ সর্বদাই প্রচার করেন "ইসলাম গরীব। সুতরাং মুসলমান হইতে তাঁহাকে দরিদ্র হওয়াই আবশ্যক।" তাঁহারা সর্বদাই প্রচার করেন যে ধন দৌলত, শান, শওকত সমস্তই কাফেরদিগের জন্য। মুসলমানের জন্য এই দুনিয়া দোজখ এবং কাফেরের জন্য এই দুনিয়া বেহেশ্‌ত। হাদিসের অর্থ না জানিয়া, অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভাবিয়া তাঁহারা যেখানে সেখানে আওড়াইতে থাকেন যে "আদ্দুনিয়া জিফাতুন্ ওয়তালেবুহা কেলবুন্ অর্থাৎ এই দুনিয়া মৃতদেহ তুল্য ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য এবং তাহার প্রার্থীগণ কুকুর সদৃশ।" প্রিয় পাঠক পাঠিকে! ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে কোন নির্বোধ শিশুকে কলম কাটিবার জন্য তীক্ষ্ণধার ছুরি দিলে সে যেমন কলম কাটিতে যাইয়া কেবল হাতই কাটিয়া ফেলে, তেমনি নিম মোল্লাগণ এই পবিত্র হাদিসটিরও গভীর অর্থ গ্রহণে অশক্ত হইয়া শব্দগত অর্থ করিয়া মুসলিম জাতির মস্তকে ভীষণ কুঠারাঘাত করতঃ মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছে। এই হাদিসের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করিতেছি ঃ

হাদিসে দুনিয়ার সঙ্গে মৃতদেহ বা লাশের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। এবং প্রার্থীদিগকে কুকুরের সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত ভাষার 'কায়দা' বা ব্যাকরণ অনুযায়ী উপমান ও উপমেয় অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর তুলনা করা যায়, তাহারা ধর্মে পরস্পর সদৃশ হওয়া চাই। এক্ষণে দেখা যাউক,

www.pathagar.org

উপমার ধর্ম কি? মৃতদেহ মানুষ মাত্রের নিকটেই ঘৃণিত, অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য। মানুষ একটা পচা লাশ দেখিলেই নাকে কাপড় দিয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। কেহই তাহা স্পর্শ করিতে চাহে না। এক্ষণে দুনিয়া মানে কি, দেখা যাক। আরব্য ভাষায় 'আদনা' কথা হইতে 'দুনিয়া' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই 'আদনা' শব্দের অর্থই হইতেছে তুচ্ছ, ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, অপবিত্র, হীন, অধম প্রভৃতি। সুতরাং দুনিয়ার মানে পৃথিবীর যে সমস্ত কাজ ঘৃণিত, অপবিত্র এবং তুচ্ছ তাহাই বুঝাইতেছে।*

প্রিয়, পাঠক পাঠিকে! পৃথিবীতে কোন্ কোন্ কার্য ঘৃণিত, অস্পৃশ্য ও অশ্রাব্য তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে? পৃথিবীতে অত্যাচার, অবিচার, কদাচার, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন, জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি যত পাপ কার্য আছে, দুনিয়া অর্থে এখানে সেই সমস্তই বুঝাইতেছে। দুনিয়া অর্থে ধন দৌলত নহে! মহাপ্রাজ্ঞ, মহাবুদ্ধ হযরত রসূলে করিম এই হাদিসের দ্বারা মানব জাতিকে পৃথিবীর পাপ কার্যে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্যই বলিয়াছেন "ঘৃণিত ও অপবিত্র কার্যগুলি "লাশের" ন্যায় অস্পৃশ্য। সুতরাং তোমরা উহার নিকটেও যাইবে না। যাহারা "লাশের" ন্যায় দূষিত দুর্গন্ধ-পূর্ণ পচনশীল পাপ কার্য পছন্দ করে, তাহারা কুকুরের ন্যায় হীনচেতা ও অধম।"

এই জন্য পরবর্তী অংশে পাপ কার্যের অনুরাগীদিগকে কুকুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান ভ্রাতৃবর্গের অনুধাবনের জন্য এই অংশের 'খালাছা বয়ান' লিপিবদ্ধ করিতেছি। মহাপুরুষ কোন শ্রেণীর লোকদিগকে কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন তাহা জানিতে হইলে কুকুরের স্বভাব সন্ধান করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এক্ষণে দেখা যাক কুকুরের স্বভাব কি?

প্রথম নম্বরে কুকুরের স্বভাব এই যে কুকুর নিতান্ত স্বজাতি হিংসাপরায়ণ। ৫টি হাতীর লাশ ও দুইটি কুকুর বিনা ঝগড়া বিবাদে কদাপি উদরসাৎ করিতে পারে না। তেমনি যে সমস্ত লোক হিংসা ও বিদ্বেষপরায়ণ তাহাদিগকে কুকুরের ন্যায় অধম ও ঘৃণিত বলিয়াছেন। দ্বিতীয় নম্বরে কুকুরের ধর্ম এই যে, কুকুর অতি নির্লজ্জভাবে সঙ্গম করিয়া থাকে। তেমনই যে সমস্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পরিচালনায়

---

* মওলানা রুমী মসনবীর একটি পদ্যে 'দুনিয়ার' সুন্দর বাখ্যা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

যথা— "চিস্ত দুনিয়া আজ খোদা গাফেল্ বুদন্
নাহ্ কে মাআশ নোক্‌রাও ফরজন্দও জন।"

অর্থাৎ দুনিয়া কি বস্তু, তাহা কি তোমরা জান? খোদাতাআলা হইতে বিরত থাকার নামই দুনিয়া, কিন্তু তৈজসপত্র, অর্থ, সন্তান ও স্ত্রী এ সকল পদার্থ দুনিয়া নামে অভিহিত নহে। অতএব যাঁহারা দুনিয়া অর্থে ধন দৌলত ও বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া ও বুঝাইয়া থাকেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

www.pathagar.org

লজ্জার মাথা খাইয়া বেশ্যাগমন প্রভৃতি কুকর্ম করে, তাহারা কুকুর। তৃতীয় নম্বরে কুকুরের স্বভাব এই যে কুকুর উচ্চ স্থানে মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। যেখানে তুলসীর গাছ, যেখানে পুদিনার গাছ, যেখানে গোলাবের গাছ শোভা ছড়াইতেছে, কুকুর সেইখানে যাইয়া তাহার গায়ে মূত্র ত্যাগ করিবে! তেমনি যে সমস্ত লোক পরের সুখ সৌভাগ্যে, পরের মান-মর্যাদায় মর্মে পীড়িত ও কাতর হইয়া, মিছামিছি দুর্নাম ও কলঙ্ক রটনা করিয়া লোককে হীন করিতে চাহে, তাহারাও কুকুর তুল্য। চতুর্থ নম্বরে কুকুরের স্বভাব এই যে, কুকুর সামান্য এক টুকরা খাদ্য পাইবার আশায় কিম্বা সামান্য একটু খাদ্য পাইলেই লেজ নাড়িয়া পদলেহন করিতে থাকে। তেমনি যাহারা পরের অনুগ্রহ পাইবার আশায় বা সামান্য অনুগ্রহ পাইয়া অনুগ্রহকারীর চাটুকারিতা ও পদলেহন করে, তাহারাই কুকুর। পঞ্চম নম্বরে কুকুরের স্বভাব এই যে, সে কোন নূতন লোক বা দৃশ্য দেখিলেই ভালমন্দ কিছুমাত্র বিচার না করিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। তেমনি মানুষের মধ্যেও যাহারা কোন নূতন প্রথা, নূতন দ্রব্য, নূতন কায়দা, নূতন বিদ্যার নাম শুনিয়া কিম্বা দেখিয়াই ভালমন্দ কিছু বিচার না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে লাগিয়া যায়, 'হারাম' 'হারাম' বা 'বেদাত' 'বেদাত' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে সেই সমস্ত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য চীৎকারকারিগণও কুকুর সদৃশ।

প্রিয় পাঠক পাঠিকে! এক্ষণে এই হাদিসের দ্বারা স্পষ্টতঃ পাঁচ শ্রেণীর লোককে কুকুর তুল্য ঘৃণিত করিয়া মহানবী (সা.) ঘোষণা করিয়াছেন। যথা : (১) হিংসুক, (২) জেনাকার বা ব্যভিচারী, (৩) পরনিন্দুক, (৪) চাটুকার, (৫) অদূরদর্শী। সুতরাং স্পষ্টই এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই হাদিসে পৃথিবীর ধন দৌলতের বিরুদ্ধে একটা কথা দূরে থাকুক, একটি বিন্দু বিসর্গও নাই। অর্থাৎ আশ্চর্য ব্যাপার, আমাদের শত শত আলেম ফাজেল ব্যক্তিও এই গভীর ভাবযুক্ত হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমান জাতিকে ধন সম্পদে বীতরাগ এবং দরিদ্রতার প্রতি সশ্রদ্ধ ও সম্ভ্রমশীল করিয়া তুলিতেছেন। তাহার পর আরও একটি হাদিস যাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্বারাও এক শ্রেণীর আলেমগণ আমাদিগকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতেছেন।

"অদ্দুনিয়া জান্নাতোল্লিল্ কাফেরিন ও হিজ্জিনোল্ লেল্ মো'মেনিন।"

অর্থাৎ দুনিয়া কাফেরদিগের জন্য জান্নাত এবং মোমেনদিগের জন্য নরক। এই হাদিসের কথা শুনিলে বাস্তবিকই ঈমানদার মুসলমানের প্রাণ আঁতকিয়া উঠিবারই কথা। কিন্তু পাঠক পাঠিকে! অপেক্ষা করুন, ইহারও যথার্থ ব্যাখ্যা দিতেছি ঃ

www.pathagar.org

দুনিয়া শব্দের আসল অর্থ যে কি, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দুনিয়া অর্থাৎ জঘন্য ও ঘৃণিত পাপ কার্য সকল 'কাফের' অর্থাৎ ঈশ্বরদ্রোহী বা বিশ্বাসবিহীন ব্যক্তিদিগের নিকট স্বর্গের ন্যায় রমণীয় এবং লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু খোদা-বিশ্বাসী কোমল প্রাণ ভক্ত 'বান্দা' পাপ কার্যগুলিকে 'দোজখের' আগুনের ন্যায় ভয় করে। অর্থাৎ ধর্ম বিশ্বাসবিহীন পাষণ্ড ব্যক্তিরা অত্যাচার, অবিচার, কদাচার, ব্যভিচার, খুন, জখম, হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি কার্য করিতে করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, ঐ সমস্ত কার্য তাহাদের নিকট পরম রমণীয়, এবং লোভনীয় বলিয়া মনে হওয়ায় তাহারা সহজে উহা আর ছাড়িতে পারে না। তাহাদের নিকট উহা স্বর্গীয় সামগ্রী সম্ভারের মত বোধ হয়। কিন্তু খোদা বিশ্বাসী ভক্তগণ পাপ কার্যকে ভীষণ অগ্নিতুল্য সংহারক মনে করিয়া তাহা হইতে সর্বদা দূরে অবস্থান করে।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! এক্ষেত্রে দেখিতেছেন ইহার ব্যাখ্যা কি সুন্দর ও গভীর অর্থজ্ঞাপক। কোনও কোনও আলেম এই হাদিসের ব্যাখ্যা দেন যে, মোমেন ব্যক্তি দুনিয়াকে অস্থায়ী এবং কাফেরেরা স্থায়ী মনে করে বলিয়া পৃথিবী 'মোমেন'দিগের নিকট 'দোজখ' এবং কাফেরদিগের নিকট স্বর্গ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই ব্যাখ্যা নিতান্ত হাস্যজনক। যেহেতু কোনও কাফেরই দুনিয়াকে স্থায়ী বলিয়া মনে করে না, অতি বড় মূর্খ এবং দাম্ভিক ব্যক্তিও অবগত আছে যে তাহাকে নিশ্চয়ই একদিন মরিতে হইবে। সকল শাস্ত্রেই "নলিনী-দল-গত জলমত্তি তরলম্, তৎবৎ জীবনম্ অতিশয় চপলম্।" এইরূপ শত শত বাক্য রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে অন্য দুই একটি হাদিস উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে রসূলুল্লাহ পার্থিব জীবনকে কদাপি অগ্রাহ্য, তুচ্ছ করিতে বলেন নাই। বরং তিনি বলিতেছেন যে, "আদ্দুনিয়া মাজারাতোল আখেরাহ।" অর্থাৎ এই পৃথিবী তোমাদের পরকালের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং হে মুসলমান, এই পৃথিবী এবং পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করিয়া শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত ইহাকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করতঃ সৎকার্য ও সদনুষ্ঠান কর। ইহাতে বৈরাগ্য ও দৈন্য ভাবকে একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ বর্তমান বহু ভ্রান্ত ও স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তিগণ রাত দিন বৈরাগ্য ও দৈন্যের কথাই প্রচার করিয়া দ্বীন জারি করিবার ছলে 'দীনের' মাথা খাইতেছে।*

* রসূলুল্লাহ আর এক হাদিস দ্বারা বৈরাগ্যকে কিরূপভাবে ইসলাম হইতে পৃথক করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য। যথা ঃ— "লা রাহবানিয়াতা ফিল্ ইসলাম।" অর্থাৎ বৈরাগ্য ইসলাম ধর্ম্মে আদৌ নাই।"

www.pathagar.org

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! যে জাতির ধর্মে হজ্ব, জাকাত, লিল্লাহ, কোরবানী ফেৎরা, ছাদকা প্রভৃতি অর্থঘটিত ধর্ম কর্মের এত বাহুল্য, সে জাতিকে দরিদ্রতার দিকে টানিয়া লওয়া আর অধর্মের পথে আকর্ষণ করা একই কথা। মহাপুরুষ ও মহাজ্ঞানী রসূল করিম অতি তীব্র এবং তীক্ষ্ণভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দুনিয়াতে অর্থের ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় আর কোনও দ্রব্য নাই। তৎপর তাঁহার পরবর্তী সময়ে অর্থের যে বিশেষ সম্মান ও সমাদর হইবে এবং অর্থ না হইলে, কোন কাজই হইবে না ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি বলিয়াছেন যে 'রোজা' রাখা আমার সহচরগণের জন্য কল্যাণজনক। কিন্তু আখেরী জামানার মুসলমানদিগের ধন সম্পদই কল্যাণজনক। (এব্‌নে মাছউদ)।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন "ধনই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরহেজগারীর সাহায্য করিয়া থাকে।" অন্যত্র বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ধনসম্পদ ভালবাসে না— তাহার কল্যাণ নাই।"

অন্যত্র বলিয়াছেন "মানুষের পক্ষে সুপ্রশস্ত গৃহ, উদার ও ভদ্র প্রতিবাসী এবং সুদৃশ্য রমণীর যানবাহন লাভ করা সৌভাগ্যের নিদর্শন।

দরিদ্রতা যে ধর্ম লাভের পরম শত্রু, ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রার্থনা করিতেন "আওজুবিল্লাহে মেনাল ফক্করে ওয়াল কুফরে।" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দরিদ্রতা এবং ধর্মদ্রোহিতা হইতে রক্ষা কর। আশ্চর্য ব্যাপার! আমাদের এক শ্রেণীর আলেমগণ দুই চক্ষের মাথা খাইয়া কেবল দরিদ্রতার মহিমাই কীর্তন করিয়া থাকেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকে! যে জাতির ধর্মের ফরজের (কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত) মধ্যে দুই ফরজ (হজ্ব ও জাকাত) কেবল অর্থের উপরেই সংস্থাপিত, তাহাদের পক্ষে দরিদ্রতার মহিমা কীর্তন করা সাক্ষাৎ ধর্মদ্রোহিতা ব্যতীত আর কি? ইচ্ছা করিলে দরিদ্রতার বিপক্ষে ও ধন সম্পদের পক্ষে আরও অনেক হাদিস উল্লেখ করিতে পারা যায়, কিন্তু এক্ষণে আমি ইসলামের ভিত্তি স্থাপনেই ধনের আবশ্যক প্রদর্শন করিয়া সকল তর্ক-সন্দেহের নিরসন করিতেছি।

পৃথিবীর কোন ধর্মেই ইসলামের ন্যায় ধন-মাহাত্ম্য ও ধনের উপরে ধর্মের ভিত্তি স্থাপন দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাতে কোনও মুসলমান দরিদ্র না হইয়া বরং অর্থশালী হইবার জন্য চেষ্টা করে, সেই জন্য হজ্ব ও জাকাত ফরজ করা হইয়াছে। সকলেই অবগত আছেন যে "সাহেব নেছাব" অর্থাৎ ধনশালী না হইলে হজ্ব, জাকাত প্রতিপালন করা অসম্ভব। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক মুসলমান যাহাতে অর্থশালী হয়, সেই জন্য হজ্ব ও জাকাতের 'ফরজিয়ৎ'

www.pathagar.org

মুসলমানের মস্তকে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যখন বলা হয় 'হজ্ব', জাকাত ফরজ, তখনই বুঝিতে হইবে যে মালদার হওয়া 'ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্তব্য, যেহেতু মালদার না হইলে হজ্ব ও জাকাত ফরজ হয় না। যদি কেহ বলেন যে মালদার হওয়া ফরজ নহে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে হজ্ব ও জাকাত 'ফরজ' নহে। কিন্তু এরূপ কথা বলিলে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাগল বলিয়া গণ্য হইবে।

যদি কেহ বলেন 'অর্থশালীর জন্য হজ্ব করা, জাকাত দেওয়া ফরজ, দরিদ্রের জন্য নহে। সুতরাং প্রত্যেক লোকের পক্ষে ধনশালী হওয়া আবশ্যক নাই"— ইহাও মহাভুল। কারণ মাতৃগর্ভ হইতে কেহ ধন-দৌলত লইয়া পয়দা হয় না। পৈতৃক সম্পত্তিতে ধনী হওয়া খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ ধনীকেই বিশেষ বিবেচনা পূর্বক, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কারবার চালাইয়া ধনশালী হইতে হইয়াছে। সুতরাং দরিদ্রদিগকে অবশ্যই ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি ও শিল্প দ্বারা ধনশালী হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। একটু চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান জাতিকে আল্লাহর সাক্ষাৎ 'রহমত' বা দয়াস্বরূপ অর্থ দ্বারা সুখী ও সৌভাগ্যশালী করিবার জন্যই ইসলাম হজ্ব ও জাকাতকে ফরজ করিয়া দিয়াছে। পুনরায় কথাটিকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য তর্কশাস্ত্রের 'কায়েদা'র আশ্রয় লইতেছি।

ধনীর জন্য হজ্ব ও জাকাত ফরজ।
সুতরাং ধনী হওয়াও ফরজ।
ধনী হওয়া যদি ফরজ হয়, তাহা হইলে—
ধনোপার্জনের চেষ্টাও ফরজ।

আশা করি, আমাদের যে সমস্ত আলেমগণ দরিদ্রতার গৌরব কীর্তন করিয়া আল্লাহ ও রসূলের সাক্ষাৎ বিদ্রোহ আচরণ করিতেছেন, তাঁহারা বিশেষ সাবধান হইবেন, গুরুতর ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইবেন।

অতঃপর ব্যবসায় ও বাণিজ্য দ্বারা ধনশালী হইবার জন্য আল্লাহ এবং তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ কোরআন শরিফ ও হাদিস শরিফে যে সমস্ত আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিতেছি।

(১) এবং সেই আল্লাহ সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন, (উদ্দেশ্য) তোমরা তাহাতে মৎস্য ধরিয়া খাইতে পার এবং তোমাদের আভরণের জন্য মুক্তা সকল উত্তোলন করিতে পার এবং জাহাজের সাহায্যে তরঙ্গ ভেদ করিয়া নানাদেশে বাণিজ্য যাত্রা করিতে পার। (সূরা নহল, ২য় রকু, ১৪ আয়াত)

www.pathagar.org

(২) তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য সমুদ্রবক্ষে (বায়ুযোগে) জাহাজ সকল সঞ্চালন করেন, (উদ্দেশ্য) তোমরা তৎসাহায্যে ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কর। তিনি তোমাদের প্রতি দয়াশীল। (সূরা বণি ইসরাইল, ৭ম রকু, ও ৬ আয়াত)

প্রিয় পাঠক পাঠিকে! এইরূপ উক্তি কোরআন শরিফে আরও নানাস্থানে আছে।* বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। অতঃপর দুই একটি হাদিস উল্লেখ করিতেছি। (১) তোমাদিগকে অবশ্যই ব্যবসায় অবলম্বন করা চাইই। যেহেতু দশ ভাগের নয়ভাগ জীবিকা ব্যবসায়ের মধ্যে নিহিত আছে।

(২) পরলোকে সত্যবাদী ব্যক্তি ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ পয়গম্বর, ছিদ্দিক, এবং শহীদদিগের সহচর হইবেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে এইরূপ আরও বহু হাদিস উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমস্তগুলিতে এই একই প্রকার উৎসাহে মুসলমানদিগকে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে উৎসাহিত করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মহাপয়গম্বর নিজের যৌবনের প্রারম্ভে তিনবার বাণিজ্যের জন্য বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন।

একবার তাঁহার চাচা আমীর হামজার সঙ্গে তায়েফে, একবার আবু তালেবের সঙ্গে শাম দেশে আর একবার বিবি খাদিজা কোবরার কর্মচারী ময়সারার সঙ্গে শাম দেশে। তৎপর ছাহাবাদিগকেও তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ছাহাবাদিগের মধ্যে বড় বড় ধনশালী, ব্যবসায়ীদিগের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। আরব জাতি তাঁহার শিক্ষা উপদেশ ও আদর্শে পরবর্তীকালে যেমন দ্বিগ্বিজয়, তেমনি ব্যবসায়-বাণিজ্যেও মনোনিবেশ করিয়া চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাণিজ্য-ব্যবসা মুসলমানদিগের করতলগত ছিল। আরবেরা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সমগ্র ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর মন্থন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ভারত ও প্রশান্ত সাগরীয় যাবতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিলেন। আটলান্টিক মহাসাগরের ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জও তাঁহাদের অধিকৃত। আরবেরা বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাইয়াই আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত উপস্থিত হন। আমেরিকার সর্বপ্রথম আবিষ্কর্ত্তা স্পেনীয় আরবগণ। কলম্বাস পরবর্তী যুগে এমাম ইদ্‌রিছির দুষ্প্রাপ্য

---

* সূরা জুমাতে খোদাতাআলা বাণিজ্য সম্পদ লাভ করিবার জন্য স্পষ্টভাবে আমর অর্থাৎ আদেশ করিয়াছেন,—
অর্থাৎ যখন জুম্‌আর নামাজ সমাপ্ত হয় তখন তোমরা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হও এবং আল্লাহর দান (বাণিজ্য সম্পদ) অর্জন কর। তফছিরকারগণ আল্লাহর দান অর্থে বাণিজ্য সম্পদ বুঝাইয়াছেন।

www.pathagar.org

আমেরিকার নক্‌শা সৌভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হইয়াই আমেরিকা আবিষ্কারে উদ্যোগী হন।*

বোর্ণিও, জাভা, সুমাত্রা, ফিলিপাইন, মালাক্কা, সিংহল, সিলিবিস প্রভৃতি অসংখ্য দ্বীপে আরবেরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এই সমস্ত দ্বীপ আজ মুসলমান অধিবাসীতে পরিপূর্ণ। স্পেনের কার্থেজেনা এবং ইটালীর ডিমিস হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের ক্যান্টন, নানকিন, পিকিং এবং ভারতে করাচী, মালাবার, দেবল এবং চট্টগ্রামের ভাষা পর্যন্ত আরবী প্রভাব বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরাজি ভাষায় Tare ও Tariff প্রভৃতি বাণিজ্য সংক্রান্ত শব্দ আরবী 'আল তারেহ্‌' ও 'আল তারিকা" প্রভৃতির অপভ্রংশ। স্পেনীয় ও ফরাসী ভাষার বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক শব্দই আরবী। ভারতীয় ভাষায় বন্দর, তেজারত, জাহাজ, বহর, সুলুক, দর, দাম, তাজের, আমদানী, রফতানী, মাল, গুদাম, দস্তুর, দস্তুরী, দালাল, দালালী, বাট্টা, নগদ, বাকী, বকেয়া, খরচ, রসিদ, বিলাত, মফস্বল, জমা, ওয়াসীল, ওসূল, বাজার, নাফা, মোনাফা, নোকছান, বরাত, হাওলাত, বর্জ, দস্তী, খাতা, কারবার, কারিগর, কারখানা, কারপরদাজ, হালখাতা, হিসাব-নিকাশ, খতিয়ান, দফতর জাবেদা, খসড়া, জেটি, তাকাবী, তাগাজা, মজুর, আড়ত, আসল, নকল, জিনিস, মৌজুদ প্রভৃতি শব্দ ইসলামের পূর্ণ প্রভাব। ইহাতে ভারতীয় শব্দ একটিও নাই। বুদ্ধিমান পাঠক বাণিজ্য সংক্রান্ত শব্দাবলীতে ইসলামের পূর্ণ আধিপত্য দর্শনে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। বাণিজ্য-ব্যবসায়ে আমাদের যে পূর্ণ অধিকার ছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। মুসলমানদিগের বাদশাহীর কথা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু হায়! বাণিজ্য-ব্যবসায় একাধিপত্যের কথা প্রায় কেহ অবগত নহেন। যে বাঙ্গালার মুসলমানগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে একেবারে উদাসীন, সেই বাঙ্গালার হুগলী, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম, গৌড়, পাণ্ডুয়া, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, সন্দীপ, মালদহ, সুবর্ণগ্রাম, বর্ধমান, তমলুক, ঘোড়াঘাট, শেরপুর প্রভৃতি নগর ও বন্দর মুসলিম সওদাগরদিগের উচ্চ সৌধজালে সমাকীর্ণ ছিল। একদিন বাঙ্গালার নদ-নদী ও সমুদ্রবক্ষ মুসলমানের নৌযান-প্রতাপে বিক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত হইত। এই সমস্ত বন্দর ও নগরে এমন সমস্ত ধনাঢ্য বণিক ছিলেন যাঁহাদের দৈনিক খরচ সহস্র মুদ্রার কম ছিল না। বাঙ্গালার শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদের ব্যবসা বাণিজ্য, ধন দৌলত সমৃদ্ধি দেখিয়া তদানীন্তন ইংরেজগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। হেস্টিংস লন্ডন অপেক্ষা

---

* বিস্তারিত জানিতে হইলে ডাক্তার লিটনারের "Sun in Islam" দেখুন।

www.pathagar.org

মুর্শিদাবাদ চতুর্গুণ বৃহৎ শহর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রেশম, পশম, তুলা, কাপড়, আদা, হলুদ, নীল, মশলা, ধান, চাউল সমস্ত ব্যবসাই মুসলমানের একচেটিয়া ছিল। হিন্দুদিগের হস্তে সামান্য দোকানদারী এবং ফড়িয়াগিরি ছিল মাত্র। দালালী এবং আড়তদারী কারবারও তাহারা জানিত না। কিন্তু হায়! রাজ্য যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পতন হইল। মহা অবসাদে মুসলমান মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বাণিজ্য-ব্যবসা ইংরাজি কোম্পানীর হাতে পড়িল। হিন্দু অধিবাসী-বেষ্টিত কলিকাতা রাজধানী হইল। হিন্দুদিগের সঙ্গেই রাজপুরুষ ইংরেজদিগের ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল। হিন্দুরা যেমন রাজকর্মচারী হইতে লাগিলেন, তেমনি তাঁহারা ইংরাজ সওদাগরদিগের বানিয়ান, দেওয়ান, মুচ্ছদ্দী ও দালাল হইতে লাগিলেন। মুসলমান তখন ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ণিয়া, পাটনা, রাজমহল ও হুগলীতে বাণিজ্য জাহাজের পতাকা খুলিয়া গৃহে তুলিতে লাগিল।

তাহারা দোকানপাট গুটাইয়া অতীত বাদশাহীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। বাদশাহ উজিরের গল্প লইয়া, সিরাজউদ্দৌলার মর্ম বিদারিনী কাহিনীর শোকগাঁথা লইয়া দিন গুজরান-করিতে লাগিল। আবার কবে বাদশাহী ফিরিবে, আবার করে ফিরিঙ্গী তাড়াইবে, সেই আশায় সেই নেশায় দিন যাপন করিতে লাগিল। এদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্য নানা অসুবিধা ও অবহেলায় একেবারেই রসাতলে গেল। ঘরের সঞ্চিত ধন ক্রমে ফুরাইল, যুগান্তর উপস্থিত হইল, বাদশাহী আর ফিরিল না, বাণিজ্যেরও আর সুবিধা হইল না। এদিকে পেটের ক্ষুধা, জ্বালাতনও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। হায়! তখন তাজেরের ছেলে মাথার তাজ খুলিয়া গামছা বাঁধিয়া দুনিয়া অন্ধকার দেখিতে দেখিতে চোখের পানি ফেলিতে ফেলিতে দুপর রোদে লাঙ্গল ঠেলিতে লাগিল। এই রূপ বণিকের ছেলে, সৈনিকের ছেলে, নবাব ও আমীরের ছেলে পেটের দায়ে সকলেই চাষা সাজিল। পূর্বের গৌরব, পূর্বের সমৃদ্ধি ভুলিয়া গেল। ব্যবসায়, বাণিজ্যের নামগন্ধ পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইল। হায়, আজ সে অতীতের কথায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার এমন ব্যথার ব্যথী, এমন দরদের দরদীও কেহ নাই। আহা! দুর্ভাগ্য! তোমার তাড়নে সিংহ মেষ হইয়া যায়, আগুন ভস্মে পরিণত হয়, জীবন বারি জীবন নিধন বিষে পরিণত হয়। ধর্মের উদ্দেশ্য শিক্ষা ও লক্ষ্য পর্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম প্রচারকেরা পর্যন্ত অন্ধ ও মতিছন্ন হইয়া যায়। তুমি যাহাকে আক্রমণ কর, আলোকও তাহার অঙ্গে কেবল অন্ধকারই বৃদ্ধি করে। তাহা না হইলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষগুলির এ দুর্দশা কেন? তাহাদিগের আলেমদিগেরই বা এমন ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা কেন?

www.pathagar.org

আজ বাঙ্গালার পাট বেচিয়া শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ কোটিপতি হইতেছে। হিন্দুদিগের বাড়ী দ্বিতল-ত্রিতল হইতেছে, মাড়োয়ারীদিগের উদর ক্রমশঃ স্ফীত হইতেছে, তাহাদের দালান কোঠা ক্রমশঃ আকাশে মাথা তুলিতেছে। কিন্তু হায়! যে মুসলমান পাটের চাষ করে, পাট কাটে, হাত পা পচাইয়া পাট ধৌত করে, নৌকায় করিয়া আড়তে পাট পৌঁছাইয়া দেয়, আহা! তাহাদের অর্ধেক লোকের উদরে অন্ন নাই। পরিধানে বস্ত্র নাই!! কিন্তু আজ বাঙ্গালার আলেমরা এবং বাঙ্গালার মুসলমান প্রধানবর্গ একত্রিত হইয়া উদ্যম ও চেষ্টা করিলে, পাটের রোপণ যেমন মুসলমানের একচেটিয়া আছে, ব্যবসায় তেমনি একচেটিয়া হইতে পারে। কিন্তু হায়! সে মন্ত্র দিবার লোক আছে কি? সে কথা ভাবে কি? কেবল মাত্র তছবি টেপা তওজ্জাহ লওয়া, হালকা করা, জেকের করা, এগারোঁই শরীফ করা, পীরের পা চাটা প্রভৃতি কার্যে যাহারা স্বর্গ-প্রাপ্তির আশা করিতেছে, তাহাদের আর মর্তের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-দৌলতের দরকার কি? কিন্তু হায়! এই রূপ স্বর্গ-প্রাপ্তির আশায় গোটা জাতিটা যে একেবারেই নরকের পথে ছুটিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য কি একটি লোকও নাই? একটি আলেমও নাই? যাহারা অনবরত দান, খয়রাত, ফেৎরা, জাকাত ও কোরবানীর টাকা লুটিতেছেন, বজরা-পালকী না হইলে যাহাদের যাতায়াত চলে না, পোলাও-কোর্মা ও জরদা না হইলে যাহাদের উদর পূর্তি হয় না, দুই-তিন-চার বিবাহ না করিলে যাহাদের দুনিয়ার মজা, হাউস মিটে না, তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ নিজের স্বার্থ সাধনের জন্যও লোকদিগকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করা ত কর্তব্য। যে গরু দুধ দেয়, গৃহস্থ অন্ততঃ তাহাকে দুই মুঠা ঘাস বেশী দেয়। এ আক্কেল চাষারও আছে। কিন্তু আমাদের এক শ্রেণীর আলেম, পীর, দরবেশগণ রক্ত শোষণ করিয়া ফুটানি করিয়া বেড়াইতেছেন, সেই সমস্ত নিরীহ ও কৃষক মুসলমান যে দিন দিন হীন-কাঙ্গাল এবং মিছকিন হইয়া যাইতেছে, সে দিকে তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য নাই!! তাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে, কামার, কুমার, সোনার, ছুতার, মোদক, বানিয়া, বারুই প্রভৃতি লাভজনক ব্যবসায় করিবার জন্য কখনও কেহ 'ওয়াজ নছিহত' ফরমাইয়াছেন কি? সে জন্য কোনও ফতোয়া জারি করিয়াছেন কি? যাহারা নূতন নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তাহাদিগকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করিবার কোন বন্দোবস্ত করিয়াছেন কি? অহো! দূরদৃষ্ট!! আজ আমাদের মাননীয় মোল্লা ও পীরগণ ইচ্ছা করিলে দু' এক বৎসরের মধ্যেই মুসলমানদের হীন অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারেন। দু-এক বৎসরের মধ্যে কামার, কুমার হালওয়াই, গোয়ালা, বারুই, স্বর্ণকার, তাঁতি, সূত্রধর, বানিয়া, পোদ্দার প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ও লাভজনক ব্যবসাগুলি মুসলমানদের প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইতে

www.pathagar.org

পারে। মুসলমানের ভীষণ দুরবস্থা দেখিয়াও যে সমস্ত আলেম তাহাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা ও চিন্তা করেন না, পরকালে তাঁহারা কিরূপে খোদা ও রসূলের নিকট মুখ দেখাইবেন? আর দুনিয়াতেই বা তাঁহারা সমাজের নেতা দীনের 'হাদী' বলিয়া কিরূপে দাবী করিতে পারেন?

প্রিয় পাঠক পাঠিকে! আমাদের ভ্রান্তি অপনোদন সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিয়াছি, তথাপি একটি গুরুতর ভ্রমের নিরসন করা হয় নাই। "মহাপুরুষ মুহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন এবং নিজেই দরিদ্রতার গৌরব কীর্তন করিয়াছেন" এই কথা এবং আদর্শ সমাজের স্তরে স্তরে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে তাহা দূর করা সহজ নহে। ছোটবেলা হইতে যত 'ওয়াজ' ও 'নছিহত' শুনিয়াছি, তাহার প্রত্যেক ওয়াজেই রসূলুল্লাহ গরীব ছিলেন ইহা শত প্রকারে, শতভাবে শুনিতে পাইয়াছি। রসূলুল্লাহ এর দরিদ্রতার কথা এমনি ছন্দে বন্দে, এমনই কায়দা কৌশলে, এমনই করুণ, সুনিপুণভাবে বর্ণনা করা হয় যে শ্রোতারা শুনিয়া 'জার', 'জার' হইয়া যায়। দরিদ্রতার দিকেই তাহাদের চিত্ত বিগলিত হয়। আজও এই ধরণের ওয়াজ সমানভাবেই চলিতেছে। দেশ শুদ্ধ কোটি কোটি লোকের দৃঢ় ধারণা যে স্বয়ং আল্লার রসূলই গরীব ছিলেন, তিনিই যখন ২-৩ দিন পর্য্যন্ত ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বাঁধিয়া থাকিতেন, তিনিই যখন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন, তিনিই যখন খেজুরের চাটাইতে শয়ন করিতেন, তাঁহার ঘরেই যখন বাতি জ্বলিত না, তখন আমাদের ধন-দৌলতের প্রয়োজন কি? ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে মানুষ ধর্মগুরুর দুঃখ, কষ্ট ও দীনতা প্রাণ দিয়া ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে।

এক্ষণে আসুন মহোদয়গণ! একবার ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখি, একবার রসূলুল্লাহর জীবন চরিত আলোচনা করিয়া দেখি, সত্য সত্যই তিনি দীন হীন, কাঙ্গাল ছিলেন কিনা?

মহামান্য মোস্তফা বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া প্রথমতঃ তাঁহার দাদা আবদুল মোতালেব কর্তৃক প্রতিপালিত হন। আবদুল মোতালেব দরিদ্র ছিলেন না। তাঁহার অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল ছিল। তিনি আরবের সরদার ও কাবা গৃহের সেবক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পিতৃব্য আবু তালেব রসূলুল্লার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। আবু তালেবের অবস্থাও এ সময়ে ভাল ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, তাঁহার অবস্থা কিছু শোচনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু শোচনীয়তার মানে ইহা নহে যে, তিনি পর্ণ কুটিরবাসী বা কৌপিনধারী ছিলেন। আবু তালেব সম্ভ্রান্ত এবং সরদার ব্যক্তি ছিলেন। এরূপ লোকের সামান্য ক্লেশ হইলেই লোকের চক্ষে তাহা বিষম বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু কর্মবীর আবু

www.pathagar.org

তালেব বাণিজ্য করিয়া এই শোচনীয়তার লাঘব করেন। এ জন্য মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মদকে (দঃ) কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার খাওয়া-পরা ও বস্ত্রের কোনও অভাব হইয়াছিল না। তিনি পরম যত্ন ও আদরেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ পরম সুন্দর, শান্ত প্রকৃতির ও বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া কোরেশ বংশের সমস্ত লোকই তাহাকে ভাল বাসিতেন। তৎপর রসূলুল্লাহ ক্রমশঃ যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন।

২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবি খাদিজা কোবরার বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন এবং এই সূত্রে কিছু অর্থও উপার্জন করেন। অতঃপর ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি অগাধ ধনশালিনী এবং আরবের 'মালেকা' রাজ্ঞী বলিয়া অভিহিতা বিবি খাদিজা কোবরাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে হযরত খাদিজা তাঁহার সমস্ত ধন, দৌলত ও বিষয় সম্পত্তি রসূলুল্লাহর চরণে উৎসর্গ করিয়া দেন। সুতরাং এই সময়ে সত্য কথা বলিতে গেলে, রসূলুল্লাহকে আরবের সর্বপেক্ষা ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। রসূলুল্লাহ যার পর নাই দয়ালু ও দানশীল ছিলেন বলিয়া এই বিপুল ধন সম্পত্তির বিপুল অংশ অল্পদিনেই ব্যয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু তাই বলিয়া দীন-হীন কাঙ্গাল হইয়াছিলেন না। প্রত্যহ বহু লোককে অন্নদান করিতেন। অতঃপর ৪০ বৎসর বয়সে ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। এই নূতন ধর্মের আন্দোলনে আরব দেশ বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠে। ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে ধর্ম প্রচারের জন্য নানা রকম নির্যাতন ও ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতঃপর তিনি হিজরী ৭ম বর্ষে মক্কা বিজয় করেন। এই বিজয়ের পর হইতে আরবের সর্বত্র তাঁহার বিজয় ডঙ্কা বাজিতে এবং বিজয় পতাকা উড়িতে থাকে। ক্রমে তিনি আরবের মহা প্রতাপান্বিত সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। পারস্য ও রোমের সিংহাসন পর্যন্ত তাঁহার বিজয়পটহ নাদে চঞ্চল হইয়া উঠে। রসূলুল্লাহ তখন অগাধ ধনের অধিকারী। রণভূমে প্রাপ্ত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ তাঁহার প্রাপ্য ছিল। নজর ও খেরাজের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তাঁহার চরণ তলে লুটাইত। তিনি তখন মহৈশ্বর্য্যশালী মহারাজাধিরাজ। এইত রসূলুল্লাহর বাল্য হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবস্থা। তিনি কোনও সময়েই দীন-হীন কাঙ্গাল ছিলেন না। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার! আমাদের এক শ্রেণীর আলেমরা দুনিয়া জুড়িয়া তাঁহার শোচনীয় দরিদ্রতার কথা ঢাকে ঢোলে হট্টগোলে প্রচার করিতেছেন। ইহার কারণ কি? আসুন পাঠক পাঠিকা! আমরা এই বিষম অদ্ভুত রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের চেষ্টা করি।

মহানবী মোস্তফা যারপর নাই দানশীল ও পর দুঃখ-কাতর মহাপ্রাণ পুরুষ ছিলেন। পরের দুঃখ-কষ্ট ও অভাব দেখিলেই তিনি বিগলিত হইয়া পড়িতেন।

www.pathagar.org

এই জন্য তিনি অগাধ ধন-ঐশ্বর্য ও বিরাট আরব দেশের বাদশাহ হইয়াও ব্যসন-বিলাসে ভোগ-সম্ভোগে মত্ত না হইয়া বদান্যতা ও ত্যাগ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দানশীলতা ও করুণা তাঁহার প্রাণের ধর্ম ছিল। তিনি নিজে ক্ষুধার্ত থাকিয়াও অন্যের মুখে নিজের মুখের গ্রাস তুলিয়া দিয়াছেন। নানা দেশের রাজা বাদশাহ এবং তাঁহার ধনাঢ্য শিষ্যমণ্ডলী কত মূল্যবান বস্ত্র তাঁহাকে উপহার দিতেন, কিন্তু তিনি বস্ত্রহীনদিগকে বস্ত্রদানে এমনই উন্মত্ত থাকিতেন যে শেষকালে দানের অযোগ্য বস্ত্র ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই থাকিত না। লোককে অন্নদান করিতে করিতে এমনই উন্মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া পড়িতেন যে, নিজে ক্রমাগত দু'তিন বেলা অনাহারে বা স্বল্পাহারে কাটাইতেন। যে দিন প্রভাতে দেখা যাইত যে, মোস্তফার দ্বারে উষ্ট্র পৃষ্ঠে রাশি রাশি থলিয়া বোঝাই টাকা আসিয়া জমা হইতেছে– সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বে দেখা যাইত যে, তাঁহার হস্তে কানা কড়িও সঞ্চিত নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যে দিন তিনি সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, সেই দিন রাত্রে তাঁহার প্রদীপ জ্বালিবার তৈলটুকুও থাকিত না। যে দিন তিনি সহস্র সহস্র দরিদ্রকে অন্নদান করিয়াছেন, হায়! সেই দিন তাঁহার খাইবার জন্য এক "লোকমা খানাও মজুদ" থাকিত না। সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা ও গবেষণা করিয়া নিতান্ত দম্ভের সহিত বলিতে পারি যে, ভূমণ্ডলে এইরূপ পরদুঃখ কাতর মহাপ্রাণ দানশীল মহাত্মা আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার উদারতা, মহানুভবতা, দয়া ও দানের কথা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার উপযুক্ত শব্দ নাই। তাঁহার মহাপ্রাণতা, ত্যাগ-স্বীকার ও দানশীলতার পাদমূলেও দাঁড়াইতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোনও মহাপুরুষ আজ পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার উপাধি "রহমতুল্লিল আলামিন" দুনিয়ার জন্য খোদার রহমত মহাদান, সত্য সত্যই তাঁহাতে সার্থক হইয়াছিল।

প্রিয় পাঠক পাঠিকে! হযরত রসূলের এই যে অদম্য পরহিতৈষণা, এই যে অফুরন্ত দয়া, এই যে অপার্থিব মহানুভবতা, এই যে ধর্মীয় মহাপ্রাণতা আমাদের এক শ্রেণীর আলেমগণ ইহার অনুসরণ, অনুধাবন ও অনুকরণ করিতে আসক্ত হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ ইহাকেই তাঁহারা রসূলুল্লাহর দরিদ্রতা বলিয়া উল্লেখ ও প্রচার করিয়া বিশাল জাতিকে 'গোমরাহ' করিয়া ফেলিয়াছেন। নতুবা বজ্রকণ্ঠে বলিতেছি– রসূলুল্লাহ কখনও দরিদ্র ছিলেন না। হে নব্য শিক্ষিত যুবকগণ! তোমরা একবার এই নিদারুণ ভ্রান্তি দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর হও। ধন উপার্জ্জন করিয়া তোমাদের উজ্জ্বলতম, চারুতম, শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মহাপ্রাণ মোস্তফার ন্যায় মুসলমানদিগকে জীবনের দুঃখ দূর করিবার জন্য উপদেশ দাও। শত শত মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা কর। রসূলুল্লাহর মত রাস্তা-ঘাট,

www.pathagar.org

এতিমখানা, মোছাফেরখানা, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অন্ধ ও মূকদিগের অসহ্য দুঃখ দূর কর। দাতব্য ঔষধালয় এবং বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন কর। দরিদ্রদিগের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন কর। পাঠাগার স্থাপন কর এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রচার করিয়া দেশের ভিতরে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা কর। তবে ত তুমি মোস্তফার যথার্থ "উম্মত" মধ্যে গণ্য হইবে। জাতির দুঃখে, দেশের দুঃখে, মানবের দুঃখে, কষ্ট ও লাঞ্ছনায় যাহার প্রাণ বিগলিত হয় না, যাহার চিত্ত ব্যথিত হয় না, যাহার মন উদ্বুদ্ধ হয় না; সে কখনও হযরত মুহাম্মদের (দঃ) সেই পরদুঃখে উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ পুরুষের উম্মত মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য নহে।

তাই বলি হে মুসলমান! যদি ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণ চাও, যদি আল্লার 'রহমত' ও রসূলে খোদার সাফাআত চাও, তাহা হইলে সমস্ত সদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়া লক্ষপতি কোটিপতি হও। আর সেই অর্থ মহাপ্রাণ রসূলুল্লাহর ন্যায় দেশের কাজে, জাতির কাজে, মঙ্গল ও শিক্ষা বিস্তারে দুই হাতে ঢালিয়া দিয়া বেহেশ্‌তের সিংহাসন ক্রয় করিয়া লও।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩০। (২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪)

www.pathagar.org

আত্মবিশ্বাস

যে নদীর স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার পানি যেমন হাজিয়া মজিয়া পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত এবং অব্যবহার্য হইয়া পড়ে, তেমনি যে জাতি আত্মগৌরব ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহারা হইয়া পড়ে, তাহারাও কালস্রোতে পদ্মার তীরের ন্যায় ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত লাঞ্ছনা ও দুর্গতি তাহাদের মস্তকেই পতিত হয়।

মেরুদণ্ড দুর্বল বা ভগ্ন হইলে মানুষ যেমন দণ্ডায়মান হইতে পারে না, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বিহীন জাতিও তেমনি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, পৃথিবীর বক্ষে সোজা হইয়া দৃপ্ততেজে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। আত্মশক্তির প্রতি যাহার শ্রদ্ধা আছে, সে একদিন যত বিলম্বেই হউক না কেন, তরুর ন্যায় নিজের পায়ে নির্ভর করিয়া গগনমার্গে শির উত্তোলন করিবেই। কিন্তু যাহার আত্মবিশ্বাস নাই, তাহার অন্য গুণ যতই থাকুক না কেন, চিরকাল আশ্রয়হীনা লতার ন্যায় শোচনীয় দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াই কাল কাটাইবে। বিশ্বাসই হইতেছে—আত্মার খাদ্য। বিশ্বাস হইতে চিন্তা এবং চিন্তা হইতে কার্যের উৎপত্তি। প্রত্যেক মানবের কার্যই তাহার বিশ্বাসের অনুরূপ হইবে।

সিংহশাবক যে ভেড়া না হইয়া সর্বদাই সিংহ হয়, সে তাহার বিশ্বাসের গুণেই। আর মেষশাবক যে সিংহ-স্বভাব না হইয়া মেষ হয়, সেও তাহার বিশ্বাসের গুণেই। "যাদৃশী কল্পনা যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী।" একজন ভীরু ব্যক্তি যদি জোর করিয়া মনে মনে ভাবিতে পারে যে, সে সাহসী, তেজস্বী এবং বীর, তাহা হইলে ভয় এবং দুর্বলতা স্থলে সাহস ও শৌর্য আসিয়া দেখা দিবে। তার এই অনুভূতি তীব্র এবং স্থায়ী হওয়া চাই। তাহা হইলেই প্রেয় লাভের জন্য সে ব্যক্তি কঠোর নিয়ম পদ্ধতির কণ্টকাকীর্ণ রাস্তার মধ্য দিয়া বীরদর্পে চলিয়া যাইতে পারিবে। আর দুর্জয় আত্মবিশ্বাস আসিলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য। জগতের সকল জাতির অভ্যুত্থানের মূলেও আত্মবিশ্বাসের জ্বলন্ত প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। আরব জাতির অভ্যুত্থানের মূলেও এই আত্মবিশ্বাসের অগ্নিক্রীড়া ইতিহাসের পৃষ্ঠ ঝলসাইয়া দিয়াছে। সে অগ্নিক্রীড়ার দুঃসহ উত্তাপে একদিন

www.pathagar.org

বিস্মিত এবং স্তম্ভিত জগৎ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল! তাই বিশ্বের সকল জাতিই তাহাদের চরণতলে মস্তক নত করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যাহারা যুগ-যুগান্তর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বিশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করিতেছিল, তাহারা ইসলামের প্রভাবে খোদাভক্ত এবং ঐক্যসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছিল; শুধু তাহাই নহে– পরন্তু ইসলাম এবং ইসলামের মহাপয়গম্বর পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে,— "তাহারাই (যথার্থ মুসলমান হইলে) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইবে।" রুম, শাম, মিশর ও ইরান তাঁহাদের চরণতলে লুণ্ঠিত হইবে। বিশ্বের সমস্ত সুখ সম্পদ এবং প্রভুত্ব প্রতিপত্তি তাঁহাদের করতলগত হইবে।

মহাপয়গম্বরের এই অমৃত বাণীতে গভীর ও অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই আরবগণ সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রে হীন হইয়া কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝাবাতের মত প্রবল-প্রতাপ রাজ্যসমূহ বিজয়ে বহির্গত হইলেন। গভীর আত্মবিশ্বাসের জ্বলন্ত অনলে তাহাদের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ও দুর্বলতা ভস্ম হইয়া উড়িয়া গেল! রোম ও পারস্যের বিশ্ব-বিজয়ী সৈন্যবল পর্যন্ত তাহাদের সম্মুখে চুরমার হইয়া গেল। দুর্বার আত্মবিশ্বাসের বলে উন্মুক্ত গগনমার্গে তাঁহারা আপনাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন।

এইরূপ যখন যে জাতি পৃথিবীতে যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তখন শুধু তাহা আত্মবিশ্বাসের বলেই লাভ করিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যেও এই আত্মবিশ্বাসের সম্যক অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। শিক্ষিত মুসলিম যুবকগণ পর্যন্ত সকল বিষয়েই যেন নিরাশ এবং হতাশ। তেজঃ, বীর্য, সাহস, শৌর্য যেনবা জাতির ভিতর হইতে লোপ পাইয়াছে। উৎসাহ উদ্যমের নাম গন্ধও তাহাদের মধ্যে নাই। কি সাহিত্য সাধনা, কি সমাজসেবা– সকল বিষয়েই তাঁহারা নির্বাক, নিশ্চল এবং নিস্পন্দ। ইহাদের অনেকেই এরূপ অলস ও প্রাণহীন যে, তাহারা বিশ্বজগতের কোন খবরও রাখে না। ইহাদের মধ্য হইতে একজন বিখ্যাত কবি, লেখক বা বক্তা জন্মগ্রহণ করেন নাই। নিজের ধর্ম সম্বন্ধেও ইহারা নিতান্ত উদাসীন। ইহাদের মধ্যে একজনও ধর্ম প্রচারের ব্রত অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন নাই। বি. এ., এম. এ. উপাধিধারী যুবকদিগের দ্বারা যতটা জাতি সেবার আশা করা গিয়াছিল, তাহার শতাংশের একাংশও কার্যক্ষেত্রে উপলব্ধি হইতেছে না! ইহাপেক্ষা লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? আত্মবিশ্বাসের অভাবেই আমাদিগের গ্রাজুয়েটদিগের অন্তঃকরণে আত্মতেজের স্ফূরণ হইতেছে না। এই আত্মতেজের অভাবে তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ অতি ক্ষীণভাবেই দেখা যাইতেছে। ফলতঃ শুধু গ্রাজুয়েট

www.pathagar.org

বলিয়া নহে, সকল শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই ভীরুতা, দুর্বলতা এবং আলস্য ঔদাস্য অতি শোচনীয়ভাবে দেখা দিয়াছে। শিক্ষিত লোকেরাই সমাজ ও জাতির আদর্শ বলিয়া তাহাদিগের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই আত্মবিশ্বাসের অভাব কেন? শিক্ষার প্রধানতম কার্যই হইতেছে আত্মসম্মান ও আত্মবোধ এবং আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজকে, পরিমার্জ্জিত এবং পরিচালিত করা। কিন্তু আমরা খুব জোর গলায় বলিতে পারি যে, বর্তমান শিক্ষায় মুসলমান যুবকদিগের মনে আত্মসম্মান ও আত্মশক্তির বৃদ্ধি দূরে থাকুক, শূন্যগর্ভ অভিমান-বিলাসিতা দ্রুত পরিবর্ধিত হইতেছে! জ্ঞান চর্চার স্পৃহা না থাকায় তাঁহারা স্কুল কলেজে লব্ধ যৎসামান্য জ্ঞান লইয়া বদ্ধ কোটরের পেঁচক সাজিতেছেন! সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী জ্ঞান, চরিত্র, পুরুষাকারে, এবং স্বজাতি সেবায় আমাদিগকে কিছুমাত্র আনন্দিত এবং উৎফুল্ল করিতে পারেন নাই! পরন্তু আমাদিগকে বিষাদ সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন! বর্তমানে যে কয়েকজন কর্ম্মবীর আপ্রাণ চেষ্টায় বিরাট সমাজ দেহকে কিছু কিঞ্চিৎ জাগাইয়া রাখিয়াছেন, মুষ্টিমেয় এই লোকগুলির হঠাৎ অভাব হইলে বাঙ্গালার দুই হাজার গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং দশ হাজার মওলানা মৌলভীদিগের দ্বারা তাঁহাদের একজনের অভাব পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। হায়! সমাজের কি ভীষণ দুরবস্থা! কি শোচনীয় ব্যাপার!

আমরা স্কুল কলেজে এবং মাদরাসা মক্তবে ছেলে পাঠাইয়া দিয়া ভাবি যে, ছেলেকে শিক্ষা দিবার সমস্ত কর্তব্যই প্রতি পালন করিলাম। বৎসরের পর বৎসর পাশ করিয়া করিয়া গেলেই অভিভাবকেরা ছেলের যথেষ্ট তারিফ করেন! শিক্ষকেরাও আপনাদের বাহাদুরী ফলাইতে কম করেন না!! কিন্তু কেহই তলাইয়া দেখেন না যে, কেবল পাশ করিলেই বিদ্যার্জন হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ছাত্রের বা সন্তানের মনে জ্ঞানের অনুরাগ এবং জ্ঞানের প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতেছে কিনা, তাহাই দেখিবার জিনিস। বলাবাহুল্য যে আধুনিক নিয়মের পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রের জ্ঞান স্পৃহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জন্য আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাইতেছি যে, শত শত বি. এ., এম. এ. পাশ করা নামজাদা যুবকদের মধ্যেও জ্ঞান পিপাসার উদ্রেক হয় না। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তাহার স্বাদ তাহারা এক বিন্দুও পায় নাই। এই রসের স্বাদ গ্রহণেচ্ছা জন্মাইয়া দেওয়াই হইতেছে স্কুল কলেজের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। আর এই জ্ঞানের মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধি করাই হইতেছে জ্ঞানের প্রধান কার্য। আত্মোপলব্ধির অর্থ এখানে কেহ আত্মার লম্বাই-

www.pathagar.org

চওড়াইকে মনে করিবেন না। আত্মোপলব্ধির মানে হইতেছে নিজেকে মানুষ, সর্বজীবশ্রেষ্ঠ মানুষ, বিধাতার বিশেষ অনুগৃহীত মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করা, নিজেকে কর্মী তেজস্বী এবং স্বাভাবিকভাবে চরিত্রবান বলিয়া বিশ্বাস করাই হইতেছে যথার্থ আত্মোপলব্ধি। এইরূপ আত্মবিশ্বাস এবং আত্মোপলব্ধি দ্বারাই মানবজীবনের গৌরব ও মহিমা ফুটিয়া উঠে। এইরূপ আত্মবিশ্বাসের বলেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে!! আর এইরূপ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই জাতীয় জীবনের গৌরব ও প্রতাপ আকাশস্পর্শী হইয়া উঠে। ফলতঃ এই আত্ম-বিশ্বাসই হইতেছে মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তি! কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের ধর্ম ও সংসার সম্বন্ধীয় শিক্ষায় এই আত্মবিশ্বাসের নাম গন্ধও নাই। ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষার ধর্মের এক অঙ্গ যে দুনিয়াদারী, তাহা একেবারেই উপেক্ষিত এবং অজিজ্ঞাসিত হইয়া রহিয়াছে। দুনিয়ার প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তি লাভ না করিতে পারিলে যে আখেরাতের মুক্তি পাইবার পথ কঠিন ও সঙ্কট সঙ্কুল হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আজকাল চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই। ইসলাম দুনিয়াকে ত্যাগ করিয়া নহে বরং দুনিয়াকে গ্রাস করিয়া, বশ করিয়া এবং অধীন করিয়াই শুধু পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। দুনিয়ার গোলাম হওয়া আর দুনিয়ার মালিক হওয়া যে, দুইটা পরস্পর ভয়ানক বিপরীত কথা, তাহাও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। যে ধর্মের চারি ফরজের মধ্যে দুই ফরজ (হজ ও জাকাত) ধনের উপরে স্থাপিত; আশ্চর্য ব্যাপার আজ সেই সমাজের শত শত আলেম পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া কেবল দরিদ্রতার মাহাত্ম্যই কীর্তন করিতেছেন! তাঁহারা ভ্রমেও ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি উপদেশও প্রদান করেন না। তাহারা অনবরত খয়রাতের কথাই বর্ণনা করেন, কিন্তু উপার্জন এবং সঞ্চয়ের কথা কখনও বলেন না।

যে ইসলামের পয়গম্বর নিজ হস্তে কুঠারের ডাণ্ডা লাগাইয়া দিয়া ভিক্ষার পরিবর্তে প্রার্থীকে কাঠ কাটিয়া পরিশ্রম করিয়া খাইবার জন্য বাধ্য করিয়াছেন, নিজে তিন দিবস অনাহারে থাকিয়া নিজের অভাবের কথা শিষ্যদিগকে জানিতে না দিয়া বিধর্মীর মেষ-পালকে জলপান করাইয়া তদ্বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করিয়াও জীবিকা নির্বাহে কুণ্ঠিত হন নাই, আজ তাঁহারই "উম্মত" নামধারী জীবদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র সবল ভিক্ষুক অকুণ্ঠিত চিত্তে বিরাজ করিতেছে। আরও পরিতাপের বিষয় যে তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন এরূপ শত শত মওলানা, মৌলভী, মুন্‌শী কেহ পাল্কীতে, পদব্রজে, কেহ বজরায়, কেহ মুরিদ করিবার ছলে, কেহ ভূত-প্রেত তাড়াইবার ছলে, কেহ দোওয়া-তাবিজ দিয়া ব্যারাম সারাইবার ছলে, কেহ সম্পত্তিশালী বিধবাকে নেকাহ করিবার ছলে, কেহ

www.pathagar.org

হজ্বে যাইবার ছলে, কেহ মসজিদ দিবার ছলে, কেহ মাদরাসা দিবার ছলে, কেহ কাবা শরীফে বাতি দিবার ছলে, কেহ কাবা শরীফের কবুতরদিগকে আহার দিবার ছলে, কেহ কবর জেয়ারত এবং কেহ গোর আজাব হইতে মোরদাকে বাঁচাইবার ছলে, কেহ গুপ্ত তন্ত্র-মন্ত্র প্রভাবে লোকের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার ছলে, কেহ কপাল দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা করিবার ছলে, কেহ যাকাত ও ফেৎরা, কোরবানী লিল্লাহ-ছদকা প্রভৃতি লুণ্ঠন করিবার ছলে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

আমাদিগের মধ্যে ভণ্ডামী, ছলনা, প্রবঞ্চনা এবং বদমায়েশীর কিন্তু সীমা-পরিসীমা নাই, বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান বা আত্মবিশ্বাসও ইহাদিগের মধ্যে নাই! কি ভীষণ ও শোচনীয় মারাত্মক অবস্থা!!

যে ধর্মের উপাসনার মুনাজাত হইতেছে "রব্বানা আতেনা ফিদদুনিয়া হাছানাতাও ওয়াফিল আখেরাতে হাছানা।" অর্থাৎ হে প্রভু! ইহলোক ও পারলৌকিক মঙ্গল দান কর। সেই ধর্মের এবং শ্রেণীর প্রচারকগণ পৃথিবীর প্রভুত্ব প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, শান-শওকতকে একেবারে ঝাঁটাইয়া দূর করিয়া দিতে আদাজল খাইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহে জুমার খোতবায় যাহারা স্বজাতির এবং স্বজাতীয় বাদশাহদিগের রাজত্বের উন্নতি, বিস্তৃতি এবং কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, অধিকন্তু আপনাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার জন্য প্রার্থনা করেন, তাঁহারাই আবার রাজনীতির চর্চায় বেহুঁশ ও বেসামাল হইয়া পড়েন। রাজনীতি চর্চাকে অনাবশ্যক 'ফজুল' বা 'বেহুদা' বলিয়া মনে করেন। ইহা অপেক্ষা মূঢ়তা গোমরাহি কি হইতে পারে?

যে ইসলামের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, প্রভুত্ব ও পরাক্রমনীতি ষোলকলা বিরাজমান, আজ কালের কুটিল চক্রে সে ইসলামের সেবক ও রক্ষক আলেমগণই সাধারণতঃ রাজনীতিতে ভয়াবহরূপে উদাসীন ও বিমুখী। এমন জাতির যদি অধঃপতন না হয়, তাহা হইলে আর কাহার হইবে।

ফলতঃ আমাদের ধর্ম শিক্ষা হইতে রাষ্ট্রনীতি ও আত্মপ্রাধান্য নীতিকে পরিবর্জন করিবার ফলে আমাদের জাতির অনুকরণ হইতে আত্মতেজস্বী আত্ম বিশ্বাস, আত্মমর্যাদা বোধ একেবারে সমূহে উৎপাটিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে উচ্চ আশা, উচ্চ লক্ষ্য, উচ্চ কল্পনাও গায়েব হইয়া গিয়াছে।

আজকাল "জাতীয় উন্নতি" বলিয়া একটি কথা সর্বদাই উচ্চারিত ও শ্রুত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বেশ জোরের সহিত বলিতে পারি যে, তা "জাতীয় উন্নতি" কথাটার চরম ও পরম অর্থ আমাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যাবাগীশদিগের মধ্যেও অনেকে বুঝিবার চেষ্টা করেন না। "জাতীয় উন্নতি" অর্থে অনেকেই

www.pathagar.org

বুঝেন যে, কয়েকজন বা কয়েক মুসলমান যুবকের সাব-ডিপুটিগিরি, সাব-রেজিস্ট্রারী এবং দারোগাগিরির চাকরি। তাহার অধিক যদি কেহ বুঝেন, তবে আরও একটু জাগতিক হিসাবে উন্নতি। কিন্তু জাতীয় উন্নতির অর্থ কি ইহাই? যদি ইংরাজ, ফরাসী, জার্মানি, তুর্কীকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর জাতীয় উন্নতির অর্থ কি? ইংরাজ, তুর্কী জার্মানের একটি দশ বর্ষ বয়স্ক বালকও বলিয়া দিবে যে জাতীয় উন্নতির অর্থ ইহা নহে। জাতীয় উন্নতির অর্থ প্রতিযোগিতায় সকল বিষয়ে সকল জাতির সহিত সমকক্ষতা করা বা সকল জাতিকে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দেওয়া। বিশ্বের বক্ষে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের পরিচয় দেওয়া। আমি জিজ্ঞাসা করি, অন্যান্য স্বাধীন ও পরাক্রান্ত জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করা দূরে থাকুক, আমাদেরই অবস্থাপন্ন হিন্দুদিগের সহিত যে, আমাদিগকে প্রতিযোগিতা করিয়া নিজেদের মহিমা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সে বিষয়েই বা কয়টা লোক চিন্তা করিয়া থাকেন?

যদি শিক্ষিত ব্যক্তিরা, তেমন গভীর ও ব্যাপকভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু ভ্রাতাদিগের নিকট আমরা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের পরিবর্তে প্রীতি ও সম্মান লাভ করিতে পারিতাম। আমরা যে হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দ কর্তৃক কাব্য-উপন্যাসে লাঞ্ছিত এবং ব্যবহারে অসম্মানিত হইতেছি, তাহাতে হিন্দুদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই, সম্পূর্ণ দোষ আমাদেরই। লাঞ্ছনা করা অপেক্ষা, যে লাঞ্ছিত হয়, তাহারই দোষ বেশী। কারণ সে অক্ষম। অক্ষম তাহার আবার সম্মান কি? ইজ্জত কি? অক্ষমতাই সমস্ত পাপের আকর! এমন দর্শন শাস্ত্রে অক্ষমতাই হইতেছে জীবন্ত পাপ এবং অপরাধের মূর্তি।

যে কানমলা দেয়, সে অত্যাচারী হইতে পারে। কিন্তু সে অক্ষম নহে। বরং সে ক্ষমতাশালী। অন্ততঃ কানমলা দিবার শক্তি তাহার আছে। এই জন্য সে ভয়ের পাত্র হইতে পারে, কিন্তু ঘৃণার পাত্র নহে। কিন্তু যে কানমলা খায় এবং বিনা প্রতিশোধে নীরবে তাহা হজম করে, সে নিশ্চয়ই অধম ও অক্ষম। যে অধম ও অক্ষম, সে অল্পকালই ঘৃণার পাত্র– কখনই কখনই প্রশংসার পাত্র নহে! তাহাকে দয়া করা সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু হায়! সে দয়াতে কেবল তাহার নিসঙ্গ অধমতা ও অক্ষমতাই মাত্র প্রকাশ পায়!

যে যাহার কাছে দয়া প্রার্থী হয়, সে তাহার কাছে হেয় অধম এবং নীচ হইয়া যায়। সর্বপ্রকারের অক্ষমতাকে দূর করিয়া মনুষ্যত্বের দৃপ্ত বলে সহজে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধে জয় লাভ করাই হইতেছে মানুষের পরম ধর্ম! ইসলাম এই পরম ধর্ম পালনে এরূপ চরম শিক্ষা এবং চরম শক্তি দান করে, আর কোন ধর্মে তাহা দান করিবার শক্তি নাই। ইউরোপের ইসলাম

www.pathagar.org

তত্ত্ববিদ, ইসলামের শত্রু-মিত্র সকল পণ্ডিতই একথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমাদের দেশে ইসলাম হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বৈরাগ্য এবং ঔদাস্যমূলক বিকৃত সূফী মতের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কর্ম শক্তি, তেজঃ ও দৃঢ়তাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

যে ধর্মের মহা পয়গাম্বর অদ্বিতীয় কর্মী পুরুষ-সিংহ স্পষ্ট ভাষায় মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "লা রোহ্ বানিয়াতা ফিল ইসলাম।" অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্য নাই, আজ সেই ধর্মেই লক্ষ কণ্ঠে কেবল বৈরাগ্যের মহিমাই কীর্তিত হইতেছে! এবং যাহারা তথাকথিত বৈরাগী অর্থাৎ নিজে কোনরূপ পরিশ্রম না করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খায়, তাহারাই হইতেছে সমাজের আদর্শ পুরুষ। যে জঘন্য গুরুবাদ এবং পৌরহিত্য প্রথাকে সমূলে বিলুপ্ত করিবার জন্য ইসলামের আবির্ভাব হইয়াছিল, আজ সেই জঘন্য গুরুবাদই ইসলামের তেজঃ বীর্য্য বিনষ্ট করিয়া দিতেছে! যে ইসলাম মানুষকে সাক্ষাৎভাবে তাহার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতাআলার দরবারে হাজির করিয়া দেয়, আজ সেই ধর্মে বেদাত প্রথা প্রচলিত হওয়ায় অধিকাংশ লোকের আত্মার জ্যোতি মলিন হইয়া যাইতেছে।

বিশ্বসূর্য জগৎ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদের (দঃ) আদর্শ জীবনী, আদর্শ শিক্ষা, তদীয় নিয়ম পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া বেদাতী পীর, মাঝারী পীর, ছোট পীর বাখা পীর, লেকার পীর, মাদারী পীর ইত্যাকার অসংখ্য পীরের পূজা ও শিক্ষায় আধ্যাত্মিক আদর্শ নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ চতুর্দিক হইতে বৈরাগ্য, ঔদাস্য, মায়াবাদ, নর পূজা ও পৌত্তলিকতা (গোর পূজা) প্রচারের ফলে ইসলামের সাংসারিক প্রভুত্ব, ধনের ও মানের প্রাধান্য, জগদ্ব্যাপী ইসলাম প্রচারের আবশ্যকতা, চরিত্রের বিশ্বোজ্জ্বল প্রভা এবং সর্বোপরি অন্যায়, অসত্য, কোফর, শেরক্ ও পাপ দলনের প্রচণ্ডতা ও 'জোয়ামর্দী' আমাদের ভিতর হইতে লোপ পাইয়াছে। উচ্চাঙ্গের কর্তব্য বোধের অভাবে মন হইতে উচ্চশ্রেণীর আত্মবিশ্বাসও লোপ পাইয়াছে। প্রভুকে যদি দাস হইতে হয়, সুস্থকে যদি রুগ্ন হইতে হয় তাহা হইলে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনকে দাসত্ব, চৌর্য এবং পীড়ার আক্রমণে নিশ্চয় মলিন এবং হীন হইতেই হয়। মন হইতে ধীরে ধীরে প্রভুত্ব সাধুতা এবং সুস্থতা লোপ পাইতে বসে।

আমাদের জাতীয় জীবনের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। উন্নত লক্ষ্য এবং উন্নত আদর্শের অভাবে মনের বিশ্বাসও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ২ জৈষ্ঠ্য ১৩৩১। (১৬ মে, ১৯২৪)

www.pathagar.org

জাতীয় প্রতিষ্ঠা

সিংহ যদি অনবরত কেবল ইঁদুর শিকার করিয়াই বেড়ায়, তাহা হইলে কিছুকাল পরে ভেড়া শিকার করিতেও সে সন্দিগ্ধ ও ভীত হইয়া পড়িবে। মহিষ শিকার ত তাহার দ্বারা চলিতে পারে না।

যে পাহাড়ে পরিভ্রমণ করে এবং যে সমতল ময়দানে পরিভ্রমণ করে, তাহারা উভয়েই ভ্রমণ করে বটে, কিন্তু পাহাড় ভ্রমণকারীর পা যেমন দৃঢ়তার সহিত ভূ-সংলগ্ন হয়, ময়দান ভ্রমণকারীর চরণ যুগল নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা অনেক সহজ আলগাভাবেই মাটিতে পড়িয়া থাকে। যে মাঝি তুফানে নৌকা চালায় এবং যে মাঝি নিথর নিস্তরঙ্গ নদীতে নৌকা চালায় তাহাদের উভয়ের হাল একই রকমের এবং কাঠের তৈয়ারী হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহাদের সাহস ও নিপুণতা ঠিক একই রকমের নহে। তাহার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক।

এই জন্যই যে মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চ আদর্শ নাই, সে মনে তেজও নাই। যে গাছে রৌদ্র বৃষ্টি লাগে না, তাহা আরামে থাকিতে পারে বটে; কিন্তু সে আরামে কেবল তাহার দুর্বলতাই বাড়িয়া যায়। আমাদের জাতির মনে পার্থিব কোন প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি বা প্রভুত্বনীতির কোন প্রবাহ নাই। এজন্য আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও তেমন কোন বিশেষ তেজ; সাহস বা প্রতিভা দেখা যায় না।

আমাদের এক শ্রেণীর আলেমেরা সাংসারিক নীতি অর্থাৎ জাতীয় উন্নতি বা অভ্যুত্থানের সম্বন্ধে আলোচনা করাকে একেবারে 'হারাম' করিয়া বসিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের মধ্য হইতে স্পষ্টবাদিতা, সৎসাহস তেজস্বিতা এবং আত্মসম্মানও আরামের সহিত ঘুমাইয়া পড়িতেছে। তাহার প্রত্যক্ষ ফল ক্রমশঃ তাঁহারা জ্ঞানে-মানে হীন এবং দীন হইয়া পড়িতেছেন।

ফলতঃ ভুয়োদর্শনের ফলে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে সমাজের সর্বশ্রেণীর সকল স্তরে আত্মবিশ্বাসের একান্তই অভাব হইয়াছে। অথচ এই আত্মবিশ্বাস জাগাইতে না পারিলে, মরণ সমুদ্রে নিমজ্জিতপ্রায় এই জাতিকে কিছুতেই আর জীবনের বেলাভূমিতে তুলিতে পারা যাইবে না। এজন্য আমাদিগকে প্রাণপণ

www.pathagar.org

চেষ্টায় আমাদের বালক-বালিকাদের মনে স্বজাতির স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভের শক্তিতে বিশ্বাসী এবং অন্যদিকে জাতীয় উন্নতির চরম ও পরম লক্ষ্যে মাতোয়ারা করিতে হইবে। আমাদের সন্তানদের মনে একমাত্র আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহারা তাহাদের গন্তব্য পথ– তাহা যতই বিঘ্নবহুল এবং বিপদসঙ্কুল হউক না কেন, যতই দুর্গম এবং দুরারোহ হউক না কেন– তাহা ধরিয়াই তাহারা প্রতিষ্ঠা স্থাপনে উপস্থিত হইবে। চাই শুধু সেই আত্মবিশ্বাসকে পরিচিত, উদ্বুদ্ধ এবং উচ্ছ্বসিত করা।

একটি গল্প আছে। এক সময় রাখালেরা একটি সদ্য প্রসূত বাঘের বাচ্চাকে ফাঁকে পাইয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। বাঘের ছানার তখনও চোখ ফোটে নাই। রাখালেরা শাবকটিকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ভেড়ীর দুগ্ধ পান করাইয়া পালন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র শাবকটি চক্ষু ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মেষের বাচ্চাদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বড় হইতে লাগিল। মেষগুলিও তাহাকে দেখিয়া কোনরূপ ভয় পাইত না। বরং ভেড়াগুলি অনেক সময় গুতাইয়া দিত। শাবকটি গুতা খাইয়া মেষকে কিছু করিতে সাহস করিত না। ভেড়ার বাচ্চাদিগের ন্যায় সেও দূরে সরিয়া দাঁড়াইত। এইরূপে শার্দুল শাবকটি ভেড়ার পালে মিশিয়া ভেড়ারূপেই বর্ধিত হইতে লাগিল। যৌবন প্রাপ্ত হইবার পরে একদিন এক বনের ধারে রাখালেরা ভেড়ার পালের সঙ্গে সেই বাঘের বাচ্চাটাকেও যখন চরাইতে ছিল, সেই সময় অন্য একটি বাঘ মেষপালে প্রবেশ করে। বাঘ দেখিয়া মেষপাল যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দিগ্বিদিক পলাইতে ছিল, তখন সেই যৌবন প্রাপ্ত বাঘের বাচ্চাটাও প্রাণের ভয়ে উঠিতে পড়িতে দৌড়াইতে ছিল।

আক্রমণকারী ব্যাঘ্রটা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বাঘের বাচ্চাটাকেই পাকড়াও করিয়া ফেলিল। পাকড়াও বাঘটা ভয়ে মেষের ন্যায়ই থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বাঘটা তখন নিতান্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল যে "আরে! তুই কাঁপিস্ কেন? তুইত আমার ভক্ষ্য নহিস। মেষপালের সঙ্গে তোকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। তাই তোকে ধরিয়া ফেলিয়াছি। ব্যাপার কি বল দেখি।" তখন সেই বাঘের বাচ্চাটা কথা বলা দূরে থাকুক, সে আড়ষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। বাঘটা তখন তাহাকে অনেক রূপ সান্ত্বনা দিয়া একটু সুস্থির করিল। সুস্থির হইবার পরে সে বলিল যে, "আরে বাপরে! তুমি বাঘ আর আমি মেষ। তুমি আমার ভক্ষক, আর আমি তোমার ভক্ষ্য। তোমাকে দেখিয়া পলায়ন করিব না তো কি?" বাঘটা উত্তর শুনিয়া অবাক। একটু পরে বলিল যে, "ওরে! তুই যে বাঘ, তুই যে আস্ত বাঘ!! কে বলিল তুই মেষ? এমন কথা কে তোকে বলিয়াছে?" তখন সেই বয়ঃপ্রাপ্ত পলায়মান বাঘটি বলিল "ওগো! তোমার ঠাট্টা

www.pathagar.org

রাখ। এই মরণকালে আমাকে আর উপহাস করিও না। আমি মেষ! আমার বাবা মেষ! আমার দাদা মেষ, আমার মা ভেড়ী, নানী ভেড়ী, ওগো আমি ভেড়া। আমার ঘাড় ভাঙবে, তা ভাঙ্গ। কিন্তু আমাকে আর বাঘ বলিয়া উপহাস করিও না।"

বড় বাঘটি তাহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল "আরে হতভাগা! তুই কিছুতেই মেষ নহিস। মেষের সঙ্গে তোর কোন সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নাই। একবার চোখ খুলিয়া বেশ করিয়া চাহিয়া দেখ। ভেড়ার নখ (খুর) আর তোর নখ, ভেড়ার লোম, আর তোর লোম একরূপ নয়। ভেড়ার সঙ্গে তোর কোন মিল নাই; কিন্তু আমার সঙ্গেই তোর সম্পূর্ণ মিল আছে। তুই কখনও মেষ নহিস– নিশ্চয়ই তুই মেষের ভক্ষক ব্যাঘ্র।"

তখন ব্যাঘ্র শাবকটি বলিল যে "ওগো! আমাকে খাবে, ত শীঘ্র খাও। আমাকে আর জ্বালাতন করিও না। আমি মেষ। তবে চেহারা এবং গঠন ও নখের কথা যাহা বলিলে, তাহা জন্মগত কোন দোষেই হইয়া থাকিবে। ওরূপ গঠনে কিছু আসে যায় না। আমি মেষ! আমার চৌদ্দপুরুষ মেষ।"

বাঘটিও নাছোড়বান্দা। বাঘটি তখন সেই ব্যাঘ্রত্ব বিরহিত, মেষত্ব প্রাপ্ত বাঘটিকে ধরিয়া লইয়া একটা ডোবার ধারে গেল। ডোবাতে অতি নির্মল বারি ছিল। সেই পানির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই আত্মবিস্মৃত বাঘটিকে বলিল যে, "দেখ এই পানির ভিতর দেখ– তোর আর আমার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, বেশ করিয়া চাহিয়া দেখ। তোর সহিত আমার আগাগোড়া মিল আছে। ভেড়ার সহিত তোর কিন্তু কোন মিল নাই। তুই নিশ্চয়ই বাঘ।

তখন সেই আত্ম-বিস্মৃত আত্মবিশ্বাস বিলীন বাঘটা খুব নেগাহ করিয়া দুইজনের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন করিয়া কিছু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে বলিল "তাইত! আমার অঙ্গে ভেড়ার অঙ্গেরও কোন চিহ্ন নাই। বড় তাজ্জব ব্যাপার!"

এমন সময় সেই বড় বাঘটা তাহার বাঘিনীকে ডাকিয়া বলিল– "দেখত, এটা তো আমাদের সেই বাচ্চা নয় যেটা রাখালেরা ফাঁকে পাইয়া চুরি করিয়া লইয়াছিল?"

বাঘিনী বলিল– "বোধহয় সেইটাই। আচ্ছা দেখি তাহার চোখের কোণায় তিল ছিল।" এই বলিয়া বাঘিনী তাহার চোখের কোণা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহু দিনের হারানো সন্তান পাইয়া তখন বাঘ ও বাঘিনী উভয়েই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া তাহার অন্য অন্য ভাই-বোন সকলে

www.pathagar.org

আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আদর করিয়া গা চাটিতে লাগিল। তখন সেই মেষত্ব প্রাপ্ত আত্মবিস্মৃত ব্যাঘ্র সন্তানটির আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে সে বাঘের বাচ্চা বাঘ। তখন তাহার ঘাড়ের কেশর ফুলিতে লাগিল এবং শরীর স্ফীত হইয়া উঠিল। এমন সময় সংবাদ আসিল যে, নিকটেই একটি বৃহৎ মহিষ দেখা গিয়াছে। তাহার ভোজের জন্য তাহার অন্য ভাই সেটাকে শিকার করার জন্য যাইতে উদ্যত হওয়ায় সে আপত্তি করিয়া নিজেই শিকারের জন্য চলিল। অনভ্যস্ত বলিয়া তাহার পিতাও সাবধানতার জন্য তাহার সঙ্গে এক জায়গায় যাইয়া লুকাইয়া রহিল। মহিষ যথাস্থানে উপস্থিত হইলে আমাদের সেই মেষ-ভয়ে ভীত এবং মেষ কর্তৃক পদাঘাত প্রাপ্ত বাঘটিই তাহাকে অনায়াসে শিকার করিয়া ফেলিল।

এই গল্পটি গল্প বটে, কিন্তু ইহার ভিতরে আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাসের যে জ্বলন্ত প্রতাপ এবং অসাধারণ বিক্রমের ইঙ্গিত আছে; তাহা জ্বালাময় সত্য। ফলতঃ আত্মবিশ্বাসের বলে মেষ ও সিংহ, ভেক ও সর্প হইতে পারে। আত্মবিশ্বাসই মানুষের মনে শক্তি ও সাহস জাগাইয়া দেয়। কর্তব্য বুদ্ধি সজাগ এবং স্ফূর্তি আনয়ন করে। সম্ভবকে অসম্ভব এবং কল্পনাকে কার্যে পরিণত করে।

গ্রীষ্মকালে আমরা যখন কোন বিরাট নদ-নদীর জলহীন বালুকাময় গর্ত দেখি, তখন সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, ইহা অনায়াসেই পূর্ণ ও প্লাবিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ষা সমাগমে মুষল ধারায় বারিবর্ষণে যখন পার্বত্য প্রদেশ অভিষিক্ত হইতে থাকে, তখন আমরা একদিন ভোরের বেলা শয্যা ত্যাগ করিয়া সহসা দেখিতে পাই যে, সেই রেতগর্ভ নদীই উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গে দুই কূল ভাসাইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ডাকিয়া হাঁকিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

তেমনি যে জাতিকে মৃত, সুপ্ত বা নিতান্ত অলস দেখিতেছি– এমন কি যাহাদের জীবনের ধারা শুষ্ক এবং তাহার রেখা পর্যন্ত বিলীন হইয়া গিয়াছে; সে জাতির মধ্যে যদি উচ্চ লক্ষ্যের, উচ্চ কল্পনার, ভাবের ধারাবর্ষণ করিতে পার, তাহা হইলে সে জাতির গতিও সর্ববিঘ্ন বিমর্দিনী এবং সে জাতির শক্তিও অঘটন ঘটন পটিয়সী হইয়া উঠিবে।

আমাদের মধ্যে একদল দীর্ঘসূত্রী অলস লোক আছে; তাহারা জাতীয় উন্নতির কথা পাড়িলেই বলেন যে— "Rome was not built in a day" অর্থাৎ রোম শহর একদিনে তৈয়ারী হয় নাই। ইহাদের বিশ্বাস যে, এক একটা জাতি গড়িতে হাজার হাজার বৎসর আবশ্যক। ইহারা কিছু ইংরাজি আওড়াইতে শিখিয়াছেন। তাহারা যদি মেহেরবাণী করিয়া ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের ইংরাজি ইতিহাসগুলিও পাঠ করিতেন, তাহা হইলে প্রাচীন কালের এই

www.pathagar.org

সমস্ত 'মন সুখ" ও মরা উক্তি আবৃত্তি করিয়া স্বকীয় অদূরদর্শিতা এবং অজ্ঞতার পরিচয় দিতেন না। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আধুনিক জার্মান, জাপান এবং আমেরিকান জাতি কত দিনে গড়িয়া উঠিয়াছে? বর্তমান জাপানের ৫ বৎসরের পূর্বের যে অবস্থা ছিল; তাহা কি আমাদের অপেক্ষা উন্নত ছিল? হিন্দুদিগের মধ্যে বর্তমানে নব জীবনের এবং জাতীয় শক্তির সম্প্রসারণের জন্য যে বান ডাকিয়াছে; তাহা কত দিনের চেষ্টায়? আর নিজেদের পূর্ব-পুরুষদিগের কাহিনী একটু দয়া করিয়া স্মরণ করিলেও ত চোখে আলো পড়িতে পারে। আরব ও তুর্কী জাতির উন্নতি ও অভ্যুত্থানে কত যুগ লাগিয়াছিল? আধুনিক ইটালী ও আধুনিক গ্রীক কত দিনের সাধনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে? হায়! যাহারা চোখ থাকিতে দেখে না এবং কান থাকিতে শ্রবণ করে না, তাহাদের কিছু প্রতিকারেরও ঔষধ আছে কি? যাহারা প্রাণের ভিতরে মহাপ্রাণের সত্তা উপলব্ধি করে নাই, বিপদের ভিতরে সম্পদের স্বাদ পায় নাই, মৃত্যুর ভিতরে চির জীবনের প্রভা দেখে নাই, সাধনার ভিতরে সুখের রস পায় নাই, মহান উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করিবার জন্য যাহারা প্রস্তুত হয় নাই, পুরুষকারের প্রচণ্ড তেজের করাল জ্বালা যাহারা দেখে নাই, আত্মবিশ্বাস যাহাদের অন্তঃকরণে এখনও পয়দা হয় নাই; তাহাদের পক্ষে জাতীয় জীবনে আশু উন্নতি বা সত্বর সম্প্রকাশ "অসম্ভব", "অসাধ্য" বা "দুঃসাধ্য" বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাহার ভিতরে আত্মবিশ্বাসের আগুন জ্বলিয়াছে, তাহার কাছে 'অসম্ভব', 'অসাধ্য' বলিয়া কোন কথাই নাই।

ফলতঃ অগ্নি সংস্পর্শে স্তূপীকৃত বারুদরাশিও যেমন মুহূর্ত মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে– ভূকম্পনে মুহূর্ত মধ্যে যেমন বিশাল দেশ কাঁপিয়া উঠে,– গৈরিক প্লাবনে বিশাল জনপদ যেমন দেখিতে দেখিতে প্লাবিত হইয়া যায়, জাতির প্রাণে যখন আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় আত্মবিশ্বাসের সংযোগ হয়; তখন অত্যল্পকাল মধ্যেই জাতির ভিতরে মহাশক্তি ও মহাপ্রাণের আবির্ভাব হয়। সে শক্তির মহাপ্লাবন জাতীয় জীবনের সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা, দুর্গতি, হীনতার জঞ্জাল জালকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জাতি তখন সুস্থ, বলিষ্ঠ, মুক্ত এবং শুদ্ধ হইয়া জগতের নব নব কল্যাণ ও গৌরবের পথে ধাবিত হয়।

জাতির দেহ স্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং প্রাণে শক্তি সঞ্চারের জন্য এক পুরুষই যথেষ্ট। আজ যাহারা সমাজের শিশু, কালই তাহারা মানুষ হইবে। এই শিশুদের মনে শৈশব হইতে যদি মনুষ্যত্বের মন্ত্র ফুৎকার করিতে পার, তাহাদের আত্মশক্তিতে দুর্জয় বিশ্বাসী করিতে পার, তাহাদের জীবনের পথে জাতীয় জীবনের কলেমা বা Creed-এর পতাকা উড়াইয়া রাখিতে পার, বিলাসিতা এবং

www.pathagar.org

চরিত্রহীনতা হইতে যদি রক্ষা করিতে পার, তবে এক পুরুষেই কল্যাণের পথ মুক্ত হইতে পারে। এ মরুতেও আবার 'এরেম' উদ্যানের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

এজন্য আমাদিগেরই প্রস্তুত হইতে হইবে, আমাদের প্রাণে মহান প্রাণের তেজঃ ঢালিয়া দিতে হইবে। আমাদের সাধনাকে আরও গভীর এবং ভাবকে আরও গম্ভীর করিতে হইবে। আমাদের সন্তানদের সম্মুখে সেই পবিত্র পুণ্যের আলোক জ্বালাইতে হইবে, যে আলোকে তাহারা আপনাদের চরম গন্তব্য সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়া পরম আত্মবিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

আসুক– আমাদের ভিতরে সেই বেহেস্তী বিশ্বাস নামিয়া আসুক– যে বিশ্বাসের কাছে একদিন নিখিল জগৎ মাথা নত করিয়াছিল! উঠুক, আমাদের ভিতরে সেই বিশ্বাস ফুটিয়া উঠুক, যাহা একদিন বিশাল জগতে বিশ্বমানবতার বীজ রোপণ করিয়াছিল। আসুক, আমাদের ভিতরে সেই সাধনা যে সাধনার বলে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল! মুক্ত হউক আমাদের জন্য সেই কল্যাণের পথ– যে পথে আমরা নব নব গৌরব ও নব নব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া নিখিল পৃথিবীতে শান্তিবারি সেচন করিতে সমর্থ হইব।

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ৯ই জৈষ্ঠ্য, ১৩৩১। (২৩ মে, ১৯২৪)

www.pathagar.org

মর্মবাণী

সারা দুনিয়া জুড়িয়া নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকল জাতির দেল দরিয়ায় নব জীবনের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। কত কত পতিত জাতি উন্নত শিরে আজ দুনিয়ার বুকে বীরদর্পে দাঁড়াইয়া নব নব প্রভাব প্রতিপত্তির মহিমা ঝলসিত পতাকা খুলিয়া নীলাকাশে উড়াইয়া দিতেছে। পতিত ও শত বাধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু মৃত্যু-শয্যা ত্যাগ করিয়া নব জীবনের সন্ধানে দিকে দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অস্পৃশ্যকে স্পৃশ্য করিয়া, মূর্খকে জ্ঞান দান করিয়া "শুদ্ধি" ও "সংগঠনের" বন্দোবস্ত করিয়া এক মহা জাতীয়তা, এক মহাপ্রাণতার দিকে জাতিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহার চিরশক্র সর্বভুক বৌদ্ধ চীন-জাপানের সহানুভূতি লাভ করিয়া রাষ্ট্রনীতিক জীবনের প্রভাব বৃদ্ধিকল্পে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ সুদূর চীন-জাপানে ছুটিয়া গিয়াছেন। আজ সকল জাতিই নিজের নিজের কেল্‌্আ রচনায়, নিজ নিজ তল্পিতল্পা বন্ধনে ব্যতিব্যস্ত। কে কোথায় শুইয়া আছে, তাহাকে সকলে মিলিয়া জাগাইতেছে। কে কোথায় দুর্বল আছে, সকলে মিলিয়া তাহাকে সবল করিবার চেষ্টা করিতেছে। সকল জাতির মধ্যেই সাজন সাজন রব উঠিয়াছে। আমাদেরই ঘরের পাশে হিন্দু ভাইদের জাগরণী গানের সুরে কানে তালা লাগিতেছে। তাঁহারা সকল বিষয়েই ব্যূহবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমাদের জমিদারী-তালুক-মুলুক আমাদের বোকামীর জন্য পর জাতীয়দের করায়ত্ত হইয়া তাহাদিগকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী করিয়া তুলিতেছে, আর আমরা হা আল্লাহ! হা আল্লাহ!! করিয়া বেড়াইতেছি। তাঁহাদের কুঁড়ের স্থানে দালান উঠিতেছে, আর আমাদের দালানের স্থলে কুঁড়ে এবং কুঁড়ের স্থলে বৃক্ষতল আশ্রয় হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষায় সকলে আকাশে আর আমরা পাতালে অবস্থান করিতেছি। মাড়োয়ারী আসিয়া আমাদের কৃষিজাত পণ্য হস্তগত করিয়া কোটি কোটি টাকার মালিক হইতেছে। আমরা রৌদ্রে পুড়িয়া মাঠে খাটিয়া বর্ষায় ভিজিয়া ৭ কোটির উপর টাকা সুদের বাবদ বিজাতি করে তুলিয়া দিতেছি। আর তাঁহারা পায়ের উপর পা দিয়া আরামে বসিয়া সেই টাকায় সিন্দুক পূর্ণ করিতেছে। দারুণ দরিদ্রতা ও ভীষণ মূর্খতা এবং ঔদাস্য-বৈরাগ্য আমাদিগকে

www.pathagar.org

হীনতামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের গরিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ চেহারা দিন দিন ক্ষীণ ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী, পাঠান, আরব, তুর্কী ও সৈয়দেরাও বলবীর্য হীন হইয়া পড়িতেছে। মুসলমান সমাজ যেন এক বিরাট প্রেতের সমাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান যুবকদিগের পানে চাহিয়া দেখ, তাহাদের চক্ষুতে সে ঔজ্জ্বল্য ও প্রতিভার দীপ্তি নাই। তাহাদের ললাটে উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার নূর ঝলসায় না। তাহাদের বাহুর পেশীতে আর সেই শের সংহনন পরাক্রম নাই।

যখন সকল জাতি দুনিয়ার সবুজ বুকের উপর দিয়া সবুজ ও সতেজ প্রাণ লইয়া দর্পবিজয়ের অভিযান করিতেছে তখনও আমরা কেমন নারীর অঞ্চলতলে বা পল্লীর ছায়ায় বসিয়া কেবল গ্রাম্য দলাদলি এবং ভ্রাতৃহিংসার মামলা মোকদ্দমা কিম্বা বিবি তালাকের ফতোয়া লইয়া কলহ কোন্দলে দিন গুজরান করিতেছি।

আমাদের মাথা হইতে বাদশাহী তাজ, নবাবীর শির পেঁচ এবং সর্দারীর আমামা খসিয়া পড়িল! তারপর জমীদারি-আয়মা ও জায়গীর গেল। তারপর জোতদারী ও জমিজমা পর্যন্ত অর্ধেকের মত চলিয়া গিয়াছে। আমাদের মান সম্মান, আমাদের ইজ্জত-হোরমত, আমাদের শান-শওকত সমস্তই বিজাতির জুতার তলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, তবুও আমাদের চোখ ফুটিল না। তবুও আমাদের কর্তব্য জ্ঞানের উন্মেষ হইল না। যে ইংরাজ একদিন আমাদেরই কৃপাভিলাষী হইয়া আমাদেরই কাছে আমাদেরই দিল্লী ও মুর্শিদাবাদের দরবারে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়াছিল; আজ তাহাদের দরবারের পেয়াদা, চাপরাসী ও আরদালীরূপে দাঁড়াইতে পারিলেও চৌদ্দ পুরুষকে ধন্য মনে করিতেছি! অহো! কি ভীষণ অধঃপতন। কি শোচনীয় অবস্থা! হা! খোদা! বিশ্ববিজয়ী মহা সম্মানিত অতুল গৌরবান্বিত মহাবীর জাতির কি এই পরিণতি! সিংহ আজ মেষে পরিণত! অগ্নি আজ ভস্মে পরিণত! মহাসমুদ্র গোষ্পদে পরিণত! এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? হা খোদা! দোজখে পুড়িলেও যে, এ দুঃখের ভাবনার অবসান হইবে না! তোমার বেহেশতও যে আমাদিগকে সুখী করিতে পারিবে না। মর্মের এ মর্মন্তুদ ভাবনা বুঝিবার কেউ কি আছ! ভাবিয়া ভাবিয়া, চিন্তায় ডুবিয়া, আঁখির জলে বুক ভাসাইয়া অকালে শমন সদনে গমনোদ্যম হইতেছি। হায়! এ ভাবনার ত অবসান হইল না!

একদিন যে জাতি জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৃথিবীর মেরুতে মেরুতে বিজয় বৈজয়ন্তী তুলিয়া ধরিয়াছিল, যাহারা কত কত বর্বর জাতিকে সভ্য করিয়াছিল, কত ভ্রান্ত জাতিকে ইসলামের আবেহায়াত পান করাইয়া নবীন জীবনের নব মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল— জগতের সকল জাতির অজ্ঞানান্ধ চক্ষুতে যাহারা জ্ঞানের নূর প্রতিফলিত করিয়া নূতন দৃষ্টি দান

www.pathagar.org

করিয়াছিল, আজ তাহারাই নির্জীব! আজ তাহারাই হীনতার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত!! আজ তাহারাই অন্ধ!!!

কিন্তু নিখিল ইসলামী দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে পুঞ্জ পুঞ্জ আলস্য ঔদাস্য সঞ্চিত হইয়াছিল, যে মৃত্যুর ঘনান্ধকারে ইসলামী দুনিয়া আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সকল জাতি ও সকল দেশ হইতে সে মৃত্যুর অবসাদ ও আলস্য জড়তা ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া নব অরুণ কান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। ললাট ফলকে আবার মহিমার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাবুল হইতে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল মুসলিম জগতে এক বিদ্যুত দ্যুতি দীপিয়া দীপিয়া উঠিতেছে। ভীষণ যন্ত্রবহ্নি বিদ্যুৎসঙ্কুল ঝটিকার মধ্যেও তাহারা আবার নীলাকাশে পতাকা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। তুর্কীর তরবারী ফলকে, কাবুলের কামানের স্ফূরিত গোলক-শিখায়, রীফের বর্শার ফলকে যে দৃপ্ত জীবনের দীপ্ত মহিমার ঝলক ঝলসিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিক্রম-বৈভব জ্ঞান-বেষ্টিত ইউরোপকেও কম্পিত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা জ্বলন্ত সত্য যে, মুষ্টিমেয় আফগান, মুষ্টিমেয় তুর্কী ও মুষ্টিমেয় ইরানী, মিশরী ও মরোক্কী ভ্রাতা যে কঠিন কঠোর ও বিপুল বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া নবীন মহিমায় গৌরবমণ্ডিত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার প্রায় তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে জীবনের কোনও প্রভাব ও মহিমা দেখা যাইতেছে না।

তবে কি মুসলিম বঙ্গ চিরকাল এইরূপ ভাবেই পড়িয়া থাকিবে? বাঙ্গালায় কি দু'দশজন প্রাণশালী, সংজ্ঞাশালী জীব নাই! বাঙ্গালার তরুণেরা কোথায়? বাঙ্গালার আলেমেরা কোথায়? ভাই সকল! তোমাদের কি প্রাণ নাই? তোমরা কি দেখিতেছ না, তোমরা ভীষণতম ভাবে অধঃপতিত হইয়াছ? উঠ, উঠ, হে জাতি জাগ, জাগ। তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ, একতাবদ্ধ, ব্যূহবদ্ধ হও। তোমাদের ভিতরে কি দুর্জয় শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা একবার উপলব্ধি কর। জাগ– একবার সপ্ত সমুদ্রের উত্থান লইযা জাগ। জাগ– একবার ঘূর্ণিত মার্গচ্যুত উল্কার গতি লইয়া জাগ। জাগ রুদ্র ও ভীম ভৈরব তুফানের গতি লইয়া জাগ। শিরায় শিরায় নব শিহরণের বিদ্যুৎ জ্বালা স্ফূরিত হউক। তোমরা দলবদ্ধ ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে ছুটিয়া যাও– লাগিয়া যাও। আর বসিয়া থাকিও না– আর ঝিমাইও না। আর জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিও না। এ জগৎ স্বপ্ন দেখিবার স্থান নহে। এটা যথার্থ কর্মক্ষেত্র। এখানে শক্তি চাই, এখানে ধন চাই, মান চাই, জ্ঞান চাই এবং সংগ্রাম চাই, এখানে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই। এখানে জয় চাই, বিজয়, মহাবিজয় চাই। যে জয় লাভ করিবে, সেই টিকিয়া থাকিবে– সেই বাঁচিবে। যে হারিবে, গোলাম হইবে– সেই মরিবে।

www.pathagar.org

চতুর্দিকে স্বাধীনতার আন্দোলন জাগিয়াছে, স্বরাজের বীণা ঝঙ্কৃত হইতেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের তুর্যনিনাদ ধ্বনিত হইতেছে। দিকে দিকে আজি নব-ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার নবীন পুলক ফুটিয়া উঠিতেছে। আজ নবীন আশার উন্মাদনায় হিরণ কিরণে প্রাণের কুঞ্জে নব নব ভাবের ফুল ফুটিতেছে। দিকে দিকে আজি নব নব মহিমা ভাস্বর হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রভায় অভিব্যঞ্জনা করিতেছে। আজ ভারতের যুগ-যুগান্তের মসীমলিন ললাট ফলকে রাজ মহিমার কনক কান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ শুষ্ক নীরস শাখায় শাখায় আনন্দের মুকুল ফুটিয়া উঠিতেছে। পাখির নীরব কণ্ঠে আজি ললিত মধুর শান্ত কোমল রাগিণী ঝঙ্কারিয়া উঠিয়াছে।

কালিমা কাটিয়া জড়তা ভাঙ্গিয়া তন্দ্রা টুটিয়া ভারতের হিন্দু জাতির প্রাণে প্রাণে নব জাগরণের বন্যা বহিতেছে। স্বরাজের আশার আলোকে প্রাণের মর্মে পুলক জাগিতেছে। মুসলমান হৃদয়ও স্বরাজের মহিমায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিও, স্বরাজ লাভ করিতে গেলে তোমাদিগকে একান্ত রূপে ও পরমভাবে ব্যূহবদ্ধ এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। দুর্বল যাহারা, বিচ্ছিন্ন যাহারা, তাহাদের পক্ষে স্বরাজ লাভ সম্ভবপর নহে। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে ধনবলে, বিদ্যাবলে, ঐক্যবলে, মনোবলে সকল বলে মহাতেজীয়ান ও পরাক্রান্ত হইতে হইবে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদিগের ন্যায় ধর্মপরায়ণ এবং ঐক্যবলশীল না হইলে, কিছুতেই আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারিব না। তাই বলি জাগ, হে বাঙ্গালার মুসলমান জাগ! সমস্ত দলাদলি মিটাইয়া দিয়া তোমরা এক আল্লাহর নামে এক হও। সকলে দলবদ্ধ হইয়া নানাস্থানে নানা পণ্যে ব্যবসায় আয়ত্ত করিবার জন্য কোম্পানী গঠন কর। তোমাদের ঘরের পয়সা যাহাতে পরের পকেটে যাইয়া তোমাদিগকে দুর্বল না করে, সেজন্য তোমরা সাবধান হও। মামলা মোকদ্দমায় কোর্টে যাওয়া হারাম কর। উকিল, মোখতার ও কোর্ট সম্পূর্ণভাবে বর্জন কর। গ্রাম্য সালিশী ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত মামলা মোকদ্দমার ফয়সলা করিয়া লও। কোর্ট বর্জন করিতে পারিলেই বিজাতীয় প্রভাব হইতে বহু পরিমাণে মুক্ত হইতে পারিবে। গ্রামে গ্রামে ধর্ম গোলা স্থাপন কর। বিলাসিতা, অমিতব্যয় এবং ঋণ গ্রহণ করা সর্বতোভাবে বর্জন কর। অত্যাচারী মহাজনের চক্র হইতে বাঁচিবার জন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ হও।

বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুল ও মাদরাসা স্থাপন কর। একটি মুসলমান বালক-বালিকাও যাহাতে মূর্খ না থাকে, সেজন্য শিক্ষিত যুবকদল বদ্ধপরিকর হও। মনে রাখিও, জ্ঞানই সকল শক্তি। জ্ঞানই সকল

www.pathagar.org

সৌভাগ্যের কারণ। জ্ঞানই সকল পুণ্যের আকর। জ্ঞানের বাড়া পুণ্য নাই। আর অজ্ঞানের বাড়া পাপ নাই। পরদার মর্যাদা বজায় রাখিয়া নারী শিক্ষার জন্য একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপন কর। নারীকে মূর্খ রাখিয়া, পতিত রাখিয়া স্বরাজ লাভ কদাপি সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালার বিরাট মুসলমান সমাজে কর্মী পুরুষের একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। কোনও দিকে কর্মের আগুন জ্বলিতেছে না। ধনার্জন, জ্ঞানার্জন, বিজ্ঞান চর্চা, শিল্প চর্চা প্রভৃতি কোনও রূপ অর্জন বা চর্চার দিকে কাহাকেও অগ্রসর হইতে না দেখিয়া প্রাণের বীণায় কেবল বেহাগ রাগিণী গুমরিয়া গুমরিয়া বাজিতেছে। চতুর্দিক হইতে কেবল অন্ধকার রাশিই যেন জমাট হইতেছে।

যে নব্য যুবকদিগের মুখ চাহিয়া একদিন সাধ করিয়া মহানন্দে বীণার তার বাঁধিয়াছিলাম, যাহাদের পিছনে পিছনে সারা জীবন কাটাইলাম; হায়! আজ যে তাহাদের নিকট কোনও কাজেরই সাড়া পাইতেছি না। আজ তাহাদের ছায়াও যে দেখা যাইতেছে না। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান তরুণ-যুবকদিগকেও যখন দেখি শুধু আহার করিয়া ও শয়ন করিয়াই জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দেয়, তখন যদি চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়; সে কি আমারই অপরাধ? ত্রিশ বৎসর অবিশ্রান্ত লেখনী ও রসনা চালনা করিয়া, প্রহারিত হইয়া, জেল খাটিয়া, দেশে দেশে ফিরিয়া প্রাণের বীণায় কত মূর্চ্ছনাই না বাজাইলাম! কত জাগরণের গানই না গাহিলাম। কত প্রকার বীণাই না শুনাইলাম! কত নব নব উদ্দীপনা উদ্বোধনের প্রাণ-দায়িনী বাণী শুনাইলাম! কত জাগরণীই না গাইলাম! কিন্তু হায়! জাগরণের পর মুহূর্তে আবার দারুণ অবসাদ! জাগিয়া চায়, আবার যে ঘুমাইয়া পড়ে। ওরে মোহান্ধ জাতি! তোর কি ঘুম ভাঙ্গিবে না? তুই কি চোখ মেলিয়া অতীতের অনন্ত গৌরবের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যতের জয় লাভের জন্য প্রাণ বাঁধিতে পারিবি না? চাঁদের পূর্ণিমা হয়, ভুবন গগন আলোক তরঙ্গে ভাসে। কিন্তু তাহার পর আবার অমাবস্যাও হয়। কিন্তু অমাবস্যা ত চিরদিন থাকে না। আবার হতাশ হৃদয়ে আশার আলোক ঢালিয়া নবীন চন্দ্র গগনপ্রান্তে হাসিয়া উঠে। হায় মুসলিম! তোমার গৌরব চন্দ্রমার অমা রজনীর কি প্রভাত হইবে না? আবার তোমার ধূলি-লুণ্ঠিত বিজয় পতাকা নব নব শশীকলায় ভূষিত হইয়া নীলালোকে কি গৌরবের ছটা বিকাশ করিবে না?

* সাপ্তাহিক ছোলতান, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। (৩০ মে, ১৯২৪)

www.pathagar.org

আহ্বান

সুদীর্ঘ অমা রজনীর অবসানে ঊষার আলোক পূর্ব গগনে ফুটিয়া উঠিতেছে; পাখীরা ললিত মধুর কণ্ঠে জাগরণী গাহিয়া সুপ্ত ধরণীর বুকে নব-জীবনের পুলক স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতেছে; প্রভাত সমীরের মৃদু-মন্দ স্পর্শে কুসুম-কলি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে; নিখিল অখিলের অঙ্গে অঙ্গে সর্বত্র পুলক তরঙ্গ নাচিতেছে।

এই শুভ সময়ে জাগ-জাগ আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণ! দীর্ঘ নিদ্রা পরিহার করিয়া একবার চক্ষুরুন্মীলন কর! উন্নতি ও সৌভাগ্যের কোন্ উন্নত স্বর্গ হইতে তোমরা কোন্ অন্ধ গহ্বরে পতিত হইয়াছ, তাহা একবার বিবেচনা কর। পৃথিবীর সকল জাতি আপন আপন কল্যাণ ও মুক্তির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে; কেবল অলস রহিয়াছে মুসলমান! উদাসীন এবং বেখেয়াল রহিয়াছে মুসলমান।

বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ আজ জীবন-সংগ্রামে সকলের পাছে পড়িয়াছে। বহু সহস্র বৎসরের পরাধীন হিন্দুদিগের অপেক্ষাও তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। তাহাদের জমিদারি-জায়গীর, লাখেরাজ-আয়মা, তালুক ও জোত সমস্তই আজ বিজাতীয়দিগের করাল কবলে পতিত। শত বৎসরের মধ্যে দশ হাজার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জমিদারী মুসলমানের হস্তচ্যুত হইয়াছে! ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহা ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। রাজকীয় চাকুরীতেও মুসলমান আজ অন্যায়রূপে বঞ্চিত। ভীষণ দরিদ্রতা ও মূর্খতায় বিশ্ববিজয়ী মুসলমান আজ যারপর নাই মলিন ও হীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উজ্জ্বল ললাটে আজ নৈরাশ্যের কালিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার উদ্দীপ্ত প্রাণ আজ হতাশার অবসাদে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে এমন অধঃপতন আর কোনও জাতির বুঝিবা কখনও হয় নাই।

বাঙ্গালার শতকরা ২৫ জন মুসলমানের দৈনন্দিন আহার্যের সংস্থান নাই। জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মুসলমান উৎপীড়িত এবং অত্যাচারিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় পতিত বলিয়া আজকালকার দুনিয়ার সকল বিষয়ের খবরও তাহারা অবগত নহে। আধুনিক জগতের জটিল ও কুটিল রাজনীতি-চক্র বুঝিবার মত তাহার সামর্থ্য নাই। প্রত্যহ পৃথিবীর বুকে যে নব

www.pathagar.org

নব আবর্তন, বিবর্তন ও প্রবর্তন ঘূর্ণিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে তাহার কোনও হুঁশ নাই। সে এখনও প্রাচীন জগতের খাব ও গাফলতের কবরেই যেন শায়িত রহিয়াছে। সে এখনও চোখ মেলিয়া আধুনিক দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানের নব নব মহিমা দেখিতেছে না। তাহার দৃষ্টি পরকালের দিকেই খুব বেশী। কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, পারলৌকিক গৌরব ও প্রাধান্য কামনার ন্যায় ইহজগতেও বৃহৎ, মহৎ ও শক্তিশালী হইতে তাহার পূর্ণ অধিকার আছে। জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্যই পৃথিবীতে মানবের আগমন; আর এই বিকাশ হইতেছে ধর্মে এবং কর্মে। কর্ম ব্যতীত মানব-জীবন ব্যর্থ; বরং কর্মই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। পবিত্র কোরান ও হাদিস শরীফে এ সম্বন্ধে বহু উপদেশ বিদ্যমান আছে।

হিন্দুজাতি

আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতারা আধুনিক জগতে নবীন প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন; তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, স্বরাজ লাভের জন্য তাঁহাদের মধ্যে আন্দোলনের কল-কোলাহল জাগিয়া উঠিয়াছে; তাঁহারা অসাধারণ শক্তিশালী ও বিত্তশালী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। নিজের দেশ নিজে শাসন করিব, নিজেই নিজের দেশের মালিক হইব, নিজের দেশের শিল্পকলা ও বাণিজ্য নিজেদের মনের মতন করিয়া গঠন করিব, মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, ইহা জাতীয় জীবনে একান্তভাবে প্রার্থনীয়। এ আকাঙ্ক্ষা যাহার হৃদয়ে জাগে না, সে গৃহপালিত পোষা জীববিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহার হৃদয়ে একবিন্দু মনুষ্যত্ব নাই। কিন্তু বাঙ্গালার মুসলমান এত নিম্নে পতিত হইয়াছে যে, তাহার অন্তরে এ কর্তব্যবোধও জাগিয়া উঠে নাই– জাগিয়া উঠাও সহজ নহে। কারণ বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের দৈনন্দিন জীবনে ইংরাজের পরাধীনতার তেমন সংস্পর্শ নাই; কাজেই তেমন কোনও অনুভূতিও নাই। তাহার দৈনন্দিন জীবনে সে হিন্দুর স্বভাবকেই মর্মে মর্মে অনুভব করে। সত্য কথা বলিতে গেলে বাঙ্গালী মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের গভর্নমেন্ট হিন্দু সমাজ। মুসলমানের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, হিন্দু জমিদার, মুসলমান প্রজা; হিন্দু উকিল, মুসলমান মোওয়াক্কেল; হিন্দু মহাজন, মুসলমান খাতক; হিন্দু মাস্টার ও প্রফেসর, মুসলমান ছাত্র; হিন্দু ডাক্তার ও কবিরাজ, মুসলমান রোগী; হিন্দু ব্যবসায়ী, মুসলমান কুলি; হিন্দু ধনী, মুসলমান দরিদ্র; হিন্দু নায়েব-দেওয়ান, মুসলমান পেয়াদা; হিন্দু আফিসের বাবু, মুসলমান দফ্‌তরী এবং হিন্দু

www.pathagar.org

বাবু, মুসলমান কাবু! ফল কথা মুসলমানের অবস্থা হিন্দুর প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীত অবস্থা লইয়া অন্য বিষয়ে যাহা হউক, রাজনৈতিক বিষয়ে যথার্থ ঐক্য সংস্থাপন দুরূহ ব্যাপার। যেমন মূর্খ ও বিদ্বানে বন্ধুত্ব হয় না, গরীব ও ধনীতে সৌহার্দ হয় না, তেমনি উন্নত ও অবনত জাতিতেও একতা হওয়া সম্ভবপর নহে। হিন্দু আজ ধনে মানে জ্ঞানে সেখানে পঁহুছিয়াছে, মুসলমান যতদিন সেখানে না পঁহুছিবে, মুসলমান ততদিন স্বরাজের নামে মাতিয়া উঠিবে না— উঠিতে পারে না। হিন্দু স্বরাজের যতটা লাভ করিয়াছে, মুসলমান আজও তাহা লাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং কেমন করিয়া ইংরাজ যে স্বরাজ ভোগ করিতেছে, তাহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে? মুসলমান এতই দুর্বল ও হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, হিন্দু ভ্রাতারা যতটা স্বরাজ্য লাভ করিয়াছেন, তাহার শক্তির চোটেই অস্থির! তাহারা যেখানে জমিদারের ও মহাজনের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না, সেখানে গভর্নমেন্টের সঙ্গে সে কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে? যেখানে সে উকিল, মোখতার, ব্যারিস্টার ও এটর্নির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না, সেখানে সে গভর্নমেন্টের প্রভাব হইতে কেমন করিয়া মুক্ত হইবার আশা করিবে? আর সে দৈনন্দিন জীবনে গভর্নমেন্টের সহিত কোনও প্রকারে সংসৃষ্টও নহে। ফলতঃ যে কারণে এবং যে হীনতার জন্য হিন্দু নমঃশূদ্র উচ্চজাতি হিন্দুর উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ, ঠিক সেই কারণেই মুসলমানেরাও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের উপর বিরক্ত। সুতরাং মুসলমানকে আরও অগ্রবর্তী করিয়া না দিলে, জমিদার ও মহাজনের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না করিলে এবং মুসলমানকে শিক্ষায় ও রাজকীয় চাকুরীতে আরও বেশী পরিমাণে অগ্রবর্ত্তী করিতে না পারিলে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুদিগের ন্যায় স্বরাজের ভাব কখনও জাগিতে পারে না।

যে ভাত রাঁধিতে পারে না, তাহার কাছে পোলাও রাঁধার আশা করা যেমন বিড়ম্বনা, তেমনি যে মুসলমানেরা হিন্দুর সহিতই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, তাহারা ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে ইহা ততোধিক দুরাশা। আর এই প্রতিযোগিতায় সে মাতিয়া উঠিলেও, তদ্বারা সে সম্যক ফললাভ করিতে পারিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া এই স্বরাজ আন্দোলনে নীরব ও নিষ্কাম থাকিলে চলিবে না। তাহা হইলে রাজনৈতিক আন্দোলন ও গবেষণায় আমরা হিন্দু ভ্রাতাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া যাইব। দু'দিন অগ্রে হউক আর পরে হউক, আমাদিগকেও যখন স্বরাজ লাভ করিতেই হইবে, তখন এখন হইতেই তাহার জন্য জমিন তৈয়ার করা কর্তব্য। মুসলমানদিগকে স্বরাজ-সংগ্রামে দ্রুত অগ্রসর করিবার জন্যই

www.pathagar.org

স্বতন্ত্র জাতীয় সভা ও জাতীয় রাজনীতিক দল গঠন করা কর্তব্য। উন্নত হিন্দুর সহিত সর্বতোভাবে মিশিয়া গেলে মুসলমানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছুই থাকিবে না। আর রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যখন হিন্দু-মুসলমানে মত-পার্থক্য চিরকালই কিছু কিছু থাকিয়া যাইবে তখন আমাদের স্বতন্ত্র পলিটিক্যাল বডি Political body গঠন করা একান্ত আবশ্যক। পতিত জাতিকে উঠাইতে হইলে তাহাকে সকল বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ও অবসর দেওয়া কর্তব্য নতুবা প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সে কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এই রাজনৈতিক স্বতন্ত্র দল গঠনেই হিন্দু ও মুসলমানের মঙ্গল। গঙ্গা ও যমুনা বিভিন্ন নির্ঝর হইতে নির্গত হইলেও প্রয়াগ বা আহ্‌মদাবাদে আসিয়া উভয়ে যেমন সম্মিলিত হইয়াছে, তেমনি একদিন সত্যিকার মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলমানকে সমান ভাবেই মিলিতেই হইবে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

বঙ্গীয় মুসলমানেরা যারপর নাই দরিদ্র। সারা বাঙ্গালায় একগণ্ডা ব্যতীত দেড়গণ্ডা মুসলমানও ধনাঢ্য নাই। এই দারিদ্রের জন্যই আমাদের সমাজে কোনও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে না। দরিদ্র ও মূর্খ জাতি আজকালকার যুগে রাজনীতিক্ষেত্রে কখনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। আজকালকার রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে হইলে পানির মত টাকা খরচ করিতে হয়; অথচ মুসলমানের সেরূপ কোনও উপায় নাই। এই অর্থাভাবেই হিন্দু অপেক্ষা উপযুক্ত মুসলমান অসাধারণ প্রতিভা লইয়াও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। সুতরাং মুসলমানেরা যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সমস্ত প্রকার ব্যবসায়ে সিংহের ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। মুসলিম যুবকমণ্ডলী এবং জনসাধারণ যাহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত ব্যবসা ও দোকানদারীতে ঝোঁকে, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আর মুসলমান ভ্রাতারা যাহাতে স্বজাতীয় গরীব দোকানদারদের নিকট হইতে জিনিস ক্রয় করেন, তাহার জন্য বিশেষ আন্দোলন করা আবশ্যক। যৌথ কারবার বা কোম্পানী খুলিবার জন্য বিপুল উদ্যোগ নাই। এতদ্ভিন্ন মুসলমান মওয়াক্কেল যাহাতে হিন্দুর পরিবর্তে মুসলমান উকিল-মোখতারদিগকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগকে ধনবান ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য সারা দেশে তুমুল আন্দোলন করিতে হইবে। কারণ অদূর ভবিষ্যতে রাজনীতিক সংগ্রামের জন্য তাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য ও সহযোগিতা সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিবে।

www.pathagar.org

চাকুরীর কথা

হিন্দু ভ্রাতারা এবং তাঁহাদের মতানুবর্তী কয়েকটি আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর মুসলমান আজকাল জোর গলায় চাকুরীর বিরুদ্ধে বেজায় চিৎকার আরম্ভ করিয়াছেন! কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, উন্নত হিন্দু সমাজের লক্ষ লক্ষ চাকুরী-জীবীদের মধ্যে একজনও যখন চাকুরী ছাড়িল না, তখন মুসলমানদিগকে চাকুরী ছাড়িবার বা গ্রহণ না করিবার জন্য তাঁহাদের এত কলমবাজি ও গলাবাজির বাহুল্য কেন, তাহা সত্যই সমস্যার বিষয়ক! আসল কথা রাজকীয় চাকুরী যতই আমরা দখল করিব, ততই আমরা স্বরাজের দিকে অগ্রসর হইব। এখন হইতে আমরা যদি গভর্নমেন্টের প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ করিয়া কাজ করিতে করিতে কাজের যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারি, তাহা হইলে স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভের পর আমরা কখনই গভর্নমেন্ট পরিচালনে নিজেদের অংশ বুঝিয়া লইতে পারিব না। সুতরাং চাকুরীতে প্রবেশ করিবার জন্য যুবকদিগের উদ্যম করা কদাপি নিন্দনীয় নহে, বরং বর্তমান অবস্থায় একান্ত আবশ্যক। তবে স্বাধীন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষি-শিল্পের দিকে দৃষ্টি না করিয়া দলে দলে যুবক যদি কেবল চাকুরীর জন্য রাজদ্বারে ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীয় কলঙ্ক ও লজ্জা রাখিবার স্থানও পাওয়া যাইবে না। অর্থোপার্জনে মাড়োয়ারী এবং হিন্দু ভ্রাতাদের আদর্শ সর্বতোভাবে অনুকরণীয়।

গভর্নমেন্ট ও মুসলমান

ইংরাজ গভর্নমেন্ট আমাদের হস্ত হইতেই রাজত্ব লইয়াছেন। মুসলমানেরাই এদেশে জ্ঞান, বিদ্যা ও উচ্চ পদ-মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে মুসলমানের চরম দুর্দশা হইয়াছে। এই পরাক্রান্ত ও বাদশাহী জাতিকে তুলিয়া ধরিবার জন্য ইংরাজ গভর্নমেন্ট এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তেমন কোনই যত্ন লন নাই; তাহার ফলেই গৌরবোন্নত মুসলমান আজ ধরণীর ধূলায় লুণ্ঠিত। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, গভর্নমেন্টের নিকট হইতে ন্যায্য দাবী দাওয়া বুঝিয়া লইবার জন্য এ পর্যন্ত মুসলমানেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনও আন্দোলন করিতে শিখিলেন না। শক্তি ও সাহস ব্যতীত কোনও জাতি পৃথিবীতে মাথা তুলিতে পারে না। মুসলমানেরা শক্তি, সাহস, ও তেজস্বিতা দেখাইতে না পারিলে গভর্নমেন্ট কখনও তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন না।

শিক্ষা

শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় জীবনের কল্যাণ ও মুক্তি নাই। মুসলমান সমাজ যে আন্দাজ গরীব, সে আন্দাজে তাহাদের শিক্ষার জন্য সেরূপ কোনও সুগম পন্থা

www.pathagar.org

অবলম্বন করা হয় নাই। মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্ততঃপক্ষে ঢাকা এবং কলিকাতায় দুইটি উচ্চাঙ্গের বেতনশূন্য ফ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। কিন্তু মুসলমান সমাজে সেরূপ আন্দোলন করিবার লোক কোথায়? গভর্নমেন্টকে শক্ত করিয়া ধরিবার লোক নাই। রমণীদিগের শিক্ষার জন্য এ পর্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালায় মুসলমানদের কোনও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, ইহা স্মরণ করিতেও লজ্জায় মাথা ছোট হইয়া যায়। স্ত্রীজাতিকে পিছনে রাখিয়া, অন্ধকারে রাখিয়া, মূর্খ রাখিয়া মুসলমান পুরুষজাতি কখনও উঠিতে পারিবে না; ইহা যেন আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা বিস্মৃত না হন। গভর্নমেন্টের পক্ষেও তাহাদের শাসনাধীন একটি মহাজাতির এইরূপ অজ্ঞানতা দুরপনেয় কলঙ্ক স্বরূপ।

হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য

বহু চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানে যে ঐক্যের সঞ্চার হইয়াছিল, হিন্দুদিগের সংগঠন এবং শুদ্ধি আন্দোলনে তাহা মাটি হইয়াছে। সংগঠন ব্যাপারে সরলচেতা মুসলমান জনসাধারণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। গো-কোরবানী বন্ধ করিবার জন্য হিন্দু-সমাজে আন্দোলন হওয়ায় মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ এবং সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। বৌদ্ধদিগকে হিন্দু-দলভুক্ত করার এই সন্দেহ সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। মহাবীর-দল গঠনে মুসলমানদের চিত্ত সংক্ষুব্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনের বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট বা চুক্তিপত্র হিন্দু নেতারা ও জনসাধারণ না মানিয়া লওয়ায়, মুসলমান সমাজ হিন্দুদিগের প্রতি যারপর নাই বিরক্ত হইয়াছেন। আশ্চর্য ব্যাপার, হিন্দু ভ্রাতারা এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছেন না। মুসলমানদের প্রতি যতটা শ্রদ্ধা থাকা উচিত, হিন্দু-সমাজের তাহা নাই। হিন্দুরা এতই Indefferent যে মুসলমানদের সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত পাঠ করেন না। হিন্দু সমাজের পক্ষে এ সমস্ত দুরপনেয় কলঙ্ক। মুসলমানদিগের জন্য হিন্দু ভ্রাতাদিগের সহানুভূতির ভাব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন লোক যে একেবারেই নাই এরূপ নহে। মহৎ লোক সকল সমাজেই আছে এবং চিরকালই থাকবে।

স্বরাজ আন্দোলনের গতি

স্বরাজ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যারপর নাই ক্ষতি হইয়াছে। অধঃপতিত মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে যে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ হইতেছিল, তাহা প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। একমাত্র রাজশাহী বিভাগেই ২২ হাজার মুসলমান ছাত্রের জীবন মাটি হইয়াছে। সারা বাঙ্গালা ও আসামে প্রায় ৭০ হাজার

www.pathagar.org

ছাত্র পাঠ ত্যাগ করিয়া সমাজের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছে। আল্লাহ্‌তালাকে হাজার ধন্যবাদ যে, এ অধম কোনও দিন স্কুল-মাদ্রাসা ছাড়িবার কুবুদ্ধি দেয় নাই। যে শিক্ষা স্বাধীনতার জন্মদাতা, সেই শিক্ষাকে ব্যাহত করা মহাপাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান সমাজ স্বরাজ লাভে আরও ৫০ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। এই ক্ষতির বিষয় চিন্তা করিলে আমার প্রাণে নিদারুণ আগুন জ্বলিয়া উঠে। ত্রিশ বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া, অবিশ্রান্ত লেখনী পরিচালন করিয়া শিক্ষাবিস্তারে যে কঠিন পরিশ্রম করিয়াছিলাম, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। হায়! হতভাগ্য মুসলমান! হায় মূর্খ মুসলমান! তোমাদের প্রকৃত হিতৈষী নেতৃগণকে স্কুল-কলেজ ভাঙ্গিবার পূর্বে একবারও জিজ্ঞাসা করিলে না! বিজাতীয় নেতৃত্বে এমনিভাবে গা ঢালিয়া দিলে যে পরিণামে কি হইবে, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিলে না।

নন-কোঅপারেশন

স্থায়ী গভর্নমেন্ট অর্থাৎ Established Government-এর সঙ্গে নন-কোঅপারেশন চালানো অসম্ভব। নন-কোঅপারেশনের আসল সূত্র হইতেছে গভর্নমেন্টের চাকুরী না করা। গভর্নমেন্টের সমস্ত চাকুরী প্রায় হিন্দুদিগের একচেটিয়া। আমি জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু ভ্রাতারা কয়টি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াছেন? অথচ মাঝখান হইতে অনেক মুসলমান চাকুরী ত্যাগ করিয়া নিজ পরিবারের এবং সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন।

এই নন-কোঅপারেশনের ফলে মালাবারের বীর জাতি– আরব-বংশধর মোগলগণ প্রায় সবংশে নির্বংশ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুদিগের সেরূপ কোনও ক্ষতি হয় নাই। সিরাজগঞ্জের সলঙ্গার হাটে বহু মুসলমান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জন্য সমুন্নত হিন্দু সমাজ বা কংগ্রেস কমিটি কিছুই করেন নাই। চৌরিচোরায় কয়েকটি পুলিশ খুন হওয়ায় প্রেমাবতার গান্ধি মহাশয় নাকি পাঁচ দিন পর্যন্ত শোকে অন্ন গ্রহণ করেন নাই! কিন্তু অকারণে সলঙ্গার এতগুলো মুসলমান শহীদ হওয়ায় তিনি কোনও শোক প্রকাশ করেন নাই!!

হিন্দুদিগের শত শত কলেজ থাকিতে বিশেষতঃ কাশীর বিখ্যাত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্পর্শ না করিয়া মুসলমানের সাধের আলীগড় কলেজ এবং লাহোরের ইসলামিয়া কলেজ ভাঙ্গা হইল কিসের জন্য?

পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সহস্র সহস্র মুসলমান অধীর ও উন্মত্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে আগুন লাগাইয়া আফগানিস্তানে চলিয়া গিয়াছিলেন; তাহাতে তাহাদের যারপর

www.pathagar.org

নাই ক্ষতি ও ক্লেশভোগ হইয়াছিল। হিন্দু সমাজ সেরূপভাবে কোনই ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। দেশী বস্ত্র ব্যবহারেও মুসলমানগণ প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। হিন্দু ও মাড়োয়ারী দোকানদারেরা বেশী মূল্যে দেশী কাপড় বিক্রয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইয়াছেন। পক্ষান্তরে বহুমূল্যে দেশী মোটা কাপড় ক্রয় করিয়া মুসলমানেরা দণ্ড দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে মুসলমানদের যে ২/৪টা কাপড়ের কল আছে, তাহার কাপড় কিন্তু আমরা চোখে দেখি নাই।

তিলক স্বরাজ ফাণ্ড

তিলক স্বরাজ ফান্ডের কোটি টাকার সমস্তই প্রায় হিন্দু ভ্রাতাদের পেটে গিয়াছে; মুসলমানেরা উহা প্রায় পান নাই। সিরাজগঞ্জে যে পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইয়াছিল, উহা হিন্দু উকিলদিগের পেটেই হজম হইয়াছে। ফলতঃ নন-কোঅপারেশন আন্দোলনে গরীব ও মূর্খ মুসলমান সমাজই অধিকতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

স্বরাজ্য পার্টির বাজেট পাস না করা

স্বরাজ্য পার্টি শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শক কর্মচারী এবং চিকিৎসা বিভাগীয় ডাক্তারদিগের বেতন না-মঞ্জুর করিয়া যারপর নাই বোকামি করিয়াছেন। উহাতে বিশেষ করিয়া মুসলমান সমাজেই ভয়ানক ক্ষতি হইবে। ডাক্তারেরা সবই হিন্দু। সরকারী চাকুরী গেলেও তাহারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগীয় পরিদর্শক কর্মচারীদের অধিকাংশই মুসলমান। তাঁহাদের চাকুরী গেলে তাঁহাদের পরিবারবর্গ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে। সুতরাং শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্তী মুসলমান আরও পশ্চাদ্বর্তী হইয়া পড়িবে। অন্য দিকে দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি উঠিয়া গেলে গরীব মুসলমানেরাই বেশীরূপ চিকিৎসা অভাবে মারা যাইবে। ফলতঃ যেদিক দিয়া দেখ, সেই দিকেই মুসলমানের সর্বনাশ এবং ক্ষতি।

স্বরাজ্যদলের নেতা শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয় কর্পোরেশনের কর্তা। হিন্দু কাগজগুলির অধিকাংশই দাশ মহাশয়কে গালাগালি দিলেও আমাদের মুসলমান কাগজ– বিশেষ করিয়া স্বরাজ্যপন্থী কাগজগুলি দাশ মহাশয়ের গুণকীর্তনে শতমুখ। দাশ মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তা হইয়া নিজে লর্ড মেয়র হইলেন। চীফ একজিকিউটিভ অফিসার এবং অন্যান্য হাজার-দেড় হাজার টাকা মাসিক বেতনের পোস্টগুলি সমস্তই হিন্দুদিগকে দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানেরা

www.pathagar.org

হওয়ার মধ্যে দুইজন অলডারম্যান বা হোল্ডারম্যান অর্থাৎ ঘোড়ার ডিম হইয়াছেন। আর একজন হইয়াছেন ডেপুটি মেয়র। এইসব লিখিতেও লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়।

এই সি, আর, দাশ মহাশয় এক প্যাক্ট করিয়াছেন। তাহাতে স্বরাজ লাভ করিবার পরে প্রথমে শতকরা ৮০টি এবং তৎপর ৫৫টি চাকুরী মুসলমানকে দেওয়া হইবে বলিয়া খুব প্রলোভনের ফাঁদ পাতা হইয়াছে; কিন্তু বন্ধুবর খান-বাহাদুর মৌলভী মোশাররফ হোসেন সাহেব যখন আপাততঃ ৮০টি চাকুরী মুসলমানকে দিবার জন্য কাউন্সিলে প্রস্তাব করেন তখন মিঃ দাশ মহাশয় তাহা রহিত করিবার জন্য ভোট দেন। এই প্যাক্ট লইয়া দাশ মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার সহিত আমার বহু তর্ক-বিতর্ক ও বাগ-বিতণ্ডা হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম, আপনি স্বরাজ লাভের পূর্বে মুসলমানদিগকে উপযুক্ত সংখ্যক চাকুরী দিতে চাহেন না কেন? দাশ মহাশয় বলিলেন, স্বরাজ লাভের পরে দিবার কথা– তাহার আগে নহে। আমি বলিলাম, আপনার প্যাক্ট সম্বন্ধে হিন্দুরাই নানা কথা বলিতেছে; হিন্দু সংবাদপত্র সমূহ ইহাকে ছলনা, প্রতারণা, প্রলোভন প্রভৃতি বলিয়া ঘোষণা দিতেছে! আপনার স্বজাতি ও স্বধর্মাবলম্বিগণই যদি আপনার প্যাক্ট সম্বন্ধে এই সমস্ত উক্তি করে, তাহা হইলে মুসলমানগণ আপনাকে বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া। সুতরাং আপনি মুসলমানদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে না পারিলে আমি আপনাকে কেমন করিয়া সাপোর্ট করি? আপনি যদি মুসলমানকে এখন চাকুরী দিবার প্রস্তাব সমর্থন না করেন, তাহা হইলে পরে দিবার কথায় আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? আর কবে স্বরাজ হইবে, তাহার যখন কোনই নিশ্চয়তা নাই, তখন আমরা এখন হইতে কেন চাকুরীর চেষ্টা করিব না? বলাবাহুল্য, দাশ মহাশয় অতঃপর আর কোনই উত্তর করেন নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিবার বিষয় এই যে, এই প্রকার নিস্তেজ আন্দোলনে কবে যে স্বরাজ হইবে কিংবা কখনও হইবে কিনা, তাহার যখন কোনই স্থিরতা নাই, তখন আমাদের পক্ষে আপাততঃ জাতীয় দাবী-দাওয়া ত্যাগ করিয়া কবে "নয় মণ তেল হইবে" সেই আশায় "রাধার নাচ" দেখিবার জন্য বসিয়া থাকা অপেক্ষা মূর্খতা ও আহমকী আর কি হইতে পারে?

আত্ম-নির্ভরতা

মোসলমাদিগকে সকল বিষয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে হইবে। আত্ম-নির্ভরতা না আসিলে আত্মশক্তি কিছুতেই জাগিবে না। প্রাচীন মুসলমানগণ যেমন

www.pathagar.org

আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে বাড়িয়া উঠিয়াছিল তেমনই আবার আল্লাহর দয়ার উপরে নির্ভর করিয়া বুকে সাহস বাঁধিয়া, হে আমার প্রাণের ভাই– হে আমার রক্তের ভাই!– হে আমার জানাজার শরিক ভাই মুসলমান জাগ! কাহারও তোয়াক্কা না রাখিয়া, কাহারও পরোয়া না করিয়া, কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"– এই বাণী উচ্চারণ করিয়া আবার তোমরা নিখিল দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে গৌরবের পতাকা উড়াইয়া দাও; আল্লাহ তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন। তোমরা যদি একত্র হও, তোমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হও, তোমরা যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মাতোয়ারা হও, তবে সমস্ত দুনিয়ার শক্তিও তোমাদের অগ্রগমনে বাধা দিতে পারিবে না।

আটলান্টিক হইতে প্রশান্তের বীচি-বিক্ষুব্ধ ফিলিপাইন পর্যন্ত তোমার কোটি কোটি প্রাণ মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে। এই কোটি কোটি প্রাণ যেদিন জাগিবে– এই কোটি কোটি কণ্ঠে যেদিন "আল্লাহ আকবর" ধ্বনি উত্থিত হইবে– এই কোটি কোটি চক্ষু যেদিন উন্মীলিত হইবে, সেদিন নিমিষে ধরিত্রীর বুকে শান্তির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; বোতপরস্তি, বোতখানা এবং শরাবের দোকান বিলুপ্ত হইবে; জাতিগত ভেদ-বৈষম্য লুপ্ত হইবে; সত্যের পতাকা দিকে দিকে উড্ডীয়মান হইবে। এখন চাই অজেয় সাহস ও পরাক্রম; দুর্জয় ঐক্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা। জাগ তবে ভাই মুসলমান জাগ! বাত্যা-তাড়িত সাগরের ন্যায় মত্ত উল্লাসে জাগিয়া উঠ! ভূমিকম্পে বিসুবিয়সের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠ! বারি-বর্ষণে গৈরিক স্রোতের ন্যায় সর্ববাধা-বিঘ্ন-মর্দিনী গতি ধারণ কর। প্রলয়ের বজ্র, বহ্নি ও বিদ্যুত-সঙ্কুল ঝটিকাবর্তের ন্যায় অদম্য ও অজেয় হইয়া কর্মক্ষেত্রে ধাবিত হও।

উপসংহারে হে আমার প্রাণের ভ্রাতৃবৃন্দ! এই দরিদ্র সিরাজগঞ্জবাসী অধম আমরা অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই মহাসভা ডাকিতে বাধ্য হইয়াছি। পূর্ব হইতে এই মহাসভা আহ্বানের কোনও উদ্যম ছিল না। স্থানীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্তৃপক্ষগণের পুনঃ পুনঃ অবহেলা, তাচ্ছিল্য, ও লাঞ্ছনায় আমাদের স্বতন্ত্র স্বত্বা যাহা অনেক দিন হইতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহা উপেক্ষার তীব্র পদাঘাতে জাগিয়া উঠিয়াছে। আমার হিন্দু ভ্রাতারা যে উপেক্ষার পদাঘাতে আমাদের ভিতরের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই এক সপ্তাহের চৈতন্যে আমরা আর অধিক যোগাড় কি করিব? আমাদের যেমন অর্থাভাব, তেমনি কর্মী লোকের অভাব। আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, আপনাদের যথাযোগ্য রাতের তোয়াজ্জা আমাদিগের

www.pathagar.org

দ্বারা সম্ভবপর নহে; আমাদের বহু ত্রুটি ও অপরাধ নিশ্চয়ই হইবে এবং হইতেছে; আপনাদের অনেক প্রকার তকলীফ হইতেছে এবং হইবে। সুতরাং আমরা জোড়করে প্রার্থনা করি যে, আপনাদের উদারতা ও মহানুভবতায় আমাদিগকে ক্ষমার পূতঃ সলিল-ধারায় মার্জ্জিত করিয়া লইবেন এবং রহমানুর-রহিম আল্লাহতালার কাছে করুণ প্রার্থনা করুন যেন আমরা নব-শক্তি ও নব উদ্যম লাভ করিয়া সমাজ ও জাতির সেবায় নব নব পথে ধাবিত হইতে পারি। অত্যল্প সময়ের মধ্যে এবং নানা ঝঞ্ঝাট ও উদ্বেগের মধ্যে এই অভিভাষণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ইহা সেরূপ সুচিন্তিত, সুলিখিত এবং বর্ণনা- বৈচিত্র্যে ও ভাব-সম্পদে যেরূপ নির্ম্মল, সমুজ্জ্বল এবং হৃদয়গ্রাহী হওয়া উচিত ছিল, তাহা সম্ভব হয় নাই। সময়াভাবে মুদ্রিত এবং বিতরিত হইতেও পারিল না। তজ্জন্য আপনাদের কৃপা ভিক্ষা করিয়া জোড় হস্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।[১]

* মাসিক ইসলাম দর্শন, ৪র্থ বর্ষ, ১ম, সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৩১। (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)

১. সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ
— সম্পাদক।

www.pathagar.org

নবনূর ও জেহাদ

বিগত বৈশাখ মাস হইতে কলকাতা হইতে "নবনূর" নামক একখানি মাসিক কাগজ বাহির হইতেছে, ইসলাম প্রচারকের পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকেই ইহা অবগত আছেন। ইহার সম্পাদক মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব। কাগজ খানির নাম যদিও 'নবনূর' এবং সম্পাদক যদিও মুসলমান, তাহা হইলেও ইহাতে কতিপয় হিন্দু লেখকও জাতীয় উপন্যাস এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এই নবনূরের বিগত অগ্রহায়ণ মাসের ৮ম সংখ্যা কাগজ পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত স্তম্ভিত এবং মর্মাহত হইয়াছি। প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আমি নিজে যদিও একজন নবনূরের লেখক এবং হিতৈষী, তত্রাচ এই সংখ্যা পত্রিকার প্রতিবাদ করিতে ধর্মতঃ এবং ন্যায়তঃ বাধ্য হইয়াছি; সুতরাং আমি নিরুপায়। এই গুরুতর বিষয়ে আমা অপেক্ষা কোনও যোগ্যতর ব্যক্তি ভ্রম নিরসনে উদ্যোগী হইলে সর্বাংশে ভাল হইত। কিন্তু হায়! ধর্মনেতা সমাজ হিতৈষীগণের অনেকেই আলস্য শয্যায় শায়িত, অনেকে আবার স্বার্থ এবং বন্ধুতার জন্য ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; সুতরাং সর্বতোভাবে অনুপযুক্ত আমাকেই লেখনী ধারণ করিতে হইল।

বিগত ৮ম সংখ্যা নবনূরে ধর্মযুদ্ধ গাজী ও জেহাদ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষে লেখকের নাম নাই এবং সূচীপত্রেও লেখকদিগের কাহারও নাম নির্দেশ করা হয় নাই। সুতরাং এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি কোন্ ধর্মাচার্য (?) সাহেবের স্বর্গীয় লেখনী প্রসূত, তাহা বুঝিবার যো নাই। যাহা হউক, যখন আমরা কাগজ খুলিয়া প্রবন্ধের শেষে নাম পাইলাম না, তখনই আমাদের মনে প্রবন্ধের প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হইল। কারণ আমাদের বিশ্বাস, যিনি যে বিষয়ে আলোচনা করিবার সম্যক অধিকার রাখেন না, অথবা যাঁহার আলোচ্য বিষয়ে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা, কিম্বা আলোচ্য বিষয়ে সমাজ যাঁহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া জানে, এরূপ ব্যক্তিই পত্রিকাদিতে নাম ছাপাইয়া থাকেন। নাম ধাম ছাপাইয়া রাখা কাপুরুষতারই লক্ষণ। অনন্তর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য। প্রিয় পাঠক পাঠিকা! প্রবন্ধের

www.pathagar.org

নামেই বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা একটি ধর্ম সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়। বিগত আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা 'নবনূরে' শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রাণ গুপ্ত নামক জনৈক হিন্দু লেখক একখানি পত্র লেখেন, সেই পত্রে তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্ন করেন। যথা :

১। মুসলমান কি কখনও ধর্মের নামে যুদ্ধ করে নাই? আমার মনে পড়িতেছে যে, তৈমুর স্বরচিত জীবন বৃত্তান্তের একস্থানে বলিয়াছেন "ইসলাম ধর্মের শত্রু পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে পরলোকে পুরস্কার লাভ করিব।"

২। গাজী কাহাকে বলে? জেহাদই বা কি? গাজী ও জেহাদ কি মুহাম্মদের পরবর্তী ইসলাম শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে?* যদি অনুমোদিত না হয়, তবে আমরা মুসলমান সমাজে গাজী ও জেহাদের নাম শুনিতে পাই কেন? ইত্যাদি।

এই প্রশ্নের উত্তরে গুপ্ত লেখক এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। লেখক প্রবর জেহাদকে একেবারেই উড়াইয়া দিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন "মুসলমানেরা ধর্মের নামে কখনই যুদ্ধ করেন নাই।" আমরা বলি, তবে মুসলমানেরা কিসের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন? অর্থের জন্য কি? রাজ্য বিস্তারের জন্য কি? রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা, ঈশ্বরের ধর্মপ্রচারের জন্য যুদ্ধ করা কি যুক্তিসঙ্গত নহে? যে ধর্মের অভাবে অগণ্য নরনারী অনন্তকাল নরকানলে দগ্ধ হইবে– যে ধর্মের অভাবে পার্থিব জীবন বিবিধ কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন থাকে– যে ধর্মের অভাবে মানবমণ্ডলী সচ্চিদানন্দ স্বয়ম্ভু আল্লাহতা আলাকে পরিত্যাগ করিয়া জড়পূজা, নরপূজা, প্রেতপূজা ও মূর্তিপূজা করিয়া আত্মার সমূহ অকল্যাণ এবং অকুশল সাধন করে; সেই ধর্ম প্রচারের জন্য যদি যুদ্ধের আবশ্যক হয়, তবে তাহা অসঙ্গত কি? অবোধ বা দুর্দান্ত বালককে যখন উপদেশ বা প্রলোভন দ্বারা শিক্ষায় প্রবৃত্ত না করান যায়, তখন সামান্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য যদি তাহার প্রতি শাস্তি বা তিরস্কারের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত হয়, তবে যে ব্যক্তিকে উপদেশ বা অনুরোধ দ্বারা ইহলোকে পরলোকে একমাত্র সম্বল ধর্মগ্রহণ না করান যায়, তাহাকে শাস্তি বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা ধর্মগ্রহণ করান অন্যায় এবং অসঙ্গত হইবে কেন? সুতরাং ইহা শাস্তি না প্রকৃত অনুগ্রহ? ইহা কি জগতের পক্ষে কল্যাণকর নহে? দুই দশজন দুর্দান্ত দস্যুকে ফাঁসে ঝুলাইয়া প্রাণবধের ভীতি প্রদর্শন পূর্বক যদি অপর লক্ষ লক্ষ লোককে দস্যুতা হই্তে

---

* আমরা রামপ্রাণ বাবুকে জানাইতেছি যে, হযরত মুহাম্মদের (দঃ) পরে ইসলাম ধর্ম্মের আর কোনও শাস্ত্র রচিত হয় নাই এবং কখনও হইবে না। ইসলাম ধর্ম্মের শাস্ত্র ব্রহ্মবাণী কোরান এবং প্রেরিত মহাপুরুষের উক্তি 'হাদিস' এইমাত্র।— পত্রিকা কর্তৃপক্ষ।

www.pathagar.org

নিবৃত্ত রাখা যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে ক্ষণকালের জন্য সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আবশ্যক হইলে দুই-দশটি লোকের প্রতি শাস্তির বিধান করিয়া, অগণ্য লোকের মুক্তির পথ পরিষ্কার করা এবং চিরকালের জন্য শান্তি স্থাপন করা কি ধর্ম এবং ন্যায়ানুমোদিত নহে? অবশ্য যাঁহারা ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মকেও সত্য বলিয়া জানেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অসঙ্গত বোধ হইতে পারে। কারণ তাঁহাদের মতে যে কোনও ধর্ম অবলম্বন করিলেই মুক্তি বা পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। জ্ঞানী পাঠক! আমাদের অনুসরণ করিলেই দেখিতে পাইবেন, এই গুপ্ত লেখক সেই শ্রেণীর একজন বিশ্বাসী। প্রবন্ধ পাঠে লেখককে মুসলমান বলিয়া কিছুতেই বোঝা যায় না।

লেখক প্রবরের ঐতিহাসিক জ্ঞান অতি চমৎকার! মুসলমান ধর্মের নামে যুদ্ধ করে নাই, একথা তিনি কোথায় পাইলেন? হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের (রা) রাজত্বকালে সিরিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, মিশর, ইফ্রিকিয়া (আফ্রিকার ভূমধ্য সাগরের তীরস্থ উত্তর দিকের সমস্ত রাজ্য) প্রভৃতি রাজ্য কি ধর্ম প্রচারের জন্য বিজিত হইয়াছিল না? প্রাথমিক যুগের মুসলমান খলিফাগণ এবং বীরেন্দ্রবর্গ ধর্মরাজ্য বিস্তার করিবার জন্যই পার্থিব রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। হযরত আবু ওবায়দা, খালেদ বিন্-অলিদ, আমর বিন আল আস, হাঞ্জেলা, ওকবা, আব্দুর রহমান, সাদ বিন্-আবি আক্কাস, এজিদ বিন্-আবু সুফিয়ান প্রভৃতি প্রচণ্ড তেজাঃ বীরপুরুষগণ শুধু আল্লাহর জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক মুসলমানগণ আল্লাহ এবং তাঁহার ধর্মরাজ্য বিস্তারের জন্যই জ্ঞানচর্চা, যুদ্ধ এবং রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্তমান মুসলমানদিগের ন্যায় তাঁহারা সংসারকেই সর্বস্ব বিবেচনা করিতেন না। তাঁহারা সংসারকে পায়ে ঠেলিয়াছিলেন, তাই সংসার তাঁহাদের পদতলে সমগ্র শ্রী-ঐশ্বর্য-সুখসম্পদ সহ বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। সমস্ত কার্যই তাঁহারা আল্লাহর জন্য করিতেন; তাই আল্লাহও তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকার পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। যাঁহারা আল্লাহর জন্য পরিশ্রম করেন, ধ্যান ধারণা, কঠোর সাধনা এবং যুদ্ধ করেন; আল্লাহ স্বয়ং তাঁহাদের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। তাই প্রাথমিক যুগের খোদাগত প্রাণ মুসলমানগণকে আল্লাহ তাআলা লোক চমকিত গৌরবোজ্জ্বল সৌভাগ্য দিয়াছিলেন এবং অভাবনীয়রূপে উন্নত করিয়াছিলেন। আধুনিক আমাদের ন্যায় নীচ স্বার্থপরদিগের পক্ষে এ গভীর তত্ত্বের মর্মোদ্ঘাটন করা সহজ সাধ্য নহে।

লেখক যদি ইতিহাস জানিতেন, অন্ততঃ "ফতুহল শাম" "ফতুহল মেসের" "ফতুহল ইরান" প্রভৃতি আরব্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে বা উহার অনুবাদে ব্যুৎপত্তি

www.pathagar.org

রাখিতেন, তাহা হইলে কদাপি এরূপ অসত্য কথা লিখিতেন না। তিনি লিখিতেছেন "যদ্যপি কোন মুসলমান ধর্মের নামে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তবে সে মুসলমান ধর্মের যে কিছুই জানিত না, একথা নিঃসন্দেহ।" লেখক যে নিজেই ইসলাম ধর্ম এবং তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ, ইহাতে তাহারই প্রমাণ হইতেছে। "খোলাফায়ে রাশেদিন"গণ এবং পৃথিবীর যাবতীয় দিগ্বিজয়ী মুসলমান সম্রাটগণ ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, যাহা কিছু জানেন, তাহা ইনিই। আহা! তাঁহাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে এই লেখকের ন্যায় ইসলাম তত্ত্বজ্ঞ ওলামাকুল সূর্যকে উপদেষ্টারূপে পাইয়াছিলেন না। তৎপর লেখক লিখিতেছেন, তৈমুর "মালকুজাতে" ধর্মযুদ্ধের উপকারিতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন এবং পরকালে উহার জন্য যে পুরস্কৃত হইবেন, তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল সত্য, কিন্তু কোনও জ্ঞানী মুসলমান তাঁহার এ কথাগুলি কখনই সমর্থন করিবেন না।" সত্য বটে, লেখকের ন্যায় জ্ঞানীগণ কখনই ইহা সমর্থন করিবেন না। শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক! দেখিতেছেন, লেখক কতদূর মূর্খ এবং অহঙ্কৃত। লেখক ইসলাম ধর্মের যে কোনই ধার ধারেন না এবং খোঁজ রাখেন না; তাহা তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ জ্ঞান এবং বিদ্যা লইয়া ধর্ম সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কি নিতান্তই বেআদবী এবং আহমকী নয়? খোদাতাআলা এইরূপ 'বেআদবী' এবং 'আহমকী' হইতে লেখককে রক্ষা করুন।* তদনন্তর এই অর্ব্বাচীন লেখক লিখিতেছেন "তৈমুর ইসলামের কোন ধার ধারিতেন কিনা জানি না, কিন্তু একথা সত্য যে মুসলমান সমাজ তাঁহাকে ধর্মনেতা বলিয়া কখনই

---

* লেখক টীকায় লিখিয়াছেন "পৃথিবীতে কি প্রকারে ইসলাম প্রচার হইয়াছিল যিনি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাকে আমরা T. W. Arnold কৃত The preaching of Islam নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।" ভাল, আমরা জিজ্ঞাসা করি, লেখক ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন কি? আর্নল্ড সাহেব ঐ গ্রন্থে কি প্রমাণ করিয়াছেন? তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইসলাম ইহার সন্নীতি, সাম্য, একত্ববাদ, পবিত্রতা এবং সরলতা প্রভাবে জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ফকীর দরবেশ এবং প্রচারকদিগের দ্বারা ইসলামের বিজয় পতাকা পৃথিবীতে উড্ডীন হইয়াছে। ইহা কতকটা সত্য। কিন্তু জেহাদ করিয়া বিজাতীয় রাজ্য অধিকার এবং তথায় ইসলামের প্রভুত্বস্থাপন ব্যতীত, ঐ সমস্ত রাজ্যে প্রচারকদিগের প্রবেশের সুবিধা হইয়াছিল কি? ইসলামের প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ার পরেও কাফেরদিগের হস্তে কত ফকীর দরবেশ এবং প্রচারককে প্রাণ দিতে হইয়াছিল, লেখক তাহা অবগত আছেন কি? জেহাদের প্রভাবেই আফগানিস্তান হইতে মরক্কো পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের জনসঙ্ঘ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া শান্তির রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতীয় মুসলমান বাদশাহগণ এদেশে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন না বলিয়াই এদেশ শান্তিরাজ্য অর্থাৎ এক ধর্মাবলম্বীর রাজ্য হয় নাই। ভারতীয় বাদশাহগণ যদি এদেশে জেহাদ ঘোষণা করিতেন, তবে কি ইহা ঐসলামিক প্রভাবশালী প্রবল পরাক্রান্ত দেশে পরিণত হইত না? এক্ষণে লক্ষ লক্ষ বক্তা ধর্মপ্রচারক এবং গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রচারে সহস্র বর্ষেও কি আমরা সমগ্র অমুসলমান জাতিকে মুসলমানরূপে দেখিবার আশা করিতে পারি? বুঝিলে ভায়া! জেহাদের শুভফল।

www.pathagar.org

অভিহিত করে নাই।" লেখক পুঙ্গব নিজে ইসলামের কতটুকু ধার ধারেন? তাঁহার লেখায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ত ইসলাম গ্রহণকারী বলিয়া কদাপি স্বীকার করা যায় না।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! এইবার লেখক চূড়ামণির শাস্ত্রীয় জ্ঞানের ছড়াছড়ি। লেখক প্রবর স্বকীয় শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা এবং পাণ্ডিত্যের ছলে নেহায়েৎ মুরুব্বিয়ানা চালে লিখিতেছেন "পৃথিবীতে ইসলাম কতবড় উদার ধর্ম তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্যকরূপে অভিব্যক্ত করা অসম্ভব। তবে আমরা আভাসস্বরূপ কোরানের কয়েকটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, বিধর্মীর প্রতি ইসলাম কিরূপ উদার মত প্রকাশ করিয়াছে এবং ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ করিতে ইসলাম ধর্মে কিরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে।" ইহা বলিয়াই লেখক পুঙ্গব মহানন্দে কোরান শরিফের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা —

"ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ নাই, নিশ্চয় পথভ্রান্তির পর পথ প্রকাশ পাইয়াছে।"

সাবাস! এরূপ জ্ঞানী না হইলে কি কোরানের মর্ম উদ্ধার করা যায়? পাঠকগণ! দেখিবেন এই লেখক ইসলাম-বিরোধী পাদ্রীগণের ন্যায় আয়াতের কিরূপ ছাঁটকাট করিয়া নিজের মতলব বাহির করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা কোরান শরিফের মর্মাবগত নহে, তাহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের ইহা অপেক্ষা আর প্রকৃষ্ট উপায় কি হইতে পারে! লেখক পুঙ্গব যে বচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন; উহা বাকারা সূরার ৩৪শ রুকুর ২৫৬ আয়াতাংশ। কিন্তু খোদাতাআলা ইতিপূর্বে এই সূরার ভিন্ন ভিন্ন রুকুর ভিন্ন ভিন্ন বচনে জেহাদ সম্বন্ধে বহুল উপদেশ এবং আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাহার কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বাকারা সূরার ১৯০ সংখ্যক আয়াতে খোদাতাআলা বলিতেছেন "যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহর পথে তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর এবং সীমালঙ্ঘন করিও না। অর্থাৎ যুদ্ধের যে সমস্ত রীতি এবং নীতি আছে, তৎসমুদয় অতিক্রম করিও না ইত্যাদি। পুনরায় তাহার পরবর্তী আয়াতে আরও কঠোর আদেশ করিতেছেন; "এবং যে স্থানে তাহাদিগকে অর্থাৎ কাফেরদিগকে পাইবে, সেই স্থানেই তাহাদিগকে সংহার কর।" এই আয়াতে খোদাতাআলা কাফেরদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশও করিয়াছেন। অনন্তর যদি কাহারও মনে জেহাদ করা সম্বন্ধে অর্থাৎ কাফেরদিগকে বধ করা বিষয়ে পাপার্জ্জনের ভয় হয়, এই জন্য খোদাতাআলা ভ্রম নিরসন সম্বন্ধে বলিতেছেন "হত্যা অপেক্ষা ধর্মদ্রোহিতা পাপ।" অর্থাৎ ধর্মদ্রোহিতা পাপ, ধর্মদ্রোহীদিগকে বধ করিলে সেই পাপ দূরীভূত হয়, ঈশ্বরের ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়; অতএব হে মুসলমানগণ! কাফেরদিগকে বধ কর পাপ নহে।

www.pathagar.org

পাঠক মণ্ডলী! এই বচন খোদাওন্দ করিম পরবর্তী রুকুতে যথা সূরা বাকারার ২১৭ সংখ্যক আয়াতে যখন মুসলমানগণ কাফের বধ সম্বন্ধে পাপ সংস্পর্শের আশঙ্কা করেন, তখন খোদাতাআলা পুনরায় বলিতেছেন "হত্যা অপেক্ষা ধর্মদ্রোহিতা মহাপাপ।" এই আয়াতের পূর্ব আয়াতেও জেহাদ করা যে নিতান্ত কল্যাণজনক, তাহা খোদাতাআলা বুঝাইয়া বলিতেছেন। যথা– "তোমাদের সম্বন্ধে সংগ্রাম লিখিত হইয়াছে, এবং উহা তোমাদের পক্ষে দুষ্কর, হয়তো এমন বিষয়ে তোমরা বিরক্ত হইবে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কল্যাণ" ইত্যাদি। অর্থাৎ খোদাতাআলা বলিতেছেন যে, "হে মুসলমানগণ! তোমাদিগকে কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা তোমরা দুষ্কর মনে করিয়া বিরক্ত হইতেছ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। সুতরাং তোমরা আনন্দের সহিত এই বিধান প্রতিপালন কর।" এইরূপ সূরা বাকারার লেখক সাহেবের ২৫৬ সংখ্যক উদ্ধৃত আয়াতের পূর্ববর্ত্তী বহু আয়াতেই জেহাদের আদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাঠকগণ! কোরান শরিফ খুলিলেই তৎসমুদয় দেখিতে পাইবেন। কিন্তু লেখক সাহেব তৎসমুদয় না দেখিয়া ২৫৬ সংখ্যক আয়াতটিই দেখিয়াছেন এবং তাহার অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়াই তার স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, জেহাদ করা শাস্ত্রীয় বিধি নহে। পাঠকগণ! দেখিবেন এই লেখক কিরূপ চতুরতা সহকারে এই সূরার উল্লেখ করিয়া সাধারণকে প্রতারিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। আল্লাহ তাআলা ইহার পূর্বের আয়াতে আপনার সজীবতা, অদ্বিতীয়তা, প্রভুত্ব, পরাক্রম মহিমার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, "এবং পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি জীবন্ত অটল, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রাদ্বারা আক্রান্ত নহেন, দ্যুলোকে যাহা কিছু এবং ভূলোকে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় তাঁহারই। কে আছে যে, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার নিকট শাফাআত (পাপীর পাপ মুক্তির জন্য অনুরোধ) করে? তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে, তিনি তাহা জানেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তদতিরিক্ত তাঁহার জ্ঞানের কোন বিষয়ে মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে না, তাঁহার সিংহাসন ভূলোক ও দ্যুলোককে অধিকার করিয়াছে এবং এই দুইয়ের সংরক্ষণ তাঁহার প্রতি (কিছুমাত্র) ভারবহ নহে; তিনি উন্নত ও মহান।" অতঃপর বলিতেছেন "ধর্মের জন্য বলপ্রয়োগ নাই (তাহার প্রতি), নিশ্চয় (যাহার নিকট) পথভ্রান্তির (ধর্মপথভ্রান্তির) পরে, (ধর্ম) পথ প্রকাশ পাইয়াছে; অবশেষে যে ব্যক্তি প্রতিমার প্রতি বিমুখ হইয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, নিশ্চয় সে দৃঢ় অবলম্বন ধারণ করিবে, তাহা ছিন্ন হইবে না, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা।" অর্থাৎ খোদাতাআলা স্বকীয় অদ্বিতীয়তা, অখণ্ড এবং সর্বশক্তিমত্তার বর্ণনা করিয়া

www.pathagar.org

বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! আমার এই জ্বলন্ত বিদ্যমানতা, প্রভুত্ব এবং ক্ষমতার বিষয় যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে, তাহার হৃদয়ে আপনা হইতেই সত্যধর্ম প্রকাশিত হইবে এবং সে আপন হইতেই প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়া আমাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিবে। সুতরাং তাহাকে আর বলপ্রয়োগে ধর্মপথে আনয়ন করিতে হইবে না।

পাঠক, বিবেচনা করুন, এই আয়াতটিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া কিরূপ বিকৃত অর্থ যুক্ত করিয়া লেখক পুঙ্গব জেহাদকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক কোরানদ্রোহী কি না, আপনারা তাহার বিচার করুন।

জেহাদ করিবার জন্য কিরূপ কঠোর এবং দৃঢ় আদেশ সমূহ কোরান শরিফে বহুল সংখ্যায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে; আমরা তাহার কতিপয় আদেশ এই অজ্ঞ লেখকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

সূরা তওবা

১। যাহারা আল্লাহর প্রতি ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ যাহা অবৈধ (হারাম) করিয়াছেন, তাহা অবৈধ মনে করে না এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগ হইতে সত্যধর্ম গ্রহণ করে না; যে পর্যন্ত তাহারা নিকৃষ্ট হইয়া স্বহস্তে জিজিয়া প্রদান না করে, তাহাদের সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম কর। (৪র্থ রুকু— ৫ম আয়াত)

সূরা তহরিম

২। হে সংবাদ বাহক! (পয়গম্বর) তুমি ধর্মদ্রোহী ও কপট লোকদিগের সঙ্গে জেহাদ করিও এবং তাহাদের প্রতি কঠিন হইও। (২য় রুকু— ৯ম আয়াত)

সূরা আন্‌ফাল

৩। এবং যে পর্যন্ত উপপ্লব নিবারিত না হয়, এবং পরমেশ্বরের জন্য সমগ্র ধর্ম (স্থাপিত) না হয়, সে পর্যন্ত তোমরা তাহাদের (কাফেরদের) সঙ্গে জেহাদ কর। (৫ম রুকু— ৩৯ আয়াত)

সূরা বাকারা

৪। যে পর্যন্ত ধর্মবিদ্রোহিতা বিনষ্ট ও আল্লাহর ধর্ম সংস্থাপিত না হয়, সে পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর। (২৪ রুকু— ১৯৩ আয়াত)

সূরা নেসা

৫। যাহারা বিশ্বাসী (মোমেন) হইয়াছে, তাহারা খোদার পথে সংগ্রাম (জেহাদ) করে এবং যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহারা পুত্তলিকার পথে সংগ্রাম

www.pathagar.org

করে, অতএব তোমরা শয়তানের প্রেমাস্পদদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের প্রতারণা দুর্বল। (অতএব তোমরা জয়লাভ করিবে।)

(১০ম রুকু— ৭৬ আয়াত)

৬। যেমন তাহারা কাফের হইয়াছে, তোমরাও কাফের হইবে আশায় তাহারা বন্ধুতা করিয়া থাকে, তাহলে তোমরা এক রকম হয়ে যেতে পার; অতএব তাহাদের কাহাকেও তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে নিজেদের সবকিছু ত্যাগ না করে, যদি তাহারা তাহা অগ্রাহ্য করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে ধর ও যে স্থানে পাও তাহাদিগকে সংহার কর। এবং তাহাদের কাহাকেও বন্ধু ও সাহায্যকারী বলিয়া গ্রহণ করিও না।

(সূরা নেসা, রুকু ১২শ— আয়াত ৮৯)

সূরা মোহাম্মাদ

৭। অনন্তর যখন তোমরা ধর্মবিরোধীদের সঙ্গে (রণক্ষেত্রে) মিলিত হও তখন তাহাদের কণ্ঠচ্ছেদন করিও, এ পর্যন্ত যখন তাহাদের অধিকাংশ ধ্বংস করিলে, তখন (অবশিষ্টকে) দৃঢ় বন্ধন করিও। (৪ আয়াত)

৮। হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে (আল্লাহর ধর্মকে) সাহায্য দান কর (অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া বিস্তার কর) তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন এবং তোমাদের চরণ দৃঢ় করিবেন। (অর্থাৎ তোমাদিগকে তাহাদিগের উপরে বিজয়ী করিবেন।) (৮ম আয়াত)

৯। পরন্তু যদি তোমাদিগ হইতে (তাহারা অর্থাৎ কাফেররা) অপসারিত না হয় এবং তোমাদের সম্বন্ধে সন্ধি স্থাপন না করে এবং আপন হস্ত বন্ধ না করে তবে (তোমরা) তাহাদিগকে ধর এবং তাহাদিগকে যে স্থানে পাও সংহার কর।

(সূরা নেসা— ৯১ আয়াত)

১০। যাহাদের সঙ্গে (কাফেরগণ) সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদিগকে (জেহাদে) অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। (সূরা হজ্ব— ৩৯ আয়াত)

১১। এবং যে ব্যক্তি তাঁহার (ঈশ্বরের ধর্মের) সাহায্য করিয়া থাকে, অবশ্য খোদা তাহাকে সাহায্য দান করিবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়া আল্লাহর ধর্ম বিস্তার করিতে সাহায্য করিবেন, আল্লাহও তাহাকে সাহায্য করিবেন।

(সূরা হজ্ব— ৪০ আয়াত)

১২। তিনিই যিনি আপন প্রেরিত পুরুষকে যদিও (তাঁহার প্রতি) অংশিবাদীগণ অসন্তুষ্ট তথাপি ধর্মালোক ও সত্যধর্মসহ সমুদয় ধর্মের উপর বিজয়ী করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। (সূরা তওবা — ৩৩ আয়াত)

www.pathagar.org

১৩। লঘু ও গুরুভাররূপে অর্থাৎ অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যসহ তোমরা বাহির হও, এবং আপন ধন ও জীবনযোগে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর।

(সূরা তওবা— ৪১ আয়াত)

১৪। কিন্তু প্রেরিত পুরুষ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা আপন সম্পত্তি ও আপন জীবনযোগে সংগ্রাম করিয়াছে, ইহারাই, ইহাদের জন্যই কল্যাণ এবং তাহারাই ইহারা, যে মুক্তি পাইবে।

(সূরা তওবা — ৮৮ আয়াত)

১৫। হে নবী, ধর্মদ্রোহী এবং কপট লোকদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও এবং তাহাদের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিও। (সূরা তওবা — ৭৩ আয়াত)

১৬। অনন্তর যখন হজ্ব ক্রিয়ার মাস সকল অতীত হয়, তখন যে স্থানে অংশীবাদীদিগকে প্রাপ্ত হও, সেই স্থানেই তাহাদিগকে সংহার কর ও তাহাদিগকে ধর এবং আবেষ্টন কর ও তাহাদের জন্য প্রত্যেক গম্যস্থানে উপবিষ্ট হও, পরে যদি (তাহার) প্রতিনিবৃত্ত হয়, নামাজ পড়ে এবং জাকাত দান করে, তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও। (সূরা তওবা — ৫ আয়াত)

১৭। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তোমাদের হস্তে ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তিদান করিবেন এবং বিড়ম্বিত করিবেন ও তাহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন। (সূরা তওবা— ১৪ আয়াত)

১৮। হে পয়গম্বর, তুমি বিশ্বাসীদিগকে সমরে উদ্বুদ্ধ কর।

(সূরা আন্‌ফাল — ৬৫ আয়াত)

১৯। (হে মুসলমানগণ!) শক্তি অনুসারে যত পার আয়োজন কর এবং অশ্ব সংগ্রহপূর্বক তদ্দ্বারা ঈশ্বরের শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তদ্ভিন্ন অন্য লোককে ভয় প্রদর্শন কর। (সূরা আন্‌ফাল — ৬০ আয়াত)

২০। হে মোমেনগণ! কাফেরদিগের যাহারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় এবং তোমাদিগের মধ্যে সঙ্কট প্রাপ্ত হইতে চাহে (অর্থাৎ তোমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিতে চাহে) তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর। (সূরা তওবা— ১২৩ আয়াত)

২১। তিনিই যিনি আপন প্রেরিত পুরুষকে তত্ত্বালোক ও সত্যধর্মসহ তাহাকে সমগ্র ধর্মের উপর বিজয়ী করিতে প্রেরণ করিয়াছেন।

(সূরা ফাতাহ — ২৮ আয়াত)

২২। মুহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে তাহারা কাফেরদিগের প্রতি কঠিন ও আপনাদের মধ্যে (অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি) সদয়। (সূরা ফাতাহ — ২৯ আয়াত)

www.pathagar.org

২৩। অনন্তর (হে মুহাম্মদ!) খোদার পথে সংগ্রাম কর, তোমার জীবনে ব্যতীত তোমাকে প্রপীড়িত করা হইবে না, বিশ্বাসীদিগকে উত্তেজিত কর।

(সূরা নেসা— ৮৪ আয়াত)

২৪। যে ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা পালন করে নিশ্চয় সে খোদার আদেশ পালন করিয়া থাকে এবং যাহারা অমান্য করে, আমি তোমাকে (হে মুহাম্মদ) তাহাদের রক্ষাকারী নিযুক্ত করি নাই। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা না করিয়া সংগ্রাম কর, শাস্তি প্রদান বা ধ্বংস কর।

(সূরা নেসা — ৮০ আয়াত)

২৫। পরিশেষে যাহারা সাংসারিক জীবনকে পরকালের জন্য বিক্রয় করে, তাহাদের কর্তব্য যে ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতে থাকে, এবং যে ব্যক্তি খোদার পথে যুদ্ধ করিয়া হত (শহীদ) হয় বা জয়ী হয়, পরে অবশ্য আমি তাহাকে মহা পুরস্কার দান করি। (সূরা নেসা— ৭৪ আয়াত)

২৬। আল্লাহর পথে (তাঁহার ধর্ম বিস্তারের জন্য) সংগ্রাম কর।

(সূরা বাকারা— ২৪৪ আয়াত)

২৭। উপবিষ্ট অক্ষত বিশ্বাসীগণ এবং আপন ধন ও আপন জীবনযোগে ঈশ্বরের পথে সংগ্রামকারীগণ তুল্য নহে, খোদা, আপন ধন ও আপন জীবনযোগে সংগ্রাম (জেহাদ)-কারীদিগকে উপবিষ্ট বিশ্বাসীদিগের অপেক্ষা মর্যাদায় অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এবং (তাহাদের) সকলের সঙ্গে পরমেশ্বরের উত্তম (পরলোকে উচ্চ শ্রেণীর পুরস্কারের) প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এবং উপবিষ্ট বিশ্বাসীদিগ (যাহারা জেহাদ করে না) অপেক্ষা সংগ্রামকারীদিগকে (ইহলোকেও) উচ্চ পুরস্কার দিয়াছেন। (সূরা নেসা— ৯৫ আয়াত)

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আমরা আর কত উদ্ধৃত করিব? যে পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর মানবমণ্ডলী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হইবে, সে পর্যন্ত মুসলমানদিগের প্রতি জেহাদ করা আল্লাহ তাআলা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, এই জাহেল লেখক কিছু না জানিয়া শুনিয়া পবিত্র কোরান শরিফের আদেশকে কিরূপ 'রদ' করিয়াছেন এবং ধর্মের মস্তকে কিরূপ পদাঘাত করিয়াছেন। হায়! দুঃখ, ইহারাই আবার সমাজ সেবক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন!! দুই পাতা বাঙ্গালা বা ইংরাজি পড়িয়াই ইহারা আবার শাস্ত্রের মর্মোদ্ঘাটন করিতে যান!! খোদাতাআলা এই শ্রেণীর ধর্মদ্রোহী জাহেলদিগের হস্ত হইতে সমাজ এবং ধর্মকে রক্ষা করুন। (আমিন)

www.pathagar.org

অনন্তর এই অর্ব্বাচীন লেখক নেহায়েৎ আহমকের মত যে দুইটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। উহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। উহাতে জেহাদের সপক্ষে বিপক্ষে কোন উক্তিই নাই। ফলতঃ কোরান শরিফে জেহাদের বিরুদ্ধে একটি উক্তিও নাই।

অতঃপর এই বিংশ শতাব্দীর নূতন অবতার লেখক সাহেব লিখিতেছেন, তৈমুর লঙ্গ পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করাকে পুণ্যকার্য বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু তাহা দূরে থাক, সেই পৌত্তলিকদিগকে কুবাক্য বলাও যে পাপ, তাহা মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরান শরিফে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে।" এই বলিয়া সূরা আনামের ১০৯ আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা— "যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য দেবতাকে আহ্বান করে, তাহাদিগকে (হে মুসলমানগণ!) কুবাক্য বলিও না, যেহেতু তাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ আল্লাহকে অধিক কুবাক্য বলিবে।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে এহেন জাহেল এবং অনভিজ্ঞ লেখকের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালন করিতে হইতেছে। এই গুপ্ত লেখক কোরান শরিফের কোনও মর্ম না জানিয়া এবং তফসীর (ভাষ্য) আদি পাঠ না করিয়াই যেরূপভাবে গিরিশ বাবুর বঙ্গানুবাদিত কোরান মাত্র অবলম্বন করিয়া, কোরানজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে নবনূরে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহাতে উপযুক্ত মুষ্টিযোগ ব্যতীত ইহার প্রতিকার সম্ভবে না।

পাঠকগণ! খোদাতাআলা সূরা আনামের ত্রয়োদশ রুকুতে কাফেরদিগের কপটতা, সত্যগ্রহণের বিমুখতা এবং অবাধ্যতার বিষয় জ্ঞাত করাইয়া হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-কে বলিতেছেন, "তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তুমি তাহার অনুকরণ কর, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই এবং অংশিবাদিগণ (মোশরেক) হইতে বিমুখ হও অর্থাৎ হে মুহাম্মদ, তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, এবং যত উপদেশই দাও না কেন, তাহারা কিছুতেই কোরানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে না, উপদেশ দ্বারা তাহারা ধর্ম্মগ্রহণ করিবে এ আশা ছাড়িয়া দাও, এক্ষণে তোমার প্রতি (জেহাদের) যে প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তাহার অনুসরণ কর, এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন তবে তাহারা অংশী স্থাপন করিত না; আমি তোমাকে তাহাদের সম্বন্ধে রক্ষক করি নাই এবং তুমি তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নও" অর্থাৎ পরমেশ্বর এহেন কপট এবং সত্যদ্রোহী লোকদিগকে শেরেক অংশিবাদিতা হইতে আর বাঁচাইতে ইচ্ছা করেন না, বরং তাহাদিগকে শাস্তি দিতেই ইচ্ছা করেন। তাই "(হে মুহাম্মাদ) তোমাকে আমি তাহাদের

www.pathagar.org

রক্ষক নিযুক্ত করি নাই, প্রত্যুত শাস্তিদাতা এবং ধ্বংসকারী করিয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণে সেই সমস্ত কাফেরদিগকে যাহারা আল্লাকে ছাড়িয়া (অন্য দেবতাকে) আহ্বান করে, তাহাদিগকে (অনর্থক আর) কটূক্তি বর্ষণ করিও না (কারণ) তাহাতে তাহারা ধর্মপথে আসিবে না, পরন্তু তোমাদের (উপাস্য) ঈশ্বরকে অজ্ঞানতা বশতঃ অধিকতর কটূক্তি করিবে। অতএব উপদেশ ও কটূক্তি ছাড়িয়া জেহাদ ঘোষণা করিয়া শাস্তি দাও এবং সত্যগ্রহণ করাও। পাঠকমণ্ডলী! বোধহয় এক্ষণে আপনারা নিতান্তই আশ্চর্যান্বিত এবং স্তম্ভিত হইয়াছেন। দেখিলেন, এই গুপ্ত লেখক কিরূপভাবে কোরান শরিফের বাঙ্গালা তর্জ্জমা হইতে অর্থোদ্ধার করিয়াছেন! তৎপর এই লেখক প্রবর আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা— "তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে আহ্বান করে, (ইসলাম) তাহাদের লাভ ও ক্ষতি করে না।" (২২ অধ্যায়, ২২ শ্লোক।)

নাউজুবিল্লা মেন্‌হা! কোরান শরিফে এ আয়াতই নাই! মূল কোরানে ঐ স্থলে যে বচন আছে, তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ এই— তাহারা (কাফেররা) আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাকে (অর্থাৎ যে কল্পিত দেবতাদিগকে) ডাকে, সে (সেই সমস্ত দেবতা) তাহাদের (বিন্দুমাত্র) লাভ ও ক্ষতি করিতে পারে না। (অথচ তাহারা তাহাদিগের উপাসনা করে এবং আহ্বান করে) ইহাই (সর্বাপেক্ষা) চরমতম পথভ্রান্তি। (সূরা হজ্ব— ১২ আয়াত)

পাঠকমণ্ডলী দেখিলেন, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কোরান শরিফের বচন উদ্ধৃত করিতে লেখক কিরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লেখক পুঙ্গব 'সে' অর্থে যে স্থলে দেবতাদিগকে বুঝাইয়াছে, সে স্থলে ব্র্যাকেটের মধ্যে 'ইসলাম' লিখিয়াছেন।* ধন্য জ্ঞান! এরূপ না হইলে কি কোরান শরিফের অর্থোদ্ধার করা যায়? অতঃপর লেখক পুঙ্গব "ঈশ্বর বিশ্বাসী ভিন্নধর্মী সম্বন্ধে ইসলামের মত" বলিয়া নীচের আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"নিশ্চয় যাহারা মুসলমান ও যাহারা মুসায়ী ও ঈসায়ী এবং সাবি তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকার্য করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের পুরস্কার আছে, এবং তাহাদিগের প্রতি ভয় নাই, তাহারা শোক পাইবে না।" (২ অধ্যায়— ৬২ শ্লোক)

---

* গিরিশ বাবুর বঙ্গানুবাদিত এবং সেল সাহেবের (Sale) ইংরাজি কোরানে উক্ত আয়াতটি যথাযথরূপেই অনুবাদিত হইয়াছে। সুতরাং লেখক পুঙ্গব যে নিজেই দেবতা অর্থে ইসলাম করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং লেখক কোরানদ্রোহী মালাউন কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করুন।

www.pathagar.org

পাঠক! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই লেখক অন্যান্য ধর্মেও বিশ্বাসী। নতুবা নিজের ইচ্ছানুসারে কোরানের আয়াত পরিবর্তন করিয়া সকলকেই (ইসলাম গ্রহণকারী এবং অগ্রহণকারী) পুরস্কারের লোভ দেখাইবেন কেন, এবং কোনও ধর্মাবলম্বীরই যে ঈশ্বরের নিকটে ভয়ের কারণ নাই বলিয়া অভয় ঘোষণা করিবেন কেন? আমরা জিজ্ঞাসা করি, হে লেখক ভায়া! ধর্ম এক না দুই। ধর্ম যদি একাধিক হয়, তবে ঈশ্বর এক হইবে কিরূপে? হে লেখক পুঙ্গব! যাহা সত্য তাহাই যদি ধর্ম হয়; তবে ধর্মের প্রকার ভেদ হইবে কিরূপে? সত্যের প্রকার ভেদ হইতে পারে কি? এ সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণা করিবার আপনার মস্তিষ্ক আছে কি? পাঠকগণ! দেখিতে পাইবেন, এই লেখক কিরূপে কোরানের আয়াতের পরিবর্তন এবং বিকৃত অর্থ যুক্ত করিয়া স্বয়ং খোদাতাআলার আসনে উপবেশন করিয়া (লাহওলা) কাফের এবং মোমেন সকলকেই স্বর্গে প্রবেশ করাইতেছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কোরান শরিফের বহুসংখ্যক আয়াতই এক একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। এজন্য কেবল কোরান শরিফের সাহায্যে আয়াতের মর্মোদ্ধার করিতে গেলে পদে পদেই বিড়ম্বিত হইবার আশঙ্কা।[১]

উপরোক্ত আয়াতের ঘটনা এই যে, ইস্রায়েল বংশীয় লোকেরা "আমরা পয়গম্বরের সন্তান এবং নানা প্রকারে ঈশ্বরের নিকট শ্রেষ্ঠ" এই ভাবিয়া মনে করিত যে, তাহারাই একমাত্র পরিত্রাণ পাইবে। এই জন্য খোদাতাআলা বলিতেছেন "নিশ্চয় যাহারা মুসলমান ও যাহারা মুসায়ী ও ঈসায়ী এবং ধর্মহীন তাহাদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, এবং উত্তম কার্য (অর্থাৎ খোদাতাআলার আদিষ্ট কার্য) করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে, এবং তাহাদিগের প্রতি ভয় নাই, তাহারা শোক (পারলৌকিক শাস্তি) পাইবে না। (সূরা বাকারা— ৬২ আয়াত)

অর্থাৎ যে কোনও ব্যক্তি এবং যে কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক, ঈমান আনিয়া মোমিন হইবে এবং খোদার আদিষ্ট কার্য করিবে, সেই মুক্তি পাইবে। প্রিয় পাঠক! দেখিতেছেন, এই সুন্দর সরল অর্থ বিশিষ্ট আয়াতটিকে লেখক সাহেব কিরূপ বিকৃত করিয়াছেন? এই আয়াত পাঠে আপনারা কি কেহ এরূপ বুঝিতে পারেন যে, ইসলাম অগ্রহণকারী দলও মুক্তি পাইবে?[২] খোদাতাআলা

---

(১) আমরা সাধারণ পাঠকগণকে জানাইতেছি যে, কেহই যেন তফসীর (ভাষ্য) ব্যতীত কেবল বাঙ্গালা ইংরাজি বা উর্দু অনুবাদের সাহায্যে কোরান শরিফের মর্মাবধারণ করিতে চেষ্টা না করেন। এরূপ করিলে পদে পদেই ভুলভ্রান্তি ও অর্থ বৈপরীত্যের সম্ভাবনা। উপরোক্ত লেখকই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। (লেখক)

(২) এই শ্রেণীর অন্যান্য ধর্মকে 'ধর্ম' বলিয়া বিশ্বাসী লোক, মুসলমান সমাজে অধুনা অনেক দেখা দিয়াছে। তাহাদের জন্য মাত্র আমরা কয়েকটি আয়াত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

www.pathagar.org

এই প্রকার মারাত্মক বিশ্বাস হইতে লেখককে রক্ষা করুন। তৎপরে "যাহারা বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎকার্য করিয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে সকলে লইয়া যাইবেন।" ইত্যাদি অর্থ সূচক দুইটি আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা লেখককে জানাইতেছি যে, এই শ্রেণীর আয়াত কোরান শরিফে যথেষ্ট আছে। লেখককে জিজ্ঞাসা করি, তিনি 'বিশ্বাস স্থাপন' এবং 'সৎকার্য' অর্থ কি বুঝিয়াছেন? বিশ্বাস স্থাপন অর্থে কি ভূত-প্রেত-দৈত্যে বিশ্বাস, না রাধা-কৃষ্ণ-যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন, না বেদ-বাইবেল-পুরাণ তন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন, না আল্লাহ-রসূল এবং কোরানে বিশ্বাস স্থাপন, ইহার কোনটি তিনি বুঝিয়াছেন? অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিবেন কি? পাঠকগণ, মনে রাখিবেন আরবী 'ঈমান' শব্দকে বাঙ্গালায় গিরিশ বাবু 'বিশ্বাস' বলিয়া এবং ইংরাজিতে সেল সাহেব 'ফেইথ' (Faith) বলিয়া তর্জ্জমা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোরানোক্ত 'ঈমান' শব্দের তর্জ্জমা বিশ্বাস এবং Faith ইহার কোনটিই নহে। যাহা হউক, তত্রাচ বাঙ্গালা এবং ইংরাজি কোরান পাঠকালে 'বিশ্বাস' এবং Faith শব্দকে ঈমান অর্থেই বুঝিতে হইবে। ঈমান বলিলেই খোদা, রসূল এবং কোরানের প্রতি অকাট্য বিশ্বাস বুঝিতে হইবে। কোরানের প্রতি ঈমান আনিলে কোরানোক্ত সমস্ত বিষয়কেই দৃঢ় বিশ্বাস করা হইল। এইরূপ সৎকার্য অর্থেও নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত প্রভৃতি খোদাতাআলার আদিষ্ট কার্য বুঝিতে হইবে। সুতরাং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং সৎকার্য করিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা খোদা রসূল এবং কোরানকে বিশ্বাস করিয়াছে এবং নামাজ রোজা হজ্ব জাকাত ইত্যাদি খোদা এবং রসূলের আদিষ্ট কার্য করিয়াছে– এক কথায় শরিয়তের বিধি অনুসারে চলিয়াছে; তাহাদিগকেই খোদাতাআলা স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবেন। তদ্ব্যতীত অন্যকে নহে। ইহাই ঐ সমস্ত বচনের মর্ম, বুঝিলে ভায়া?

১। "এবং ইব্রাহিমের অনুসরণে আল্লাহ্কে তদুদ্দেশ্যে ধর্ম বিশুদ্ধ করত অর্চনা (বন্দেগী) করিতে এবং নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং জাকাত দান করা ভিন্ন আদেশ করা হয় নাই; ইহাই প্রকৃত ধর্ম। নিশ্চয় গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা ও অংশিবাদিগণ নরকানলে থাকিবে, তথায় নিত্যবাস করিবে, ইহারাই তাহারা যে, অধম জীব। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎক্রিয়া সকল করিয়াছে, ইহারাই তাহারা যে শ্রেষ্ঠ জীব।" (সূরা বায়্যিনত— ৫-৬-৭ আয়াত)

২। "এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, পরে তাহার (সেই ধর্ম) গৃহীত হইবে না, এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত।" (সূরা আল্ এমরান— ৮ আয়াত)

৩। "নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট যে ধর্ম আছে, তাহা ইসলাম ধর্ম। (ঐ সূরা— ১৯ আয়াত)

৪। "হে বিশ্বাসী লোক সকল, পূর্ণ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ কর।" (সূরা বাকারা— ২০৮ আয়াত)

৫। "এবং যে সকল লোক ইহাকে (কোরানকে) অগ্রাহ্য করিতেছে, অনন্তর ইহারাই তাহারা যে অনিষ্টকারী।" (সূরা বাকারা— ১২১ আয়াত)

www.pathagar.org

তদনন্তর লেখক চূড়ামণি আর যে সমস্ত প্রলাপ বকিয়াছেন; তাহা নিতান্তই অসার এবং হাস্যজনক। পাঠকমণ্ডলী এই বি-নামা লেখকের মূর্খতাজনিত একটুকু দম্ভ দেখুন। লেখক লিখিতেছেন "পাদরী রডওয়েল, ভেরী, পামর, শেল, লেন, লেনপুল এবং গিরীশচন্দ্র সেন মহোদয়গণের মধ্যে কেহ কেহ "জেহাদকে" ধর্মযুদ্ধরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল।" বটে! সাবাস মূর্খতায়! এমন না হইলে এরূপ দাম্ভিকতা শোভা পায় কি? সমগ্র জগতের সর্বজাতীয় আরব্য ভাষাবিদ পণ্ডিতগণ 'জেহাদ' অর্থে ধর্মযুদ্ধ বুঝিয়াছেন; কিন্তু আরব্য ভাষার আলেফ অক্ষর চিনেন কিনা সন্দেহ, এরূপ জ্ঞান লইয়া লেখক বলিতেছেন, উহা ভুল। যাহা হউক, জেহাদ অর্থ যে ধর্ম বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করা, তাহা কোরান শরিফের উদ্ধৃত রচনাবলীতেই সুস্পষ্ট প্রকাশিত।

অতঃপর এই ভূঁইফোড় লেখক জেহাদ শব্দের অর্থ যে 'ধর্মযুদ্ধ' কেমন করিয়া হইল, তাহার খোঁজ করিতে করিতে গাঁজাখুরী কল্পনা বলে আবিষ্কার করিয়াছেন যে অধুনা তুরস্কের প্রতি খৃস্টীয় শক্তিসমূহের নিদারুণ অত্যাচারে মুসলমানগণ নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে, কিন্তু আপনাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া "জেহাদ" "জেহাদ" করিয়া প্রাণে কতকটা শান্তি অনুভব করে। ইহাই বোধহয় উল্লিখিত মুসলমানদিগের জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ। বলিহারি বটে! এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের জন্য লেখক অবশ্যই কিছু উত্তম মধ্যম পুরস্কার পাইতে পারেন। লেখক তুরস্ক এবং তাহার জেহাদের পতাকার কিছু খোঁজ রাখেন কি? এরূপ গণ্ডমূর্খ অকাল কুষ্মাণ্ড লেখকও মাসিক পত্রিকায় লেখনী পরিচালনা করেন, ইহা কি কম বিড়ম্বনার বিষয়! পাঠকগণ! মহামান্য খলিফা তুরস্কের সুলতানের নিকট একটি জেহাদের পতাকা আছে। ঐ পতাকার বস্ত্র হযরত আয়েশার (রা) পরিহিত পবিত্র বস্ত্র হইতে গৃহীত। ঐ পতাকার বর্ণ সবুজ। হযরত রসূলে করিম (দঃ) হযরত আলীর (কঃ ওঃ) দ্বারা উহার উপরে এই কয়েকটি পবিত্র বাক্য লিখাইয়াছিলেন, যথা ঃ

"যাহারা তরবারী উত্তোলন করিবে তাহারা সংখ্যাতীত পুরস্কার এবং আশাতীত সুফল লাভ করিবে। শোণিতের যে বিন্দু ভূমিতে পতিত হইবে, তাহা এবং যে মৃত্যু যন্ত্রণা যুদ্ধক্ষেত্রে সহ্য করা হইবে, উহা রোজা রাখা ও উপাসনা করা অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক হইবে। যদি ঐ ধর্মযোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন (শহীদ হন), তবে তাহার অতীত ও বর্তমান সমস্ত পাপ মার্জনা হইবে। এবং সে ব্যক্তি পরম সুখময় স্থান ফেরদাউস (স্বর্গ)-বাসী হইয়া স্বীয় আত্মিক জীবন (রুহানী জেন্দেগী) পরম সুখে অতিবাহিত করিবে।" এই পরম পবিত্র বচন সমলঙ্কৃত জেহাদের পতাকা এক্ষণে তুরস্কে আছে। এই পতাকা উড্ডীন

www.pathagar.org

হইলে সমগ্র জগতের মুসলমান রণরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া উঠিবেন। ইহাই জেহাদ-ভীতির কারণ। কিন্তু লেখক তাহা না জানিয়া কত কি আবোল তাবোল বকিয়াছেন। প্রিয় পাঠকগণ! আমরা আর একটি কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। লেখক লিখিয়াছেন "জেহাদ অর্থ কখনই ধর্মযুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের পয়গম্বর জেহাদের দুইটি নাম দিয়াছিলেন "জেহাদে আকবর" "জেহাদে আসগর" অর্থাৎ বড় জেহাদ যেমন বিদ্যা উপার্জন প্রাণান্ত পরিশ্রম। জেহাদে আসগর অর্থাৎ ছোট জেহাদ যেমন শত্রুর হস্ত হইতে নিজ ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। আমাদের কোন হাদিস গ্রন্থেও এ বিষয়ে অন্য কোনও বিরুদ্ধ মত পরিদৃষ্ট হয় না।" ধন্য! ধন্য!! আমরা জিজ্ঞাসা করি– হে বি-নামা লেখক! আপনি কোনও হাদিস পড়িয়াছেন অথবা তাহার খোঁজ রাখেন কি? পাঠকমণ্ডলী! আপনারা লেখক সাহেবের কোরানজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন, এক্ষণে হাদিস জ্ঞানের পরিচয় দেখুন। হাদিস শরিফে জেহাদ এবং তাহার পারলৌকিক পুরস্কারের যথেষ্ট উক্তি আছে; তৎসমুদয় উল্লেখ করিতে গেলে স্বতন্ত্র পুস্তকের আবশ্যক হয়। আমরা ভ্রমনিরসনের জন্য মাত্র কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

১। আবু সইদ বলেন :

প্রেরিত মহাপুরুষ একদা বলিতেছিলেন "যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে সর্বময় প্রভু বলিয়া, ইসলামকে ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার জন্য স্বর্গ আছে।" আমি ইহা শুনিয়া পুলকিত হইলাম, এবং প্রেরিত পুরুষকে পুনরায় উক্ত বচনটি আবৃত্তি করিতে অনুরোধ করিলাম; তাহাতে প্রেরিত পুরুষ পুনরায় আবৃত্তি করিলেন এবং তৎপর বলিলেন "আর একটি কার্য আছে, যদ্দারা স্বর্গে আকাশ-পাতালের ব্যবধান হইতে শতগুণ উচ্চপদ লাভ করা যায়।" আমি বলিলাম "উহা কি?" প্রেরিত পুরুষ তদুত্তরে বলিলেন "উহা খোদার ধর্ম বিস্তারের জন্য জেহাদ, জেহাদ, জেহাদ।" (মুসলিম শরিফ)

২। আনাস বলেন :

হযরত বলিয়াছেন, "কাফেরদিগের সহিত ধন দ্বারা প্রাণ দ্বারা এবং বাক্য দ্বারা জেহাদ কর।" (আবু দাউদ, নেসায়ী, দারমী)

৩। আবু মুসা বলেন :

প্রেরিত পুরুষকে বলিতে শুনিয়াছি, "স্বর্গের দ্বার সকল তরবারীর ঔজ্জ্বল্যে প্রতিবিম্বিত।" (এই হাদিস শুনিয়া একজন শোচনীয় অবস্থার লোক আবু মুসাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ইহা হযরত রসূলকে বলিতে শুনিয়াছ? আবু মুসা বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই।" এই কথা শুনিয়া সেই লোকটি বাড়ী চলিয়া যান এবং

www.pathagar.org

কোষ ভাঙ্গিয়া তরবারী ধারণ করত সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক জেহাদে যোগদান করেন এবং জেহাদ করিতে করিতে অবশেষে শহীদ হন।)

(মুসলিম শরিফ)

৪। আবদুল্লা এব্‌নে হুব্‌শী বলেন :

কোন ব্যক্তি হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কার্য সর্বোৎকৃষ্ট?" হযরত বলিলেন, "নামাজে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকা।" পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দান (সদ্‌কা) শ্রেষ্ঠ?" হযরত বলিলেন, "অতি দরিদ্র ব্যক্তি যে দান করে, তাহাই।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিবর্জনের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ?" হযরত বলিলেন, "খোদা যাহা হারাম (অবৈধ) করিয়াছেন, তাহার পরিবর্জন।" পুনরায় প্রশ্নকারী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ জেহাদ শ্রেষ্ঠ?" হযরত বলিলেন, "নিজের ধন এবং বলের দ্বারা কাফেরদিগের সহিত জেহাদ শ্রেষ্ঠ।" পুনরায় বলিলেন, "কোন রূপ মৃত্যু শ্রেষ্ঠ?" হযরত বলিলেন, "অশ্বাদি সহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় জেহাদ করিতে করিতে যে মৃত্যু।" (আবু দাউদ)

৫। এব্‌নে আব্বাস বলেন :

হযরত রসূল মহা বিজয়ের দিন বলিয়াছেন "বিজয়ের পরে আর হযরত (দেশত্যাগ) ফরজ নহে; কিন্তু জেহাদ এবং জেহাদের সংকল্প ফরজ রহিল। যখন তোমাদিগকে জেহাদ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে, তখনই তোমরা যাইও এবং আমীরের (দলপতির) আদেশ প্রতিপালন করিও।" (বোখারী এবং মুসলিম)

৬। এমরান এব্‌নে হাসিন বলেন :

হযরত রসূল বলিয়াছেন, "আমার উম্মতদিগের মধ্যে একদল সত্যের পথে সর্বদা জেহাদ করিবে, এবং তাহারা শত্রুর প্রতি প্রবল থাকিবে। ইহাদের শেষ দল দজ্জালের সহিত সংগ্রাম করিবে।"

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! জেহাদ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি হাদিস শরিফে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে জেহাদ অস্বীকারকারী কোরান এবং হাদিস বিরোধী এই লেখক মুসলমান কি কাফের, তৎসম্বন্ধে আফগানিস্তানের ভূতপূর্ব অধিপতি জিয়া-উল-মিল্লাতে উদ্দিন আমীর আবদুর রহমান খান এবং সুপ্রসিদ্ধ ত্রয়োদশ জন ওলামার অকাট্য ফতোয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"May it not remain hidden from all believers and followers of the Prophet that the gracious God has imposed Jihad on believers as a weighty debt and

www.pathagar.org

bounden duty, and whoever shall deny this shall become a Kafir, since this has been established and made clear by the Koran and the traditions of the Prophet."

অর্থাৎ, "ইহা সমস্ত বিশ্বাসী এবং পয়গম্বরের উম্মতদিগের নিকট গুপ্ত থাকিতে দিও না যে করুণাময় আল্লাহ তাআলা মোমিনদিগের প্রতি জেহাদকে গুরুতর ঋণ এবং অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবে সে কাফের হইবে, কারণ ইহা কোরান এবং হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে মিমাংসিত এবং ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।"

এক্ষণে আমরা 'নব-নূর' সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি এই প্রবন্ধটি দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন না? এই ধর্ম বিদ্রোহিতার জন্য তিনি কি দায়ী নহেন? ইহার লেখক কে? তিনি না অপর কেহ? আমরা ভরসা করি তিনি মুসলমান সমাজের নিকট ইহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ প্রদান করিবেন। জেহাদ যে কোরান এবং হাদিসের নির্দ্ধারিত বিষয়, তাহা কি তিনি অবগত নহেন? যদি অবগত না থাকেন, তবে এরূপ জ্ঞান লইয়া মাসিক পত্রিকায় ধর্ম সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা কতদূর সমীচীন?* ইসলাম ধর্ম কি খেলা খেলিবার বিষয় যে যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবে? যদি 'নব-নূরে'র প্রবন্ধ দ্বারা 'নব-নূরে'র একটি পাঠকের মনেও লেখকের মত সত্য বলিয়া স্থান পাইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য তিনি কি দায়ী নহেন? যদি ইহা ভ্রমবশতঃ হইয়া থাকে, তবে ভরসা করি তিনি এবং লেখক 'নব-নূরে' ঐ ৫ ., র প্রতিবাদ করিয়া এবং নিজেরা 'তওবা' পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। তওবা আমরা দেখিতে যাইব না বটে, কিন্তু প্রতিবাদ দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। যদি তাঁহারা (লেখক এবং সম্পাদক) প্রতিবাদ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমরা সমাজ এবং ধর্মদ্রোহী লোক ব্যতীত আর কি মনে করিতে পারিব? (খোদা কোফর' হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন।)

* মাসিক ইসলাম প্রচারক, নভে-ডিসেম্বর, ১৯০৩।

---

* কেবল মাসিক কেন, ষান্মাসিক পাক্ষিক বা দৈনিক সংবাদপত্রে অথবা পুস্তক পুস্তিকায় প্রকাশ করা মুখে ব্যক্ত করা পর্যন্ত ঘোর অন্যায় এবং ধর্মবিরুদ্ধ।

www.pathagar.org

ISBN 978 984 90110 4 0
9 789849 011040